R E V

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

আজ্ঞাবহতার ক্ষমতা

O L U

গ্যারি কেসি

T I O N

R E V O L U T I O N

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

আজ্ঞাবহতার ক্ষমতা

গ্যারি কেসি

Your Financial Revolution, The Power of Allegiance, Bengali
Copyright © 2022 by Gary Keesee

Originally published in English
Copyright © 2015 by Gary Keesee
ISBN: 978-0-9729035-9-2

Gary Keesee Ministries,
P.O. Box 779, New Albany,
OH 43054, USA

GaryKeesee.com

This book is a FREE GIFT from Gary Keesee Ministries and is NOT FOR SALE

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব, আজ্ঞাবহতার ক্ষমতা, বাংলা,
কপিরাইট ©2022 গ্যারি কেসি কর্তৃক

ইংরেজি ভাষায়
মূল প্রকাশনা ©2015 গ্যারি কেসি কর্তৃক
ISBN: 978-0-9729035-9-2

গ্যারি কেসি মিনিস্ট্রিস,
P.O. Box 779, New Albany,
OH 43054, USA

GaryKeesee.com

এই বইটি গ্যারি কেসি মিনিস্ট্রিস এর একটি বিনামূল্যের উপহার, এবং বইটি বিক্রয়ের জন্য নয়।

সূচীপত্র

ভূমিকা..07

মুখবন্ধ..9

অধ্যায় ১: ঈশ্বরের রাজ্য 23

অধ্যায় ২: নীল কুয়াশা..71

অধ্যায় ৩: হে ঈশ্বর, দয়া কর!..81

অধ্যায় ৪: বৃহৎ মাছটি 115

অধ্যায় ৫: সিদ্ধান্তটি কার ছিল?..127

অধ্যায় ৬: প্রভুর আশীর্বাদ 167

অধ্যায় ৭: দ্বার 189

অধ্যায় ৮: আজ্ঞাবহতার শক্তি 199

অধ্যায় ৯: তোমার তাদের আহার দাও!..209

অধ্যায় ১০: সংগ্রহ করুন, ঘর্মাক্ত হবেন না! 225

অধ্যায় ১১: হাঁটার চাইতে উড়ে যাওয়া সহজ! 233

ভূমিকা

ড্রেনডা ও আমাকে ঈশ্বর বিগত বেশ কিছু বছর ধরে যে যাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন আমি সেটিকে লিখিত রূপ দিতে চেয়েছিলাম। আমাদের জীবন অতি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে। বাইবেলে যীশু যে সকল পরাক্রমকার্য করেছিলেন, বছরের পর বছর ধরে আমাদের চোখের সামনে সেগুলিকে ঘটতে দেখেছি: মৃতরা জীবিত হয়েছে; পক্ষাঘাতগ্রস্তরা উঠে দাঁড়িয়েছে, হেটেছে, এবং পরের দিন কাজে গিয়েছে; অসংখ্য মানুষ আরোগ্য লাভ করেছে; এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু আমাদের দেখা সর্ববৃহৎ পরাক্রমকার্যগুলি আমরা আমাদের নিজেদের পরিবার ও নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটতে দেখেছি।

আমার লক্ষ্য হলো আপনাকে নিয়ে একটি ভ্রমনে যাওয়া, সেটি আবিস্কার করবার এমন একটি অভিযান যেটি যেভাবে আমার জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল, আমার আশা সেটি আপনার জীবনকেও পরিবর্তন করবে। একটি বইয়ে সেই কাহিনী বলা যায় না। এটি ধারাবাহিক পুস্তকমালার প্রথম বই যা আপনাকে আপনার নিজস্ব অর্থনৈতিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে দেবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সেই রহস্যকে প্রকাশিত করতে আরম্ভ করবে যা আমার জীবনকে পরিবর্তীত করেছিল। আমার কাছে এটি একটি উত্তেজনাকর যাত্রা যা কখনই শেষ হবে না। আমরা সকলে শিক্ষাগ্রহণ করব! রাজ্যের জ্ঞান অফুরন্ত।

আমি ঈশ্বরের নিকট অতি কৃতজ্ঞ। প্রতিদিন তাঁর দয়া নুতন, এবং তিনি ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাকারী, যা আমাদেরকে পরিত্রাণের পথে চালনা করে। প্রথমেই আমি আমার সুন্দরী স্ত্রী ড্রেনডার কথা উল্লেখ না করে আপনাকে এই যাত্রাপথে নিয়ে যেতে পারি না। ঈশ্বরের নিমিত্ত তার অন্তর এবং আমার প্রতি তার প্রেম ও ধৈর্য্য আমাকে আমার দুর্বলতাগুলির মোকাবিলা করবার এবং যে সকল প্রশ্নের উত্তরগুলি আমি মরিয়াভাবে সন্ধান করছিলাম সেই উত্তরগুলি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে বিনতী করবার জন্য সাহস যুগিয়েছিল।

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

আজ্ঞাবহতার শক্তি

মুখবন্ধ

আমি শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি,আমি ভুলে গিয়েছি সমৃদ্ধি কাকে বলে
-বিলাপ ৩:১৭

ঘুম থেকে উঠেই টের পেলাম কিছু একটা গলদ হয়েছে, খুব বেশি খারাপ কিছু! আমি যখন উঠলাম তখন আমার মনকে অতি বড় ভয় আছন্ন করেছিল। আমার জিভ অসার হয়ে গিয়েছিল। আমার হাত, পা ও মুখের একদিকটা অসার হয়ে গিয়েছিল। আমি ড্রেনডাকে জাগিয়ে তুললাম। আমার শরীরের অবস্থা কেমন ছিল সেটি ওকে বলতে কষ্ট হচ্ছিল, কারণ আমার পুরো মুখমন্ডল ও জিহ্বা আমার সাথ দিচ্ছিল না। তারপর আমি খেয়াল করলাম যে ওকে আমার অবস্থার বিষয়ে জানানোর সময় আমার বুক ধরপড় করছে ও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ড্রেনডা উঠেই আমার জন্য প্রার্থনা করা আরম্ভ করে দিলেন। আস্তে আস্তে এমন অদ্ভুত ও ভয়ের ভাবটা কিছুটা কমে গেল। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম কারণ ড্রেনডা আমার জন্য কিছু খাদ্য আনবেন বললেন। আমি যখন শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করছিলাম তখন আমার শরীরের ভেতরে কি চলছে সে বিষয়ে বিভ্রান্ত ও ভীত ছিলাম। আমার উপরে ভয়ের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল; জীবনে আমি কখনও যে ভয় পাই নি, সেই রকম ভয় আমার মনকে আক্রান্ত করছিল।

আমি যে ঋণের বোঝার নীচে জীবনযাপন করছিলাম ও ক্রমাগত অর্থের অভাব ছিল সেটি আমার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গরূপে ভয়ের বাতাবরণ তৈরী করে রেখেছিল। ক্রমাগতভাবে অবনতি হতে থাকা আমার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে আমি মারাত্মক মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম। আমি কমিশন ভিত্তিক সেলস বা বিক্রয়ের কাজ করতাম, কিন্তু কোনমতেই যথেষ্ট রোজগার করতে পারছিলাম না। আমরা একটি ১৮০০ স্কোয়ার ফিটের ছোট্ট ফার্ম হাউস বা খামারবাড়ি ভাড়া করে বাস করছিলাম, যেটাকে দেখে মনে

হত তৈরী করবার পর কখনই সেটির কোনো সংস্কার হয় নি। আমার মনে হয় এখানে আমি একটু অতিরঞ্জিত করছি, কিন্তু বাড়িটি মোটেই সুদর্শন ছিল না। জালানার ফ্রেম বা কাঠামোগুলির মধ্যে ফাঁক ছিল, ওই ফাঁকের মধ্য দিয়ে আগাছা আমাদের বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে বেড়ে ওঠেছিল। জানালার অনেকগুলো শার্সি ভাঙ্গা ছিল, আর আমরা সেগুলিকে নরম টেপ দিয়ে কার্ড বোর্ড এঁটে আটকে রেখেছিলাম।যদিও অনেক খোঁজা খুঁজির পর ড্রেনডা সেই বাড়িটিকেই আমাদের বাসভবন করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার সকল নিপুনতা সত্ত্বেও, আমরা এই বাস্তবতাকে ধামা চাপা দিতে পারি নি যে ওই বাড়িটিতে অনেক গুরুতর সমস্যা ছিল।

ওখানে আমাদের যা যা ছিল, সেগুলির অবস্থা একইরকম ছিল— ভাঙ্গাচোরা। আমাদের দুটি গাড়িই ছিল যথেষ্ট পুরনো, গাড়িগুলি প্রায় দু লক্ষ মাইল চলেছে, চালু হতেই চাইত না। আমাদের দুই ছেলে একটি নার্সিং হোম বা সেবা কেন্দ্রের ফেলে দেওয়া তোশকের উপরে শুয়ে থাকত, ওদের শোবার ঘরের যে কার্পেট বা গালিচাটি ছিল সেটা রাস্তার ধরে জঞ্জালের মধ্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বন্ধক রাখবার দোকানগুলিই ছিল আমাদের জীবনের পথ, আর যারাই আমাদের সাহায্য করতে পারবে বলে আমাদের মনে হত, আমরা তাদের কাছ থেকেই ধার করতাম। প্রতিদিন আমরা কিছু একটা বিক্রি করবার চেষ্টায়, বেঁচে থাকার একটি পথ অন্বেষণ করে, এবং আগামীকালটি ভালো হবে এই আশা রেখে, প্রতিদিন দুবেলার অন্ন জোগার করে জীবিত থাকতাম।

কয়েক মাস আগেই ঋণের সীমায় পৌঁছে যাওয়া আমার দশটি ক্রেডিট কার্ড বাতিল হয়ে গিয়েছিল আর আমার ২৮ শতাংশ হারে নেওয়া তিনটি ফাইন্যান্স কোম্পানি বা ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ঋণগুলি আদায় করা হচ্ছিল। আমার গাড়ির (হ্যাঁ, তখনও আমার খুব পুরনো গাড়িটি ছিল) পাওনা প্রদান ১২০ দিন বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, আর সেই গাড়িটিকে প্রায় ফেরৎ নিয়ে নেওয়ার অবস্থায় চলে গিয়েছিল। আমার কাছে যে সকল বিল বা পাওনা প্রদান বাকি ছিল সেগুলি পরিশোধ করতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার কেস ফাইল করা হয়েছিল, আর প্রতিদিন সকালে পাওনা আদায়ের ফোন কল আমার ঘুম ভাঙ্গাতো। আমি IRS অর্থ ঋণ নিয়েছিলাম, আর তারাও বিগত বছরের করের কারণে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। ড্রেনডা ও আমি আমাদের পিতামাতাদের নিকট

থেকে ২৬,০০০ ডলার ধার নিয়েছিলাম, আর তারা আমাদের সাহায্য করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কদাচিত আমাদের রেফ্রিজারেটরে মুদিদ্রব্যে ভরে থাকতো। বৈদ্যুতিক কোম্পানি আমাদের বিদ্যুত সংযোগ কেটে দেবে বলে আমাদের অবিরত শাঁসাতো, মাঝে মাঝে সেটি প্রতি মাসেই ঘটত। আর আমি আমার মানসিক সহ্য ক্ষমতার সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।

তখন সেই মানসিক চাপ আমার দেহেও প্রভাব বিস্তার করছিল, যেটা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে দেখাবার পর, তারা আমাকে বললেন যে আমি ভয়াক্রান্ত হয়েছি, আর তারা আমাকে হতাশা কাটিয়ে তোলবার ওষুধ দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই ভয়ের আক্রমণগুলি চলতেই থাকলো, এবং সেই পর্যায় পর্যন্ত ঘন ঘন হতে থাকলো, যখন আমার বাড়ি থেকে বার হতে ভয় লাগতো। ভয়ের সেই ঘোলাটে দিনগুলির মধ্যে, আমি যখন উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম, আমি লক্ষ্য করতে শুরু করলাম যে চিনি, শ্বেতসার বা ক্যাফিন মিশ্রিত নির্দিষ্ট কিছু খাদ্য, আমাকে আরেকটি ভয়াক্রান্ত অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই তখন আমি খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে ভয় পেতে থাকলাম, এবং আমি যা কিছু খেতাম তার বিষয়ে সচেতন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার জীবন সেই পর্যায়ে বন্ধনযুক্ত হয়েছিল যে আমি আর কাজ করতে পারছিলাম না, যেটি নিশ্চিতভাবেই অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল।

আমার স্ত্রী ভেবেছিলেন যে তিনি তার স্বামীকে হারাতে চলেছেন, আর আমি যখন পরে সুস্থ হয়েছিলাম তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করে তাকে কি কি করতে হবে বাস্তবে তিনি সেই বিষয়ে পরিকল্পনা করছিলেন। আমি কিসের সাথে যুদ্ধ করছি সে বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা বা ধারণা ছিল না, তাই আমি উত্তরের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করতাম। আমার যে অসুখটি হয়েছিল সেটির ডাক্তারি পরিভাষায় একটা লম্বা চওড়া নাম ছিল, তারা বলেছিলেন যে এই রোগ সারবার নয়, এবং আমাকে চিরকাল ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। অন্য কয়েকজন ডাক্তারের মতে আমার ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগ হতে চলেছে। তারা বলেছিলেন যে বয়স যত বাড়তে থাকবে রোগও ততই বাড়তে থাকবে, আর তার ফলে নানা লক্ষণ দেখা দেবে।

আমি খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিলাম বটে, কিন্তু আত্মিক যুদ্ধ বা কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয় সেই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। বাস্তবে, সেই

সময়, আমি বুঝতেও পারি নি যে আমার সাথে দিয়াবলের একটি আত্মার যুদ্ধ চলছে। আমি ভেবেছিলাম যে আমার দেহে নিছক কোনো একটি সমস্যা হয়েছে, ও আমি নিজের সুস্থতার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছিলাম। একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীরূপে আমি জানতাম যে ঈশ্বর আমার উত্তর, কিন্তু সেই সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে তিনি বহু দুরে রয়েছেন। আমার যে অবস্থা ছিল ডাক্তারেরা সেই অবস্থার নানারকম নাম দিয়ে রোগনির্নয় করেছিলেন। সেই সকল নামগুলি মানসিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত ছিল, এবং সেইগুলির চিকিৎসা কেবলমাত্র রকমারি ওষুধ গ্রহণ করবার দ্বারা সম্ভব। যেমনটা আমি আগে বলেছি যে, ওই রোগের কোনো নিরাময় হয় না, কেবলমাত্র কিছু চিকিৎসা রয়েছে যা আমাকে আমার মানসিক অবস্থার সাথে লড়াই করতে সাহায্য করবে। আমার মধ্যে ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল, তবে, ওই ওষুধগুলোতে কোনো কাজই হয় নি। বরং, আমার বিশ্বাস, ওগুলো রোগের অন্যান্য লক্ষণ যুক্ত করেছিল। ওই ওষুধগুলোর প্রভাবে আমার মনে হত যে আমি এমন সব অবিরত ভয়ের ভাবনার দ্বারা যাতনাগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা যেন কুয়াশার মধ্যে রয়েছি, যে ভাবনাগুলিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমার কাছে এসবের কোনো উত্তর ছিল না, আর কোনো কিছুই আমার কোনো কাজে আসছিল না। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই অবস্থাটি চলল, আর যতই মনে হলো রোগের লক্ষণ ও ভয় আমার জীবনকে করায়ত্ত করে চলেছে, ততই আমরা মরিয়াভাব বাড়তে থাকলো।

কিন্তু এক রাতে আমি যখন উত্তরের নিমিত্ত ঈশ্বরকে বিনতী করছিলাম তখন আমি একটি বৃহৎ অগ্রগতি দেখেছিলাম। আমি আমার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছিলাম। তখন আমি আমার নিজের মন্ডলীতে একটি বুধবারের রাত্রিকালীন প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলাম। প্রশংসা ও আরাধনা চলাকালীন, আমার মধ্যে একটি পুরোদস্তুর ভয়াক্রান্ত অবস্থা তৈরী হয়েছিল। কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম যে আমার প্রার্থনা প্রয়োজন, তাই আমি মন্ডলীর সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। যদিও আমি সেই সভাটিকে পুরোপুরি বিঘ্নিত করছিলাম, কিন্তু আমি মোটেই পরোয়া করি নি। আমি একটি অতি প্রকান্ড মন্ডলীতে যাতায়াত করতাম, আর পালক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না, কিন্তু প্রশংসা ও আরাধনা দলের একজন কর্মী সদস্য আমাকে চিনত। যেহেতু আমি মরিয়া হয়ে কোনভাবে মঞ্চের

উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিলাম, তাই সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সকল চোখ আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল। যে কর্মীটি আমাকে চিনত, সে যখন দেখলো যে নিরাপত্তা অফিসারেরা আমাকে ধরবার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সে দ্রুত চঞ্চল হয়ে পড়েছিল।

সেই ব্যক্তি যখন পালককে আমার অবস্থার কথা জানালো, তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে পালকের অভিব্যক্তিটি নরম হয়ে গেল। তিনি আমার নিকটে এলেন ও আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করলেন। আমার বন্ধুটি পালককে বলছিল যে আমি অসুস্থ ছিলাম। পালক আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “ওর অসুস্থতার আত্মা রয়েছে”। এই কথা বলে, তিনি আমার মাথার উপরে হাত রাখলেন ও সেই আত্মাকে বের হয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। সেই মুহুর্তে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল- আমি মুক্ত হলাম। বেশ কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম বারের জন্য আমি স্বাভাবিক বোধ করতে লাগলাম, মনের মধ্যে কোনো পীড়াদায়ক ভাবনা নয়, কোনো ভয় নয়, কেবলমাত্র এক গভীর প্রশান্তি ছিল। যদি বলি আমি কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম, তাহলে সেটি কম বলা হবে। আমি যদি বলি আমি প্রানবন্ত ছিলাম, তাহলে সেটিও আমি যেমন অনুভব করেছিলাম, তার সঠিক ব্যাখ্যা হবে না। আমি চিন্তাশক্তিহীন, পালকের ন্যায় হালকা, ও আনন্দে পরিপূর্ণ বোধ করছিলাম।

মন্ডলীর পর ড্রেনডা আর আমি আনন্দ করবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে একটি পিজা খাওয়ার দোকানে গিয়েছিলাম। আমি যখন সেখানে বসে পিজা খাচ্ছিলাম, আমার মনে আছে, তখন রেডিওতে একটি গান বাজছিল, আর হটাৎ করেই, আমার মনে হয়েছিল যে একটি কম্বলের ন্যায় একটি ভীতির অসুস্থভাব আমার উপরে চেপে বসেছিল—সেটি ফিরে এসেছিল। সেই বারেও, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওটা একটা আত্মা। পালক বলেছিলেন যে সেটি অসুস্থতার আত্মা, কিন্তু তার আসল অর্থ কি তা আমি জানতাম না, আর আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আমি আরাধনা সভাতে সুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু স্পষ্টতই সেটি হয় নি। পরের দিনও আমি সেই রকম ভয়াক্রান্ত অবস্থার সাথে লড়াই করছিলাম, কিন্তু তার আগের রাতে মন্ডলীতে যা ঘটেছিল আমি সেই ব্যাপারে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারি নি। পালক যখন আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আমি যেন সুস্থ হয়ে যাই, তিনি সেই জন্য প্রার্থনা করেন নি। তিনি একটি আত্মার উপরে কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমার অবস্থাটি আমার

পালকের প্রতি যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, সেটি দেখে মনে হয়েছিল যে আমার অবস্থাটি কোনো রোগ নয়, বরং একটি আত্মা। (এখানেও আপনি দেখতে পারেন যে তখন আমি খ্রীষ্টেতে এতই অপরিপক্ক ছিলাম, যে সেটি উপলব্ধি করতে পারি নি।) সেই সময়ে, আমি আত্মিক যুদ্ধের বিষয়ে খুব কম জানতাম, কিন্তু এটা জানতাম যে মন্দ আত্মারা রয়েছে। আমি সেগুলির একটিকে দেখেছিলাম।

আমার যুবক অবস্থায়, আমার পিতামাতার দুটি পিজার দোকানের একটিকে আমি চালাতাম। এক রাতে,একজন লোক দোকানে এসেছিল ও আমাকে বলেছিল যে কিছুটা দুরে স্থানীয় একটি মেথডিস্ট মন্ডলীতে সে একটি উদ্দীপনা সভার আয়োজন করছে। সে আমাকে সেখানে যেতে ও সভায় যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। "যীশু বাইবেলে যা যা করেছিলেন, সেই একই কাজ তিনি এখনও করছেন" এই কথা বলে সে তার আমন্ত্রণ সমাপ্ত করেছিল। তখন, সেটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। আমি মন্ডলীতে বৃদ্ধি পেয়েছিলাম। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত ছিলাম, তখন আমি অবকাশকালীন বাইবেল স্কুল চলাকালীন আমার অন্তর প্রভুকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বছরগুলিতে আমি কখনই কাউকে ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা সুস্থ হতে দেখি নি, এমন কোনো কিছুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি যেখানে আমি জানতে পারি যে সেটি ঈশ্বরের কার্য ছিল। কাজেই আমার স্কুলের বছরগুলিতে আমার জীবন প্রভুর নিকট থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল। সেই বছরগুলিতে কিছুদিন পর পরই আমি মন্ডলীতে যোগদান করবার একটি করে নতুন প্রতিজ্ঞা করতাম, কিন্তু কখনই সেই স্থানের প্রতি আমার আগ্রহ বেশিদিন স্থায়ী হত না। কিন্তু এই লোকটিকে অন্যরকম মনে হয়েছিল। যীশু বাইবেলে যা যা করেছিলেন, সেই একই কাজ তিনি এখনও করছেন? সে যে বিষয়ের সম্পর্কে কথা বলছিল সেটি দেখবার জন্য আমি আগ্রহান্বিত ছিলাম। আমার কর্মীদের বেশ কয়েকজন সেই মন্ডলীটিতে যেত, আর তারা আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিল, কাজেই আমি সেখানে যাব বলে স্থির করেছিলাম।

প্রথম যে রাতটিতে আমি সেখানে ছিলাম, সে রাতে আমি এমনভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম যা আগে কখনও করি নি। মনে হয়েছিল আমি বাস্তবে ঈশ্বরের উপস্থিতি বুঝতে পারছি; ব্যাপারটা বোধগম্য ছিল। যে ব্যক্তি বাক্য প্রচার করেছিলেন, তার বাক্য ছিল শক্তিশালী, এবং তিনি যখন জানতে চেয়েছিলেন যে এমন কেউ কি আছে যে যীশুকে তার জীবন সমর্পণ অথবা পুনর্বার সমর্পণ

করতে চায়, তখন আমি আমার হাত তুলেছিলাম। আহা! কি অপূর্ব রাত। আমি খুব রোমাঞ্চিত ছিলাম। ঈশ্বর কত মহান আমি তা সকলকে বলতে চেয়েছিলাম।

সেই সময় ইন্টারনেট, সিডি বা ক্যাসেটের টেপ ছিল না, আর আমাদের টেলিভিশনে তিনটি চ্যানেল আসত। আমাদের শহরটাও ছিল ছোট, তাই কাজের পর সেখানে তেমন কিছু করবার মত ছিল না। তাই সাধারনত যুবক ছেলেমেয়েরা বিনোদনের জন্য বেশ রাত পর্যন্ত পিজার দোকানে আড্ডা দিত। শুক্র ও শনিবার রাতে আমরা সাধারণভাবে রাত ১ টায় দোকান বন্ধ করতাম, আর আমাদের গাড়ি রাখবার স্থানটি ছেলে মেয়েতে ভর্তি থাকতো। অনেক সময় আমাকে তাদেরকে খেদিয়ে দিতে হত, কারণ তাদের কারণে আমার খরিদ্দারেরা তাদের গাড়ি রাখবার জায়গা খুঁজে পেত না। একাধিক রাতে পুলিশকে এসে মারামারি বন্ধ করতে ও ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পাঠাতে হয়েছিল। কিন্তু এইবার আমি একটি উপায় খুঁজে পেয়েছিলাম। এই ছেলেমেয়েদের যীশুর সম্পর্কে শোনা প্রয়োজন। তাই আমি তাদের কাছে গেলাম ও তাদেরকে বললাম যে কেউ যদি দোকান বন্ধ করবার পর থাকতে চায়, তাহলে আমরা আমাদের পিজার দোকান বন্ধ করবার পর সেই দোকানের মধ্যেই একটি বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করব। মনে রাখবেন, সেটি রাত ১.৩০ টা নাগাদ হবে, কারণ রাত ১ টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত দোকান বন্ধ করতে ও পরিস্কার করতে সময় লাগবে। তাদের মধ্যে কেউ আসবে কিনা সেই ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু জানেন তো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিল, আর আমার কর্মীদের কজনও রয়ে গিয়েছিল। প্রথম রাতে আমি যখন মিটিং আয়োজন করেছিলাম, তখন ওখানে থাকা একটি ছেলে বলেছিল যে সে খ্রীষ্টের পরিচর্যা করতে চায় এবং তাকে কি করতে হবে সেটি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। এই প্রশ্ন আমার জন্য নতুন ধরনের সমস্যা তৈরী করেছিল, কারণ তখনও আমি ওই অংশটির বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করি নি। দেখুন, বাইবেল বিষয়ে তেমনকিছু আমি জানতাম না, কিন্তু আমি শাস্ত্রের একটি অংশ পাঠ করেছিলাম যার মধ্যে আমার উদ্বেগের উত্তর ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল।

যে কেহ প্রভুর নামে ডাকিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে

-- প্রেরিত ২:২১

আমার কাছে এই পদটি যথেষ্ট সরল বলে মনে হয়েছিল, তাই আমি সেটিই করব বলে স্থির করেছিলাম। যখন সেই ছেলেটি আমার কাছে সেই প্রশ্নটি নিয়ে এসেছিল, তখন বাকিরা চলে গিয়েছিল, তাই আমি তাকে একটি চেয়ারে বসতে ও যীশুর নাম বলতে বললাম। আমার মনে হয়েছিল যে সেই কথাটি বলা খুব সহজ, আমি সেখানে প্রায় দু মিনিট ধরে বসেছিলাম, কিন্তু সেই ছেলেটি কিছুই বলে নি। তাই আমি ভেবেছিলাম যে সেই ছেলেটি হয়তো আমার কথা শুনতে পায় নি, তাই আমি আবার সেই একই কথা বললাম। তাও কিছু হলো না। তারপর আমি খেয়াল করলাম যে ছেলেটি কাঁপছিল। তার অভিব্যক্তি থেকে আমি একথাও বলতে পারতাম যে তার মুখ থেকে সেই নাম উচ্চারণ করতে তার কষ্ট হচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল। হটাৎ করেই, বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ন্যায়, সে যীশুর নামটি চিৎকার করে বলে উঠলো, এবং তার মুখমন্ডলে শান্তি বিরাজমান হলো। বেশ, সেটি ফলপ্রসু হয়েছিল! তাই যখনই কোনো মানুষ প্রভুর প্রতি তাদের অন্তর উৎসর্গ করতে চাইত, তখন ওটাই হত আমার কৌশল। আমি তাদেরকে একটি চেয়ারে বসাতাম ও তাদের দিয়ে যীশুর নাম উচ্চারণ করাতাম। বলতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই, তারা প্রথমেই সেই নাম বলতে পারতো না। তারা কাঁপতে শুরু করত, এবং তারপর, মনে হত, যথেষ্ট কষ্ট সহকারে সহসা তারা সেই নাম বলে উঠত, এবং তারা শান্তি পেত।

একদিন আমি পেছনের ঘরে ময়দা মাখছিলাম, আমি পেছনের দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি যখন দরজা খুললাম, তখন দেখলাম দুজন কিশোর ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি ওদের চিনতে পারলাম। ওরা সেই ছেলে যাদের কাছে আমি আগে খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলেছিলাম। আমি ওদের ভেতরে আসতে বললাম, আর ওদের একজন বলল যে সে ঈশ্বরকে তার অন্তর দিতে চায়। তাই আমি তাকে একটি চেয়ারে বসালাম; আর স্বাভাবিকভাবেই, সে কাঁপতে শুরু করলো ও শেষপর্যন্ত যীশুর নাম উচ্চারণ করলো। আমি যখন চোখ খুললাম, তখন আমি দেখতে পেলাম যে অন্য ছেলেটি আমার থেকে পেছনে সরে গিয়েছে, সে ঘরটির অন্য প্রান্তে চলে গিয়ে একটি কোনায় সিঁটিয়ে ছিল। ওকে দেখতে খাঁচাবন্দী পশুর মত লাগছিল। সে যেন আমার থেকে আরো দুরে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতে দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছিল। ব্যাপারটা খুব অবাক করা, আর আমার কাছে সেটির কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

আমি যখন সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, হটাৎই আমার মাথায় একটি চিন্তা এলো, “আচ্ছা ও কোনো মন্দ আত্মা নয় তো”। ভুতদের বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু বাইবেলে আমি তাদের সম্পর্কে পড়েছিলাম। তার এই অদ্ভুদ কান্ড কারখানার অন্য কোনো ব্যাখ্যার কথা সত্যিই আমি চিন্তা করতে পারি নি। তাই আমি বললাম, “যীশু এটি কি কোনো ভুত?” সঙ্গে সঙ্গেই, পর্দা সরে যাওয়ার মত করে, আমি সেই ছেলেটির পাশে একটি ভুতকে ঝুলে থাকতে দেখতে পেলাম। ভুতটি প্রায় তিন ফিট লম্বা ছিল, এবং সেটি এই ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকেরা আমাকে সর্বদা প্রশ্ন করে, “ভুতটি দেখতে কেমন ছিল?” ওটাকে দেখতে খানিকটা বানরের মত হলেও, অন্য রকম ছিল। বানরের মত লোমশ ও লম্বা হাত, কিন্তু উজ্বল লাল চক্ষু, ও বিকৃত অবয়ব ছিল। যে মুহুর্তে আমি সেই চোখগুলি দেখেছিলাম, তখন আসলে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। সেই চোখে আমি যে ঘৃণা দেখতে পেয়েছিলাম সেটি আমার সহ্য করবার ক্ষমতার অধিক ছিল। সেই চোখগুলিতে আমি যা দেখেছিলাম সেটিকে সর্বাপেক্ষা ভালোভাবে বর্ণনা করতে হলে বলতে হয় যে সেটি হলো তরল ঘৃণা, এমন একটি ছড়িয়ে পড়া ঘৃণা যেটি প্রায় বোধগম্য। এক সেকেন্ডেই আমি জেনে গিয়েছিলাম যে ওই ভুতটির যে কেবলমাত্র আমার প্রতি এক ঘৃণা ছিল তাই নয়, সে আমার প্রতি অতি ক্রুদ্ধও ছিল।

এখন কি করি? সেই জন্তুটাকে দেখবার পর আমাকে কি করতে হবে আমি তা জানতাম না। তারপরই আমার মনে হলো যদি যীশুর নাম আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাতে পারে, তাহলে এই ভুতটির উপরেও সেই নামের অবশ্যই কর্তৃত্ব থাকবে, তাই আমি উচ্চস্বরে বলে উঠলাম, “যীশুর নামে”। মুহুর্তের মধ্যেই সেই পর্দা পড়ে গেল। আপনার যদি পুরনো সাদা-কালো টিভির কথা মনে থাকে, তাহলে নিশ্চয় মনে থাকবে যে আপনি যখন সেই টিভি বন্ধ করতেন, তখন তার আগে আপনি টিভিতে যা দেখছিলেন, তার একটি আবছা ছায়া টিভিটির পর্দা থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত। বেশ, এই জিনিসটিকে ওই রকমই দেখতে লাগছিল। আমি বাস্তবে সেটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তখনও আমি ওটির মিলিয়ে যাওয়া একটি অস্পষ্ট ছায়াকে দেখতে পেয়েছিলাম। যখন সেই পর্দা পড়ে গেল, সেই কিশোর ছেলেটি ভবনটি থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

কাজেই, আমি জানতে পেরেছিলাম যে ভুত বাস্তবে রয়েছে। আমি যদি বলতে পারতাম যে কোনো এক সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার সমস্যাটি ছিল একটি আত্মা, আমি সেটির মোকাবিলা করেছিলাম ও সেই মুহূর্ত থেকে আমি স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলাম, তাহলে ভালই হত। কিন্তু সেটি তৎক্ষনাত ঘটে নি। দুঃখের কথা হলো, এতগুলো বছর মন্ডলীতে থেকেও, খ্রীষ্টেতে আমি কে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আমার বিধিসম্মত অধিকার কিভাবে বলবৎ করতে হবে সেটি জানবার জন্য আমি কখনই সময় দিই নি। কিন্তু সেই সময় যেহেতু আমি যে একটি আত্মার সাথে লড়াই করছিলাম সেটি উপলব্ধি করতে বা কমপক্ষে সেটি সন্দেহ করতেও পেরেছিলাম, সেই কারণে কিভাবে সেই আত্মাকে পরাজিত করতে হয় তা আমি শিখতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমি এইটুকু জানতাম যে আমার কর্তৃত্বের প্রতি সেই মন্দ আত্মার সাড়া দেওয়ার কথা, কিন্তু সেই আত্মা কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখানোই আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর, আমার আরেকটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে অভিজ্ঞতাটি নিশ্চিত করেছিল যে বাস্তবে আমার সমস্যাটি হলো একটি আত্মা।

আমি আমার ঘরে আত্মাতে প্রার্থনা করছিলাম এবং যা ঘটছে সেই সম্পর্কে একটি উত্তরলাভের আশায় আমি যথেষ্ট সময় ধরে প্রার্থনা করব বলে দৃঢ়নিশ্চিত ছিলাম। সেই প্রার্থনাকালে, আমি একটি মুক্তির অনুভুতি প্রাপ্ত করেছিলাম, আর সেই পালক যখন আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেছিলেন, ঠিক তখনকার মতই আমি পুনরায় স্বাধীন হয়েছিলাম। সেই রাতে আগের মত অবস্থা ফিরে আসবার আগ পর্যন্ত প্রায় দুঘন্টা আমি মুক্ত ছিলাম, কিন্তু তখন আমি পুরোদস্তুর নিশ্চিত ছিলাম যে ওটা একটি আত্মা, কারণ সেটি প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিল। আমি পুনরায় প্রার্থনা করবার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই হলো না। আত্মিক যুদ্ধের সম্পর্কে আমার পক্ষে যা যা সম্ভব আমি সেগুলি পাঠ করতে আরম্ভ করেছিলাম এবং খ্রীষ্টেতে আমি কে সেটি পুনরাবৃত্তি করে সময় ব্যয় করেছিলাম। কিন্তু তারপরেও সেই আত্মা বিদায় নিচ্ছিল না। আমি যখন প্রার্থনা করছিলাম, তখন কেবলমাত্র একবার আমি দেখেছিলাম যে সেই আত্মাটি আমার কর্তৃত্বের প্রতি সাড়া দিয়েছিল। আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম ও কি করতে হবে সেই বিষয়ে প্রভুকে আকুলভাবে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলাম। যদিও আমি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারি নি, কিন্তু আমার আর কোনো ভয়ের আক্রমনের সম্মুখীন হতে হয় নি এবং সকল অসার অবস্থা দূরীভূত

হয়েছিল। কাজেই ইতিমধ্যেই কিছু বড় বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তারপরেও আমি পীড়নকারী ভাবনা ও হতাশার সাথে যুদ্ধ করছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এই বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী ছিলাম যে আমি শক্তিশালী হয়ে উঠছিলাম। খ্রীষ্টেতে আমাদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে বাইবেল যা বলে সেটিকে পুনর্বিবেচনা করে প্রতিদিন সময় ব্যয় করতাম।

একদিন দুপুরে আমি যখন আমার অফিসে কাজ করছিলাম তখন, ততদিনে আমি যে উদ্বিগ্নতা ও ভয়ের অনুভুতির সাথে পরিচিত হয়ে পড়েছিলাম, সেটির সাথে আমি লড়াই করছিলাম। আমি প্রার্থনা করবার চেষ্টা করেছিলাম ও ভয়ের সেই আত্মাকে চলে যাওয়ার জন্য আজ্ঞা দিয়েছিলাম, কিন্তু যথারীতি তাতে কোনো কাজ হয় নি। হটাৎ করেই আমি প্রভুর রব শ্রবণ করেছিলাম। তিনি আমাকে সেই সেই আত্মাকে চলে যাওয়ার জন্য আজ্ঞা দিতে বলেছিলেন, সেটিকে উচ্চকণ্ঠে ও কর্তৃত্ব সহকারে বলতে বলেছিলেন। তারপর তিনি আমাকে এমন কিছু কথাও বলেছিলেন যা যেটি আমার আত্মিক কর্তৃত্বকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি যখন সেই আত্মাটিকে চলে যাওয়ার আজ্ঞা দিই তখন আমি যেন আমার অনুভুতির প্রতি কোনো মনোযোগ না দিই, বরং তাঁর বাক্যের উপর দাঁড়াই, আমি যা দেখি বা অনুভব করি, সেগুলির উপর যেন না দাঁড়াই। আমি আমার অফিসে কাজ করছিলাম, তাই আমি কাজ ছেড়ে উঠে পড়ে সেই মন্দ আত্মাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার চেঁচামেচি করা শুরু করতে পারি নি, কারণ সেখানে আমার কর্মীরাও ছিল। তাই আমি আমার টেবিল ছেড়ে উঠলাম ও বিশ্রামকক্ষে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললাম, "যীশুর নামেতে আমি তোমাকে, ভয়ের আত্মাকে বদ্ধ করি। তুমি যা করছ সেটি অবৈধ, এবং আমি তোমাকে এখনই চলে যাওয়ার আজ্ঞা দিই, যীশুর নামেতে"। আমি কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারি নি, কিছুই হয় নি। কিন্তু প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন, আমার সেটি মনে পড়ে গেল, "তোমার অনুভুতির প্রতি কোনরূপ মনোযোগ দেবে না"। কাজেই প্রভু এই আত্মার উপর আমাকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং যেহেতু আমি মুক্ত হয়েছিলাম, তাই আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করা শুরু করলাম। আমি আমার অফিসে ফিরে আমার কাজে মনোনিবেশ করেছিলাম। আমি যখন আমার টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম, যদিও তখনও কোনো পরিবর্তন আমি বুঝতে পারি নি, তা হলেও যখনই ভয় আমার মনকে আক্রান্ত করত তখনই

আমি প্রভুর ধন্যবাদ করতাম, কারণ আমি মুক্ত হয়েছিলাম। আমি যখন একজন মক্কেলের ফাইলের কাজ করছিলাম, তখন হটাৎ আমি আমার উপরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করলাম, এবং আমি দেখতে পেলাম যে একখানি কালো, পাতলা মেঘ আমার থেকে দুরে চলে গেল ও আমার অফিসের ছাদের তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি মুক্ত হয়েছিলাম!

সেই ভয়ের মন্দ আত্মাটি চলে গিয়েছিল, এবং সেটি যদি ফিরে আসত, তাহলেও কিভাবে তার সম্মুখীন হতে হবে আমি তা জানতাম। আমি খুব রোমাঞ্চিত ছিলাম! আমি ড্রেনডাকে ফোন করলাম ও একটু আগেই যা ঘটেছিল সেটি তাকে বললাম। তিনি বললেন যে তিনি তখনই আসছেন, আর ওই দিন আমরা আমার প্রিয় একটি চীনা রেস্তোরায় দুপুরের খাবার খেয়ে আনন্দ করেছিলাম। যেহেতু মন্দ আত্মারা সহজে হাল ছাড়ে না, তাই ওই দিনের পরও আমাকে অনেকবার সেই ভয়ের আত্মার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানটির পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছিল। এবং যদিও সেই মন্দ আত্মা বিদায় নিয়েছিল, তা সত্ত্বেও আমার জীবনে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর হয় নি। কাজেই ভয় আমার মনে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে পুনরায় নিজেকে জাহির করবার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, এবং কিভাবে আমার মনের সাথে মোকাবিলা করতে ও কিভাবে সেটিকে শান্তিতে রাখতে হয় আমাকে সেটি জানতে হয়েছিল।

আমার জীবনে আরো অনেক যুদ্ধ আমাকে লড়তে ও সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছিল, এখনও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে অনেক আত্মিক শিক্ষাগ্রহণ করা বাকি রয়েছে, কিন্তু যে কারণে আমি আপনাকে এই কাহিনীটি বলতে চেয়েছি তা হলো আপনাকে এই কথা জানানো যে অর্থনৈতিক চাপ যেভাবে মানুষ ও তাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও তাদেরকে পীড়াদায়ক ভয়ের নিকট ঠেলে দেয় সেটি আমি বুঝি।

আমি যে সেই পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম আপনারা যাতে সেটি জানতে পারেন আমি সেটি সুনিশ্চিত করতে চাই।

কাজেই আজ আপনি যে কোনো ধরণের বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হোন না কেন, আশা রয়েছে। আমি যদি আমার জীবনে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে জানতাম তাহলে কতই না ভালো হত। ভাবলেও দুঃখ লাগে যে ড্রেনডা আর আমি সেই

নয়টি বছর ধরে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করেছিলাম, যদিও আমাদের সেটি করবার প্রয়োজন ছিল না!

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাটি তুচ্ছ কোনো বিষয় ছিল না, সেটি যথেষ্ট বড় ছিল। আমরা এইভাবেই জীবনযাপন করতাম। নয় বছরের ভিক্ষার জীবনযাপন, অপমানজনক ঘটনা ও পরিস্থিতির স্মৃতি। এমন ঘটনা যা আমি দ্রুত ভুলে যেতে চাই। ধন্য আমার স্ত্রী! ওই বছরগুলি তিনি অনেককিছু সহ্য করেছিলেন। এই কারণেই আজ আমি যখনই পারি তার প্রশংসা করবার চেষ্টা করি।

কিভাবে সেই ভয়ের মন্দ আত্মার সাথে যুদ্ধ করতে হয় প্রভু আমাকে ঠিক যেভাবে সেটি শিখিয়েছিলেন, সেইভাবেই একটি আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে আমার আর্থিক দিকটির ব্যবস্থাপনা করতে হবে, সেটিও তিনি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন। ড্রেনডা ও আমাকে ঈশ্বর যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি আমাদের যা দেখিয়েছিলেন, সেটি এতই জীবন পরিবর্তনকারী ও নাটকীয় ছিল, যে আমরা আমাদের জীবনের বাকি অংশ মানুষকে সেই একই নীতি খুঁজে বার করতে সাহায্য করবার ক্ষেত্রে অতিবাহিত করব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিলাম।

ড্রেনডা ও আমি অতিশয় কাঙ্গাল অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান, আমাদের ঋণ মুক্ত গৃহ নির্মাণ, একাধিক কোম্পানি শুরু, এবং পৃথিবীর সকল সময় অঞ্চলে Fixing the Money Thing নামক প্রসারিত আমাদের প্রাত্যহিক টিভি অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম। কিভাবে জীবনযাপন করতে হয় পরিবারগুলিকে সেটি জানবার ক্ষেত্রে সাহায্য ও মহিলাদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে ড্রেনডা, ABC ফ্যামিলি নেটওয়ার্কে সাপ্তাহিক ড্রেনডা টিভি প্রসারণও আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের মনে হলো ঈশ্বর আমাদেরকে ফেইত লাইফ মন্ডলী শুরু করবার জন্য চালনা করছেন, যেখানে আমরা প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিই। আমরা যা করি সেটি করবার জন্য এক বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করতে হয়, এই বইটি লেখবার সময় শুধুমাত্র টিভির অনুষ্ঠান করতেই এক মাসে দু লক্ষ ডলারের অধিক ব্যয় হয়। এই ধারাবাহিক বইয়ে আমরা আপনাকে যা শিক্ষা দিতে চাই সেটি যদি ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা না দিতেন, তাহলে কোনভাবেই, এই সবের কোনো কিছুই সম্ভব

হতো না। আমি চাইনা যে আর্থিক বিষয়ে লিখিত নিছক একটি বইরূপে আপনি এই বইটিকে গণ্য করুন। যদিও কিভাবে বাজেট বা আয় ব্যয়ের হিসাব তৈরী করতে হয়, নিঃসন্দেহে সেটির প্রয়োজন রয়েছে ও সেটি করবার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু কিভাবে সেই বাজেট তৈরী করতে হয় এটি সেই বিষয়ে লেখা কোনো বই নয়। সেই একই পুরনো কথা "যথেষ্ট উপার্জন নেই", তাই আমরা কোন বিষয়ে খরচ কমাতে পারি, এই বইয়ে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয় নি।

না, এটি একটি বিপ্লব সম্পর্কিত বই, অন্ধকারের রাজ্য ও তার শ্বাসরোধকারী দারিদ্রতার বিরুদ্ধে এ এক বিদ্রোহ।এটি একটি দুর্নীতিপরায়ন সরকারের সীমাবদ্ধতাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া ও জীবনের একটি নতুন পথে যাত্রা শুরুর বিষয়ে বই। আমার উত্তরটি কোনো বাঁধাধরা আর্থিক উপদেশ ছিল না। আমি দেখেছিলাম যে আমার একটি পরিপূর্ণ আর্থিক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে:

একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব!

অধ্যায় ১
ঈশ্বরের রাজ্য

মুখবন্ধে আমি আপনাকে বলেছি যে পীড়নকারী ভয় আমার জীবনকে কিভাবে গ্রাস করেছিল। কাজেই আমি বিশ্বাস করি যে এই একটি উক্তি দিয়ে আমি আপনার সাথে একসাথে আমাদের যাত্রা আরম্ভ করি: ভয়ের সাথে জীবনযাপন করা শিখবেন না! এই উক্তিটি আপনার সত্যিই বোঝা প্রয়োজন। আর এটি গুরুত্বপূর্ণ। ভয় সকল প্রকার মন্দ আত্মার প্রভাব, বিভ্রান্তি, ও হতাশার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ঠিক যেমনটি আমার জীবনে ঘটেছিল ও আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ঘটে। আজ আমি ৩৪ বছর ধরে আমার আর্থিক বিষয়ক পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে তাদের আর্থিক অবস্থার বিষয়ে সাহায্য করে আসছি, আর আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে কেবল আমিই একমাত্র সেই ব্যক্তি নই যার জীবনে আর্থিক সমস্যা ছিল বা সে সেই সমস্যার সাথে যুদ্ধ করছিল।

বাস্তবে, আমার গবেষনার উপর ভিত্তি করে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ তাদের ঋণের বোঝার নুন্যতম অর্থ প্রদানও করছে না, এবং ধীরে ধীরে আর্থিক বিস্মরণের দিকে এগিয়ে যায়[1]। দেশের এক চতুর্থাংশ জনসংখ্যা এমনই! সাতচল্লিশ মিলিয়ন মানুষ, যা মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ, তারা সরকার প্রদত্ত ফুড স্ট্যাম্প (সল্প ব্যয়ে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত টিকিট)- এর উপর নির্ভর করে, আর দশটির মধ্যে আটটি পরিবারের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা[2]। আমি সেই আমাদের দেশের সেই ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণের বোঝার কথা তো ছেড়েই দিলাম যেটা কখনই পরিশোধ করতে তারা পারবে না। আমি আমাদের দেশের সেই ১২০ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের আর্থিক দায়ের কথাও উল্লেখ করব না, যেটি

এই খরচ মেটাবার জন্য কোনো অর্থ যোগানের বন্দোবস্ত না থাকায় আমাদের দেশ নিজেকে উক্ত ঋণে ঋণগ্রস্ত করেছে3। আমরা এমন একটি দেশে বাস করি যার মধ্যে কিছু গুরুতর আর্থিক সমস্যা রয়েছে! আমার জীবনে আমি যা দেখেছি তা হলো সমাধান না হওয়া আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক চাপ ভয় নিয়ে জীবনযাপন করাকে জীবনের পথ বানিয়ে দেয়।

কিন্তু উত্তর রয়েছে! আপনি মুক্ত হতে পারেন! বাইবেল এই বিষয়ে পরিস্কার কথা বলে: যীশু দরিদ্রদের নিকট সুসমাচার প্রচার করতে এসেছিলেন!

> *প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা অধিষ্ঠিত আমার উপরে, তিনি অভিষিক্ত করেছেন আমায়, প্রেরণ করেছেন, দীনদরিদ্রের কাছে শুভসংবাদ পৌঁছে দিতে*
>
> - যিশাইয় ৬১:১

একজন দীনদরিদ্র মানুষের নিকট শুভসংবাদ কি? সেই ব্যক্তি মুক্ত হতে পারে। আজ, আপনি হয়তো মোটেই বুঝে উঠতে পারছেন না যে সেটি কিভাবে ঘটবে। আমার জীবনের একটি সময়ে আমি সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করেছিলাম। এমন কোনো লোক যে থাকতে পারে যার কাছে আমি ১০০ ডলার ধার নিই নি সেটি ভাবাই আমার কাছে অমূলক ছিল। এতটাই অমূলক ছিল যে বিষয়টি যদি খুব ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক না হতো তাহলে আমার হাসি পেত। ভয়ে ভয়ে সেই নয়টি বছর বেঁচে থাকার মাশুলটি আমাকে মানসিকভাবে গুনতে হয়েছিল। আর্থিক চাপ আমাদের সকল উত্তম জিনিসগুলি কেড়ে নিয়েছিল। যখন আমি ফেলে আসা ওই বছরগুলিতে বাড়ির রেকর্ড করা ভিডিওর দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমি খুব লজ্জিত হয়ে পড়ি। আপনি আমাকে একটি ভিডিওতে সারাদিন অফিসে কাজ করবার পর বাড়ি ফিরে আমার গাড়ি থেকে বার হয়ে আসতে এবং আমাকে দেখবার জন্য আমার প্রিয় সন্তানদের ছুটে আসতে দেখবেন। তারা ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে, চিৎকার করে বলত, “হাই ড্যাডি!” সেই

“প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা অধিষ্ঠিত আমার উপরে, তিনি অভিষিক্ত করেছেন আমায়, প্রেরণ করেছেন, দীনদরিদ্রের কাছে শুভসংবাদ পৌঁছে দিতে”

- যিশাইয় ৬১:১

ভিডিওটিতে আমি তাদের জবাব দিই নি বা তাদের দিকে তাকাইও নি। আমি এতই পীড়িত ও নিরুৎসাহিত ছিলাম যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারেও আমি সচেতন ছিলাম না।

সেই সময়ের আমার মনের সাময়িক অবস্থা আমাকে এমন কিছুর কথা স্মরণ করায় যা আমি একবার আমার সাঁতারের ক্লাসে শিখেছিলাম। যদি তুমি এমন কাউকে সাহায্য করবার জন্য তার কাছে যাও, যে ডুবে যাচ্ছে ও সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, আর তাহলে সতর্ক থেকো। কেন? কারণ তারা বেঁচে থাকবার জন্য এতই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে তারা তোমাকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও তাদের তলায় টেনে নিতে পারে। আমি এমনই ছিলাম, জীবন সম্পর্কে অসেচতন একটি জোম্বির (zombie) ন্যায়, কোনো রকম ভাবাবেগ রহিত হয়ে ঢিলেঢালা ভাব নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছিলাম। একজন স্বামীরূপে আমি পরীক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছিলাম। আমার জীবন সেই একই রকম ভাবাবেগ রহিত, দর্শন হীন, ও জীবনের বিষন্ন চিত্রের একটি রোজ নামচা ছিল।

ওই সময় ওহিও রাজ্যের কলম্বাস শহরে বাড়ি ঘরের দাম আকাশ ছোঁয়া ছিল। আমাদের শহরে যত্র তত্র বাড়ি ঘর গজিয়ে উঠছিল, এবং সেই কারণে, আমাদের শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে হাল ফ্যাসানের গৃহ প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। সেটি কি আপনি যদি তা না জেনে থাকেন, তাহলে আমি বুঝিয়ে বলছি। গৃহ প্রদর্শনী হলো বিভিন্ন নির্মাণকারীরা যে গৃহগুলি নির্মাণ করে, সেগুলির অতুলনীয় স্টাইল বা ধরণ ও সুযোগ-সুবিধা, এবং তার পাশাপাশি সকল প্রকার নতুন যন্ত্রপাতি ও ঘর সাজাবার জিনিসপত্রের প্রদর্শন করবার উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত এক গুচ্ছ সুবিন্যস্ত গৃহ। ওই এলাকার সকলের নিকটেই সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল হাজার হাজার মানুষ তা উপভোগ করত। কিন্তু গৃহ প্রদর্শনীর নাম শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসত। আমরা যে ধরণের দারিদ্রতার মধ্যে বাস করতাম, সেখানে দাঁড়িয়ে আমি চাইতাম না যে ড্রেনডা সেখানে যান ও সেই সব বাড়িগুলি দেখুন। ইতিপূর্বেই আমার আর্থিক ব্যর্থতার জন্য আমি যথেষ্ট দুঃখী ছিলাম; আমি কোনোমতেই চাইতাম না যে আমাদের দারিদ্রতা কতটা মন্দ তা আমার স্ত্রী জানুক। এখন আমি বুঝি যে তখন আমি যা ভাবতাম সেটি কতটা মুর্খতাপূর্ণ ছিল, কিন্তু ওই সময়, সেটাই আমার ভাবনা ছিল। আমি জানতাম যে ড্রেনডা যদি সেখানে যান, তাহলে তিনি একটা কিছু কিনতে চাইবেন। তাই বছরের পর বছর

আমি বলতাম, “না”! কিন্তু শেষপর্যন্ত একবার আমি রাজি হয়েছিলাম আর আমরা সেখানে যাবো স্থির করেছিলাম।

আপনি যেমনটা ভাবছেন, বাড়িগুলি সত্যিই এক কথায় অতি চমৎকার ছিল। ওই বাড়িগুলির সামনে আমাদের ১৮০০ বর্গ ফুটের খামারবাড়িটিকে দেখে মনে হত যে সেটি ধুলিসাৎ হওয়ার নিমিত্ত অপেক্ষমান একটি অভিশপ্ত বাড়ি। আমরা প্রথম কয়েকটি বাড়ি অতিক্রম করবার পর, আমরা যখন ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হটাৎ করেই আমি বুঝতে পারলাম যে ড্রেনডা আমার পাশে হাঁটছেন না। তিনি কোথায় রয়েছেন সেটি দেখবার জন্য আমি পেছন ফিরে তাকালাম, আর আমরা যে বাড়িটিকে কিছুক্ষণ আগেই ছেড়ে এসেছিলাম আমি তাকে সেই বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কষ্ট পেলাম। তার চোখ থেকে অশ্রুর ফল্গুধারা নেমে আসছিল। আমি তার কাছে হেঁটে গেলাম, আর বোকার মত বলে উঠলাম, “কি হয়েছে তোমার?” আমার ভাবটা এমন ছিল যেন আমি সেই প্রশ্নের উত্তর জানি না। তিনি শুধুমাত্র আমার দিকে চেয়ে এই প্রশ্নটি করলেন, “আচ্ছা আমার কবে একটা বাড়ি হবে?” আমার মন ঘুরে গেল, “একটা বাড়ি? এমন একটা বাড়ি? এই বাড়িগুলো সবকটি ৫ থেকে ৭ লক্ষ ডলার মূল্যের বাড়ি”। তখনও আমি আমাদের পুরনো খামারবাড়ির বাকি পড়ে থাকা মাসিক ৩০০ ডলার ভাড়া মেটাবার কোনো একটি পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমি জানি বিষয়টি দুঃখের, কিন্তু কোনভাবেই আমি কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছিলাম না, আর আমি আমার সন্দরী, প্রিয় স্ত্রীকে কোনো আশা দিতে পারি নি। ভয় ও ব্যর্থতা আমার মন ও চিন্তাধারাকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছিল। আমি তো এমন ছিলাম না; আমার আনন্দ, আমার সুখের কি হলো? আর্থিক চাপের অধিক কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ভোর ২ টা বা ৩ টা হবে, আর আমার চোখে ঘুম নেই। আমার চোয়াল ও মুখের মধ্য দিয়ে সুচের মত ব্যথা বিঁধছিল, আর আমার তখনই আরামের প্রয়োজন ছিল। আমার এমন একটা সংক্রমণ ঘটেছিল যার ফলে আমার মুখমন্ডল বেলুনের মত ফুলে গিয়েছিল। ওই সংক্রমণ রুখতে ছত্রিশ ঘন্টা আগে আমাকে রুট ক্যানাল অস্ত্রপচার করতে হয়েছিল। অবিশ্বাস্যভাবে বেদনা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। ব্যথার জন্য প্রতি চার ঘন্টায় আমি টাইনেনল (Tylenol) অসুধ সেবন করছিলাম, কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় নি। ঘুমোতে না পেরে আমি যখন আমার বৈঠকখানায় বসে ছিলাম, আর অসুধের আরেকটি

মাত্র সেবন করছিলাম, আমি টাইনেনল বাক্সের দিকে এক ঝলক তাকালাম ও নির্দেশাবলীটি পড়লাম। কিভাবে টাইনেনল সেবন করতে হয় সেটি জানতাম না বলেই যে আমি ওই নির্দেশাবলী পড়ছিলাম সেটা নয়, কিন্তু স্রেফ একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই পড়ছিলাম, ঠিক যেভাবে আমরা সবাই যখন সকালে কর্নফ্লেক্স খাই, তখন সেই কর্নফ্লেক্স-এর বাক্সটা পড়ে দেখি সেইভাবেই। আমরা খুব আগ্রহী বলে সেটি পড়ি তা নয়, কিন্তু যেহেতু সেটি সেই স্থানে থাকে তাই পড়ি। হ্যাঁ, প্রতি চার ঘন্টায় দুটি করে ট্যাবলেট বা বড়ি, কিন্তু সেই নির্দেশিকায় কি বলা হয়েছিল? ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে ১০ টি ট্যাবলেটের অধিক নয়? তখনই আমি মনে মনে হিসাব কষতে শুরু করলাম। গত দুদিনের অধিক সময় ধরে আমি যেমনটা করে আসছিলাম, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি প্রতি চার ঘন্টায় দুটি করে ট্যাবলেট সেবন করে তাহলে সে মোট কত সংখ্যক ট্যাবলেট খাবে—একদিনে ১২ টি ট্যাবলেট, যেটি ওষুধটির সর্বাধিক ডোজ বা মাত্রার চাইতে ২ টি ট্যাবলেট বেশি। হটাৎ করেই আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠলো ও আমার উপর ভয় চেপে বসলো।

নয় বছর ধরে একজন স্বামী, একজন পিতা ও একজন যোগানদাতারূপে ব্যর্থ হয়ে, কোনক্রমে বেঁচে থাকবার কারণে এক কথায় আমি একজন ভগ্নচিত্ত মানুষে পরিণত হয়েছিলাম। ডাক্তারেরা আমাকে সাহায্য করবার জন্য আমার উপরে হতাশা নাশক ওষুধ প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কিছুই কোনো কাজে আসে নি। যখন সেই রাতে আমি দাঁতের সংক্রমণ নিয়ে ওই স্থানে বসে ছিলাম, পরপর দুদিন আমি ঘুমোই নি, আর সেই যন্ত্রণা এতই তীব্র ছিল যে আমি পুনরায় ঘুমোতে পারি নি। টাইনেনল এর বাক্সটি পড়বার পর আমি বুঝতে পারলাম যে আরো একটি বিষয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন হতে হতো, সেটি হলো টাইনেনল-এর সম্ভাব্য অধিক মাত্রা সেবন। টাইনেনল-এর অধিক মাত্রার সেবন আমার উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে আমার কোনো ধারনাই ছিল না, কিন্তু আমি বেশ ভালোভাবেই নিশ্চিত ছিলাম যে যেহেতু যে কেউ দোকান থেকে ওই ওষুধটি কিনতে পারে তাই ব্যাপারটা জলভাতের মতই সাদামাটা। আমি বুঝলাম যে তাদের উকিলদের ঠান্ডা রাখবার ও আইনি অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলীর কারণে তাদেরকে বাক্সের উপরে ওই ধরনের সতর্কবাণী লিখতে হয়েছিল।আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে কেবল দুটি মাত্র অধিক ট্যাবলেট সেবনই একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ভয়ের আত্মা আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, সেই ঘটনাটি নিয়েছিল,

এবং "কি হবে" এই চিন্তার দ্বারা আমাকে নিষ্পেষিত করেছিল। তাই কেবলমাত্র আমার মনকে শান্ত করবার জন্য, আমি পয়সন কন্ট্রোল সেন্টারকে ফোন করব বলে স্থির করলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওরা বলবে যে বিষয়টি তত গুরুতর কিছু নয়।

ফোনের অপর প্রান্তে থাকা মহিলাটি যখন উত্তর দিয়েছিলেন তখন তার কথার মধ্যে পেশাদারিত্বের ছাপ ছিল। তিনি কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারেন তা তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি তাকে খুলে বলেছিলাম যে গত ৩৬ ঘন্টা সময়কালের মধ্যে আমি প্রতি ৪ ঘন্টায় টাইনেনল ট্যাবলেট খেয়েছিলাম, সেই হিসাবে একদিনে যেখানে ১০ টি ট্যাবলেট সেবনের সীমা অতিক্রম করতে তারা নিষেধ করেছিল, আমি সেই জায়গায় ১২ টি ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছি। আমি তাকে বলেছিলাম যে অতিরিক্ত সেই ২ টি ট্যাবলেট খাওয়ার ফলে যে কোনো গুরুতর ক্ষতি হবে না, সেটি যাচাই করবার জন্যই আমি ফোন করছি। কিছুটা নিস্তব্ধতা ছিল, আর আমি কম্পিউটারের বোতাম চাপবার আওয়াজ শুনতে পারছিলাম। তারপর আমি এই কথাগুলি শুনতে পেলাম, এবং তিনি আমাকে যা যা বলেছিলেন হবহু আমি সেই কথাগুলিই উদ্ধৃতির আকারে তুলে ধরছি, "স্যার, আমরা কখনও এমন কোনো জীবিত মানুষকে পাই নি যারা ওই মাত্রার ওষুধ সেবন করেছিল"। আমি কি ঠিক শুনতে পেয়েছিলাম? নিশ্চয় না! তাই আমি তাকে আবারও বুঝিয়ে বললাম যে আমি তো ২৪ ঘন্টা সময়কালের মধ্যে শুধুমাত্র ২ টি অতিরিক্ত ট্যাবলেট খেয়েছিলাম ও সেটি দুদিনের জন্য করেছিলাম।

এইবার তিনি কিছুটা কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন, "স্যার, আমি আগেও বলেছি, আমরা কখনও এমন কোনো জীবিত মানুষকে পাই নি যারা ওই মাত্রার ওষুধ সেবন করেছিল। এখনই আপনাকে একটি ইমার্জেন্সি বিভাগে যেতে হবে!" আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তিনি ভুল কিছু শুনেছেন, তাই আমি যখন পুনরায় তার কাছে বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলবার চেষ্টা করলাম, তখন তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "হয় আপনি নিজে একটি হাসপাতালে চলে আসুন, না হলে আমি আপনার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি"। আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম! আমি জড়ানো গলায় বললাম "আমি নিজেই যাব"। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কোন হাসপাতালে যাচ্ছেন?" আমি তাকে বললাম ও তিনি ফোন রেখে দিলেন।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরের দিন সকাল নটায় আমার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে, আর তখন ঘড়িতে প্রায় রাত সাড়ে তিনটা বাজে। আমি একরকম খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিড়ি বেয়ে আমাদের শোবার ঘরে গেলাম, ড্রেনডাকে ঘুম থেকে তুললাম ও যা ঘটেছে তা তাকে বললাম। তিনি একটি আতঙ্কের দৃষ্টি দিয়ে করুণভাবে আমার দিকে তাকালেন। গত কয়েকমাস যাবৎ তার স্বামী কিছুটা অসমলগ্ন আচরণ করে আসছিলেন, এবং তিনি সবকিছু সংহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, আর এখন আবার এই উপদ্রব? তিনি বললেন, “গ্যারি, মাত্র দুটো ট্যাবলেট বেশি খেয়েছ। এই দুটো মাত্র ট্যাবলেট তোমায় মেরে ফেলতে পারে না তা তুমি ভালোভাবেই জানো। ওদের আবার ফোন কর”। কিন্তু ভয় অযৌক্তিক ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। “ওই মেয়েটি আমাকে বলেছে যে ওই ওষুধ আমাকে মেরে ফেলতে পারে; আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে”। আমি যখন বেডরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি আমার স্ত্রীর চোখে এই কথাটি যেন দেখতে পেলাম, “তুমি আমার সাথে মস্করা করছ”। আমি যখন হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলাম, তখন দেখলাম সাদা কোট পরিহিত দুজন লোক জরুরী বিভাগের প্রবেশদ্বারের বাইরে সামনে অপেক্ষা করছে। আমি যখন গাড়ি থামালাম, তারা আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, “আপনিই কি গ্যারি কেসি?” তখনই তারা আমাকে একটি চিকিৎসা কক্ষে নিয়ে গেল।আমি যখন ইমার্জেন্সি রুমের ব্ল্যাকবোর্ড পেরিয়ে গেলাম, তখন দেখলাম সেটিতে এরই মধ্যে আমার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে। সেখানে লেখা ছিল, “গ্যারি কেসি—অধিক মাত্রার ওষুধ সেবন”। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সংক্ষেপে বলছি, যখন ডাক্তারবাবু আমার রক্তের নমুনা নিলেন, তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে আমাকে বললেন, “আপনি এখানে কেন এসেছেন? আপনার রক্তে টাইনেনল-এর মাত্রা এতটাও উচ্চ নয় যে আপনার মাথা যন্ত্রণার উপশম করতে হবে”। আমি যখন তাকে পয়সন কন্ট্রোলের কাহিনীটি বললাম, তিনি হাসতে শুরু করলেন। আমার মনে হয় নি যে ঘটনাটি হাসির ছিল, এবং যখন ইমেইলে ২০০০ ডলারের বিল এসেছিল, তখনও আমার মনে হয় নি যে সেটি হাসবার মত ঘটনা ছিল। দিয়াবল আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল ও পুনরায় আমার থেকে চুরি করেছিল। ঈশ্বরের রাজ্য খুঁজে বার করবার পূর্বে আমার জীবন কোথায় ছিল, আপনাকে সেটি দেখতে সাহায্য করবার জন্য, মুখবন্ধের পাশাপাশি আমি আপনার কাছে এই কাহিনীগুলি বলছি। হ্যাঁ, আমি

একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিলাম বটে। হ্যাঁ, আমি দশমাংশ দিতাম। হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্য আমি আমার মন্ডলীতে উপাসনা পরিচালনা করেছিলাম। হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে প্রেম করতাম। কিন্তু কিছু একটা গলদ ছিল, ভয়ানকভাবে ভুল ছিল! কিভাবে ভয়ের আত্মার সাথে লড়াই করতে হয় সেটি ঈশ্বর যেভাবে আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং আমি যেভাবে হতাশানাশক ওষুধ ও ভয়ের আক্রমনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিলাম, আমি আপনাকে সেকথা বলেছি। কিন্তু যে পরিস্থিতি প্রথমে ভয়ের সাথে আমার লড়াই উৎপন্ন করেছিল, অর্থাৎ আমার ব্যর্থ আর্থিক অবস্থা!, তখনও আমি সেটি থেকে নিস্তার পাই নি। তখনও আমার উপর প্রতিদিন আমার বিলগুলি পরিশোধ করবার জন্য অর্থের সংস্থান করবার প্রচন্ড চাপ ছিল, এছাড়াও আমার কাছে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাওয়া ও বাতিল হওয়া দশটি ক্রেডিট কার্ড ছিল, তিনটি আর্থিক সংস্থার ঋণ, IRS দেনা, আত্মীয়দের নিকট থেকে ধার করে আনা অর্থ, বেশ কিছু মামলা ও বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি এইসব ছিল।

যেমনটা আমি বলেছি, আমাদের জীবন আর্থিকভাবে বিশৃঙ্খল ছিল। চাপ ও মানসিক অশান্তি ছিল আমার কর্মপন্থা। যদিও আমি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী, তথাপি আমরা আর্থিকভাবে মুমূর্ষু ছিলাম, এবং একটির পর আরেকটি করে, আমার ক্রেডিট কার্ডগুলি বাতিল হচ্ছিল। বন্ধকী মামলাগুলি দায়ের হয়েছিল, ঋণ বাতিল হয়েছিল, ঋণদানকারীরা ফোন করেছিল। আমাদের আর্থিক দুরাবস্থার চরম পর্যায়ে, আমাদের ব্যবসা বেশি উপার্জন করতে না পারায়, আমাদের খাবারও জুটছিল না। আমার পরিবার আমাদের পারিবারিক বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে উত্তাপ নেওয়ার জন্য কাঠের উনানের চারিপাশে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকত কারণ জ্বালানি তেল কেনবার মত সামর্থ আমাদের ছিল না। আমরা চেয়ার ও বিছানা তন্নতন্ন করে খুঁজতাম, যদি সেগুলির ফাঁকে খুচরো পয়সা পড়ে থাকে। আশা ছিল এই যে যদি ম্যাকডোনাল্ড থেকে একটি হ্যাপী মিল কেনবার মত অর্থ খুঁজে পাই ও সেটি যদি আমাদের সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি।

আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন
- ফিলিপীয় ৪:১৯

ঋণদানকারীরা যখন ফোন করত তখন তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি বেশ পটু ছিলাম, কিন্তু একদিন আমার ঋণ পরিশোধ বাকি থাকা অ্যাকাউন্টগুলির

একটি আমার থেকে ঋণের অর্থ আদায় করবার জন্য একজন অ্যাটর্নি বা আইনজীবীকে নিযুক্ত করলো। লোকটি আমাকে ফোন করেছিল ও তার মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না। সে আমাকে কেবল এইকথা বলল, "তিনদিনের মধ্যে আমার টাকা চাই অথবা আমি আমার মক্কেলের পক্ষে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব"। আমি শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কোনো বিকল্প ছিল না, আমার কোনো ধার করা অর্থ ছিল না, এরই মধ্যে আমি আমার সকল বন্ধুদের অনুরোধ করে ফেলেছিলাম, এবং তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম, যেখানে আমার জানা ছিল যে আমার আর কোনো উপায় নেই। আমি হামাগুড়ি দিয়ে আমার শোবার ঘরে গেলাম ও আমার বিছানার আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়লাম ও ঈশ্বরের প্রতি ক্রন্দন করে উঠলাম। তখনই আমি প্রভুর রব শ্রবণ করলাম। একটি পদ যেটি আমি বহুবার শুনেছিলাম সেটি আমার মনে ভেসে উঠলো।

> *আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন*
> - ফিলিপীয় ৪:১৯

আমি প্রভুকে উত্তর দিলাম যে আমি এই পদটি জানি কিন্তু আমার প্রয়োজন মিটছে না! সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমার ত্রুটি নয়। আমার রাজ্য কিভাবে চলে সেটি জানবার জন্য তুমি কখনও সময় দাও নি। বাস্তবে, পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলীয়রা যেভাবে বেঁচে থাকতো, আমার অধিকাংশ মন্ডলীগুলি সেইভাবেই বেঁচে রয়েছে—দাসের ন্যায়। তারা ঋণের ও একটি আর্থিক বন্ধনের জীবনশৈলীতে জীবিত আছে। আমি চাই আমার লোকেরা স্বাধীন থাকুক।"

আমি দ্রুত সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম ও ড্রেনডাকে চেপে ধরে প্রভু আমাকে যা যা বলেছিলেন তাকে সেটি বললাম। ঈশ্বরের অন্বেষণ না করবার ও কিভাবে তাঁর রাজ্য চলে সেটি না জানবার কারণে ড্রেনডার নিকট অনুতাপ করলাম। আসলে, সেই সময় ঈশ্বর যখন বলেছিলেন যে তাঁর রাজ্য যেভাবে চলে তা আমরা জানি না, তখন তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন, আমরা তা সত্যিই জানতাম না। শত হলেও, আমরা মন্ডলীভুক্ত ছিলাম, বেশিরভাগ সময়েই আমরা

আমাদের উপার্জনের দশমাংশ দান করতাম, ও আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করতাম। আমরা ভাবতাম যে আসলে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য মনস্ক। তবে, তখন আমি যেমনটি বুঝতে পেরেছিলাম, সেই মতই সমস্যাটি ছিল এই যে, হ্যাঁ, আমি স্বর্গের পথেই ছিলাম, কিন্তু স্বর্গের পরাক্রম ও কর্তৃত্বকে কিভাবে আমার জীবনে আনতে ও তার দ্বারা আমার স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে কিভাবে প্রভাবিত করতে হয়, সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কাজেই আমরা বাইবেল অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলাম, এবং ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন ও তিনি যখন রাজ্যের কথা বলেছিলেন তখন তাঁর কথার অর্থ কি ছিল সেটি জানবার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের সাহায্য করেছিলেন। আমরা যা জেনেছিলাম সেটি অবাক করে দেওয়ার মত! একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলো জ্বালানোর মতই। আমাদের জীবনে প্রথমবারের মত, আমরা আমাদের আর্থিক জীবন সম্পর্কিত উত্তরগুলি খুঁজে পেয়েছিলাম!

ঈশ্বর, রাজ্য বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও?

ঈশ্বর যখন আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর রাজ্য যেভাবে চলে আমি কখনই তা জানতাম না, অধিক না বাড়িয়েই বলছি, আমি তখন বিভ্রান্ত ছিলাম। রাজ্য? ড্রেনডা ও আমার কোনো ধারণা ছিল না। ঈশ্বর সেই কথাটির দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন আমাদের সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা প্রার্থনা ও অনুরোধ করেছিলাম: "প্রভু তুমি রাজ্য বলতে কি বোঝাতে চেয়েছ আমাদের সেটি জানাও!" কাজেই প্রথমেই আমাকে যেটি জানতে হয়েছিল তা হলো রাজ্য কাকে বলে। আমার মনে হয় গণতান্ত্রিক ও বাক-স্বাধীনতার চিন্তাধারা যুক্ত একটি আমেরিকান মনোভাব নিয়ে জীবিত থাকা আমাদের পশ্চিমা মনের পক্ষে এই ধারণাটি বোধগম্য করা কঠিন। ঈশ্বরের রাজ্য গণতন্ত্র নয়, সেটি একটি রাজা সহ একটি রাজ্য। রাজার কর্তৃত্ব বিভিন্ন সরকারী অফিসের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও যেসকল লোকেরা সেই সকল কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করে তাদের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্য ব্যাপী প্রবাহিত হয়। একদল লোক থাকার অর্থ রাজ্য নয়। একদল লোকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু সেটি কোনো রাজ্য নয়। একটি রাজ্য হলো এমন একটি জনসমষ্টি যারা আইন বা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অভিধানে রাজ্যের সংজ্ঞা হলো: "রাজ্য: একটি দেশ বা সরকার যার প্রধানরূপে একজন রাজা বা রানী থাকে"।

যদিও আমরা বড়দিনের সময়ে পৃথিবীতে যীশুর আগমন উদযাপন করি, কিন্তু সাধারনত আমরা বুঝতে ব্যর্থ হই যে তিনি তাঁর সাথে একটি কর্তৃত্বভার নিয়ে আসছিলেন। বাইবেল যিশাইয় ৯:৬-৭ এ এই কর্তৃত্বভারের কথা বলে:

> *'কারণ একটী বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটী পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে—'আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে।*

এই সরকারের প্রধান হলেন যীশু, এবং যখন আমরা যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করি, তখন আমরা সেই সরকারের অঙ্গে পরিণত হই; আমরা প্রজা হই। আমরা কেবলমাত্র প্রজা হই না, বরং আমরা বাস্তবে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যারূপে তাঁর নিজের পরিবারের অঙ্গও হই।

> *কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত।*
>
> - যোহন ১:১২-১৩

> *অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক*
>
> - ইফিষীয় ২:১৯

ঈশ্বরের বাটীর লোকরূপে, আমরা তাঁর পরিবারের অঙ্গে পরিনত হই এবং সেইরূপে যা কিছু ঈশ্বরের আমরা সেই সকলকিছুর অধিকারী বা অংশ হই। কিন্তু

আমরা তাঁর মহান কর্তৃত্বভারের বা গভর্নমেন্ট-এর অধীনস্ত একজন প্রজাতেও পরিণত হই। এই বিষয়টি এই ইঙ্গিত দেয় যে উক্ত কর্তৃত্বভারের অন্তর্গত আইনী অধিকার ও সুযোগসুবিধা আমরা পাই। আমি যে বিষয়ে বলছি, তার সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা পাওয়ার জন্য আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক হওয়ার বিষয়ে কথা বলতে চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিকরূপে আপনার আইনি অধিকার রয়েছে। আপনার বৈধ অধিকারগুলি আমাদের সংবিধানে এবং আমাদের সরকারের অধীনে যে সকল আইন পাস করা হয় তার মধ্যে লিখিত রয়েছে। এই আইন ও সুযোগসুবিধাগুলি প্রতিটি নাগরিকের নিকটে ধীরে ধীরে পৌছায়, নাগরিকদের পরিচয় যাই হোক না কেন। এই অধিকারগুলি আমাদের অনুভুতি বা আমরা কতটা বুদ্ধিমান তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না। না, সেগুলি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে সকল নাগরিকেরা আমেরিকাকে নিজেদের বাসভূমি বলে দাবি করে সেই প্রতিজন ব্যক্তির নিকট আইনত গ্রহনসাধ্য হয়। এমনটা হতেই পারে যে কোনো একজন নাগরিক তার বৈধ অধিকারগুলি জানে না, কিন্তু তা হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিকরূপে সেই সকল অধিকার তার রয়েছে।

এখন এখানে চিন্তা করবার মত কিছু খোরাক রয়েছে, আর আমার আশা এই যে এটি ঈশ্বর সম্পর্কে ও আপনি কিভাবে তাঁর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেন, সেই বিষয়ে আপনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করবে। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যদি দেখি যে কোনকিছু বা কোনো ব্যক্তি আমাদের নিকট থেকে আমাদের বৈধ অধিকারগুলি হরণ করবার চেষ্টা করছে বা আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, তাহলে আমাদের নিকট ন্যায়বিচার (ন্যায়বিচারের অর্থ আইনের বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ) পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, যেটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা আমাদের বৈধ অধিকার নির্বহন করে। আমরা আদালতে যাই, আর আমাদের মুখাবয়ব কেমন বা আমরা কতটা ধনী বা দরিদ্র, বিচারক সেই বিষয়ে কোনো মনোযোগ দেন না। তিনি আইনের দিকে দৃষ্টি দেন। প্রতিবার তাকে আইনের পক্ষে রায় দিতে হয়। এটিই আমাদের সুরক্ষা: আমাদের বৈধ অধিকারসমূহ রয়েছে, এবং আমাদের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের বৈধ অধিকারগুলি নির্বহন করবে। এই কথাকে মনে রেখে,

যিশাইয় ৯ অধ্যায়ের দিকে নিবিড়ভাবে দৃষ্টিপাত করুন, কারণ এই অংশটি সেই নতুন কর্তৃত্বভার বা গভর্নমেন্টের কথা বলে যেটি যীশু পৃথিবীতে আনয়ন করছেন।

দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার (যীশুর) রাজ্যের উপরে কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতা সহকারে...

- যিশাইয় ৯:৭খ

শাস্ত্র বলে যে ঈশ্বরের রাজ্য ন্যায়বিচার, অর্থাৎ ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রশাসন, সহযোগে সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়। প্রশাসনের অর্থ আপনার বৈধ অধিকারগুলিকে সম্পাদন বা নির্বহন করবার প্রক্রিয়া। আপনার বৈধ অধিকারগুলি হলো সেইগুলি যেগুলিকে ঈশ্বর ধার্মিকতারূপে অভিহিত করেন বা তিনি যেগুলিকে সঠিক বলেন, অর্থাৎ তাঁর ব্যবস্থা। ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের মধ্যে যেটিকে সঠিক বলেন সেইগুলি, সেই রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে বৈধভাবে যা কিছু আপনার, আপনি যেন সেটি পান, সেটি নিশ্চিত করবার জন্য, আপনাকে ন্যায়বিচারের অধিকার দিয়েছেন, ন্যায়বিচার হলো তিনি আপনাকে যা কিছুর প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেইগুলি যাতে আপনি পান তার অধিকার বা গ্যারান্টি। ঈশ্বর তাঁর বাক্য, অর্থাৎ বাইবেলের দ্বারা আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাত করেছেন, যাতে আমরা তাঁর রাজ্যে আমাদের অধিকারগুলিকে জানতে পারি। এটি শুভসংবাদ! ঈশ্বর আপনাকে যা কিছুর প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই সম্পর্কে বাইবেলে আপনি যা কিছু পাঠ করেন, সেগুলি ইতিমধ্যেই তাঁর রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে আইনসঙ্গতভাবে আপনার হস্তগত হয়েছে!

দ্বিতীয় করিন্থীয় ১:২০ পদ পরিষ্কারভাবে বলে যে সকল প্রতিজ্ঞা – প্রতিটি প্রতিজ্ঞা—"হ্যাঁ" ও "আমেন" হয়।এরইমধ্যে সেটি স্থির করা হয়েছে; এরইমধ্যে সেটি বৈধভাবে আপনার হয়েছে।

কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁহাতেই সে সকলের 'হাঁ' হয়, সে জন্য তাঁহার দ্বারা 'আমেন'ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়

-২ করিন্থীয় ২:২০

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতা – সেটি বিচলিত হতে পারে না। কাজেই এটির বিষয়ে এইরূপে চিন্তা করুন: "আমি যদি ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যবস্থা জানি (তাঁর ইচ্ছা), এবং আমি জানি যে আমার নিকট ন্যায়বিচারের, অর্থাৎ ব্যবস্থা যা বলে সেই বিষয়ে আমাকে যে নির্বহন করবার প্রক্রিয়াটি গ্যারান্টি দেয় বা আশ্বস্ত করে, সেটির সুযোগ রয়েছে, তাহলে আমি ভীত নই বরং সাহসী।

> *আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।*
> - ১ যোহন ৫:১৪-১৫

যখন এই পদটি বলে যে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন, তখন সেটি শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের কথা কানে শোনার কথা বলে না; এই পদ আমাদের ঘটনাটি তাঁর দ্বারা গৃহীত হওয়ার কথা বলে। এমন একজন বিচারকের কথা চিন্তা করুন, ন্যায়বিচার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি এটি সুনিশ্চিত করবার জন্য কোনো একটি মামলার শুনানি গ্রহণ করেন। যাতে প্রতিজন নাগরিক ন্যায়বিচার পায় সেটি নিশ্চিত করবার জন্য আদালত কক্ষ ও বিচারকেরা রয়েছেন। বিচারকের রায় তার অনুভুতির উপর ভিত্তি করে হয় না, বরং প্রতিজন নাগরিকের প্রতি বলবৎ হওয়া যে আইনের তত্ত্বাবধান তিনি করেন তার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। লিখিত আইন অনুসারে ন্যায়বিচার (আইনের প্রয়োগ) যাতে ঘটে সেটি নিশ্চিত করবার জন্যই বিচারক রয়েছেন। ঈশ্বরের বেলায়, যারা যীশুর নিকট ও তাঁর রাজ্যে আসে সেই সকল মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার (তাঁর ইচ্ছার প্রয়োগ) সুনিশ্চিত করবার নিমিত্ত তাঁর সিংহাসন (কর্তৃত্বের স্থান) ও তাঁর ক্ষমতা রয়েছে।

রাজ্যগুলি আইনের দ্বারা পরিচালিত হয় ও আইনের পরিবর্তন ঘটে না

দয়া করে উক্তিটি অতি ধীরে পুনরায় পাঠ করুন এবং এই উক্তিটি ঈশ্বরের প্রতি আপনার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করুক। বেশিরভাগ মানুষ মনে করে ঈশ্বর প্রতিটি ঘটনার উপর ভিত্তি করে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন, কিন্তু সেটি সত্য নয়। তিনি অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা সম্বলিত একটি রাজ্যের রাজা। তিনি তাঁর ব্যবস্থা বহির্ভূতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না ও করবেন না। সেইভাবে তাঁকে প্রশ্ন করবার পূর্বেই তাঁর উত্তরটি কি হবে তা আমরা জানতে পারি, এবং আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তাঁর ব্যবস্থা যা বলে সেটিকে দেখবার পূর্বেই আমাদের নিকট সেটি থাকে, কারণ তাঁর ব্যবস্থা বলবৎ করবার মত ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

যখন ড্রেনডা ও আমি ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের বৈধ অধিকারগুলির কথা জানতে শুরু করলাম, তখন সেটি ঈশ্বর ও বাইবেল সম্পর্কে আমাদের ভাবনার নাটকীয় পরিবর্তন করলো। আমাদের নতুন বোধগম্যতার ফলাফলটি ছিল পরিবর্তিত জীবন। আর ভিক্ষা করা নয়। আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর যা বলেছিলেন সেটি এরই মধ্যে তাঁর রাজ্যের নাগরিকরূপে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আইনসিদ্ধভাবে যা কিছু আমাদের অধিকারভুক্ত, ছিল, কিভাবে সেগুলিকে চেয়ে দাবি পেশ করতে হয় ও সেটিকে পার্থিব জগতে ঘোষণা করতে হয়, আমাদের কেবলমাত্র সেটি অবিরতভাবে জানবার প্রয়োজন ছিল। একটি চেককে নগদ করবার কথা ভাবুন। আপনার চেক বইয়ের একাউন্টে অনেক অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু এমন একটি আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে যার দ্বারা আপনি সেই অর্থের দাবি পেশ করেন ও চেককে নগদে পরিণত করেন। যে কোনো আইনি ব্যবস্থার মধ্যে একটি আইনি প্রক্রিয়া থাকে যার দ্বারা আমরা কোনকিছুর আইনি দাবি পেশ করি, সেটি যদি ইতিপূর্বে আমাদের অধিকারে থাকে, তাহলেও।

> *কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্‌গুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে*
>
> - ২ পিতর ১:৩

এটি একটি রাজ্য! যারা সেই রাজ্যের নাগরিক তাদের প্রত্যেকেরই অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় একই রকমের অধিকারগুলি রয়েছে। আমাদের পক্ষে এই কথাটি বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ: রাজ্য আইন দ্বারা পরিচালিত হয় ও আইন পরিবর্তিত হয় না। এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? এটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর অর্থ এই

যে যদি রাজ্য অপরিবর্তনীয় আইনের উপর ভিত্তি করে কার্য করে বা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই রাজ্যের ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। বরং, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সেই রাজ্যের অন্য যে কোনো মানুষের ন্যায় তাদের পক্ষে রাজ্যের আইনের পরিচালনা উপভোগ করবার একই রকম অধিকার রয়েছে।

এইখানেই মান্ডলীক জগতে বিষয়গুলি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা মনে করে যে ঈশ্বর কোনো একজন ব্যক্তির জীবনে যেটি করতে চান তিনি সেটি খামখেয়ালীভাবে স্থির করেন। অন্য কথায়, তারা মনে করে ঈশ্বর কোনো একজনকে আশীর্বাদ করা ও ওপর একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ না করা মনোনীত করেন। তারা মনে করে ঈশ্বর বুঝি মানুষের প্রতি এমন কিছু ঘটতে দেন যার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাদের ধারণা তিনি কোনো একজনকে সুস্থ করবেন ও অপর একজনকে করবেন না। যদিও ঈশ্বর খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করবার জন্য যা যা করতে পারেন সেটি ইতিমধ্যেই করে দিয়েছেন, তবুও তাদের অধিকাংশ জনই তাঁর নিকট সাহায্যের নিমিত্ত ভিক্ষা করে। তিনি তাদের রাজ্য দিয়েছিলেন, সমগ্র রাজ্য!

ঈশ্বর যখন আমার সাথে আমার আর্থিক অবস্থার সম্পর্কে ও তাঁর রাজ্যের সম্পর্কে আমার যে আরো অধিক জানা প্রয়োজন সেই বিষয়ে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই পদটি দিয়েছিলেন।

ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই

- লুক ৬:২০খ

ঈশ্বর আমাকে বলছিলেন যে আমার আর্থিক অবস্থার জন্য আমার উত্তরটি হলো তাঁর রাজ্য আর আপনি তার সাথে এই কথা যোগ করতে পারেন, ঠিক যীশু যেমন এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যবস্থার অবতারণা করেছিলেন, সেই একই কাজ কিভাবে করতে হয় তা জানা। আমি মানছি যে এই সকলের অর্থ কী প্রথমে সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যা বলেছিলেন আমি যখন সেই বিষয়ে চিন্তা করলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনো একটি আইনের কার্যকারীতা ও প্রভাব প্রতিবারই একই রকম হয় কারণ আইন পরিবর্তিত হয় না। আমি প্রকৃত অর্থে পূর্বে কখনই একটি আত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বিষয়ে চিন্তা

করি নি। তবে, যদি সেটিই বাস্তব হয়ে থাকে, এবং বাস্তবে ঈশ্বরের রাজ্য ওইভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে আমি জানি যে আমি সেই সকল নিয়মগুলি জানতে পারি, সেগুলিকে প্রয়োগ করতে পারি, এবং আমার জীবনে সেই সকল নিয়ম পরিচালনার লাভ প্রাপ্ত করতে পারি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই পৃথিবীকে যে সকল নিয়মগুলি পরিচালনা করে সেগুলির পরিবর্তন ঘটে না। বাস্তবে, কোনো একজন মানুষকে চন্দ্রে প্রেরণ বা একটি বিমানকে উড়িয়ে দেওয়ার মত বিষয়গুলির জন্য সেই নিয়মগুলির অব্যাহত ও অপরিবর্তনীয় কার্যকলাপের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ এই বোধগম্যতা নিয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আসে না। তার পরিবর্তে, যখন তাদের কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, তখন তাদের প্রয়োজনের বিষয় ঈশ্বরকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করে, তারা ভিক্ষা ও ক্রন্দন করে। ভাবটা এমন যেন ঈশ্বরকে তাদের প্রতি খেয়াল করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি কোনো একটি মন্ডলীর সম্মেলনে প্রচার করতে যাই, তাহলে কি সেই অনুষ্ঠানের সময় আলো যাতে জ্বলে থাকে, সেই কারণে সেই মন্ডলীর সকলে কি প্রার্থনা করা আরম্ভ করে দেবে? তারা যেভাবে প্রার্থনায় ক্রন্দন করে থাকে, সেইভাবেই কি উপবাস ও প্রার্থনা করে ঈশ্বরের নিকট মিনতি করে বলবে যে "হে ঈশ্বর তুমি তো জানো যে এই মিটিংটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও সেই আলোগুলি জ্বালানো আমাদের কতটা প্রয়োজন"? আমার তো তা মনে হয় না। বরং যখন সেই মিটিংটির জন্য পরিকল্পনা করবার সময় আসবে, তখন তাদের মাথায় লাইটগুলি যেন জ্বলতে থাকে সেই সম্পর্কে আদৌও কোনো সংশয় প্রবেশ করবে কিনা সেই ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। কোনো কারণবশত তারা যদি সেই সম্মেলনের আগের দিন রাতে সেখানে এসে উপস্থিত হয় ও তখন যদি আলোগুলি না জ্বলে, তাহলে কি আপনি মনে করেন যে তারা বিদ্যুত সংস্থাকে ফোন করে তাদেরকে সেই লাইটগুলি জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা করবে? না। তারা যদি সেটি করে, তাহলে আমি নিশ্চিত যে বিদ্যুত কোম্পানির প্রতিনিধি এক সেকেন্ডের জন্য তাদের কথা শুনবে, তারপর তার সহকর্মীর দিকে ফিরে তাকে বলবে, "দেখুন টেলিফোন লাইনে আমি একটা মাথামোটাকে পেয়েছি"। তারপর সেই ব্যক্তি বলবে, "ম্যাডাম, বিদ্যুত চালু রয়েছে; সমস্যা রয়েছে আপনার

প্রান্তে”। আমি যখন আমার সম্মেলনগুলিতে এই লাইনটি মানুষকে বলি, তখন সকলে হেসে উঠে।

কেন সেটা কি আপনি জানেন? কারণ তারা জানে যে কান্না জড়ানো কণ্ঠে বিদ্যুত কোম্পানিকে ফোন করে, তাদেরকে আলো জ্বেলে দিতে বলা বোকার কর্ম; ঠিক কোন কাজটি করতে হবে বেশিরভাগ লোক সেটি জানে। তারা কেবল সুইচগুলিকে অন করে দেবে। সেটি এতটাই সোজা হবে! কোনো বৃহৎ মানসিক পরীক্ষা নয়, কোনো চাপ নয়; তারা কেবলমাত্র সুইচগুলিকে চালু করে দেবে। তারা কেন আলো জ্বলে থাকবার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয় আপনি কি সেটা জানতে চান? এর কারণ তারা আলো জ্বলে থাকবে বলেই আশা করে। তারা আলো জ্বলে থাকবে বলেই আশা করে কারণ বৈদ্যুতিক শক্তি কিভাবে কাজ করে তা তারা জানে। যে নিয়ম বৈদ্যুতিক শক্তিকে পরিচালনা করে তারা সেটি বোঝে, এবং তারা জানে যে নিয়ম কখনও পরিবর্তিত হয় না।

কিন্তু আপনি যদি ১,০০০ বছর পিছিয়ে যেতেন ও কাউকে বলতেন যে আপনি সম্পূর্ণ নগরটিকে ছোট ছোট কাঁচের বাল্বের দ্বারা আলোকিত করবেন, তাহলে তারা মনে করত যে আপনি নির্বুদ্ধি। আর তারা যদি একটি নগরের কোনো একটি অংশকে ছোট কাঁচের বাল্বের আলোয় আলোকিত হতে দেখতে তাহলে তারা বলত যে সেটি বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু সেটি তো কোনো বিস্ময়কর ঘটনা নয়; এটি বিদ্যুত শক্তির কার্যের ধর্ম। বৈদ্যুতিক শক্তি যেভাবে কাজ করে কেউ যদি সেই বিষয়ে জানবার জন্য সময় ব্যয় করে, তাহলে তার ক্ষেত্রেও সেই শক্তি একইভাবে কাজ করবে।

কিভাবে বিদ্যুত শক্তি কাজ করে আমরা এইমাত্র তা জানলাম, বা আপনি বলতে পারেন যে, যে ধর্ম বিদ্যুত শক্তিকে পরিচালিত করে সেই বিষয়ে আমরা আমাদের মনকে নবায়িত করলাম। তাই আমরা যখন সেই শক্তিকে কার্যকর হতে দেখি তখন সেটি কাজ করবে আমরা তা আশা করি ও অবাক হয়ে যাই না। আমরা যখন সেটিকে কাজ না করতে দেখি বরং তখনই অধিক অবাক হই। যে ধর্ম বিদ্যুত শক্তিকে পরিচালিত করে সেই ধর্মকে বোঝবার ও সেগুলিকে লিখে রাখবার দ্বারা, আমরা সারা বিশ্বে ঐরূপ আলোর প্রতিরূপ তৈরী করতে পারি। কিভাবে? এই ধর্মগুলি কিভাবে কাজ করে অন্যদের সেই বিষয়ে শিক্ষা ও তাদেরকেও আলোর ব্যবহারের লাভগুলি উপভোগ করতে দেওয়ার দ্বারা সেই

কাজ করতে পারি। যে ধর্ম বিদ্যুত শক্তিকে পরিচালিত করে সেটিকে বোঝবার দ্বারা এই সবকিছু করা সম্ভব। আত্মিক ধর্ম বা নিয়মের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বৈধ। আমরা যদি সেই নিয়মগুলি না বুঝি তাহলে, তাহলে সেগুলির লাভ ভোগ বা যখন আমাদের সেগুলি প্রয়োজন হবে তখন সেগুলির প্রতিরূপ তৈরী করবার মত সক্ষমতা আমাদের থাকবে না।

আমরা যখন একটি বিমানকে উড়তে দেখি, তখন আমরা বলি না, “চমৎকার, এটা একটা অলৌকিক ঘটনা”। না, আমরা আশা করি যে প্লেনটি উড়বে কারণ, এক্ষেত্রেও, কিভাবে ও কেন একটি উড়োজাহাজ উড়ে আমরা তা বুঝি। এইবারেও, আমরা যদি ১,০০০ বছর পিছিয়ে যাই এবং আধুনিক দ্বিতল এয়ারবাস ৩৮০ জেট বিমানগুলির একটি যদি একটি গাছের উপর দিয়ে উড়ে যায়, তাহলে লোকেরা কি বলতো? তারা বলত যে সেটি একটি অলৌকিক ঘটনা! আমি মানছি যে ১২ লক্ষ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট, ৯,০০০ মাইল পর্যন্ত সফরকারী, প্রতি ঘন্টায় ৫৭০ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন এবং ৮০০ এর অধিক মানুষকে বহনকারী ৩৮০ বিমানগুলি বেশ প্রভাবিত করবার মত বিমান। বিমানটি এতই মনোমুগ্ধকর, যে সেটি আপনাকে এই কথা ভাবতে প্ররোচিত করতে পারে যে সেটি একটি অলৌকিক কার্য। কিন্তু এর মধ্যে অলৌকিক কিছুই নেই। যে সকল ইঞ্জিনিয়াররা ৩৮০ বিমান তৈরী করেছে আমরা তাদের প্রশ্ন করতে পারি যে কিভাবে সেই বিমান উড়ে, এবং বিমানটি উড়াবার জন্য তারা পদার্থ বিদ্যার যে সকল ধর্মকে কাজে লাগিয়েছে তা তারা আমাদের বলবে, এবং যে সকল অংশ ও স্ক্রু ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির কথা তারা আমাদের বলতে পারবে। সেই বিমানের প্রথম উড্ডয়নের সময় রানওয়েতে থাকা ইঞ্জিনিয়ারগণ এই কথা বলছিল না, “বাহ, একবার চেয়ে দেখ; এই জিনিসটি বাস্তবে উড়ছে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না”। আমরা একটি বিমানে উঠবার ক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকি কারণ আমরা জানি যে সেই বিমানের উড়বার সক্ষমতাটি এমন ভৌতিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যেগুলি পরিবর্তিত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই ধর্মের সীমার মধ্যে থাকব, ততক্ষণ সেই বিমান উড়বে। এই কথা স্মরণ রাখবেন: ধর্মগুলির পরিবর্তন হয় না!

যদি সেই ধর্ম অবিচল না থাকত তাহলে কখনই আমরা কোনো বিমানে চড়তাম না। আমরা যদি একটি বিমানের টিকিট কিনতাম এবং সেই টিকিটের

উপরে যদি এই ধরণের কথা লেখা থাকত, "নিজের দায়িত্বে এই বিমানটিতে যাত্রা করবেন, কারণ উড্ডয়নের ধর্ম অনিয়মিতভাবে কার্যকরী হয়। একদিন সেই ধর্ম কাজ করে আর পরের দিন করে না। কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু জানে না—ভাগ্যবান মনে করছেন? আপনার উড্ডয়ন সুখের হোক"। আপনি আপনার চেয়ার থেকে হড়কে যাবেন, শেষবার কবে আপনার মনে এমন আশঙ্কা হয়েছিল? কখনই নয়? কেন হয় নি? কারণ আপনি জানেন যে মাধ্যাকর্ষণ-এর ধর্ম কখনই পরিবর্তিত হয় না।

আমি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করলাম সেগুলি হলো পার্থিব জগতে ঈশ্বর যে সব ভৌতিক ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু জানেন কি? তাঁর রাজ্যের আত্মিক ধর্মগুলিও একইভাবে কাজ করে—সেগুলি পরিবর্তিত হয় না! আমাকে ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের বিষয়ে বলবার পূর্বে, পৃথিবীতে যেভাবে ভৌতিক নিয়মগুলি কার্য করে সেই সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবে পড়শুনা করেছিলাম, কিন্তু আমি ভাবতাম যে ঈশ্বরের রাজ্য বুঝি অন্য রকম। আমি ভেবেছিলাম যে ঈশ্বর যখন ইচ্ছা যা ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমি বুঝলাম যে সেটি সত্য নয়। আমি যখন দেখলাম যে ঈশ্বরের আত্মিক রাজ্যের নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয় নি এবং সেগুলি জানা, বোঝা ও প্রয়োগ করা যায় না, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে যীশু কেন এই কথা বলতেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ"। তারপর তিনি ঈশ্বরের রাজ্যকে পার্থিব জগতের কোনো কিছুর সাথে তুলনা করতেন যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে সেই রাজ্য কিরূপে চলে। হটাৎ করেই ব্যাপারটি বাল্ব লাইট নিভে যাওয়ার মত ঠেকলো। আমার এই চিন্তা মাথায় এলো, "যদি ঈশ্বর আমাদের রাজ্য দিয়েই থাকেন, এবং তিনি তা দিয়েছেনও, এবং রাজ্যটি এমন কিছু নিয়মের দ্বারা চলে যার পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাহলে আমি সেই নিয়মগুলি জানতে ও আমার জীবনে প্রয়োগ করতে পারি"।

> *হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিতসঙ্কল্প হইয়াছে।*
>
> \- লুক ১২:৩২

সেই দিন আমি একজন আত্মিক বৈজ্ঞানিকে পরিণত হয়েছিলাম! আমি বাইবেলকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোকে দেখেছিলাম। আমি যখন বাইবেল পাঠ

করতাম তখন প্রশ্ন করা শুরু করেছিলাম: “সেই মাছগুলি কেন সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছিল? সেই ব্যক্তি কেন সুস্থ হয়েছিল? কেন সেই রুটির সংখ্যার বাহুল্য ঘটেছিল?” এরকম আরো কিছু। যখন আমি যে সকল নিয়ম রয়েছে আমাকে সেইগুলি দেখানোর জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করে, বাইবেলকে ওই রকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে শুরু করেছিলাম - **কি দারুন ব্যাপার!**

যে দিন সেই আইনজীবী আমাকে ফোন করেছিল, সেই দিন প্রভু আমার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর রাজ্য কিভাবে চলে যেহেতু আমি কখনই সেই বিষয়ে জানবার জন্য সময় ব্যয় করি নি, তাই আমার এত সমস্যা। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে গিয়েছিলাম ও প্রভুর অন্বেষণ না করবার ও নিজেরাই নিজেদেরকে এই বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দেওয়ার কারণে আমার স্ত্রীর নিকট অনুতাপ করেছিলাম। এই কথা আগেই বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের উত্তরগুলির জন্য ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি নির্ভর করবার প্রকৃত অর্থ কী আমরা তা জানতাম না। আবারও বলব, আমরা তার আগেই মন্ডলীভুক্ত ছিলাম, আমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথেই ছিলাম, এবং আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করতাম। সেই সময়ে ঈশ্বর যখন “রাজ্য” বলেছিলেন তখন তাঁর কথার কী অর্থ ছিল আমাদের সেই বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না। সেই সময় আমাদের শিরে সংক্রান্তি অবস্থা। সেই উকিল আমাদের তিনদিনের মধ্যে যে অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিল সেই অর্থ কিভাবে জোগার করব অথবা তিনদিনের মধ্যে আমরা যদি সেই অর্থ না দিই তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে সেটিকেই বা কিভাবে সামলাবো আমরা তা জানতাম না।

কাজেই, সেটি একটি উত্তম পরীক্ষা ছিল।সেটি ছিল অর্থের সমস্যার আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, এবং আমি চাইছিলাম যে প্রভু “রাজ্য” বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা তিনি আমাকে দেখান। কি ঘটেছিল আপনাকে সেটি বলি এইবার। মনে রাখবেন, সেই উকিলটি আমাকে বলেছিল যে তিন দিনের মধ্যে তার কাছে টাকা নিয়ে যেতে হবে, আর আমার কাছে কোনো অর্থই ছিল না! অসহায় অবস্থার কারণে আমি আমার বেডরুম বা শোবার ঘরে গিয়ে প্রভুর নিকট ক্রন্দন করেছিলাম; আমি সমস্যার মধ্যে ছিলাম! অবশ্যই, সেই সময়টিতেই তিনি আমার নিকট ঈশ্বরের রাজ্যকে আমার সমস্যার সমাধান বলেছিলেন; আর বলতেই হবে

যে, তিনি সেটির দ্বারা যা বলতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবেই সেটি জানতে ইচ্ছুক ছিলাম।

দুদিন পর, সন্ধ্যাবেলায়, আমি একজন মক্কেলের সাথে তার জীবন বীমার বিষয়ে সাক্ষাত করবার জন্য বেরিয়েছিলাম। প্রসঙ্গতঃ, সেই সময় আমি সর্বদা আমার গাড়িটিকে আমার মক্কেলের বাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে রাখতাম, কখনই বাড়ির সামনে রাখতাম না। আমি যে মিনিভ্যানটি চালাচ্ছিলাম তাতে সামান্য সমস্যা ছিল। যখন সেটি চালু হত, তখন সেটি গলিপথ ও মেইন রাস্তাটিকে সাদা ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিত, আর সেটি অল্প স্বল্প ধোঁয়া মোটেই নয়। আমার সবসময় এই কথা মনে হত যে, আমি যদি আমার মক্কেলের বাড়ির সামনের গলির মধ্যে গাড়িটিকে রাখি, আর সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় যদি সেই গলিটি ধোঁয়ায় ভরে যায়, তাহলে সেটি কারবারের পক্ষে ভালো হবে না। আমার অনুমান ছিল এই যে, যেহেতু আমি আমার মক্কেলদেরকে আমার কাছে লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করতে বলতাম, তাই যদি তেমনটি ঘটে তাহলে, আর্থিক ক্ষেত্রে আমার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। যতই হোক না কেন, আমি যদি অত বড় আর্থিক ব্যবস্থাপনাকারীই হই, তাহলে আমি কেনই বা এমন একটি গাড়ি চালাতে যাবো যেটি কোনো রকমে চলে? সেই রাতেও তার কোনো অন্যথা হয় নি।

আমি যখন আমার ক্লাইন্ট-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমার মক্কেলটি আমাকে অনুসরণ করতে করতে রাস্তায় আমার গাড়ির কাছে চলে এসেছে দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। এতে ওনার কোনো অভিসন্ধি ছিল না; আমরা কেবল কথাবার্তা বলছিলাম। কিন্তু আমি এই বিষয়ে সামান্য চিন্তিত ছিলাম যে আমি যখন গাড়ি চালু করব তখন তিনি সেখানেই থাকবেন। আমি যখন আমার গাড়িতে উঠে পড়লাম, তখনও আমরা কথা বলে চলেছি। জানালার কাঁচটি নামিয়ে, আমি কথা বলা চালু রাখলাম। আশা ছিল এই যে তিনি শুভরাত্রি বলবেন ও তিনি যখন প্রস্থান করবেন তখন আমি এমন ভান করব যেন মনে হবে আমি এক মিনিটের জন্য কিছু একটা করছি। কিন্তু তিনি তা করলেন না। শেষপর্যন্ত তিনি শুভরাত্রি বললেন বটে, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র গাড়ি থেকে পেছন দিকে সরে গেলেন ও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আমি বোকা বনে গিয়েছি। আমি গাড়িটিকে চালু করলাম, আশা করছিলাম যে হয়তো এই একটি

বার গাড়িটি সাদা ধোঁয়া উদগিরণ করবে না, কিন্তু সেটি এমন একটি ইচ্ছা ছিল যা পূরণ হওয়ার নয়। মুহুর্তের মধ্যে বাতাস ধোঁয়ায় ভরে গেল। এমন ধোঁয়া যা আপনার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেবে।

ভদ্রলোক গাড়িটিকে বন্ধ করবার জন্য আমার দিকে তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। তিনি জালানার কাছে হেঁটে এলেন ও আমি কি গাড়ির হুডটিকে তুলতে পারব কিনা জানতে চাইলেন। তারপর তিনি আমাকে বলতে লাগলেন যে তিনি আংশিক সময়ের জন্য গাড়ির মেকানিকের কাজ করেন, এবং তিনি কিছু পরীক্ষা করে দেখতে চান। এক মিনিট পর তিনি ফিরে এলেন ও বললেন, “আমি যেটা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই ঠিক, আপনার গাড়ির প্রধান গ্যাসকিটটি নষ্ট হয়ে গেছে। গাড়িটি চালিয়ে বাড়ি যান ও গাড়িটিকে তাড়াতাড়ি মেরামত করে নেবেন”। গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাছে তার সেই গাড়ির সমস্যা নির্ধারণ ছিল অর্থহীন। গাড়িটিকে মেরামত করবার মত অর্থ আমার কাছে ছিল না।

আমার মক্কেলের বাড়ি থেকে আমার অফিসের দূরত্ব কেবলমাত্র মাইল ছয়েক ছিল, আর আমি যখন আমার অফিসের দিকে ফিরে গেলাম, তখন হতাশার সেই পরিচিত আস্তরণ আমার উপর চেপে বসলো। কিন্তু আমি যখন গাড়ি চালাচ্ছিলাম, তখন প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন আমি তা মনে করলাম, এবং আমি আমার গাড়ির সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। আমি বললাম, “প্রভু, এই গাড়িটাকে মেরামত করবার মত অর্থ আমার কাছে নেই। তাছাড়া এখনও এই গাড়িটির জন্য আমার ঋণ রয়েছে, আর আমি গাড়িটিকে ভাঙ্গা অবস্থায় বিক্রি করতে পারি না। কি যে করি আমি কিছুই জানি না। যদি ভ্যানটি জ্বলে পুড়ে যায়, তাহলে হয়ত সেটাই ভালো হবে। তাহলে বীমা কোম্পানি সেই ঋণ মিটিয়ে দেবে আর আমি এর থেকে পরিত্রাণ পাবো।

আমার অফিস থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে, আমি আমার গাড়ির হুডের উপর একটি বুদবুদ লক্ষ্য করলাম। এর আগে কখনও আমি তেমন কিছু দেখিনি। দেখতে দেখতেই, সেই বুদবুদটি ক্রমশ বড় হতে থাকলো, আর আমি আমার অফিসের গাড়ি রাখবার স্থানে গাড়িটিকে যখন রাখলাম, তখন সেই বুদবুদটি সহসা আগুনের গোলা সৃষ্টি করলো। আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম; ভ্যানটির সামনের দিকটা পুরোপুরি তখন আগুনের শিখায় গ্রাস হয়ে পড়েছিল এবং

সেই সময়ে আমরা নিজেদের নিকট প্রমাণ করেছিলাম যে ঈশ্বরের পদ্ধতি কার্যকর হয়, এবং সেই সময় থেকে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের পদ্ধতি জানবার ও ব্যবহার করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম

গাড়ির হুড থেকে ছয় ফিট উচ্চতায় অগ্নিশিখা উঠেছিল। আমি অফিস ভবনে দৌড়ে গেলাম ও অগ্নি নির্বাপণ বিভাগকে ফোন করলাম। পরের দিন, বীমা কোম্পানি কর্তৃক সেই ভ্যানটির মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল, আর তারা আমাকে একটি চেক প্রদান করেছিল। সেই চেকটির যে অর্থমূল্য ছিল সেটি এই গাড়িটির ঋণ মেটাবার পরেও আমার কাছে এতটাই অর্থ বাকি ছিল, যার দ্বারা তিনদিন আগে যে উকিলটি আমাকে ফোন করেছিল তার কাছে তখনই একটি চেক পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ড্রেনডা ও আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কি ভাবতে হবে আমরা সেটাও জানতাম না। আমরা জেনেছিলাম যে আমাদের পক্ষে ঈশ্বর কার্য করছিলেন ও কিছু একটা পরিবর্তিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর রাজ্যের প্রতি আমাদের সমর্পণ আরেকটি নতুন উপায়ে পরীক্ষিত হতে চলেছিল যেটি আগামী বহু বছর আমাদের পথ নির্ধারণ করবে।

সেই ভ্যানটি পুড়ে যাওয়ার পর, আমরা অবশ্যই খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু তারপরেই আমাদের টনক নড়েছিল যে আমাদের কোনো গাড়ি নেই। যদিও সেই গাড়ির বকেয়া টাকা শোধ করা হয়ে গিয়েছিল ও ক্রেডিট কার্ডের উকিলকেও টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু একটি নতুন ভ্যান কেনবার মত আমাদের কাছে মোটেই টাকা ছিল না। আমাদের ভ্যানটি চলে যাওয়ার খবর শুনে, আমার বাবা আমাদের ফোন করে বলেছিলেন যে তিনি একটি নতুন ভ্যান কেনবার জন্য আমাদের সাহায্য করতে চান। খবরটা শুনেই আমরা উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমার বাবাকে নিয়ে আমি স্থানীয় একটি গাড়ির ডিলারের কাছে গেলাম এবং ড্রেনডা ও আমার পছন্দসই একটি ভ্যান সেখানে দেখতে পেলাম। আমার বাবা বললেন যে সেই গাড়িটি কেনবার জন্য তিনি ৫০০০ ডলার অর্থ দেবেন। গাড়িটির মূল্য ছিল প্রায় ১৭০০০ ডলার। তার মানে আমাদেরকে ১২,০০০ ডলার ঋণ করতে হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি একটি ঋণ আবেদনপত্র পূরণ করলাম আর আমার পিতা সেটির জন্য সহযোগী সাক্ষর করলেন। তারা সকালে আমাকে সেই বিষয়ে জানাবে বলল।

সেই রাতে আমাদের ঘুম এলো না। আমরা জানতাম যে ওই ঋণ আমরা গ্রহণ করতে পারবো না। তার আগেই প্রভু আমাকে এই ধরনের কাজ করবার সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু কোনো গাড়ি না থাকায়, আমার উপরে দমিত হওয়ার ও হাল ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। একটি ভয়ানক বিনিদ্র রাত্রিযাপন করবার পর, ড্রেনডা ও আমি একমত হলাম যে আমরা কোনভাবেই সেই লোনের কাগজে সই করতে পারবো না। আমি আমার বাবাকে ফোন করলাম ও তার দয়াপুর্ণ প্রস্তাবের জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম কিন্তু তাকে এও বললাম যে আমরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করব। এরপর আমি সেই গাড়ির ডিলারকেও ফোন করলাম ও তাদেরকেও সেই একই কথা বললাম। তারাও হতাশ হয়েছিল কারণ সেই সকালে সেই লোনটি অনুমোদিত হয়ে গিয়েছিল ও ভ্যানটি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। যদিও ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের ভ্যানের ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করবেন, সেই বিষয়ে আমাদের জানা ছিল না, তবুও সেই বিষয়ে আমরা স্বস্তি অনুভব করেছিলাম।

সেই সময়টিতে, ড্রেনডা বাড়ির অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করবার সময় কিছু প্রাচীন নির্দশন খুঁজে পেয়েছিলেন ও সেগুলিকে বিক্রি করছিলেন। তিনি কয়েক ঘর ভর্তি আসবাবপত্র কেনবার বিষয়ে একজন ব্যক্তিকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। ভ্যান পুড়ে যাওয়ার একমাস পূর্বে সেই লোকটির কাছে সেই আসবাবপত্রগুলি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠে নি। ভ্যান পুড়ে যাওয়ার দুদিন পর সেই ব্যক্তি ড্রেনডাকে ফোন করেছিলেন ও ১,০০০ ডলারের কম মূল্যে সেই তিন ঘর ঠাসা ফার্নিচার বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন। ড্রেনডা তার হয়ে সেই ফার্নিচারগুলো বিক্রি করবার জন্য একটি নিলাম সংস্থার সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং সেই নিলামে তার যে কমিশন থাকবে. সেই কমিশনের নগদ অর্থের পরিবর্তে সেই কোম্পানির অধীনে থাকা একটি ব্যবহার করা ভালো গাড়ি পাওয়ার ব্যাপারে তিনি দর কষাকষি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং তখন আমাদের কাছে একটি ভালো স্টেশন ওয়াগন (বড় কলেবরের মাল বহনের উপযুক্ত গাড়ি) এসে গিয়েছিল, ক্রেডিট কার্ডের টাকা পরিশোধ হয়ে গিয়েছিল, ও ভ্যানের ঋণের টাকা প্রদান করা হয়েছিল।

কি দারুন! তার মানে এই ভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য পরিচালিত হয়। সেই সময়ে আমরা নিজেদের নিকট প্রমাণ করেছিলাম যে ঈশ্বরের পদ্ধতি কার্যকর হয়, এবং

সেই সময় থেকে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের পদ্ধতি জানবার ও ব্যবহার করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "আমরা কোন কার্যনীতি প্রাপ্ত করেছিলাম?" সবচাইতে বড় নীতিটি হলো ঋণকে বিশ্বাস করা নয় বরং আমাদের যা প্রয়োজন সেই বিষয়ে ঈশ্বরকে অনুরোধ করা এবং কিভাবে তা প্রাপ্ত করতে হয় তাঁকে সেটি দেখাবার সুযোগ করে দেওয়া।

সেই ভ্যানের ঘটনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল ও কয়েকমাস পূর্বে ঘটে যাওয়া অন্য একটি ঘটনার স্মৃতি জোরালো করেছিল, কিন্তু সেই সময় ঈশ্বর আমাকে যা দেখাচ্ছিলেন আমি তা বুঝতে পারি নি। তখনও আমার মনে রাজ্যের কার্যনীতিরূপে সেই বিন্দুগুলি যুক্ত হয় নি।

আমি হরিন শিকার ভালবাসি কিন্তু বেশকিছু বছর ধরে খালি হাতে ফিরে আসছিলাম।আমি যেতাম, ঠান্ডায় বসে থাকতাম, কিন্তু দিনের পর দিন কিছু না পেয়েই কেটে যেত। এমন নয় যে আমি অকারণে শিকার করতে ভালবাসতাম; আমার শিশুদের খাওয়াতে হত ও সে ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই আমি মৃগ মাংস ব্যবহার করতে পারতাম। যদিও অতীতে আমি কিছু সাফল্য পেয়েছিলাম, কিন্তু বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি সাফল্য পাই নি বা বাড়িতে মাংস নিয়ে আনতে পারি নি। একদিন যখন আমি আগামী মৃগয়ার কথা চিন্তা করছিলাম, তখন আমি প্রভুর রব শ্রবণ করলাম। তিনি বললেন, "এই বছর তুমি কিভাবে তোমার হরিনগুলিকে পাবে তুমি আমাকে সেটা দেখাতে দিচ্ছ না কেন?" তাঁর এই রব আমাকে চমৎকৃত করেছিল। "এই বছরে কিভাবে আমি হরিণ পাব সেটা আমাকে দেখানো হবে?" এর অর্থ কী? সেই বাক্যগুলির বিষয়ে প্রার্থনা করে, আমার মনে হলো যে কেবলমাত্র হরিণ শিকার করবার সেই উদ্দেশ্যটির জন্যই আমি একটি আর্থিক বীজ বা বরদান রোপন করবার বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছি। আমার মনে হলো, মার্ক ১১:২৪ অনুসারে প্রভু আমাকে বলছেন, আমি যখন আমার হরিণের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করছি, তখন বাস্তবে সেটি প্রাপ্ত করবার পূর্বেই, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি এরই মধ্যে সেটি পেয়ে গিয়েছি।

এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে

যদিও একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীরূপে, আমি সর্বদা দান ও আমার মন্ডলীকে সাহায্য করেছি, কিন্তু এইরূপ একটি তীব্র উদ্দেশ্য সহকারে বপন ও এই বিশ্বাস করা যে যখন আমি প্রার্থনা করি তখন প্রাপ্ত করি, এই বিষয়টি অভিনব ছিল। আমি একটি চেক নিলাম ও সেটির মেমো বা স্মারকলিপির স্থানে লিখলাম, "আমার ১৯৮৭ সালের হরিণের জন্য"। আমি সেটির উপর হস্তার্পণ করলাম ও সেটিকে এমন একটি মিনিস্ট্রি বা পরিচর্যা সংস্থার কাছে পত্রযোগে পাঠিয়ে দিলাম যাদের প্রতি আমার আস্থা ছিল এবং ঘোষণা করলাম যে আমি যখনই সেটি পাঠিয়েছি তখনই আমি আমার হরিণ পেয়ে গেছি। ওকলাহোমা রাজ্যের টোলসাতে বাস করায়, সেই সময় নগরটি সীমাবদ্ধ ছিল, আর শিকার করবার মত কোনো স্থান সত্যিই আমার কাছে ছিল না, কিন্তু মন্ডলীর আমার একজন বন্ধু ধন্যবাদজ্ঞাপন পর্বের জন্য গ্রামের দিকে তার ঠাকুরমার বাড়ি আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে পশুখামারের আশেপাশে কয়েকটি হরিণ রয়েছে। কাজেই ভোজন পান ও সহভাগিতার একটি অপূর্ব দিন উপভোগ করবার জন্য আমার পরিবার ধন্যবাদজ্ঞাপন পর্বের দিন সকালে সেখানে রওনা হয়েছিল আর এইবার আমার হরিণ ধরবার পালা এলো।

আমার বন্ধুটি জানতেন না যে তিনি আমাকে কোথায় যেতে বলবেন, কিন্তু সেই স্থানে একটি গাছ দিয়ে ঘেরা চারণভূমি ছিল, তিনি আমাকে সেই চারণভূমিতে যেতে ও সেখানে থাকা একটি বড় গাছের পাশে বসতে পরামর্শ দিলেন। এখন আমি চাই যে আপনি বিষয়টি চিন্তা করুন। আমি এমন একটি কাটা খড় ভর্তি চারণভূমি বসে ছিলাম যার মাঝখানে একটি বড় গাছ ছিল। কাজেই আমি সেই গাছটিতে ঠেস দিয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ করে বসে পড়লাম, যেটি সম্ভবত আমার থেকে ১৩০ গজ দুরে ছিল। এখন আমি যখন সেই দিনের দিকে ফিরে তাকাই, আমি একটি খোলা মাঠের মধ্যে একটি গাছের পাশে বসে ছিলাম, আপনি সেটিকে আদর্শ পরিস্থিতি বলবেন না।

সকালে প্রায় ৩০ বা ৪০ মিনিট পর, আমার অজান্তেই, আমার পেছন দিক থেকে একটি পুরুষ হরিণ মাঠের অপর প্রান্তে আমার সামনে থাকা সেই জঙ্গলের অভিমুখে ছুটছিল। আমার ও সেই হরিণটির মাঝে সেই গাছটি ছিল, তাই সেই হরিণটি আমাকে দেখতে পায় নি, আর আমিও সেটিকে দেখতে পাই নি। সেই হরিণটি জঙ্গলের অভিমুখে তার পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় সরাসরি সেই গাছের

দিকে ছুটে গেল। আমি যে সেখানে বসে ছিলাম সে সেটি দেখতে পায় নি। যখন সেই হরিণটি গাছের কাছে চলে এসেছিল, তখন সে আমার ঘ্রাণ পেয়েছিল ও আমি কোথায় রয়েছি সেটি বোঝবার চেষ্টায় সেখানে দাড়িয়ে পড়েছিল। হরিণটি গাছের চারিপাশে তাকাচ্ছিল, এবং আমাদের চোখ কেবলমাত্র আনুমানিক পাঁচ গজ দূরত্বে থেকে একই সময়ে একে অপরকে দেখলো। আমাদের মধ্যে কে বেশি বিস্মিত হয়েছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু হরিণটি দ্রুত বেগে পালাবার জন্য একটুও সময় অপচয় করে নি। একটি উচ্চ হ্রেষাধ্বনি করে, জঙ্গলের দিকে পূর্ণ গতিতে লাফিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। হরিণটি যখন আমার কাছ থেকে পূর্ণ গতিতে দুরে ছুটছিল, আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে, আমার বন্দুক উঁচিয়ে আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে হরিণটিকে পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

তখন, পূর্ণ গতিতে ছুটে চলা সেই সাদা লেজ বিশিষ্ট হরিনটির সাথে একই রেখায় নিজেকে অবস্থান করানো ও অপ্রস্তুত হয়ে বন্দুকের গুলি ছোড়াটি মোটেই সহজতম গুলি নিক্ষেপ করা ছিল না। আপনাকে সত্যি বলতে কি, এর আগে আমি কখনই ছুটন্ত একটি হরিনের উপর গুলি বর্ষণ করি নি। আমার মনে আছে যে, সাদা লেজের হরিণেরা যখন পূর্ণ গতিতে ছোটে, তখন তারা যেভাবে আকাশে উঁচু লাফ দিয়ে থাকে, সেইভাবেই যখন এই হরিণটি লাফাচ্ছিল, তখন সেটিকে আমি কোনো ভাবেই আমার বন্দুকের পাল্লায় রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু আমি যখন বন্দুকের ঘোড়া টানলাম, তখন হরিণটি পড়ে গেল ও নড়াচড়া করল না। আমি চমকে গিয়েছিলাম! সবকিছু এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল। আমি যখন আমার পদক্ষেপগুলি গুনলাম তখন দেখলাম যে গুলিটি ১১০ গজ দুরে গিয়ে লেগেছিল।

রাইফেলের গুলির আওয়াজে, আমার বন্ধুটি বেরিয়ে এলেন এবং তিনি যখন সেই হরিণটিকে পড়ে থাকতে দেখলেন তখন আমাকে সেই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন। কিভাবে আমার হরিণ পেতে হবে সে সম্পর্কে প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন সেটি আমি আমার বন্ধুকে বলি নি, কিন্তু এইবার আমি তার দিকে তাকালাম ও তাকে বললাম, “আমার মনে হয় না যে আমার অসাধারণ শিকার করবার ক্ষমতার কারণে এই হরিণটিকে পেলাম”। তারপর আমি আমার শিকার করবার কোট থেকে একটি কাগজের টুকরো টেনে বার করলাম, সেটিতে আমি যেদিন সেই চেকটি প্রেরণ করেছিলাম সেদিন কিছু লিখে রেখেছিলাম। লেখাটি

এমন ছিল, "আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার ১৯৮৭ সালের হরিণ পেয়েছি, যীশুর নামেতে"। সেখানে যে দিন ও সময়ে আমি প্রার্থনা করেছিলাম সেটি ও সেই প্রার্থনাটিও লেখা ছিল। আমি আমার বন্ধুকে সেই কাগজটি দেখাবার জন্য সেটিকে হাতে ধরে রাখলাম এবং তারপর প্রভু আমাকে যা করতে বলেছিলেন সেটি তাকে বলতে আরম্ভ করলাম।

এই ঘটনাটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আমি কোনো সন্দেহ ছাড়াই জানতাম যে সেটি ঈশ্বরের কার্য। কিন্তু কিছু কারণের জন্য, আমি বুঝতে পারি নি যে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মকে প্রাপ্ত করছিলাম। বাস্তবে "রাজ্য" এই পরিভাষাটি বলতে এতদিন পর্যন্ত আমি যা ভাবতাম তদ্রুপ ছিল না। সেই হরিণটিকে পাওয়া বিস্ময়কর ঘটনা ছিল, কিন্তু পুনরায় কি সেটি ঘটবে? ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মের ধারণা ছাড়া, কিভাবে বা কোন নিয়মটির কারণে সেই হরিণটি সেখানে হাজির হয়েছিল আমি সেটি জানতে পারতাম না। কাজেই সেই ঘটনাটিকে আমি একটি ঐশ্বরিক বিষয় বলে তালিকাভুক্ত করলাম এবং পরবর্তী মৃগয়ার সময়ে সেটিকে পরীক্ষা করবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেই মৃগয়ার ঋতু আসবার পূর্বে ভ্যানটি জ্বলে গেল। ভ্যানটি যখন জ্বলে গেল, এবং দ্বিতীয় গাড়িটি সেই জায়গায় চলে এলো, তখন ঈশ্বর আমার পূর্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট করলেন। তখন পরবর্তী মৃগয়া ঋতুতে হরিণ শিকার করবার ব্যাপারে সত্যিই রোমাঞ্চিত ছিলাম। আমি আমার তত্ত্বের পরীক্ষা করতে ও ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্কে অধিক জানতে চেয়েছিলাম। মৃগয়া ঋতুটি খুব বেশি দিন দেরিতে ছিল না।

আমি ১৯৮৭ সালের শরৎ কালে প্রথম সেই হরিণটিকে ওখলাহোমাতে শিকার করেছিলাম। কিন্তু ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে, আমি যেখানে বড় হয়েছিলাম সেই ওহিওতে চলে গিয়েছিলাম। যদিও আমি সেখানে বড় হয়েছিলাম, কিন্তু সেই স্থানে বাস করার পর ১২ বছর কেটে গিয়েছিল। আমি যখন সেখানে বড় হয়েছিলাম, তখন কখনই একটিও ওহিও হরিণ শিকারে সফল হই নি। যদিও বেশ কয়েকবার আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কখনই একটি হরিণকেও গুলি করতে পারি নি। ওহিওতে আমরা যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলাম, যখন আমরা সেটিতে বাস করতে শুরু করেছিলাম, আমি টের পেয়েছিলাম যে শিকার করতে কোথায় যেতে হবে সেটি আমার জানা নেই। বাল্যকালে আমার বাবার বাড়ি থেকে বার হওয়া রাস্তার ধারে যে একটি খাঁড়ি ছিল তার ধার থেকে খরগোশ শিকার করেছি। বড় হওয়ার

সময় বেশ কিছু বছর ধরে আমি একটি ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, কিন্তু একবারের জন্যও কোনো একটি হরিণ দেখতে পাই নি, বা সেই এলাকায় হরিণ থাকবার লক্ষণ খুঁজে পাই নি। একদিন আমি যখন কলেজে ছিলাম, আমার ভাই উত্তেজিত হয়ে আমাকে ডেকেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমার বাবার বাড়ির কাছে খাঁড়ির ধারে তিনি সত্যিই একটি হরিণের পেছনের দিকটা দেখেছেন। আমরা উভয়েই হতচকিত হয়েছিলাম।

সেই কথোপকথনের কথা স্মরণ রেখে, আমি স্থির করলাম যে মৃগয়া ঋতুর প্রথম দিন আমি সেই খাঁড়ির স্যাতসেতে জলাভূমিতে যাবো। আমি আমার ভাইকে ডাকলাম ও খাঁড়ির পাশে ঠিক কোথায় যেতে হবে সেই ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে অনুরোধ করলাম। যদিও তিনি বেশ কয়েক বছর আগে সেখানে গিয়েছিলেন, তবুও তিনি একটি বড় ম্যাপল গাছের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন যেটি জঙ্গল বরাবর খাঁড়িটির প্রান্তে ছিল, এবং ভেবেছিলেন যে সেটি একটি ভালো স্থান হতে পারে। যেহেতু আমি আমার ছেলেবেলার সমস্ত সময় জুড়ে সেই খাঁড়ির জলাভূমিটিতে যাতায়াত করতাম, তাই আমি সেই খাঁড়ির প্রতিটি বাঁক চিনতাম এবং তিনি আমাকে কোন স্থানটির কথা নির্দেশ করছিলেন সেটি সঠিকভাবে জানতাম। এক বছর আগে ওকলাহোমাতে প্রভু আমাদের যা প্রদর্শন করেছিলেন, সেই কাজের পুনরাবৃত্তি করলাম—একটি বীজ বপন, সেটিকে লিখে রাখা, ও মার্ক ১১:২৪ অনুসারে এই বিশ্বাস করা যে যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন সেটি পায়। সেই সময়, ওহিওতে উভয় লিঙ্গের দুটির হরিণের অধিক শিকার করবার নিয়ম ছিল না, কিন্তু বাস্তবে আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা একটি হরিণের নিমিত্ত বীজ বপন করব, ও পরে শিকারে গিয়ে দ্বিতীয়টি পাবো। ড্রেনডা ও আমি হরিণের জন্য একটি বীজ বপণ করেছিলাম ও এই কথা বিশ্বাস করেছিলাম যে যখন আমরা প্রার্থনা করেছি তখন সেটা পেয়েছি। বিস্ময়করভাবে, মৃগয়া শিকার ঋতুর প্রথম দিন সকালে ৪০ মিনিটের মধ্যে, একটি নয় বরং আমি দুটি হরিণ পেয়েছিলাম। দারুন ব্যাপার, আমরা নিশ্চিতভাবেই কোনো কিছুর মধ্যে ছিলাম!

এক মাস পর, আমি একটি ব্যবসার চিন্তা বিষয়ক স্বপ্ন দেখেছিলাম। বীমার ব্যবসা থেকে আমি যে আর্থিক জ্ঞান আহরণ করেছিলাম সেই জ্ঞানের সবটুকু এই ব্যবসায় লাগে, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে এর একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। আমি পুরোপুরি সেটি বুঝে উঠতে পারি নি ঠিকই, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ঈশ্বর আমাকে

আমার নিজের ব্যবসা শুরু করবার এবং যে সংস্থায় আমি বিগত আট বছর ধরে কাজ করছিলাম সেটিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য চালনা করছিলেন। এই স্বপ্ন দেখবার সময়েও, আমি জীবন বীমা ও সুরক্ষা বিক্রি করবার কাজ করছিলাম।

যে সপ্তাহে আমি স্বপ্নটি দেখেছিলাম, সেই সপ্তাহেই জীবন বীমার বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমার একটি পরিবারের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়ার কথা ছিল, এবং যদিও আমরা জীবন বীমার বিষয়ে কথা বলেছিলাম, তবুও আমি জানতাম যে জীবন বীমা ক্রয় করা তাদের আসল প্রয়োজন বা সমস্যা ছিল না। তারা তাদের মাসিক জমাখরচের বিষয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল ও তারা ঋণগ্রস্ত ছিল। আমার মক্কেলদের জন্য আমার সাধারণ পরিকল্পনার অংশ ছিল তাদের দিয়ে তাদের সকল আর্থিক তথ্য সম্বলিত একটি তথ্যের ফর্ম পূরণ করানো। এটির দ্বারা আমি বুঝতে পারব যে তাদের কতটা জীবন বীমা প্রয়োজন। সেই রাতে, আমি সেই পরিবারটির বিষয়ে দুঃখিত ছিলাম। আমি তাদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কিভাবে সাহায্য করব তা আমার জানা ছিল না। আমি তাদের তথ্যের কাগজটি নিয়ে বসলাম ও কিছু বিকল্পের বিষয়ে কাজ করতে শুরু করলাম। আমি যখন আমার আর্থিক ক্যালকুলেটর বা গনক যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন জীবন বীমার কথা ছেড়ে দিয়ে, তাদের মাসিক বাজেট থেকে আমি কিছু নগদ অর্থ বাঁচাতে পারি কিনা সেটি দেখতে আরম্ভ করলাম। কিছু বিষয়ের পুনর্বিন্যাস করবার ও আমার ক্যালকুলেটর চালাবার দ্বারা আমি এটি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে সেই পরিবারটি তাদের রোজগার পরিবর্তন না করেই ৭ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের বন্ধকী সম্পত্তি সহ, ঋণমুক্ত হতে পারে।

আমি এটি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে সেই পরিবারটি তাদের রোজগার পরিবর্তন না করেই ৭ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাদের বন্ধকী সম্পত্তি সহ, ঋণমুক্ত হতে পারে

তার আগে, আমি ৮ বছর ধরে আর্থিক পেশায় নিযুক্ত ছিলাম, আর এমনটাও যে ঘটা সম্ভব আমি তা কাউকে বলতে শুনি নি। আমি সেই কেসটির উপর বারবার গবেষণা করলাম ও একই উত্তর পেলাম: ৬.২ বছর কেটে যাবে, আর ওই পরিবারটি ঋণমুক্ত হবে। তারপর আমি যে দেরাজটিতে ফাইলপত্র থাকে,

সেটিকে টানলাম এবং অন্য মক্কেলদের তথ্যের কাগজগুলি বার করতে থাকলাম। আমি একই হিসাব কষলাম ও সেই একই উত্তর বেরিয়ে এল: ৭ বছরের মধ্যেই ঋণমুক্তি। সত্যি বলতে কি, এই তথ্যটির দ্বারা আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল আমার মক্কেল এটি দেখে বুকে বল পাবে, তাই আমি স্থির করলাম যে একটি সুন্দর বর্ণনা টাইপ করব এবং যে তাদের জীবন বীমা সংক্রান্ত প্রয়োজন সম্পর্কে তাদের সাথে সাক্ষাত কালে, আমি যা যা আবিস্কার করেছি সেগুলি তাদের সামনে তুলে ধরব। ওই পরিবারটির জন্য সত্যিই আমার খারাপ লেগেছিল। আর্থিক চাপ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র্রকে কিভাবে প্রভাবিত করে আমার সেটি জানা ছিল, আর আমি তাদের জানাতে চেয়েছিলাম যে সেটি আশাহীন নয়। তাই আমি আমার টাইপ করা সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি আমার মক্কেলদের দেখালাম, আর আমি যখন সংখ্যাগুলির বিবরণ দিচ্ছিলাম, তখন তারা হতবাক হয়ে বসে ছিল। বাস্তবে তারা কত তাড়াতাড়ি ঋণমুক্ত হতে পারে, তাদের সেটি দেখাবার পর, ওই বাড়ির স্বামীটি অশ্রুসিক্ত চোখে লাফিয়ে উঠলেন ও আমাকে ধন্যবাদ দিতে থাকলেন। আপনি টিভিতে যেমন কোনো একটি পরিবারকে লটারী বা কোনো একটি গেম শোতে বিরাট বড় কোনো একটি পুরস্কার জিততে দেখেন, ওই ঘটনাটিও ঠিক তেমনই ছিল। আমি তাদের যা বলছিলাম সেটা তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। ঘটনাটি যে কেবলমাত্র তাদের জন্য হৃদয়স্পর্শী ছিল তাই নয়, আমার জন্যও ছিল।

আমি যখন সেই সন্ধ্যাটির কথা ভেবেছিলাম, তখন আমি এই কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি নি যে শুধুমাত্র আমার মক্কেলের সম্পত্তির ও সংখ্যাগুলির পুনর্বিন্যাস করবার দ্বারা আমি তাদেরকে দেখাতে পেরেছিলাম যে কিভাবে সাত বছরের কম সময়ের মধ্যে ঋণমুক্ত হতে হয়। যে প্রভাব ও প্রত্যাশা এটি তাদের দিয়েছিল আমি সেটি দেখেছিলাম। আমার মক্কেলদের মধ্যে কতজন “সাত বছরের কম সময়সীমার মধ্যে ঋণমুক্ত” হওয়ার সেই শ্রেণীতে রয়েছে সেটি দেখবার উদ্দেশ্যে আমি পুনরায় আমার অধিকাংশ মক্কেলদের ফাইল ঘাটাঘাটি করেছিলাম, আর এটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ সেই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু মানুষকে সেই কথা কে বলছিল? আমার মক্কেলের সাথে সাক্ষাতের সেই রাতের ও আমার পুরনো মক্কেলদের ফাইলগুলি ঘাটবার পর, আমি উপলব্ধি

করেছিলাম যে আমি হয়ত আমার পরিকল্পনার সাহায্যে কিভাবে ঋণমুক্ত হওয়া যায় মানুষকে সেটি দেখাবার একটি কারবার শুরু করতে পারি।

তখন, সেই সময়টিতে, আমি নিজেও ঋণমুক্ত ছিলাম না, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আর্থিকভাবে চাপের মধ্যে থাকা মানুষদের প্রতি আমার সমবেদনা ছিল, এবং শুধুমাত্র জীবন বিমা বিক্রি করবার চাইতে আমার প্রতি এই লক্ষ্যটি অধিক আবেদন করেছিল। আমি আমার সমস্ত বিমার মক্কেলদেরকে এই একই ধরণের প্রিন্ট আউট দেখাতে শুরু করলাম, এবং তারা সকলে বিনা ব্যতিক্রমে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

একটি ব্যবসার মডেল বা নমুনারূপে, আমার কয়েকটি সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। প্রথম সমস্যাটি হলো হিসাবনিকাশগুলি হাতে করতে ও তারপর তাদেরকে একটি বর্ণণামূলক ধাঁচে (presentation format) এ হাতে টাইপ করতে অনেক সময় লেগে যেত।দ্বিতীয়, এসব করে আমি কিভাবে অর্থ উপার্জন করব? অবশেষে, আমি একজন কম্পিউটার সফটওয়্যার ডিজাইনারের সাথে চুক্তি করলাম এবং তাকে দিয়ে একটি প্রোগ্রাম লিখিয়ে নিলাম, যেটাকে ব্যবহার করে আমি আমার প্ল্যান বা পরিকল্পনাগুলিকে আরো অধিক দ্রুত তৈরী করতে পারি। আমার দ্বিতীয় সমস্যাটির বিষয়ে বলতে গেলে, আমি জানতাম ঋণগ্রস্ত যে মানুষগুলির কাছে শুরুর দিকে কোনো অর্থ থাকে না, তাদেরকে ঋণমুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাদের নিকট সত্যিই কোনো চার্জ বা মূল্য আদায় করতে পারি না। আমি এই বিষয়টিকে নিয়ে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে দিলাম।

একদিন আমার মাথায় এই বুদ্ধি খেলে গেল। আমার সত্যিই মনে হলো কিভাবে আমার কোম্পানি চালাতে হবে সে বিষয়ে ঈশ্বর আমাকে একটি আইডিয়া বা উপায় বাতলে দিচ্ছেন। মানুষের কাছে মূল্য আদায় করা ছাড়াই তাদের সাহায্য করা, এবং তা সত্ত্বেও ওই একই সময়ে আমার নিজের জন্য অর্থ উপার্জন করা। আমার পরিকল্পনাতে, আমি যাকে হারিয়ে যাওয়া অর্থ বলে থাকি সেটিকে আমি খুঁজে বার করব, যে অর্থ মক্কেলের কাছে আগে থেকেই রয়েছে কিন্তু তিনি সেটিকে দেখতে পান নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে, আমি যানবাহন, গৃহ, জীবন ও সাস্থ্য বিমার মধ্যে একটি তুলনা করব। পুনর্বিনিয়োগ করে কোনো লাভ হবে কিনা সেটি দেখবার জন্য আমি বন্ধকের হারের তুলনা করব। আমি এই ধরনের অনেক বিষয় পরীক্ষা করব, যদিও আমি ব্যবসার যেসব

দিক নিয়ে গবেষণা করেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে সেগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যবসা করি নি। আমার মক্কেলের বাড়িতে যখন যেতাম, আমি তাদেরকে সঞ্চয় দেখাতাম এবং তারপর তাদেরকে এমন কোনো একটি কোম্পানি বা সংস্থার খোঁজ করবার জন্য পাঠাতাম যারা আমার পরামর্শগুলির বাস্তবায়ন করতে পারবে অথবা এমন একজন প্রতিনিধি খুঁজে বার করবার জন্য পাঠাতাম যে সেই কোম্পানিটিকে পরিচালনা করে, যেটি আমার মক্কেলদের পক্ষে তুলনামূলক অল্প খরচে কাজ করে দিতে পারবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইতিপূর্বেই আমি আমার মক্কেলদেরকে তাদের কোম্পানি ও উৎপাদনের নিকট বিক্রয় করবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ করে ফেলতাম। তাদের শুধুমাত্র দস্তাবেজে সাক্ষর করতে হত। কাজেই আমি আমার মক্কেলদের যে সকল বিক্রেতা, প্রতিনিধি ও পেশাদারদের সুপারিশ করতাম তাদের সাথে যোগাযোগ করা আরম্ভ করে দিয়েছিলাম এবং আমি কি করছি তাদের সেটি বলেছিলাম এবং আমার কাজের জন্য আমি কিছু দালালি পেতে পারি কিনা সেটা তাদের জিজ্ঞাসা করতাম। তারা সকলেই "হ্যাঁ" বলেছিল। কাজেই আমি এই কাজটিই করতাম। আমি আমার পুরনো সংস্থার চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলাম ও মানুষকে ঋণমুক্তি বিষয়ে সাহায্য করবার আমার নতুন কোম্পানি আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। ব্যবসাটি শুরু হয়ে গেল, এবং সেই চলার পথে, আড়াই বছরের মধ্যে ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য ড্রেনডা ও আমার কাছে যথেষ্ট অর্থ চলে এসেছিল! আমরা খুব খুশি ছিলাম! (আপনি যদি বিনামূল্যে প্ল্যান বা পরিকল্পনা বানাতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে ১-৮০০-৮১৫-০৮১৮ এই নম্বরে ফোন করুন। ২৮ বছর পর আজও আমরা সেই একই ব্যবসা চালাচ্ছি!)

যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্য পরিচালিত হয়ে থাকে যেহেতু প্রতিটি দিন তিনি সেই সম্পর্কে আমাদের অধিক থেকে অধিকতর দেখাতেন, তাই প্রতিটি দিনই ছিল একটি নতুন দিন। যখন আমি অন্য একজন মক্কেলের সাথে সাক্ষাত করছিলাম, তখন ঈশ্বর কর্মী নিয়োগ ও আমার ক্ষুদ্র ব্যবসাটিকে চোখে পড়বার মত একটি ব্যবসারূপে নির্মাণ করবার সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। আমি যখন আমাদের সাথে কাজ করবার জন্য কর্মী নিয়োগ করলাম, তখন আমাদের ব্যবসাটি বৃহত্তর স্তরে ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করলো। আমি মুখবন্ধেই আপনাকে বলেছি যে কিভাবে আমরা আমাদের গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে আরম্ভ করেছিলাম ও

কিভাবে আমরা আমাদের স্বপ্নের গৃহ নির্মাণ করেছিলাম। আমার নব নিযুক্ত কর্মীদের সাথে আমার মাসিক ব্যবসায়িক মিটিং চলাকালীন, আমি তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতাম, মানুষ ব্যবসার সুযোগের খোঁজে যেমন আমার সংস্থার প্রতি আকর্ষিত হত, ঠিক তেমন ভাবেই, তারা আরো অধিক ঈশ্বরের রাজ্যের কথা শোনবার ও তাদের নিজেদের জীবনে সেটিকে প্রয়োগ করবার নিমিত্তও আসত।

ঈশ্বর আমাকে যে শিক্ষা দেখাচ্ছিলেন সেগুলি ছিল আশ্চর্যজনক, এবং, অবশ্যই ফি বছর আমি যখন শিকারে যেতাম, তখন সেই সকল শিক্ষাগুলির বেশ কতগুলি আমি শিখেছিলাম। শিকার করতে করতে আমি যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেগুলিকে যদি চমকপ্রদ বলি, তাহলে সেটাও যথার্থ হবে না।আমার নিজের চোখের সামনে আমি যে সকল ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম, সেগুলি যদি আমি দেখতে না পেতাম তাহলে বিশ্বাস করতাম না। প্রতিটি ঘটনা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আমাকে নতুন এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছিল যা আমি পূর্বে কখনই দেখি নি। আমি ভেবেছিলাম যে এই বইটিতে সেই সকল ঘটনাগুলির কয়েকটি আপনাকে বলব, কিন্তু আপনি যদি সত্যিই আমার শিকারের অভিজ্ঞতাগুলি পাঠ করতে চান, তাহলে আপনি আমার ওয়েবসাইট থেকে আমার

বইটির একটি কপি বা প্রতিলিপি প্রাপ্ত করতে পারেন।

এই ঘটনাটি ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক আমার নবলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে হরিণ শিকার করবার উপায় আবিস্কার করবার দুই বছরের মধ্যে ঘটেছিল। যেমনটি আপনাকে আমি আগেই বলেছি যে, কিভাবে আমার হরিণ শাবক প্রাপ্ত করবার জন্য রোপন করতে হয় ও প্রার্থনাকালে সেই শাবককে বিশ্বাসে প্রাপ্ত করতে হয় সেটি ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছিলেন—এবং কোনরূপ অন্যথা ছাড়াই প্রতি বছর ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমি আমার হরিণ শাবক শিকার করতাম। যাই হোক, আজ ২৮ বছর ধরে এটিই ঘটে আসছে। যাইহোক, অন্যান্য বছরের মতই সেই বিশেষ বছরটিতে আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম, পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে হরিণের দেখা পাবো। খুব নিশ্চিতভাবেই, আমি দেখলাম একটি হরিণশাবক, আমার কাছ থেকে দুরে হেঁটে প্রায় ২০০ গজ দুরে আমার প্রতিবেশীর এলাকায় প্রবেশ করবার মুখে ছিল। আমি জানতাম যে সেই হরিণটি যখনই সেই জঙ্গলে প্রবেশ করবে, তখনই সে চলে যাবে, কিন্তু তা হলেও আমি জানতাম যে ওটা আমার হরিণ শাবক।

তখনও আমি হরিণ শাবকের ডাক নকল করে ধনুক দিয়ে শিকার করবার বা কিভাবে একটি হরিণ শাবককে ডাকতে হয় তার কৌশল জানতাম না। আমি জানতাম যে সেই হরিণ শাবকটি আমার শিকার, কিন্তু যেহেতু সেই শাবকটি আমার প্রতিবেশীর জঙ্গলে প্রবেশের মুখে ছিল, তাই আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু সহসা, আমি আমার আত্মাতে শ্রবণ করলাম, "হরিণ শাবকটিকে তোমার কাছে আসতে বলো"। "কি? হরিণ শাবকটিকে আমার কাছে আসতে বলব; এসবের মানে কি?" আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তাই আমি জোরে বললাম, কিন্তু এত জোরেও বলি নি যাতে সেই হরিন শাবকটি আমার কথা শুনতে পায়, "হরিণ, আমি তোমায় থামতে, পেছনে ঘুরতে, ও আমি যে গাছের উপরে রয়েছি তার নীচে এসে দাঁড়াতে আজ্ঞা দিই"। আমি ধনুক দিয়ে শিকার করছিলাম এবং আমি যেহেতু চাইছিলাম যে হরিণটি খুব কাছে আসুক, তাই আমার গাছটির তলায় দাঁড় হওয়ার ওই শেষের অংশটি জুড়ে দিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আমার বিশ্বাস যদি সেই হরিণ শাবকটিকে আমার কাছে নিয়ে আসে, তাহলে আমি ওকে আমার গাছের নীচেও আনতে পারব, যেখান থেকে আমি ভালোভাবে ওকে তীরবিদ্ধ করতে পারব।

অবাক কান্ড, আমি যেই না এই কথাগুলি উচ্চারণ করলাম, অমনি সেই হরিণ শাবকটি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল, পেছনে ফিরলো এবং সরাসরি আমার গাছের নিকটে আসতে থাকলো। যখন সেই হরিণ শাবকটি সেই ২০০ গজ রাস্তা অতিক্রম করে সোজা আমার গাছের নীচে এসে দাঁড়ালো, তখন আমি সত্যিই হতবাক হয়ে পড়েছিলাম। হরিণ শাবকটি আমার গাছের নীচে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর থেকে মাত্র ১২ ফিট উঁচুতে আমি রয়েছি। আমার কাছে কোনো ছদ্মবেশ ছিল না, ছিল না কোনো গন্ধ, হরিণ শাবকের ডাক ছিল না, ছিলাম শুধু আমি ও আমার ঈশ্বর, তা সত্ত্বেও তখন সেই হরিণটি ঠিক আমার নীচে দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হয় কেউ এই লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে। আমি অতি আনন্দের সাথে ওই হরিণ শাবকটিকে বাড়িতে নিয়ে এলাম, কিন্তু একটু আগেই আমি যা দেখেছিলাম সেটিকে কোনভাবেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আমি ওই হরিণটিকে আসতে বলেছিলাম ও আসবার আজ্ঞা দিয়েছিলাম বলেই কি ও আমার কাছে সত্যিই এসেছিল? নিশ্চিতভাবেই তেমনটাই মনে হয়।

আমরা ওহিওতে যে ফার্ম বা খামারটি ভাড়া নিয়েছিলাম সেটি ৮৯ একর স্থানের উপর বিস্তৃত ছিল, তার মধ্যে ছিল কিছুটা জঙ্গল, ঝোপ ঝাড় ভর্তি খাঁড়ির জলাভূমি ও মাঠ। শীতের মাসগুলিতে, বিশেষ করে যদি ভূমিতে তুষার থাকত, তাহলে আমরা খরগোশ শিকার করতে যেতে চাইতাম।ওহিওতে খরগোশ শিকারের সময় একই সাথে গলায় গোল রেখা ওয়ালা একটি রঙিন পাখি শিকারেরও মরশুম থাকত, কিন্তু আমরা আমাদের খামারে কদাচিত ওই ধরণের পাখি দেখতে পেতাম।

যে দিনটার কথা বলছি, ওই দিনে, আমরা খরগোশ শিকারে বেরিয়েছিলাম ও খাঁড়ির জলাভূমির মধ্য শিকার করছিলাম। তখনই একটি পুরুষ রঙিন পাখি হটাৎ করে উদয় হলো। আমি দ্রুত পাখিটির দিকে ফিরলাম ও বিদ্ধ করলাম। আমি জানতাম যে যখনই আমি বন্দুকের ঘোড়া টেনেছিলাম তখন সেই গুলিটি কেবলমাত্র পাখিটির ডানাটিকে বিদ্ধ করেছিল। তবে, যখনই সেই পাখিটি ভূমি স্পর্শ করলো, পাখিটি মরিয়া হয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। ওই ধরনের রঙিন পাখিগুলি ঘন্টায় ৩৫ মাইল গতিবেগ পর্যন্ত ছুটতে পারে, এবং এই পাখিটি সেটি প্রমাণ করবার জন্য যা যা সে করতে পারতো তা করেছিল। মাটি নতুনভাবে পতিত তুষারে আচ্ছাদিত ছিল, আর সেই পাখিটি উন্মুক্ত চারণভূমিতে সামান্য উপরের দিকে কোন করে ছুটছিল, কাজেই পাখিটি যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি অনায়াসেই ওর প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারছিলাম।

আমি সেখানে এক মুহুর্তের জন্য এই কথা ভেবে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম যে পাখিটি পালিয়ে যাবে, কিন্তু আমার আত্মায় সহসা এক অনুপ্রেরণা এসেছিল। যখন আমি সেই হরিণ শাবকটিকে থামতে ও আমার দিকে আসবার আজ্ঞা দিয়েছিলাম তখন যা ঘটেছিল আমি তা জানতাম। আমার মনে হলো সেটিই এখন পরখ করে দেখা উচিত, তাই আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "হে পক্ষী, যীশুর নামেতে থেমে যাও!" সঙ্গে সঙ্গেই আমি পাখিটির সামনের ও উপরের দিকের অগ্রসর হওয়া দেখতে পেলাম না। আমি গোটা মাঠটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং যে মুহুর্তে আমি চিৎকার করেছিলাম, সেই পাখিটি সেই মুহুর্তেই থেমে গিয়েছিল। আমার সাথে আমার ছেলে টিম ছিল, আর সে বলল, "বাবা তুমি যখনই চিৎকার করেছিলে, ওই পাখিটি সেই মুহুর্তেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল"। কিন্তু সেই পাখিটি গেল কোথায়? টিম ও আমি মাঠের মধ্যে পাখিটির পদচিহ্নের অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম, আর সেখানে পাখিটি বরফের মধ্যে বসে ছিল।

পাখিটির মাথাটির প্রায় অর্ধেকটি বরফের মধ্যে ঢুকে ছিল, কিন্তু গোটা দেহটি খোলা জায়গায়, তুষারের উপর বসে ছিল। পাখিটি কিছুটা ঘাসের একটু পেছনেই ছিল, যার দরুন আমরা সেটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাখিটি কি মৃত ছিল? আমি পাখিটিকে হাতে তুলে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ও কর্কশ গলায় চিৎকার করে জেগে উঠলো। পাখিটি দিব্যি বেঁচে ছিল! পাখিটিকে পরীক্ষা করবার পর আমরা যখন সেটিকে কাটলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম যে আমার বন্দুকের গুলি ওর ডান দিকের ডানাটিকে স্পর্শ করেছিল মাত্র। টিম ও আমি অবাক হয়ে গিয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু আগেই আমরা যা দেখেছিলাম সেটি কেউই বিশ্বাস করবে না, একজনেও না।

আগেই যেমন উল্লেখ করেছিলাম যে, ওহিওতে উভয় লিঙ্গের দুটির অধিক হরিণ শিকার করবার নিয়ম ছিল না, কিন্তু এক বছরে একটিমাত্র হরিণ শাবক শিকার করা যেত। ওহিও রাজ্যে অধিক সংখ্যায় হরিণীদের শিকার করবার দ্বারা সেখানে হরিণ সংখ্যা কমানোর চেষ্টা চলছিল। কাজেই আমি একটি হরিণ শাবক ও একটি হরিণীর জন্য আমার বীজ বপন করতাম, আর ঘড়ি ঘন্টা ধরে, ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে প্রথমে হরিণ শাবক আসত, আর তারপরের বার হরিণীটি আসত। একদিন আমার মাথায় এই চিন্তা খেলে গেল, “থামো থামো, আমি যখন আমার বীজ বপন করেছিলাম, তখন আমি যে ক্রমানুসারে লিখেছিলাম, হরিণগুলো সেটি অনুযায়ী আসছে”। এমনও কি হতে পারে? আমি যদি সেই ক্রমটিকে পাল্টে দিই তাহলে কি ঘটবে? সাধারনত আমি একটি হরিণ শাবক ও একটি হরিনীর জন্য বপন করতাম, এবং সেই ক্রমানুসারেই তাদের দেখা মিলত। এইবার আমি একটি হরিণ শাবক ও একটি হরিনীর জন্য বপনের পরিবর্তে একটি হরিণী ও একটি হরিণ শাবকের নিমিত্ত বপন করলাম; আর আবারও হরিন এলো ঠিকই, কিন্তু এইবার প্রথমে হরিণী এলো ও তারপর এলো হরিণ শাবক। আমার তত্ত্বের পরীক্ষা করে, কয়েক বছর ধরে আমি এই ক্রমটিকে পরিবর্তিত করতে লাগলাম, আর প্রতিবারই সেটি সফল হলো। যখন আমি এই সকল ঘটনা ঘটতে দেখলাম, তখন আমি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও আমি সেই রাজ্যের সম্পর্কে কতই না কম জানি সেটি ভেবে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে ছিলাম। একটি বিষয় নিশ্চিতভাবেই ছিল, সেটি হলো এই যে প্রভু আমাকে দেখাচ্ছিলেন যে আমার জীবন যেভাবে চলছিল

সেই বিষয়ে আমি কখনও যতটা ভাবি নি, তার তুলনায় অনেক অধিক কর্তৃত্ব আমার রয়েছে।

একটি পার্শ্বটিকা, এখন ২০১৫ সালের মৃগয়া ঋতু চলছে। আমি খাদ্যের জন্য একটি চার পয়েন্ট বা তার চাইতে বড় হরিণশাবক, একটি এক থেকে দুই বছর বয়স্কা হরিণী, এবং একটি ওই বয়সের বাটন হরিণশাবকের জন্য বপণ করেছিলাম। অবিরতভাবে, আমার গাছের নিকট ছয় পয়েন্টের হরিণ এসেছিল; এবং তার পরের বার, আমি আমার গাছের কাছে আসা একমাত্র একটি এক থেকে দুই বছর বয়স্কা হরিণী পেয়েছিলাম। আমি জানি যে পরের বার একটি বাটন হরিণশাবকের আবির্ভাব ঘটবে। আমি জানি ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে; আমি যেটি ঘটতে দেখেছিলাম আপনাকে কেবল সেটিই বলছি।

কিন্তু একটি হরিণ শিকারের ঘটনা হয়েছিল যেটি এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমি একটি চার পয়েন্ট বা তার থেকে বড় মাত্রার হরিণশাবকের জন্য, আর তারপর একটি বাটন হরিণশাবকের (একটি বাটন হরিণশাবককে একটি হরিণী বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কারণ এদের শিং লোমের নীচে থাকে, আর সেগুলিকে ছোট বোতামের মত দেখতে হয়) জন্যও আমার বীজ বপণ করেছিলাম। আমি যথারীতি শিকারে গিয়েছিলাম এবং ধনুকের সাহায্যে মৃগয়া করবার সময়ে ১৫ মিনিটের মধ্যেই আমার আট পয়েন্টের হরিণশাবক পেয়ে গেলাম। আমি যখন পরের বার গিয়েছিলাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সেখানে বাটন হরিণশাবক থাকবে।

দুই সপ্তাহ পর আমি পুনরায় শিকারে বেরিয়েছিলাম, আর আমি যখন আমার গাছের শিকারের মঞ্চের উপরে বসে ছিলাম, আমি দেখলাম যে আমার থেকে প্রায় ৩০০ গজ দুরে চারণভূমিতে একটি আট পয়েন্টের হরিণ চড়তে চড়তে এলো। হরিণটি সরাসরি আমার গাছের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সে তার পথ থেকে সরে যায় নি ও সরাসরি সেই মাঠের মাঝ বরাবর দিয়ে এসে আমার গাছটির নীচে এসে দাঁড়ালো ও সেখানে প্রায় ২০ সেকেন্ড দাড়িয়ে রইল। তারপর সেটি মুখ ফিরালো এবং যে পথ ধরে সে গাছের নীচে এসেছিল সেই একই পথে সেই চারণভূমিতে ফিরে গেল। স্মরণ রাখবেন, তখন ওহিওতে কেবলমাত্র কেবলমাত্র একটি হরিণশাবক শিকার করা আইনত বৈধ ছিল, আর এরই মধ্যে আমি একটি আট পয়েন্টের শাবক শিকার করে ফেলেছিলাম, তাই আমাকে শুধুমাত্র

সেখানে বসে থাকতে ও এই হরিণশাবকটিকে দেখতে হয়েছিল। আমি সেটিকে তীরবিদ্ধ করতে পারি নি। যবে থেকে আমি হরিণ শিকার শুরু করেছিলাম তবে থেকে শুরু করে সেই দিনই প্রথমবারের মত আমার নিকট এমন একটি হরিণ এসেছিল, সেটি সেই হরিণ ছিল না যার জন্য আমি আমার বীজ বপণ করেছিলাম। যেভাবে হরিণশাবকটি আচরণ করেছিল, অর্থাৎ, সেই মাঠ বরাবর সোজাসুজি এসে তারপর আমার গাছের নীচে দাঁড়ানো, এবং তারপর যে পথ ধরে হরিণটি গাছের তলায় এসেছিল সেই একই পথ ধরে সেই চারণভূমিতে ফিরে যাওয়াটি এক কথায় অদ্ভুদ ছিল। মনে হচ্ছিল যে হরিণটি একটি দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল। আমি সারা সকাল অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু বাটন হরিণশাবকের দেখা মেলে নি।

সেই রাতে আমার অফিসে আমি এইসব নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। কোথাও কিছু একটা গলদ ছিল; বাটন হরিণশাবকের আসবার কথা ছিল। কেনই বা সেই আট পয়েন্টের হরিণটি ওইভাবে এসেছিল? আমি যখন সেখানে বসে ছিলাম, তখন আমি কি ঘটেছিল সেটি দেখাবার জন্য ঈশ্বরের নিকট আত্মাতে প্রার্থনা করা শুরু করেছিলাম। আমি আমার প্রতি তাঁর রব শ্রবণ করলাম, "তোমার বীজের দিকে দৃষ্টি দাও"। আমার বীজের দিকে তাকাবো? আমি কোন ফলের নিমিত্ত বপণ করেছিলাম আমি তো তা জানি। আমার ব্যাঙ্ক আমার চেকগুলির কপি বা প্রতিলিপি তৈরী করে, তাই আমি আমার ব্যাঙ্কের লেনদেনের বিবরণটি বার করলাম ও যখন আমি আমার হরিণের জন্য বপণ করেছিলাম তখন সেখানে যে কথা লিখেছিলাম সেটি দেখলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আগেও যেমনটা আমি বলেছিলাম, সেই মত আমি দুটি হরিণশাবকের জন্য আমার বীজ বপণ করেছিলাম, একটি চার পয়েন্ট বা তার চাইতে বড় হরিণশাবক ও অন্যটি একটি বাটন হরিণশাবক, যাকে হরিণী বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমার চেকে এমনটি লেখা ছিল, "চার পয়েন্ট বা তার চাইতে বড় দুটি হরিণশাবক, একটি বাটন হরিণশাবক"। যদিও আমি দুটি হরিণশাবকের কথা বলতে চেয়েছিলাম, একটি চার পয়েন্ট বা তার চাইতে বড় ও একটি বাটন হরিণশাবক, কিন্তু আসলে আমি তো সেই কথা লিখিনি। চেকে লেখা ছিল, "চার পয়েন্ট বা তার চাইতে বড় দুটি হরিণশাবক, একটি বাটন হরিণশাবক"। তাহলে কতগুলো হরিণ হলো? তিনটি, এবং দ্বিতীয়টি ঠিক প্রথমটির মতই চার পয়েন্ট বা তার চাইতে বড় ছিল। যখন আমি সেটি দেখলাম, তখন আমি সেখানে স্থনুবৎ বসে রইলাম। সেই আট পয়েন্টের হরিণটি তার দায়িত্ব

পালন করতে সেখানে এসেছিল। ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়মের কারণে ওর ওখানে থাকবার কথা ছিল। আমি লাফিয়ে উঠলাম ও চিৎকার করতে ভবনটির চারিপাশে দৌড়াতে শুরু করে দিলাম। কি আশ্চর্য ব্যাপার!

আমি যা দেখেছিলাম, সেই একই সময়ে, আমাকে সেটি ভীত করে তুলেছিল। কিছুক্ষণ আগে আমি যা দেখেছিলাম, যদি ঈশ্বরের রাজ্য ততটাই নির্ভুল ও নির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে আমার আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি এমন কিছু ঘটনা শুরু করেছিলাম যা আমি ঘটাতে চাই নি, কিন্তু তারপরেও সেগুলি ঘটেছিল কারণ আমি আত্মিক ব্যবস্থা অনুসারে সেগুলিকে মুক্ত করেছিলাম। তখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে আমি সহ, আরো বহু মানুষ, এমন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয়ে থাকে, যেগুলিকে ঘটতে দেখা, তাদের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তারপরেও, তারা যে সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলি তারা নিজেরাই শুরু করেছিল। স্মরণ করুন, যীশু তাঁর বাক্যের দ্বারাই একটি ডুমুর বৃক্ষকে শুকিয়ে ফেলেছিলেন আর অন্য একটি সময়ে সেই তিনিই লাসারকে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন। দুটি ঘটনাই ভিন্ন উদেশ্যে একই নিয়ম ব্যবহার করেছিল। পরের বার আমি যখন মৃগয়াতে গিয়েছিলাম, তার আগে যেভাবে আমি বপণ করেছিলাম, সেই অনুসারে সেই সময় বাটন হরিণশাবক আবির্ভূত হয়েছিল।

এই সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ আমাকে চমৎকৃত করেছিল এবং ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি একটি বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। তারপর আমি কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই জেনেছিলাম যে, ঈশ্বরের রাজ্য অতি সুনির্দিষ্ট। তারপরেও কি সেটির দ্বারা আমাদের অবাক হওয়ার মত কিছু রয়েছে? পার্থিব জগতের প্রতিটি ভৌত ধর্ম সেই প্রকার সুনির্দিষ্ট। আমার মনে হয় আমি কখনই একটুকুও বুঝতে পারি নি যে আত্মিক ধর্মগুলি ভৌত ধর্মের মতই কার্য করে, এবং সেই কারণেই আত্মিক বিষয়গুলির সূচনা হয়। যদিও আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু আমি জানতাম না। কিন্তু এখন আমি জানি যে ঈশ্বরের রাজ্য সুনির্দিষ্ট অতি সুনির্দিষ্ট।

বেশ, আপনি চাইলেন, তাই আমি আপনাকে আরেকটি শিকারের কাহিনী বলব। (আমি শিকার করবার সময়ে এই শিক্ষাগুলি শিখেছিলাম, তাই আপনাকে আমার প্রতি সহনশীল হতে হবে।) যেহেতু আমি দেখেছিলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য কতটা সুনির্দিষ্ট, তাই আমি আরেকটি আরো সুনির্দিষ্ট ধরণের পরীক্ষা চালাবো বলে স্থির করলাম। সেই বছর আমি একটি সাত পয়েন্টের হরিণশাবকের জন্য

বপন করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সাধারণত, একটি হরিণের উভয় পাশেই একই পয়েন্টের সংখ্যা থাকবে। একটি চার পয়েন্টের হরিণের দুইপাশে দুই পয়েন্ট; একটি আট পয়েন্টের দুই পাশে চার পয়েন্ট ইত্যাদি থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, নানা কারণে একটি হরিণশাবকের শিং একই ধরণের হবে না, এবং তাদের উভয় পার্শ্বে ভিন্ন সংখ্যক পয়েন্ট থাকবে। কিন্তু, যেমনটা আমি বললাম, সাধারণত, তাদের উভয় দিকে একই সংখ্যা থাকবে।

আমি এমন কিছুর জন্য আমার বিশ্বাসকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম যেটি সুনির্দিষ্ট ও সচারচর ঘটে না, কারণ বলতে গেলে, আমি একটি পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। ইতিপূর্বেই আমি জেনেছিলাম যে আপনি যত অধিক সুনির্দিষ্ট হবেন, ততই দীর্ঘকাল আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে, এবং সেটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য পবিত্র আত্মার নিকট হতে আরো অধিক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আসবে। কাজেই ধনুক শিকার পর্বের প্রথম দিনটিতে আমি জানতাম যে শিকারে যাবো না, আমি জানতাম সে ওখানে নেই। বাস্তবে, আমি পুরো অক্টোবর মাস অপেক্ষা করেছিলাম, এবং আমি আমার আত্মাতে জেনেছিলাম, “সে এখনও ওখানে নেই”। বিষয়টি হতাশাজনক ছিল; বসন্তের রং, জঙ্গল, আমি সত্যিই সেখানে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু তবুও আমি অপেক্ষা করেছিলাম।

তারপর এটি ঘটেছিল। একদিন রাতে আমি যখন আমার বৈঠকখানা ঘরে বসে জর্জিয়া থেকে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসা আমার শশুর ও শাশুড়ির সাথে কথা বলছিলাম, তখন আমি সেটি শুনতে পেয়েছিলাম। পরের দিন সকাল ছিল সেই দিন। সাত পয়েন্টের হরিণ কাল আসবে! আমি আমার পরিবারের সবাইকে বলে দিয়েছিলাম যে পরের দিন আমি আমার হরিণশাবকটিকে পাবো। আমি খুব রোমাঞ্চিত হয়ে ঘুম থেকে উঠলাম এবং অন্ধকার হওয়ার আগেই সেটি করে ফেলেছিলাম। আমি একটি গাছের মঞ্চের উপর থেকে আমার আড়ধনুর সাহায্যে শিকার করছিলাম, যেটি থেকে দশ একর বিস্তৃত বিলটিকে দেখা যায়, যার ধার দিয়ে আমার জঙ্গলটি শুরু হয়েছে। জায়গাটি মনোরম একটি স্থান। আপনি যখন সেখানে বসে থাকবেন, তখন পাতিহাঁস উড়ে এসে বসে, বিলটির পাড়ে গন্ধগোকুলা, এমনকি নেউলের মত দেখতে এক ধরণের প্রাণীকেও ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতে পারে। বিলটির ধারে ঝোঁপঝাড় রয়েছে, এবং আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি হরিণদের জন্য সেরা শয়নের স্থানগুলির একটি। আমি যখন আমার

মঞ্চে অপেক্ষা করছিলাম, তখন কিছুই ঘটে নি। আমি ৪৫ মিনিট, তারপর এক ঘন্টা অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই ঘটে নি।

তারপর আমি কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই জেনেছিলাম যে, ঈশ্বরের রাজ্য অতি সুনির্দিষ্ট

মাঠের ওপারে আমার বাড়ি থেকে আমি গাড়ির দরজা খোলবার ও বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম, আমি জানতাম যে ড্রেনডার বাবা ও মা জর্জিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। তারা চলে যাওয়ার পূর্বে তাদের সাথে ব্রেকফাস্ট বা সকালের জলখাবার খাবো বলে কথা দিয়েছিলাম, এবং আমারই রান্না করবার কথা ছিল। আমার আসল পরিকল্পনাটি ছিল খুব ভোরের মধ্যেই আমি আমার হরিণ শিকার সেরে ফেলব ও তারপর ব্রেকফাস্টের জন্য বাড়ির পথে রওনা দেব। কিন্তু হরিণশাবকটি সেখানে ছিল না, আর আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাছটির মঞ্চটির থেকে নেমে এলাম ও বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আমার অধিকারভুক্ত এলাকার বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল সেখান থেকে আমি জানতাম যে হরিণরা সকালের পরের দিকে বিলের ধারটিতে আসে, যেহেতু সেটি তাদের মুখ্য বিশ্রামের স্থান, যেমনটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি। বেশ কথা, আমি জানতাম যে যে কোনো মুহূর্তেই সেই হরিণশাবকটি সেখানে আসবে, কিন্তু আমি কিছুতেই সেখানে আর থাকতে পারছিলাম না। আমাকে আবার অন্য কোনদিন সকালে আসতে হবে।

আমি আমার বাড়ির সকলকে সুপ্রভাত জানালাম ও প্রাতরাশ তৈরী করতে লাগলাম। আমিই আমার বাড়ির সেই একমাত্র ব্যক্তি সবসময় প্রাতরাশ তৈরী করে এবং অতীতের যতদিনের কথা আমি স্মরণ করতে পারি ততদিন ধরে আমিই এই কাজটি করেছি। আমি যদি নিজের পক্ষপাতিত্ব করে বলি যে আমার কাছে আটার কেক তৈরী করবার বিশেষ রেসিপি বা রন্ধনপ্রণালী ছিল, সেই খাদ্যবস্তুটি অতীব সুস্বাদু। ডিম, সসেজ ও পনির গুড়ো দিয়ে খাদ্যতালিকার সমাপ্তি ঘটত, কিন্তু আমার প্রাতরাশকে যে খাদ্যবস্তুটি দারুন করে তোলে সেটি হলো আসল ম্যাপলের সিরাপ। ওহিও হলো একটি ম্যাপলের সিরাপের দেশ, আর আমার এলাকার আসেপাশের লোকেরা ম্যাপল সিরাপ প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। আমি আমার বাড়িতে কোনো নকল সিরাপ রাখতে দিই না, কেবলমাত্র আসল জিনিস কিনি। কাজেই আমি ওখানে প্রাতরাশ তৈরী করছিলাম, আর আমাদের রান্নাঘরের জানালাটি

জঙ্গল ও বিলটির দিকে মুখ করা ছিল। হটাৎ করেই আমি দেখতে পেলাম যে একটি হরিণশাবক মাঠ পেরিয়ে বিলের দিকে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বললাম, "এই যে আমার হরিণশাবক"! আমি আমার বাড়ির লোকেদের রান্নার কাজ সামলাতে বললাম কারণ আমি ওই হরিণশাবকটির পিছু ধাওয়া করছিলাম!

আগেও আমি হরিণদের ওই মাঠ পেরোতে দেখেছিলাম, তাই সেই হরিণশাবকটি ঠিক কোথায় যাচ্ছিল সেটি আমার জানাই ছিল; আর সেখানে পৌঁছাতে হলে, ওকে আমার শিকারের মঞ্চটির ঠিক তলা দিয়ে যেতে হবে। আমি হিসাব করে দেখলাম যে আমি যদি পেছন দিক থেকে আমার শিকার মঞ্চে পৌঁছে যেতে পারি ও হরিণশাবকটির সেই স্থানে পৌঁছানোর আগেই সৌভাগ্যবশতঃ সেটিতে উঠে যেতে পারি, তাহলে আমি হয়তো একটি তীর চালাতে পারব। হরিণশাবকটির আগমনের পূর্বে সেই স্থানে পৌঁছে যাওয়া ও গাছে উঠে পড়াটি কঠিন হবে, আর এখনই আমাকে যেতে হবে! আমি দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম, যাওয়ার পথে আমার ধনুকটি হাতে নিলাম। আমি মাঠের ধার বরাবর ছুটলাম ও তারপর, যত নিঃশব্দে সম্ভব, মঞ্চটির কাছে গেলাম ও ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম। এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু ভালোই চলেছিল, আমি সেই হরিণশাবকটির চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না।

আমি যখনই দেখতে পেলাম যে হরিণশাবকটি বিলের মধ্য দিয়ে এসে সোজাসুজি আমি যে মঞ্চে বসে ছিলাম সেটির দিকে এগিয়ে আসছে, তখনই আমি সেই মঞ্চে উঠে পড়লাম ও বসে রইলাম। সেই হরিণশাবকটি যে হরিণীটির পিছু পিছু আসছিল সেটি ছাড়া অন্য কোনদিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না, এবং সে আমার দর্শন বা ঘ্রাণ পায় নি। হরিণীটি আমার মঞ্চটির নীচ দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে হেঁটে বিলের দিকে চলে গেল, এবং হরিণশাবকটি সেই একই পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এর চেয়ে ভালো অনুকুল সুযোগ আমি পেতে পারতাম না। এইবার হরিণশাবকটি আমার থেকে ২৫ গজ দুরে, আর আমি সতর্কভাবে আমার আড়ধনুর নিশানা করলাম ও তীর চালিয়ে দিলাম। আমি যে মুহুর্তে তীর চালিয়ে ছিলাম সেই মুহূর্তটি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। অস্বীকার করতে পারি না যে, এখানে হরিণশাবকটির পৌঁছানোর পূর্বেই আসবার চেষ্টায় বিলকে বেষ্টন করে থাকা মাঠটির পেছন দিক বরাবর ছুটতে ছুটতে আমার প্রায় দমবন্ধ হওয়ার জোগার ছিল।

তীরটি অনেক নিচের দিকে আঘাত হেনেছিল, সেটি দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম, আর আমি জানতাম যে আমি কোনো একটা মোক্ষম জায়গাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলাম। যখন সেই তীর আঘাত করেছিল, তখন সেই হরিণশাবকটি বিলের ধারের সারিবদ্ধ ঘন ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে গিয়েছিল ও ধীরে ধীরে চক্ষুর অগোচরে হেঁটে চলে গিয়েছিল। পূর্বের শিকারের সময়ে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে কখনও কখনও ধনুকের সাহায্যে শিকার করবার সময়, যখন তীর আঘাত করে তখন হরিণেরা বুঝতে পারে না যে কি ঘটেছে। অনেক সময়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা আপনাকে দেখতে বা আপনার ঘ্রাণ না পাবে, ততক্ষণ ওরা শুধুমাত্র হেঁটে চলে যাবে। আমি এও জানতাম যে সাধারণত একটি আহত হরিণ ঝাড়ের মধ্যে শুয়ে থাকে ও বেশিদূর হেঁটে যায় না। যেহেতু এই হরিণটি আমাকে দেখতে পায় নি, তাই সেও সেই কাজটিই করছিল। আমি অতি নিঃশব্দে গাছের উপরের শিকার মঞ্চ থেকে নেমে এলাম, এবং যে পথ দিয়ে আমি ওখানে এসেছিলাম, সেই পথ ধরেই বাড়ির অভিমুখে রওনা হতে থাকলাম, যাতে ওই হরিণটি ভয় পেয়ে না পালায় তাই অনেকটা দূর দিয়ে হেঁটে গেলাম।

আমি যখন বাড়িতে এলাম, তখন কি ঘটেছিল আর আমি হরিণটিকে পেয়েছি কিনা প্রত্যেকে আমাকে তা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো। একটু আগেই যা যা ঘটেছিল আমি প্রত্যেককে সেটি বললাম আর আমার ছেলেদের ওখানে যেতে ও ঝাড় থেকে হরিণশাবকটিকে তাড়া করে বার করতে আমাকে সাহায্য করতে বললাম। আশা করছিলাম যে আমি ওর উপর আরেকটি তীর নিক্ষেপ করতে পারব। আমরা ঝোপ ঝাড় ভর্তি এলাকাটি ঘিরে ফেললাম ও ধীরে ধীরে তার ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলাম। সহসা, আমি আমার ছেলেদের একজনকে হরিণশাবকটিকে লাফিয়ে তুলেছিল, আর হরিণশাবকটি লম্বা ঝাড়ের মধ্য দিয়ে লাফাচ্ছিল। হরিণশাবকটি আমার থেকে প্রায় ৭০ গজ দুরে আমার সামনে ছিল, আমার ডান দিক থেকে বাম দিকে যাতায়াত করছিল।

হটাৎ করে ওই হরিণশাবকটি মাঠের এক প্রান্তে আমার আরেকটি ছেলেকে দেখতে পেল। ও বুঝতে পেরেছিল যে যে ব্যক্তি ওকে লাফিয়ে তুলেছিল, এটা সে নয়, এবং কোন দিকে দৌড়ে যাওয়া নিরাপদ সেটাও তার জানা নেই। তাই তার বিকল্পগুলি দ্রুত খোঁজবার উদ্দেশ্যে সে থামলো। আমি জানতাম যে যদি আমি ওকে শিকার করতে চাই তাহলে এটিই আমার একমাত্র সুযোগ। ও তখনও

আমাকে দেখে নি। তখন ও আমার থেকে ৭০ গজ দূরত্বে আড়াআড়ি অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর নজর আমার ছেলের দিকে ছিল। একটি আড়ধনুর ওই দূরত্ব থেকেও একটি হরিণকে হত্যা করবার মতো যথেষ্ট শক্তি থাকে, কিন্তু ৭০ গজ দূরত্ব থেকে তীরটি নিক্ষেপ করলে সেটি অনেক ইঞ্চি এমনকি বেশ কিছু ফুট নিচের দিকে বিঁধবে। আগে কখনই ওই দূরত্ব থেকে আমি তীর নিক্ষেপ করি নি, আর আমার ধনুকটিও আধুনিক ১৮৫ পাউন্ড টানা আড়ধনু নয়, যা প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ ফুটের অধিক দূরত্বে তীর নিক্ষেপ করতে পারে। আমার ধনুকটির নির্ভুলতার পাল্লা মোটামুটি ৩৫ বা ৪০ গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

যেহেতু হরিণটি আমার দিকে আড়াআড়ি অবস্থানে ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমি তীর চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ধনুকটিকে উপর দিকে তুললাম, অনুমান সাপেক্ষে হরিণশাবকটির উপরের দিকে নিশানা করলাম ও তীরটিকে ছেড়ে দিলাম। আমি দেখলাম তীরটি হরিণশাবকটির দিকে উড়ে গেল, আর আমাদের অবাক করে দিয়ে, হরিণটির গলায় বিঁধে গেল। হরিণের গলার মধ্যে অর্ধেক পথ অতিক্রম করে, (সকল বর্ণণার জন্য দুঃখিত) হরিণটির গলার দুই দিক থেকে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল। যখন হরিণশাবকটি তড়াক করে লাফ দিয়ে ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন ও কোথায় চলে গেল আমি তা দেখি নি। যে ঝাড়ের মধ্যে হরিণটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, আমি আস্তে আস্তে সেই দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। এই তো আমার হরিণ! তীরটি তার কাজ করেছিল, আর আমি আমার হরিণশাবক পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমার ছেলে টিম আমার সাথে ছিল বলে, ওই মুহূর্তে অন্য কোনো কিছুর চাইতে আমি হরিণশাবকটির শিঙের বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলাম। পূর্বে হরিণের শিং গুলি গুনবার কোনো সুযোগ সেইভাবে আমার হয় নি, কিন্তু আমরা যখন সেগুলিকে গণনা করলাম দেখলাম সাতটি পয়েন্ট রয়েছে। হরিণশাবকটিকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে, আমরা দেখতে পেলাম যে আসলে সেটি একটি আট পয়েন্টের হরিণশাবক, কিন্তু হরিণশৃঙ্গটির একটি সুচালো ডগা ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেইভাবে হরিণশাবকটি সাত পয়েন্টের হয়ে গিয়েছিল। টিম আর আমি বিস্ময়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম ও প্রভুর প্রশংসা করলাম। ঈশ্বরের রাজ্য পরিপূর্ণভাবে বিস্ময়কর! যখন টিম ও আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমরাও উপলব্ধি করেছিলাম,

"আমাদের কথা কেই বা বিশ্বাস করবে? কেউ কি আদৌ জানে যে ঈশ্বরের রাজ্য এইভাবে পরিচালিত হয়?"

আমার মনে হয় আপনি মূল বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। ঈশ্বরের রাজ্য এমন অতি সুনির্দিষ্ট ধর্মগুলি দ্বারা পরিচালিত হয় যেগুলি প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিবার একই রকমভাবে কাজ করবে এই নিশ্চয়তা প্রাপ্ত। শুরুর দিকে আমি যখন বুঝতে পেরেছিলাম যে অর্থনৈতিক দিক সহ বাকি যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই এই ধর্মগুলি কার্যকরী হবে তখন সেটি অতি রোমাঞ্চকর ছিল। আমি এই ধর্মগুলি জানতে পেরেছিলাম। আমি একজন আত্মিক বৈজ্ঞানিক হব, এবং কিভাবে এই রাজ্য পরিচালিত হবে আমি তা নির্ণয় করতে পারব। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন।

অধ্যায় ২

নীল কুয়াশা

ড্রেনডা ও আমি যখন দেখতে শুরু করেছিলাম যে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্য কার্যকারী ও ফলপ্রসু হচ্ছে, তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমাদের সাথে যাদেরই সাক্ষাত ঘটত তাদেরকে আমরা যা জেনেছিলাম সেটি বলতে চাইতাম| যেহেতু আমরা মন্ডলী চালাতাম ও আমি আমার ব্যবসা পরিচালনা করতাম, তাই যারা আমাদের কথা শুনত তাদের প্রত্যেককে সেই কথা বলতাম| কিন্তু আমি আমার আত্মাতে বুঝতে পেরেছিলাম যে আরো কিছু রয়েছে, সেটি কি আমি তা জানতাম না ঠিকই, কিন্তু মানুষের নিকট ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলবার জন্য আরো কিছু ছিল যেগুলি আমাকে দিয়ে করাবার জন্য ঈশ্বর আমাকে চালনা করছিলেন|

গোটা ২০০5 সাল জুড়ে আমার আত্মায় একটি অধিবেশন আয়োজন করবার ক্ষুধা ছিল| আমি ওই অধিবেশনটির নাম দেব আর্থিক বিপ্লবের অধিবেশন| তার মধ্যে পাঁচটি ধারাবাহিক সভা বা মিটিং থাকবে, যেখানে আমার জীবনকে যে কয়েকটি ঈশ্বরের রাজ্যের আর্থিক নীতিসমূহ পরিবর্তিত করেছিল, সেগুলিকে তুলে ধরবার মত সময় থাকবে বলে আমার মনে হয়েছিল| মেথডিস্ট মন্ডলীতে বেড়ে উঠবার কারণে, কখনও কখনও আমরা এক সপ্তাহ ব্যাপী উদ্দীপনা সভা করতাম| আমি আমার আত্মাতে এই ধরণের মডেল বা নকশাই দেখেছিলাম, পাঁচটি সত্র থাকবে, যেখানে ঈশ্বর আমাকে আর্থিক ক্ষেত্রে যে সকল ধারণা ও নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে মানুষকে চালনা করবার মতো সময় আমার থাকবে| সেই সময় পর্যন্ত, আমি কখনই সেই নীতিগুলিকে একটি নিয়মাবদ্ধ ধাঁচে সাজাই নি| কিন্তু আমার আত্মাতে আমি অবিরত নিজেকে আর্থিক বিষয়ের উপরে একটি পাঁচ সত্রের সভা আয়োজন করতে দেখছিলাম|

আমি যখন এই বিষয়ে প্রার্থনা করছিলাম তখন আমি ল্যারি নামের আমার একজন বন্ধুর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম| অনেক দিন ধরে আমি তাকে দেখি নি| তিনি আমাকে আলবানিয়াতে আগামী দিনে তিনি যে অধিবেশনটি আয়োজন করবেন সেই সম্পর্কে আমাকে বললেন, ও আমাকে সেখানে বক্তব্য রাখবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। ল্যারি প্রায় ১২ বছর যাবৎ আলবানিয়াতে মিশন ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন, এবং সেই দেশে তিনি বড় একটি ছাপ তৈরী করছিলেন| অতদূরে যাওয়ার চিন্তাটি আমার কাছে কিছুটা নতুন ছিল| আমি খুব বেশি ভ্রমণ করি নি, আর আমি কখনই আলবানিয়াতে যাই নি, আর আলবানিয়া যে ঠিক কোথায় সেটাও আমি জানতাম কিনা আমার সন্দেহ ছিল| ল্যারি আমাকে সাহস যোগালেন, তিনি বললেন যে তিনি দেশব্যাপী একটি মিটিং আয়োজন করছেন, যার মধ্যে দেশের অনেক পালকেরা থাকবে, এবং তার মনে হয় ঈশ্বরের রাজ্যের আর্থিক বিষয়ে আমার যে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সেটি মানুষের জন্য উপযোগী হবে| সেই অধিবেশনটিতে কথা বলবার জন্য ল্যারি ও আমার দুটি বা তিনটি সত্র থাকবে| যদিও সেখানে পাঁচটি সত্র ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কাছে যে কটা সত্র ছিল, সে কটাতেই আমি সেই বিষয়টির উপর শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলাম| তাই আমি বললাম যে আমি সেখানে যেতে চাই|

আমি যখন আলবানিয়াতে বিমান থেকে নামলাম, ল্যারি আমাকে একটি বিস্ময়কর কথা বলে সম্বোধন করলেন| তিনি বললেন, “গ্যারি, জানেন শেষ মুহুর্তে আমার বক্তাদের মধ্যে একজন অধিবেশনে তার আগমন বাতিল করেছেন, তাই আপনি পাঁচটি সত্র পাচ্ছেন”| আমার অন্তর নেচে উঠলো| এটাই তো চাই! আমি জানতাম এটি ঈশ্বরের একটি মনোনয়ন আর আমি আমার আত্মাতে যা দেখেছিলাম এইবার আমি দেখব যে সেটা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে| আমার সাথে আমার নোটগুলি ছিল, কিন্তু সেগুলিকে আমি একটি পাঁচ-সত্রের ফরম্যাট বা ধরণে সাজাই নি| তাই প্রতিদিন আমি শিক্ষা দিতাম, তারপর ঘরে গিয়ে আত্মাতে প্রার্থনা করতাম, এবং পরবর্তী সত্রের জন্য আমার নোটগুলি লিখে নিতাম| প্রতিটি সত্রে, অভিষেক ছিল এক কথায় অতুলনীয়|

আর কিছু বলবার পূর্বে, আপনাকে বলবার প্রয়োজন যে আমি যখন আলবানিয়াতে গিয়েছিলাম, সেই সময় দেশটি ছিল হতদরিদ্র একটি দেশ| মাসিক গড় পারিশ্রমিক ছিল প্রায় ৫০০ ডলার, এবং মানুষের জন্য ঘুষ দেওয়াই ছিল

জীবনের একটি পথ| আমি যখন সেখানকার মানুষকে আর্থিক ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম, তারা সেটিকে কিভাবে নেবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না| আমি জানতাম ঈশ্বরের বাক্য যে কোনো মানুষের পক্ষে কাজ করে, কিন্তু সেটি আমার পক্ষে একটি নতুন অভিজ্ঞতা ছিল| যখন আমি প্রথম সত্রে শিক্ষা দিলাম, প্রথমে আমি একটি দেওয়াল-এর অনুভুতি প্রাপ্ত করলাম| দ্বিতীয় সত্র হতে হতে আমি টের পেলাম যে মানুষের আত্মিক ক্ষুধা আমাকে আকর্ষিত করছে, এবং তারা যখন রাজ্যের সুসমাচার শ্রবণ করেছিল তখন তাদের মুখমন্ডলে বর্দ্ধিত বিশ্বাস আমি দেখতে পেয়েছিলাম|প্রতিদিন আমি যখন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলাম তারা অধিক থেকে অধিকতর খুশী হয়েছিল, আমি আমি বলতে পারি যে তারা রাজ্যের বিষয়ে উচ্ছসিত ছিল|

আমার শেষ সত্রের আগের সন্ধ্যায়, প্রভু আমাকে বললেন যে স্থানীয় মন্ডলীর জন্য আমাকে একটি দান সংগ্রহ করতে হবে| আমি এই বিষয়ে অনিশ্চিত ছিলাম, কারণ প্রথমত, ওটা আমার সভা নয়; এবং দ্বিতীয়ত, মানুষ কিভাবে সাড়া দেবে আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না| স্থানীয় পালকদেরকে কেবলমাত্র সভাস্থলে আনবার জন্য ল্যারি ও আমাকে তাদের পরিবহণ ও থাকবার খরচের অধিকাংশই বহন করতে হয়েছিল| আমি এই বিষয়ে ল্যারির সাথে কথা বললাম, এবং তিনি আমাকে দান সংগ্রহ করতে বললেন|

কাজেই শেষ সত্র চলাকালীন আমি অধিবেশনের জন্য দান সংগ্রহ করেছিলাম ও এত সবল অভিষেক ছিল যে আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাই দায় হয়ে যাচ্ছিল| সেই ঘরটির মধ্যে থাকা লোকেরা যখন দান দেওয়ার জন্য তাদের অর্থ নিয়ে সামনে আসছিল তখন সকলে নৃত্য ও চিৎকার করছিল| যেহেতু যে সকল লোকেরা ব্যাগের ভেতরে তাদের অর্থ রাখছিল তারা ক্রন্দন করছিল ও তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই স্বেচ্ছাসেবকেরা ব্যাগগুলি ধরেছিল| এমন ঘটনা এর আগে আমি কখনও দেখি নি, দান সংগ্রহ করবার সময় তো মোটেই নয়| তখন আমি যখন লোকদেরকে দান করবার সময় আনন্দে নৃত্য ও চিৎকার করতে দেখলাম, তখন আমি অভিষেকের দ্বারা এবং যারা সেই বহুমূল্য বীজ দিচ্ছিল তাদের সরল বিশ্বাসের দ্বারাও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম| সভার পর, ল্যারি যা দেখেছিলেন, তার দ্বারা স্পষ্টতই তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন| সেই সান্ধ্যকালীন আরাধনার পর সেখান থেকে আমরা যে দুটি টাকা ভর্তি অর্থ

সংগ্রহের দানের ব্যাগ নিয়ে তার ঘরে গিয়েছিলাম, তিনি সেগুলি দেখেও বিস্মিত হয়েছিলেন| ল্যারি আমাকে বলেছিলেন যে পূর্বে যখন তিনি দান সংগ্রহ করতেন তখন সাধারণত একটি সভার পর একটি দানের থলি আংশিকভাবে পূর্ণ হত| আমরা টাকার থলিগুলি লুকিয়ে নিয়ে ভিড় রাস্তা দিয়ে দ্রুত ল্যারির ছোট ফ্ল্যাটটিতে গিয়েছিলাম|

যখন আমরা ল্যারির ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন আমরা তার বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসলাম ও টাকা গোনার জন্য দানের থলিগুলি খুললাম| ল্যারি যখন থলি ঝেড়ে তার মধ্যে থাকা বস্তুগুলি টেবিলে রাখলেন, তখন এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা আজও শব্দে প্রকাশ করা কঠিন| সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে, একটি হালকা নীলাভ কুয়াশা ঘরটিকে পূর্ণ করলো ও ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদের অভিভূত করলো| আমরা সেই স্থানকে পূর্ণ করে রাখা অভিষেকের মধ্যে স্থির হয়ে বসে রইলাম| আমি আজ পর্যন্ত প্রচার বা লোকেদের জন্য প্রার্থনা করবার সময়ে যে ধরণের অভিষেক অনুভব করেছিলাম সেটির তুলনায় এটি ছিল ভিন্ন| বরং, এই অভিষেকটির সাথে একটি উপস্থিতি ছিল| এই অভিষেকটি পবিত্র ও আমার মধ্যে এমন ভাব সৃষ্টি করেছিল যেন আমি স্বয়ং ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যেই রয়েছি| আমরা যখন সেখানে বসে ছিলাম, তখন সেই অভিষেক ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলো| আমরা শুধুমাত্র সেখানে বসে ক্রন্দন করা ছাড়া আর কিছু করতে পারি নি| তখন সেই ছোট টেবিলটির উপরে থাকা টাকার স্তুপের মধ্যে আমি একজন লোকের বিয়ের আংটি দেখতে পেলাম| আমি এই কথা চিন্তা করে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ওই রাতে থাকা লোকদের মধ্যে এমন কোনো একজন ব্যক্তি, যার কাছে কোনো অর্থ ছিল না, সে তার কাছে থাকা একমাত্র মূল্যবান বস্তুটি দান করে দিয়েছিল| প্রভু সেই মুহুর্তেই আমার সাথে কথা বললেন:

> *"আমি তোমায় রাজ্য ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কে যে সকল নীতি শিক্ষা দিয়েছিলাম, সেগুলি এই দেশগুলির মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি তোমায় আহ্বান করছি| আজ রাতে দানের থলিতে মহান বিশ্বাস সহকারে আংটিটি দেওয়া হয়েছে| কিন্তু আমি চাই তুমি এই আংটিটি নাও ও আজকের রাতের স্মারকরূপে সেটি নিজের কাছে রাখ| এই কথাও জেনে রাখ যে, ঠিক যেভাবে একটি বিবাহের আংটি নিয়মের বিষয়ে বলে,*

সেইভাবেই তুমি আমার প্রজাদের নিকট আমার সম্পত্তির নিয়মকে ঘোষণা করছ| আর জেনে রাখ, আমি তোমায় যেখানেই পাঠাই না কেন, আমি তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করব|"

আমি সারারাত ঘুমোতে পারি নি| সেই রাতে আমি ল্যারির ফ্ল্যাটে ছিলাম, এবং সেখানে অভিষেক অবশিষ্ট ছিল| বাড়ি ফেরবার সময় আটলান্টিক সাগর পার করবার সমস্ত সময়টা জুড়ে আমি জেগে রইলাম| আমি শুধুমাত্র জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতে ও ৮ ঘন্টা বিমানযাত্রার পুরোটা সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পেরেছিলাম| সেই রাতে আমার সাথে প্রভু কথা বলবার পর আমি ৪৬ ঘন্টা ঘুমোতে পারি নি| সেই রাতের পর বেশ কিছু মাস পরেও, যখনই আমি ওই কথা চিন্তা করতাম, আমি সেই একই রকম ঐশ্বরিক উপস্থিতি বোধ করতাম ও ক্রন্দন করতে শুরু করতাম|

প্রভু সেই আংটির সম্পর্কে আমাকে যা বলেছিলেন, আমি সে কথা ল্যারিকে বলি নি| সেই দানের অর্থ আলবানিয়ার মন্ডলীর সম্পত্তি, আর আমি জানতাম যে সেই আংটিটিও আরো কিছু অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে—কিন্তু ওটার সম্পর্কে প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন তা আমার জানা ছিল| তাই যখন ল্যারি আমাকে ফোন করে বললেন যে প্রভু তার সাথে কথা বলেছিলেন ও আমাকে ওই আংটিটি দিয়ে দিতে বলেছেন তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি ওই আংটিটিকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম ও সেটি এখন আমার অফিসে রয়েছে| এমন অনেকবার হয়েছে যখন আমি ওই আংটিটির দিকে তাকিয়েছি ও সেই রাতে আমার প্রতি প্রভুর কথাগুলি আমাকে স্মরণ করতে হয়েছে| সেই সময়ের পর বেশ কয়েক বছর আমি এমন কিছুর সম্মুখীন হয়েছিলাম, যেগুলিকে বৃহৎ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়েছিল| সেই রাতে আমাকে দেওয়া তাঁর পথনির্দেশ অনুসারে চলবার জন্য আমার যা যা প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলি সরবরাহ করবার বিষয়ে ঈশ্বর অব্যর্থভাবে বিশ্বস্ত রয়েছেন। আলবানিয়াতে সেই রাত আমার জীবন বদলে দিয়েছিল, কিন্তু আগামী দিনে এমন অনেক কিছু ছিল যা ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছিলেন|

যখন আলবানিয়া থেকে আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম, তখন আমি যেখানেই পারি, সেই সকল স্থানগুলিতে রাজ্যের এই বার্তাকে নিয়ে যাওয়ার একটি তীব্র তাগিদ অনুভব করেছিলাম। এই তথ্যকে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত আমার

একটি তীব্র ইচ্ছা ছিল, এবং আমি পুনরায় সেই পাঁচটি সত্র শিক্ষা দেওয়ার ও সেই একই ঘটনা ঘটে কিনা সেটি দেখবার বিষয়ে চিন্তিত ছিলাম| সেইজন্য আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি| ইউঠো'র (Utah) একজন পালক আমাকে সেখানে আসবার ও সেই পাঁচটি সত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন| তিনি ল্যারির কাছে শুনেছিলেন যে ওই শিক্ষা জীবন পরিবর্তন সাধক, এবং তিনি চেয়েছিলেন যে আমি যেন সেখানে যাই| তিনি একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় মন্ডলীর পালক ছিলেন, আর সেই মন্ডলী অতি দরিদ্র ছিল| তাদের অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, আর ল্যারি তাকে যা বলেছিলেন সেটি যদি সত্যি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমি তাকে সাহায্য করতে পারব বলে তার মনে হয়েছিল|

কাজেই আমি বিমান যোগে সেখানে গেলাম ও রবিবার সকাল ও রাত থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত সভা পরিচালনা করলাম|আলবানিয়ার মতো সেখানেও সর্বমোট পাঁচটি সত্র ছিল, এবং আমি একই ধরণের সাড়া পেয়েছিলাম| অধিবেশনের শেষ রাতে লোকেরা যখন তাদের দান উৎসর্গ করেছিল, তখন একটি অতি শক্তিশালী অভিষেকের মধ্যে, তারা চিৎকার ও নৃত্য করেছিল| এইবার আমি নীল কুয়াশা দেখিনি ঠিকই, কিন্তু পাঁচটি সত্র জুড়েই আমি একটি শক্তিশালী অভিষেক অনুভব করেছিলাম। আলবানিয়াতে যেভাবে ল্যারি চমৎকৃত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই আমিও সেই বিপুল পরিমাণ দান দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম| ওই পরিমাণ দান মাত্র ১৭ জন দম্পতি দিয়েছিলেন| আমি একটি মুখ বন্ধ দানের থলিতে ওই দানটি আটকে রেখেছিলাম ও পরের দিন সেটি নিয়ে কাজ করবার জন্য আমার অফিসে নিয়ে গিয়েছিলাম|

সেই দিন সকাল বেলা পরের দিকে আমার অফিস থেকে একটি ফোন আসে| ফোনের অপর দিকে আমার সচিব ছিলেন, আর আমি বুঝতে পারছিলাম যে কোনো কিছু একটা ঘটছে| তার গলা কাঁপছিল, শুনে মনে হচ্ছিল তিনি কাঁদছেন| তার প্রথম কথাটি ছিল, "পাষ্টার আপনি যে টাকাটি নিয়ে এসেছিলেন, ওটির মধ্যে কিছু একটা রয়েছে"| আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "ট্রেসি, আপনি কি বলতে চাইছেন?"তারপর তিনি আমাকে বলে চললেন যে তিনি টাকা গোনার ও ব্যাঙ্কে জমা করবার জন্য টাকার থলিটি খুলেছিলেন, কিন্তু যে মুহুর্তে তিনি সেই থলিটি খুলেছিলেন, সেই মুহুর্তেই অফিসের মধ্যে তার উপরে শক্তিশালীভাবে অভিষেক এসেছিল, এবং তিনি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন| আমার অন্য একজন সচিব,

কোলাহল শুনে, ঘরের কোনার দিকে এসেছিলেন, এবং, তিনিও অভিষেকের প্রভাবে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছিলেন| ট্রেসি বললেন, “ইউঠোতে এই টাকা নিয়ে কী ঘটেছিল?” আমি তাকে বললাম যে আমি তা জানি না|

দুই সপ্তাহ পরে, আমি ওহিওর দক্ষিণ অংশে একটি ছোট মন্ডলীতে এই একই নীতিগুলি শিক্ষা দিচ্ছিলাম| এই মন্ডলীটিতে, আমরা ডিভিডির দ্বারা প্রথম চারটি সত্র শিক্ষা দিয়েছিলাম, এবং তারা বিগত চারটি সপ্তাহে সেগুলি দেখেছিল| আমি রবিবার রাতে পাঁচটি সত্র শেষ করবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম| পুনরায় অভিষেক আমাদের প্রায় ভুলুণ্ঠিত করেছিল| সেই রাতে আমি যখন দান সংগ্রহ করেছিলাম, তখন অন্যান্য সভাগুলিতে আমি যেমন সাড়া দেখেছিলাম, এখানেও সেই একই সাড়া পেলাম| মানুষ দান প্রদান করবার জন্য খুব উত্তেজিত ছিল| দান সংগ্রহ চলাকালীন সেই মন্ডলী সামনের দিকে একটি ঝুড়ি বসিয়ে দিয়েছিল, যাতে লোকেরা সেখানে তাদের উপহার রাখতে পারে| এই সময় সেখানে পুনরায় নীলাভ কুয়াশা ছিল| যখন মানুষ দান দিচ্ছিল তখন সেই দানের ঝুড়ির চারিপাশে পাঁচ ফুট ব্যাসের একটি বলয় ছিল| অভিষেক এতই তীব্র ছিল যে সভার পর আমি নিজে হাটতে পারছিলাম না বলে আমাকে ধরে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হয়েছিল|

কিন্তু যীশু শুধুমাত্র আমাদের স্বর্গে যাওয়ার অধিকারের নিমিত্ত মূল্য প্রদান করেন নি, তিনি আমাদের জন্য একজন ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যারূপে জীবনযাপন করা ও এই পার্থিব রাজ্যেই ঈশ্বরের রাজ্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করাও সম্ভব করেছিলেন

যখন এইসব কান্ড ঘটছিল, তখন কি যে হচ্ছিল আমি সত্যিই তা জানতাম না, এবং অন্য কোথাও এসব ঘটবার কথাও আমি শুনিও নি| আমি অধিবেশন আয়োজন করা জারী রেখেছিলাম এবং অভিষেক অতি শক্তিশালী হতে থাকলো| আর হ্যাঁ, সেই নীল কুয়াশাটি পুনরায় কয়েকটি অধিবেশনে আবির্ভূত হয়েছিল| কিন্তু যে দিকটি আমাকে সর্বাধিক বিস্মিত করেছিল সেটি হলো এই যে অভিষেক অর্থের উপরে ছিল| একটি অধিবেশনের পর, টাকা গুনতে গিয়ে আমার এক কর্মীকে মুশকিলে পড়তে হয়েছিল|মনে আছে তো যে যখন ল্যারি টেবিলের উপর দানের থলি ঝেড়ে দানটিকে টেবিলে ফেলেছিলেন তখন আলবানিয়ার ওই

ফ্যাটটিতে অভিষেক প্রবেশ করেছিল? ওই দানের মধ্যে যে টাকাগুলি দেওয়া হয়েছিল, আপনি যদি সেখানের একটি টাকাও তুলে নেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি অভিষেক অনুভব করবেন ও কাঁপতে আরম্ভ করবেন| আমি জানি শুনে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমি এটিই লক্ষ্য করেছিলাম।

একজন আত্মিক বৈজ্ঞানিকরূপে, আমি এই সকল কিছুর দ্বারা হতচকিত হয়েছিলাম ও এই বিষয়ে প্রভুকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি আমার সাথে কথা বলেছিলেন ও আমাকে বলেছিলেন যে কেন দানের উপরে সেই তীব্র অভিষেক দেখা যাচ্ছিল| তিনি আমাকে বলেছিলেন যে অধিকাংশ মানুষ কর্তব্যজ্ঞান করে বা ব্যবস্থা পালনের মত করে দান করে থাকে| কেউ কেউ আবার একটি ফর্মুলা বা সূত্র থেকে দান করে, কিন্তু তারা যখন দান করে তখন তারা প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসে থাকে না| অনেকে ভাবে যে তারা যদি দান না দেয় তাহলে ঈশ্বর তাদের প্রতি রুষ্ঠ হবেন| কেউ কেউ এমনভাবে দেয় যেন এটা তাদের কাছে আসা কোনো একটি বিল| তিনি আমায় বলেছিলেন যে যেহেতু আমি তাঁর রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছি ও রাজ্যের গুপ্ত আর্থিক নীতিগুলি প্রকাশ করছি, তাই মানুষের অন্তরে বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে| তারপর তারা যখন দান দিচ্ছে তখন তারা প্রকৃত বিশ্বাসে থাকছে, এবং সেখানে ঈশ্বরের রাজ্যের সংযুক্তি থাকছে, এবং এইরূপে অভিষেকের প্রবাহ ঘটছে|

২০০৫ সালের সেই আলবানিয়া সফরের পর থেকে, আমার জীবন অতি মাত্রায় পরিবর্তিত হয়েছে| মানুষের নিকট রাজ্যের সুসমাচার নিয়ে পৌঁছাবার আমার ইচ্ছার কারণে ড্রেনডা ও আমি জাতিগনের নিকট সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে টিভিকে ব্যবহার করেছিলাম| অনেক বছর পূর্বে যে রাজ্যকে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম সেটির সম্পর্কে মানুষকে বলবার জন্য এখন আমরা কার্যত প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করছি| কিন্তু আপনি হয়তো এখনও রাজ্যের সুসমাচার শ্রবণ করেন নি| আমরা এমন ছিলাম—বিশ্বাসীরা স্বর্গে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু কিভাবে পৃথিবীতে স্বর্গকে মুক্ত করতে হয় সেটা না জেনেই যাচ্ছে| কিন্তু যীশু শুধুমাত্র আমাদের স্বর্গে যাওয়ার অধিকারের নিমিত্ত মূল্য প্রদান করেন নি, তিনি আমাদের জন্য একজন ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যারূপে জীবনযাপন করা ও এই পার্থিব রাজ্যেই ঈশ্বরের রাজ্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করাও সম্ভব করেছিলেন| কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যাদের কাছে আমাদের

সুসমাচারের সুসংবাদ নিয়ে যেতে হবে, এবং সেটি করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন| মানুষ দেখছে| আমাদের জীবনধারা অন্যরকম হতে হবে!

আলবানিয়াতে আমি কি এমন শিক্ষা দিয়েছিলাম যা সেই অভিষেক নিয়ে এসেছিল? জাতিগনের নিকট ঈশ্বর আমাকে যা প্রচার করতে বলেছিলেন সেটা কি? বেশ, সেটিই এই বইয়ের উদ্দেশ্য, আর আমি বিশ্বাস করি যে সেটি যেভাবে আমার জীবন পরিবর্তিত করেছিল সেইভাবে আপনার জীবনকেও পরিবর্তিত করবে|

অধ্যায় ৩

হে ঈশ্বর, দয়া কর!

জেরি আমার অফিসে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন যে আমি যেহেতু তার এলাকায় রয়েছি, তাই তিনি কিছুটা সময় বিরতি নিয়ে আমার সাথে দুপুরের খাবার খেতে পারেন কিনা। আমি তার বাড়ির কাছাকাছি একটি শহরের একটি টেলিভিশন স্টেশনে একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করছিলাম, এবং আমার লেখা বই ও আমার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান কিভাবে জেরির জীবন পরিবর্তিত করেছিল তিনি সেই কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলেন। আমার সাথে জেরির পূর্বে কখনই সাক্ষাত হয় নি কিন্তু এক বা দুইবার তার সাথে আমি ফোনে কথা বলেছিলাম। আমি বললাম, "নিশ্চয়"। আমাদের তো মধ্যাহ্নভোজন করতেই হবে, আর আমি ভাবলাম, ওর এলাকায় থাকাকালীন, আমি নিশ্চয় ওর সাথে সাক্ষাত করতে ও তার কাহিনী শুনতে চাইব।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় আমি জেরি ও তার ছেলের সাথে সাক্ষাত করলাম, এবং জেরি আমাকে তার কাহিনী বলতে শুরু করলেন। জেরি একজন পালক ছিলেন। তিনি ৩০ বছর ধরে পালকত্ব করেছিলেন, কিন্তু পক্ষাঘাতের আক্রমণের কারণে তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, এবং সেই কারণে তাকে পরিচর্যা ছাড়তে হয়েছিল। পক্ষাঘাতের পর থেকে এই সময় পর্যন্ত, তার জীবন ভেঙ্গে পড়েছিল। যেহেতু তিনি কাজ করতে পারছিলেন না, তাই আর্থিকভাবে, পারিবারিক বসতবাড়িটি বন্ধক পড়েছিল এবং নিলামে বিক্রি হওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন বিল প্রদান ও খাদ্য ক্রয় করা দায় হয়ে পড়েছিল। জেরি বললেন যে, বাস্তবে, পরিস্থিতি এতই খারাপের দিকে গিয়েছিল যে একদিন তিনি একদিন এক হাতে একটি গুলি ভর্তি .৪৫ বন্দুক ও অন্য হাতে একটি বাইবেল ধরে নিয়ে বসে, আত্মহত্যা করবার কথা চিন্তা করছিলেন।

এই নিরাশার মাঝেই জেরি আমাদের টিভি সম্প্রচার দেখেছিলেন, এবং আমার সামগ্রীগুলির কয়েকটি অর্ডার করেছিলেন। তিনি খুলে বলতে লাগলেন যে যখন তিনি প্রথমবার সামগ্রীগুলি হাতে পেয়েছিলেন, তখনই তার সাধারণ বিলগুলি মেটাবার ও খাদ্য ক্রয় করবার জন্য ২০০০ ডলারের মত অর্থের জরুরি প্রয়োজন ছিল। যতক্ষণ না তার অন্তরে বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ তিনি সেই সামগ্রীগুলিকে বারংবার শ্রবণ করেছিলেন। তার যে ২০০০ ডলার অর্থের প্রয়োজন ছিল তিনি তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করবেন বলে স্থির করলেন। কাজেই, আমি যখন আমার প্রথম হরিণটি শিকার করতে পেরেছিলাম তখন ড্রেনডা ও আমি যা করেছিলাম, জেরিও সেই কাজটিই করেছিলেন। তিনি সেই ২০০০ ডলার অর্থের জন্য একটি বীজ বপণ করেছিলেন। মার্ক ১১:২৪ অনুসারে যে তারিখ ও সময়ে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি সেই অর্থ প্রাপ্ত করেছেন সেটি তিনি একটি কাগজের টুকরোর উপরে লিখেছিলেন, এবং সেই চেকটি আমাদের পরিচর্যাকাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা ঘটছে বলে আমার জানা ছিল না কারণ আমি তখন জেরির সাথে কথা বলি নি। তিনি বললেন যে দেড় সপ্তাহের মধ্যেই একজন লোক সদর দরজায় এসেছিল ও তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল। জেরি সেই লোকটির পূর্ব পরিচিত, কিন্তু তিনি বলেছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কিছুদিন কথাবার্তা হয় নি। তারা অল্প কিছু সময় সাদামাটা কিছু কথা বলেছিলেন, তারপর সেই লোকটি বলল যে সে আসলে জেরিকে একটি ২০০০ ডলারের চেক দিতে এসেছে। সেই লোকটি বর্ণনা করে বলল যে দেড় সপ্তাহ আগে অমুক দিনে ও অমুক সময়ে, সে জেরির কাছে একটি ২০০০ ডলারের চেক পৌঁছে দেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রানিত হয়েছিল।

জেরি সেখানে বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখনই তার কাগজ রাখবার ব্যাগটির কাছে গিয়েছিলেন যেটির মধ্যে তিনি সেই কাগজের ছোট টুকরোটি রেখেছিলেন যার উপরে সেই দিন ও সময় লেখা ছিল যখন জেরি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি তার প্রয়োজনীয় ২০০০ ডলার অর্থ পেয়েছেন। জেরির কাগজে লেখা দিন ও তারিখের সাথে সেই লোকটির বলা সেই দিন তারিখের হুবহু মিল পাওয়া গিয়েছিল যখন সে জেরিকে ২০০০ ডলার প্রদান করবার জন্য অনুপ্রানিত বোধ করেছিল।জেরি জানতেন যে ওটি কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়;

তিনি জানতেন যে সেটি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি একটি সরাসরি সাড়া ছিল, বিশেষ করে রাজ্যের ধর্মগুলির প্রতি।

তিনি তার কথা আরো বললেন ও আমাকে জানালেন যে তার সাতটি সন্তান রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি ১৬ বছর বয়সী ছেলে (যে তার সাথে মধ্যাহ্নভোজনে এসেছিল) বাদ দিয়ে বাকি সকলে বিবাহিত। এই ছেলেটি যখন তার বাবাকে এই সকল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে দেখেছিল, তখন সে এক কথায় ঈশ্বরের নিকট থেকে দুরে সরে গিয়েছিল। ছেলেটি ঈশ্বরের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিল, কারণ তার বাবা ৩০ বছর ধরে বিশ্বস্ত ছিল, এবং ছেলেটির মনে হয়েছিল যে ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

জেরি তার ছেলের কাছে পৌঁছাবার একটি পথ খুঁজে বার করতে চেয়েছিলেন, এবং তার কাছে একটি আইডিয়া বা পন্থা ছিল। আমি আমার শিক্ষা সামগ্রীর মধ্যে হরিণ শিকার সম্পর্কে অনেক কিছু বলি ও কিভাবে ঈশ্বর আমাকে বিশ্বাসের দ্বারা শিকার করা শিখিয়েছিলেন তা বলে থাকি। জেরির ছেলের হরিণ শিকারের শখ ছিল, কাজেই সেই শরৎকালে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের পন্থায়, সেই ছেলেটি তার হরিণশাবক পেতে পারে, তিনি সেটি তার কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ছেলেটি সেই বিষয়ে চিন্তা করেছিল ও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল, তারপর সে ও জেরি তাদের বিশ্বাস মুক্ত করেছিল, ঠিক যেভাবে জেরি তার ২০০০ ডলারের জন্য করেছিলেন সেইভাবেই। ছেলেটি আট মিনিটের মধ্যে একটি সুন্দর হরিণশাবক পেয়েছিল। যখন জেরি ও তার ছেলে সেই হরিণটিকে নিয়ে কসাইখানায় নিয়ে গিয়েছিল, তখন জেরির সিডি প্লেয়ারে আমার সিডিটি ছিল। জেরি যখন সেই হরিণটিকে নিয়ে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করছিলেন, তখন বালকটি বলেছিল যে সে গাড়ির মধ্যে থাকতে চায় ও আর কিছুক্ষণ সেই সিডির বিষয়বস্তু শুনতে চায়। যখন জেরি গাড়ি থেকে বার হলেন, তার ছেলে বলল, “বাবা, আমার মনে হচ্ছে বিগত বছরগুলিতে আমরা কিছু একটা পাই নি। আমি জানি যে এই হরিণটি ঈশ্বরের রাজ্যের একটি ফলাফল”।

তখন তার ছেলে প্রভুর প্রতি নিজের জীবন পুনঃসমর্পিত করেছিল ও তার বাবাকে বলেছিল যে ঈশ্বর যদি ২০০০ ডলার ও সেই হরিণটিকে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তিনি সেই ১৭০০০ ডলার অর্থও নিয়ে আসতে পারেন যা তাদের বাড়িটিকে নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। এই

সময়টিতেই জেরির সাথে আমার প্রথম আলাপ ঘটেছিল। আমার মনে আছে জেরির চিঠিটি তাদের বাড়িকে নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জেরি ও তার ছেলের রোপিত বীজ সহকারে এসেছিল। আমার মনে আছে চিঠিটি সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু তাদের যা প্রয়োজন তার মধ্যে সোজা ভাষায় সেটি লিখিত ছিল। সেই চিঠিতে অন্য কোনো কিছুর উল্লেখ ছিল না, শুধুমাত্র তাদের বাড়িকে নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার কথা বলা ছিল। একথাও আমার স্মরণে ছিল যে সেই চিঠির উপরে আমি হস্তার্পণ করেছিলাম ও তাদের সাথে একমত হয়েছিলাম। যে সময় ও যে ক্ষণটিতে আমি সেই কাজ করেছিলাম সেটিও আমি স্মরণ করতে পারি।

এই সময়ে, জেরি আমাকে বলেন প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে আরেকজন মানুষ সদর দরজায় এসেছিল। এইবারেও এই লোকটি এমন একজন ছিল যাকে জেরি আগে থেকেই চিনতেন। এই লোকটি বলেছিল যে সে আগামী নিলামের জন্য জেরির বাড়িটিকে তালিকাভুক্ত থাকতে দেখেছে এবং জেরিকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে নিলাম থেকে বাড়িটিকে রক্ষা করবার জন্য কত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। জেরি তাকে অর্থের অঙ্কটি বলেছিলেন, ১৭০০০ ডলারের অধিক অর্থ। সেই লোকটি সম্পূর্ণ অঙ্কের টাকার একটি চেক লিখে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। জেরি চেকটির দিকে চেয়ে ছিলেন। এই কথা বলতে বলতে, রেস্তোরায় আমার টেবিলের বিপরীত দিকে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন ও মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার ধন্যবাদ করছিলেন। জেরি বলেছিলেন যে তার সন্তানেরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের হস্ত দেখতে পেয়েছিল বলে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, এবং সেটি তাকে তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বলবার একটি সুযোগ প্রদান করেছিল। আমার এটি খুব ভালো লাগে! এটিই ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবতা, আর আমি সেটি মানুষকে বলতে ও তারপর তাদের কাহিনী শুনতে পেরে অতি ধন্য। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, জেরির অনুকম্পার প্রয়োজন হয় নি। তার প্রয়োজন ছিল উত্তর, এবং তিনি সেটি ঈশ্বরের রাজ্যে পেয়েছিলেন।

এখন আমার মনে হচ্ছে জেরির কাহিনী সম্পর্কে এখানে আমার কিছু যোগ করা প্রয়োজন। যদিও এমনটি মনে হতেই পারে যে লোকেরা জেরির সদর দরজায় এসেছিল ও তাকে অর্থ দিয়েছিল, তবুও আমি চাইনা যে আপনার এমন ভ্রান্ত ধারণা জন্মাক যে যখন আপনি চুপচাপ বসে থেকে কোকাকোলা পান

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না

- মথি ১৭:২০ খ

করেন, তখন আপনার আর্থিক উত্তরগুলি ভেসে উঠবে। না, আপনার যা প্রয়োজন সেটিকে সংগ্রহ করবার জন্য আপনাকে নিজের ভুমিকা পালন করতে হবে। জেরির ক্ষেত্রে, তিনি ৩০ বছর ধরে পালকত্ব করেছিলেন। তিনি এক অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী এই লোকেদের জীবনের মধ্যে রোপন করেছিলেন। এবং দ্বিতীয়ত, জেরি তার পক্ষাঘাতের কারণে তার বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিলেন না। জেরি যেখানে বপন করেছিলেন, সেখান থেকে শস্যচ্ছেদন করেছিলেন, অর্থাৎ, তার সেই মন্ডলীর মানুষদের থেকে, যাদের মধ্যে এতগুলি বছর ধরে তিনি বপন করেছিলেন।

আপনাকে এই কথাটিও বলা দরকার যে জেরি পক্ষাঘাত থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিলেন, এবং সেই দিন মধ্যাহ্নভোজের সময় যখন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, তখন তার ৭০ পাউন্ডের অধিক ওজন কমে গিয়েছিল। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করেছিলেন। আপনি বলতে পারেন, "বেশ কথা, জেরি একজন পালক ছিলেন; স্বাভাবিকভাবেই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সকল কিছুই জানতেন"। দৃশ্যত ব্যাপারটি তেমন নয়, আর আমি নিশ্চিত যে আমি যা দেখেছি সেই শ্রেনীর মধ্যে কেবল তিনিই যে পড়েন তা নয়। কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের নাগাল পাওয়া যায় ও তাদের উত্তরগুলি পাওয়া যায়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মন্ডলীর বহু মানুষ এর কোনোটিই জানে না। কত লোক এমন চিন্তা করে সেটি মথিতে বর্ণিত একটি কাহিনী ব্যাখ্যা করে।

'পরে তাঁহারা লোকসমূহের নিকটে আসিলে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া কহিল, প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে মৃগীরোগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, কারণ সে বার বার আগুনে ও বার বার জলে পড়িয়া থাকে। আর আমি আপনার শিষ্যদের নিকটে তাহাকে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলেন না।

যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তোমরা উহাকে এখানে আমার কাছে আন। পরে যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, আর বালকটী সেই দণ্ড অবধি সুস্থ হইল।

তখন শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য আমরা উহা ছাড়াইতে পারিলাম না? তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

- মথি ১৭:১৪-২০

এই কাহিনীটিতে আমরা একটি মরিয়া লোককে দেখতে পাই; তার পুত্র মন্দ আত্মা কর্তৃক পীড়িত, সে প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। যীশুর পরিচর্যার কথা ও মন্দ আত্মাদের বিতারণ করবার যীশুর যে ক্ষমতা ছিল সেই কথা শুনে, সেই ব্যক্তি যীশুর নিকট তার পুত্রকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে তিনি সেই ছেলেটিকে সুস্থ করতে পারেন। তবে, তিনি যখন সেই স্থানে গিয়ে পৌছালেন, তখন দেখতে পেলেন যে যীশু সেই স্থানে ছিলেন না, তিনি তাঁর তিনজন শিষ্যকে নিয়ে প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে পর্বতের উপরে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্য যে সব শিষ্যরা ছিল তারা বলেছিল যে যীশুর সেখানে না থাকাটা কোনো সমস্যাই নয়; যে দিন থেকে যীশু তাদেরকে মন্দ আত্মাদের বিতারণ করবার অধিকার প্রদান করেছিলেন, সেদিন থেকে তারা তাঁর নামেতে, সেই কাজ করে আসছে, এবং তারা ওই ব্যক্তির পুত্রের ব্যাপারটা সমাধান করতে পারবে। কিন্তু তারা যখন এই বালকটির জন্য প্রার্থনা করেছিল, তখন ভুত তাকে ছেড়ে চলে যায় নি। যদিও তারা চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভুতটি বিদায় নেয় নি। সেই পিতাটি দুঃখিত ছিল ও জনতার যে ভিড় যীশুকে অনুসরণ করত তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল।

কিন্তু সেই মুহুর্তে যীশু ও তাঁর তিনজন শিষ্য পর্বত থেকে নেমে এলেন ও ঘটনাস্থলে আবির্ভুত হলেন। কোলাহল দেখে কি ঘটছে যীশু তা জানতে চাইলেন। সেই ছেলেটির বাবা, কিভাবে শিষ্যদের কাছে ছেলেটিকে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা সেই ভুতকে তাড়াতে পারে নি, এই সব কথা খুলে বললেন। এরপর সেই পিতা এমন কিছু করেন যা অনেকের কাছেই যথাযত বলে বলে হবে। তবে যখন কোনো উত্তর নেই বলে মনে হয়, তখন অধিকাংশ মানুষ যেভাবে সংকটের মুখোমুখি হয়ে থাকে তখন সেটা যথাযত নাও হতে পারে। তিনি দয়ার জন্য যীশুর কাছে ক্রন্দন করেন। যদিও আপনি যখন মরিয়া অবস্থায় থাকেন, তখন দয়া ভিক্ষা করাটিকে একটি উত্তম কার্য বলে মনে হতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেটি এই ব্যক্তির উত্তর ছিল না, আর আপনার উত্তরও সেটি নয়। এই পিতাটি তার অবস্থার জন্য যীশুর করুনা জাগ্রত করতে চেয়ে, এরপর যীশুকে বলতে থাকেন যে কিভাবে মন্দ আত্মা তার ছেলেকে পীড়িত করে এসেছে, সেই ছেলেটিকে কখনও অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ও তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে। যীশু লোকটিকে থামিয়ে দেন। সেই লোকটির ছেলে যে পীড়ন সহ্য করছিল সেই সম্পর্কে আর কিছু শোনবার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। হতাশায় যীশু চিৎকার করে উঠেন, “হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? তোমরা উহাকে এখানে আমার কাছে আন”। যীশুর এই একটি মাত্র বাক্যতেই, কেন সেই ভুত বার হয়ে আসে নি, যীশু তা ব্যাখ্যা করেন।

কিন্তু যীশু যা বলেছিলেন তার অর্থের গভীরে প্রবেশ করবার পূর্বে, আমরা যে ভিত্তির উপর রয়েছি, সেটিকে আমাদের পুনরায় ব্যক্ত করবার প্রয়োজন। সেটি হলো এই যে ঈশ্বর মিথ্যা কথা বলেন না ও বলতে পারেন না। তিনি যা বলেন তা সত্য। সেই কথাটি ধরে নিয়েই, আমরা এই উক্তিটির সাহায্যে পরিস্থিতিটির মূল্যায়ন করতে পারি, “ভুতদের বেরিয়ে আসবার কথা!” তারা যদি বেরিয়ে না আসে, তাহলে কোথাও কিছু গলদ রয়েছে, আর সেটি ঈশ্বরের দিকের নয়, বরং আমাদের দিকের সমস্যা। এই কথাটি স্মরণ রাখুন, ঈশ্বরের নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি থাকে, সেগুলি সব সময় আমাদের দিক থেকে হয়। যে কারণে মন্দ আত্মা বেরিয়ে যায় নি যীশু সেটি দ্বার্থ্যহীনভাবে আমাদের বলেন—বিপথগামী চিন্তা ও অবিশ্বাস। আমরা এক মিনিটের মধ্যে এই

দুটি কারণের উপর আলোচনা সেরে ফেলব। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এই পর্যায়ে, আমি এই কাহিনীতে পিতা ও পুত্রের দিকে নজর দিতে চাই।

সেই পিতাটি স্পষ্টতই তার পুত্রের জন্য মরিয়া ছিল। যখন শিষ্যরা সেই বালকটির জন্য প্রার্থনা করেছিল, তাতে যখন কিছুই ঘটছে না বলে মনে হয়েছিল, তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কোনো নিশ্চিত উত্তর সেখানে ছিল না। একমাত্র যে উত্তরটি কোনো কাজে আসতে পারে বলে সেই ব্যক্তি ভেবেছিলেন, সেটি কোনো কাজে আসে নি। তারপর সেখানে করবার মত একটি মাত্র কাজ অবশিষ্ট ছিল, সেটি ছিল দয়ার ভিক্ষা করা। "দয়ার জন্য ভিক্ষা করা" এই বাক্যাংশটি ইঙ্গিত করে যে কোনো একজন ব্যক্তির সাহায্য করবার ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে কিন্তু সে তা করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইভাবে, সেই পিতার কাছে একমাত্র যে কাজটি করা বাকি ছিল তা হলো ছেলেটি যে ভয়ানক অত্যাচার সহ্য করছিল সেটির একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যান করে, তার অবস্থার প্রতি যীশুকে করুনাবিষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা।

বেশ খোলাখুলি করে বলতে হলে বলতে হয় যে, এইভাবেই বেশিরভাগ মানুষ প্রার্থনা করে থাকে। তারা জানে যে সাহায্য করবার মত শক্তি ঈশ্বরের রয়েছে, কিন্তু তাঁর সাড়া কেমন হবে সে ব্যাপারে তারা অনিশ্চিত। তাই তারা দয়া ভিক্ষা করে থাকে। কাজেই দীর্ঘ প্রার্থনা ও শব্দবাহুল্যের দ্বারা, তারা বেদনা ও পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ পেশ করে থাকে। "পিতা, তুমি তো জানো যে শুক্রবারের মধ্যে আমার ওই টাকাটা প্রয়োজন; হে ঈশ্বর, দয়া করে আমাকে সাহায্য কর"। অথবা "হে ঈশ্বর, দয়া করে আমার সন্তানকে সুস্থ কর, আমি আমার জীবনের সকল দিন ধরে তোমার পরিচর্যা করব। দয়া কর ঈশ্বর।" মানুষ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে, আমি সেটিকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করছি না, কিন্তু যীশু কত তাড়াতাড়ি সেই পরিস্থিতিটির মধ্যে ঈশ্বরের পরাক্রমকে আনয়ন করেছিলেন ও সেই বালকটিকে মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়টি লক্ষ্য করুন। এটি ঈশ্বরের অন্তর, তার ইচ্ছা। করুনা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কোনো ঘাটতি নেই। এই কাহিনীতেও সেটি কোনো একটি সমস্যা ছিল না। যীশু সমস্যাটিকে একটি বিপথগামী ভাবনা ও অবিশ্বাস বলে বর্ণনা করেছেন। অন্য কথায়, এই ক্ষেত্রে ভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাসের অভাব ঈশ্বরের রাজ্যের প্রভাবকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

বেশ, ঈশ্বরের রাজ্যের অনেক রহস্য ও কিভাবে সেই রাজ্য পরিচালিত হয় সেই বিষয়ে, এখানে বলবার মত অনেক কিছু রয়েছে। এখানে, আপনার পক্ষে জানা আবশ্যিক এমন কিছু বিষয়ের সম্পূর্ণ ভেতরে আমি যেতে চাই না, কিন্তু কমপক্ষে আমি সেগুলির উল্লেখ করব, এবং পরবর্তিতে এখানে যে সকল ধর্মকে কার্যকরী হতে আমরা দেখি সেগুলিকে অধ্যয়ণ করব।

ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবার জন্য, আমাদের অবশ্যই এই প্রাথমিক ও মূলগত বিষয়টিকে বুঝতে হবে: ঈশ্বর আদমকে পৃথিবীর উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীর উপর তার কর্তৃত্ব করবার কথা ছিল।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক

-আদিপুস্তক**১**:২৬

আমার মনে হয় ইব্রীয় ২:৭-৯ এটিকে অতি স্পষ্টভাবে বলে:

'তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।" বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই;

অন্তত এখনকার মত, এই কথাটি বুঝুন যে পার্থিব রাজ্যে (মানুষের রাজ্যে) যাদের বৈধ অধিকার রয়েছে, এমন কোনো পুরুষ বা স্ত্রী যদি পৃথিবীতে স্বর্গের কর্তৃত্ব মুক্ত না করে, তাহলে ঈশ্বর এখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন না।

সেই কারণেই যীশু মথি ১৮:১৮ তে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন:

"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে"

আবারও বলি, এই পৃথিবীতে স্বর্গের কোনো কর্তৃত্ব নেই, যদি না সেটি এমন কোনো পুরুষ বা স্ত্রীর মাধ্যমে হয় যে এখানে সেই কর্তৃত্বকে মুক্ত করে। এই কারণেই যীশু এখানে বলছেন যে যদি কোনো পুরুষ বা স্ত্রী এখানে স্বর্গীয় কর্তৃত্বকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে স্বর্গ সেটিকে সাহায্য করবে। আমরা যদি সেটি না করি, তাহলে স্বর্গ তা করতে পারে না। এই ভাবনাটি যদি আপনার কাছে অদ্ভুদ বলে মনে হয়, তাহলে দয়া করে এখানে থেমে যাবেন না। আমি পরের দিকে সেই বিষয়টিকে সবিস্তারে আলোচনা করব। কিন্তু এখন যে কারণে মন্দ আত্মা সেই বালকটিকে ছেড়ে যায় নি, সেই কারণরূপে এই সত্যটিকে স্বীকার করে নিন – সেই মন্দ আত্মার বালকটিকে ছেড়ে যাওয়ার দরকার ছিল না! সেই মন্দ আত্মা তার বৈধ অধিকারেই সেখানে থাকবার জন্য সক্রিয় ছিল। আবারও, সেই ভুতের সেই বালকটিকে ছেড়ে না যাওয়ার কারণরূপে যীশু বলেছিলেন বিশ্বাসের অভাব, অথবা অধিকারের অভাব। যখন আদম তার বিদ্রোহের মাধ্যমে কার্যত ঈশ্বরকে বার করে দিয়েছিল, তখন মানুষের কাজ কর্মকান্ডের বিষয়ে ঈশ্বর তাঁর অধিকার হারিয়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু বন্ধু, আপনি সেই ব্যক্তি নন; আপনার নিকট ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায়বিচারের উপলব্ধ রয়েছে আপনার সমস্যাগুলির সমাধান রয়েছে

পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, "তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে (আদম কর্তৃক), আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এ সকলই তোমার হইবে"।

- লুক ৪:৫-৭

সুতরাং, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে ঈশ্বরের অধিকার বহন করেছিল, অর্থাৎ-- আদম, ঈশ্বর যখন তাকে হারিয়ে ফেললেন, তখন তিনি সেই অধিকারও হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার বলছি, আমি আগেই বলেছি যে, সুনির্দিষ্ট এই ধর্মগুলির বিষয়ে পরের দিকে আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করব, কিন্তু এই কাহিনীটিকে প্রধান যে কারণের জন্য আমি এখানে উপস্থাপিত করেছি তা হলো সেই পিতার মনোভাব ও মরিয়াভাব এবং তিনি যেভাবে ক্ষমা ভিক্ষার উপরে নির্ভর করেন সেটিকে নির্দেশ করা। নিচের কয়েকটি বাক্যকে খুব মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন।

অভাবগ্রস্ত একজন মানুষের প্রতি সুবিচার প্রদান ও সমস্যার সমাধান আনয়ন করবার মত যদি কোনো অধিকার বা আইন ও কোনো প্রণালী না থাকে, তাহলে ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এটি আমি অন্য ভাবে বলি। একজন ব্যক্তির কোনো একটি সমস্যার জন্য যদি কোনোরূপ আইনি সমাধান না থাকে, বা যেখানে ন্যায়বিচার প্রদান করা হয় তেমন কোনো প্রণালীর নাগাল যদি সে না পায়, তাহলে উত্তরের কোনো আশ্বাস থাকে না। করবার মত একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তিই অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু বন্ধু, আপনি সেই ব্যক্তি নন; আপনার নিকট ঈশ্বরের রাজ্যে ন্যায়বিচারের উপলব্ধ রয়েছে। আপনার সমস্যাগুলির সমাধান রয়েছে। স্মরণ রাখবেন যে ঈশ্বরের রাজ্য হলো একটি সরকার, এবং সেটি এমন আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত হয় যেগুলি পক্ষপাতহীন ও সেই রাজ্যের অধীনে যারা বসবাস করে তাদের মধ্যে যে কোনো নাগরিকের নিকট তা প্রাপ্তিসাধ্য। এই বইয়ের প্রথমের দিকে আমি যেমন বলেছিলাম, ঈশ্বরের রাজ্য ন্যায়বিচারের (ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থা যেটিকে সঠিক বলে সেটিকে কার্যকর করবার জন্য যে বৈধ প্রক্রিয়া ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অধিগত করে) ও ধার্মিকতার উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেই ভুত বেরিয়ে না আসবার পেছনে একটি কারণ ছিল, আর সেটি ঈশ্বরের দুর্বলতা বা তাঁর ইচ্ছার মধ্যে কোনো একটি পরিবর্তন নয়। যীশু আমাদের দেখান যে তিনি কত দ্রুত শিষ্যদের তিরস্কার করেন ও তারপর সেই মন্দ আত্মাকে বার করে দেন।

অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা, যখন ঈশ্বরের রাজ্যের প্রমাণ দেখতে পায় না, তখন তারা তাদের মতবাদ পাল্টে ফেলে। তখন তারা বলে, “সকল মন্দ আত্মা বেরিয়ে আসে না”। তারা জানে যে ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে, আর তাই তারা অনুমান করে যে ঈশ্বর পার্থিব জগতে তাঁর যা ইচ্ছা তাই সাধন করতে

যেহেতু পার্থিব জগতের উপর মানুষের বৈধ অধিকার রয়েছে, তাই যতক্ষণ না একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যার এই পৃথিবীতে অধিকার রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বর্গ যা বলে সে সেটিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়, ও তারপর এখানে সেই কর্তৃত্ব মুক্ত না করে দেয়, ততক্ষণ ঈশ্বরের কর্তৃত্বভার ও তাঁর অধিকার সক্রিয় হতে পারে না

পারেন, তাই যদি ভুত বেরিয়ে না আসে, তাহলে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই ভুতটিকে বার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বন্ধু আমার, এহেন বিবেচনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যীশু বলেছিলেন যে মানুষের বিপথগামীতা ও তাদের অবিশ্বাসই সেই ক্ষেত্রে স্বর্গের অধিকারকে অকার্যকর করে তুলেছিল। আমি এটিকে এইভাবে বলতে চাই। যে কারণে সেই ভুত বার হয়ে আসে নি সেটি ছিল একটি আইনি সমস্যা – সময়কাল। সেই মন্দ আত্মাটিকে এই কারণে বার হয়ে আসতে হয় নি কারণ সেখানে কেউই সেই পরিস্থিতিতে স্বর্গের কর্তৃত্ব ও বৈধ অধিকার নিয়ে আসে নি। "কিন্তু গ্যারি, তারা তো সেই আত্মাটিকে বার করবার চেষ্টা করছিল"। হ্যাঁ, করেছিল, কিন্তু আমি যেমনটি বলেছি, আইনগত ভাবে সেই আত্মার বাইরে বেরিয়ে আসবার প্রয়োজন ছিল না। কেন? এখানেও, সেই ভুতকে বার করে দেওয়ার অধিকার স্বর্গের ছিল না। আমি এইমাত্র যা বলেছি সেটি আমি সংক্ষিপ্তাকারে বলতে চাই। তাদের বিপথগামী ভাবনা ছিল। যা ভুল তারা তাকে উত্তম বা গ্রহনযোগ্য বলত অথবা কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে ঈশ্বর যা বলেন তার তুলনায় তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা ছিল। যেহেতু পার্থিব জগতে অধিকার ফলাবার জন্য স্বর্গের বিশ্বাস প্রয়োজন হয়, তাই এক্ষেত্রে অবিশ্বাসও একটি বড় সমস্যা ছিল। শিষ্যরা সেটি মানতে চায় নি, তারা জোর দিয়ে বলছিল যে মন্দ আত্মা বেরিয়ে আসবে। তারা ভীত ছিল।

যেহেতু পার্থিব জগতের উপর মানুষের বৈধ অধিকার রয়েছে, তাই যতক্ষণ না একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যার এই পৃথিবীতে অধিকার রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বর্গ যা বলে সে সেটিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়, ও তারপর এখানে সেই কর্তৃত্ব মুক্ত না করে দেয়, ততক্ষণ ঈশ্বরের কর্তৃত্বভার ও তাঁর অধিকার সক্রিয় হতে পারে না। যাই হোক, স্বর্গ যা বলে, সেটিকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের অন্তরের মেনে নেওয়াকেই বিশ্বাস বলা হয়ে থাকে। এবং ওই দিন কারোর সেই বিশ্বাস ছিল না। তারা দ্বিধাগ্রস্ত ও অবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল, সেইরূপে ওই পরিস্থিতিতে তারা

স্বর্গের অধিকারকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু যীশুর সেই বিশ্বাস ছিল ও তিনি জানতেন যে ভুতটি বেরিয়ে আসছে! যীশু সেই কাজে হাত দিলেন ও তৎক্ষনাত সেই ভুত বেরিয়ে গেল। "কিন্তু গ্যারি, যীশু যখন সেই মন্দ আত্মাকে তিরস্কার করেছিলেন, তখন সেটি বেরিয়ে এসেছিল, তার কারণ হলো তিরস্কারকারী সেই ব্যক্তিটি ছিলেন স্বয়ং যীশু"। তাই বুঝি? মার্ক ৬:৫ দেখা যাক যখন যীশু তাঁর নিজের নগরে পরিচর্যা করছিলেন।

> *তখন তিনি সে স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য্য করিতে পারিলেন না, কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন*

আপনাকে এই বিষয়ে একমত হতে হবে যে যীশুর সুস্থ করবার মত ক্ষমতা ছিল, তাই নয় কি? তাহলে আপনি নিশ্চয় এই উত্তরটিও দিতে পারবেন যে তিনি যা যা করতে চেয়েছিলেন কেন এই কাহিনীটিতে তিনি তা করতে পারেন নি। সেখানে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোনকিছু তাঁকে বাধা দিয়েছিল। সেটি কি ছিল তা তিনি ৬ পদে বলেছিলেন, "আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন"। বিশ্বাস (স্বর্গের সাথে একমত হওয়া) স্বর্গের কর্তৃত্ব পার্থিব জগতে প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, যেভাবে আপনি পরিত্রাণ প্রাপ্ত করেছিলেন ও খ্রীষ্টের নিকট এসেছিলেন, তার মধ্যে সহজেই এই নীতিটি দেখতে পাবেন।

> *"কারণ হৃদয়েই তুমি বিশ্বাস করো ও ধার্মিক বলে গণ্য হও এবং তোমার মুখে তা স্বীকার করো ও পরিত্রাণ পাও"*
>
> - রোমীয় ১০:১০

আপনি আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস করেন (স্বর্গ যা বলে), এবং আপনি ধার্মিক গণিত হন। এটি একটি আইনি পরিভাষা। এর অর্থ হলো আইনের প্রশাসন এবং এটি এই ইঙ্গিত বহন করে যে এখন পার্থিব জগতে স্বর্গের অধিকার রয়েছে। এই নীতিটির একটি সরল দৃষ্টিতে, স্মরণ করুন যে আদমকে এই পৃথিবীতে বৈধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এবং এখনও মানুষের সেই অধিকার রয়েছে। এটির সাথে মানুষ এদন উদ্যানে শয়তানের নিকট যে আত্মিকভাবে কর্তৃত্ব করার

সক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলেছিল সেটির সাথে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এখন পার্থিব জগতে মানুষের যে বৈধ কর্তৃত্ব রয়েছে ঈশ্বর তা লঙ্ঘন করতে পারেন না। সুতরাং, ঈশ্বরকে অবশ্যই একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে খুঁজতে হবে যে পার্থিব জগতে বৈধভাবে প্রবেশ লাভ করবার ও অভিব্যক্তি প্রাপ্ত করবার জন্য স্বর্গের সাথে একমত হবে।

রোমীয় ১০:১০ এ, আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখানে এই পার্থিব জগতে স্বর্গের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মুক্ত হওয়ার পূর্বে দুটি ঘটনা ঘটতেই হবে। প্রথমটি ইতিপূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি: স্বর্গ যা বলে, সেটিকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের অন্তরের মেনে নেওয়া ও তার সাথে একমত হওয়াকেই বিশ্বাস বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়, আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে বিশ্বাসে থাকাটিই এখানে স্বর্গকে মুক্ত করবে না। অবাক হলেন? ব্যাখ্যা করে বলি। একটি বৈদ্যুতিক বাতির সুইচের কথা চিন্তা করুন। বিদ্যুত সরবরাহ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাতিটি জ্বালানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই সুইচটিতে চাপ দিতে হবে। স্বর্গ যা বলে যখন আমরা তাতে বিশ্বাস করি, তখন সেই বিশ্বাস স্বর্গের সাথে সংযোগটিকে বৈধ বা ধার্মিকতাপূর্ণ করে তোলে। কিন্তু তারপর আমাদেরকে সেই কর্তৃত্বকে এখানে মুক্ত করতে হবে। যেমন আমার দেওয়া উদাহরণটিতে, আমাদের সুইচটিকে অন করবার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যখন ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বকে স্বীকার ও তার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করি তখন আমরা এটি করে থাকি।

আমি জানি আমি নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করছি, কিন্তু আপনার জন্য স্বর্গের নিকট যা কিছু রয়েছে সেটি গ্রহণ করবার সক্ষমতা লাভ করবার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের রাজ্যের এই ধর্মটিকে বোঝা খুব অত্যাবশ্যক। আপনি যেভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন – অর্থাৎ, যা কিছু স্বর্গ বলে সেটি আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস করবার দ্বারা এবং তারপর স্বর্গ যা বলে সেটি বলা বা তার পরামর্শ অনুসারে কার্য করার দ্বারা – সেই একইভাবে স্বর্গ থেকে সর্বদা আপনি যা কিছু গ্রহণ করে থাকেন সেগুলি আপনি প্রাপ্ত করবেন।

যীশু যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন ও যেভাবে সেই রাজ্যকে উপস্থাপন করেছিলেন, সেটি শিষ্যদের নিকট অজ্ঞাত, অবোধ্য ছিল। অনেক সময় আমরা দেখতে পারি যে শিষ্যরা যা কিছু দেখছিল তার দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা পূর্বে যে শাস্ত্রের অংশটি পাঠ করেছি সেটিতে,

আমার বিশ্বাস এই যে মন্দ আত্মার প্রকাশের দ্বারা শিষ্যরা ভীত ও দ্বিমনা হয়ে পড়েছিল, সেইরূপে তারা তাদের বিশ্বাসকে অকার্যকর করে ফেলেছিল। আমি অনুমান করছি যে তারা যখন এই ভুতটিকে বার করবার জন্য গিয়েছিল, তখন সেটি সপ্রকাশিত হয়েছিল, সম্ভবত ছেলেটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিল ও একটি বৃহৎ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। সেটি হয়ত ভয়ের সঞ্চার করেছিল। এখানে আমি শুধুমাত্র অনুমান করছি, কিন্তু আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত। এমন কিছু একটা ঘটেছিল যা তাদের হৃদয়কে স্বর্গের সাথে চুক্তি থেকে বার করে অবিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল।

অন্যদিকে, এই ধরনের পরিস্থিতির সম্পর্কে স্বর্গ যা বলেছিল যীশু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন ও তিনি সেই মন্দ আত্মাটিকে বার হয়ে আসবার আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কাজেই, আমরা যেমন দেখতে পারি, সেই মন্দ আত্মা বার না হয়ে আসবার সমস্যাটি পার্থিব জগতে ছিল, স্বর্গীয় জগতে নয়। আমাকে যদি এমন কোনো একটিমাত্র শাস্ত্রের অংশকে বেছে নিতে হয় যা পৃথিবীতে শাস্ত্রের অন্য যে কোনো অংশের থেকে অধিক উত্তমভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের কার্যপ্রণালীকে দেখায়, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে সেই অংশটি হলো মার্ক ১১:২২-২৪ । মঞ্চটি প্রস্তুত করবার জন্য, আমাদের দুটি পদের সাহায্য নিতে হবে, এবং আমরা দেখতে পাবো যে যীশু একটি ডুমুর বৃক্ষের সাথে কথা বলেছিলেন ও সেটি শুকিয়ে গিয়েছিল। সেই গাছটিতে ফল দেখতে না পেয়ে, যীশু সেটিকে অভিশপ্ত করেছিলেন। পরের দিন শিষ্যরা যখন সেই একই গাছকে পুনরায় অতিক্রম করেছিল, তখন তারা দেখেছিল যে গাছটি শুকিয়ে পড়েছে। পিতর যা দেখেছিল তার দ্বারা বিস্মিত হয়েছিল ও চমকিত হয়ে গিয়ে যীশুর নিকট চিৎকার করেছিল।

এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে

- মার্ক ১১:২৪

যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, ‘উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,’ এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে

যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে"।
- মার্ক ১১:২২-২৪

লক্ষ্য করুন যা কিছু ঘটেছিল তা দেখে পিতর বিস্মিত হয়েছিলেন। কিভাবে তা ঘটেছিল? যীশু তো গাছটির সাথে কথা বলেছিলেন মাত্র। তা সত্ত্বেও, কোনো সন্দেহের অবকাশ ছাড়াই সেই গাছটি যীশুর বাক্যের প্রতি সাড়া দিয়েছিল ও গাছটি মরে গিয়েছিল।তারপর যীশু পিতরকে একটি "সত্য" বলেন, অর্থাৎ, ঈশ্বরের রাজ্যের একটি ধর্ম বলেন। পার্থিব জগতের সাথে ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে সহযোগিতা করে থাকে, যীশুর ব্যাখ্যাটি আমাদেরকে সেই বিষয়ে অধিক জ্ঞান প্রদান করে। আবারও, এই উদাহরণটিতে সেই একই ধর্মকে কার্যকরী হতে দেখি যার বিষয়ে আমরা আলোচনা করে আসছি; পৃথিবীতে একজন পুরুষ বা স্ত্রীলোক, যে স্বর্গ যা কিছু বলে তার সাথে সম্পূর্ণ একমত (এখন সে ধার্মিক গণিত), তারপর সে স্বর্গের কর্তৃত্বের বিষয়ে বলে বা সেই কর্তৃত্বকে মুক্ত করে দেয়। নিশ্চিতভাবেই, এই কাহিনীটিতে সেই ব্যক্তিটি হলেন স্বয়ং যীশু, কিন্তু যীশু তাঁর ব্যাখ্যায় তাঁর শিষ্যদের নিকট এই বিষয়টিকে অতি সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এইমাত্র তিনি যা করলেন সেই কাজ "যে কেউ" করতে পারে।

আমি নিশ্চিত যে আপনি এই বিষয়ে একমত হবেন যে যীশু মানুষকে যে ধর্ম বা নীতিটি শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তারা যদি সেটি প্রকৃতই জানত ও বুঝতে পারতো, তাহলে তাদের জীবনে সেটির একটি নাটকীয় প্রভাব থাকতো। আমি আমার নিজের পারিবারিক জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রভাব দেখেছিলাম, কিন্তু আমরা নিজেরা যা কিছু শিখেছিলাম যেহেতু আমরা সেগুলিকে অন্য পরিবারগুলিকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, তাই তাদের উপর সেই রাজ্যের প্রভাব দেখতে পাওয়াটি ছিল দুর্দান্ত বিষয়। আমি এটির সাথে আমার নিজের মন্ডলীর একটি ঘটনাকে যুক্ত করব যেখানে এই ধর্মটিকে দেখানো হয়েছিল। অনেক সময়, ঈশ্বরের রাজ্য ও সেটির কার্যকারিতা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকাটি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার পার্থক্য হয়। এই কাহিনীতে সেটি ছিল।

জেনিফার আমার মন্ডলীতে যোগদান করতে এবং বিশ্বাস ও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শ্রবণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তখন তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ও তিনি চেয়েছিলেন যেন বাড়িতে প্রসব হয়। তখন তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে তার কর্তৃত্ব ও অধিকার সম্পর্কে জেনে শিহরিত হয়েছিলেন। কাজেই ঈশ্বরের বাক্য সন্তান জন্মের বিষয়ে যা বলে ও তার সন্তানের প্রতি ঈশ্বরের রাজ্যের যে সকল প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হবে, তিনি সেগুলি অধ্যয়ণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে তার একটি সুস্থ স্বাভাবিক গৃহ-প্রসব হবে। তিনি একজন ধাত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন। আমাদের মন্ডলীতে এমন একজন স্ত্রীলোক ছিলেন, যার নিজের বেশ কয়েকবার স্বগৃহে প্রসব হয়েছিল, জেনিফার সেই স্ত্রীলোকটিকে তার নিজের প্রসবকালে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

তার প্রসবের প্রাক্কালে, তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে, সকল সেবাকার্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন। জেনিফারের কাছে এই ধারণাগুলি ছিল নতুন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে যে প্রকৃত উত্তর রয়েছে তিনি সেটি জানতে পছন্দ করতেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই সময়কালে, তার স্বামীকে রবিবারে কাজ করতে হত, এবং তিনি তার সাথে নিয়মিতভাবে মন্ডলীতে যোগদান করতে পারতেন না। বেশ, সন্তান জন্মানোর সময় অবশেষে চলে এল। ধাত্রী ও পরামর্শদানকারীকে তলব করা হলো।

তখন রাত প্রায় দুটো বা তিনটে হবে। আমার বিছানার পাশে রাখা টেলিফোনটি বেজে উঠলো। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে, আমি জেনিফারের পরামর্শদানকারীকে চিৎকার করে বলতে শুনলাম, “পাষ্টার, মরা শিশু জন্ম নিয়েছে, প্লিজ প্রার্থনা করুন”! খবরটি আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে আমার ঘুম কেড়ে নিল। প্রসব বিষয়ক পরামর্শদানকারীটি তারপর বললেন যে শিশুটিকে এই মাত্র একটি এম্বুলেন্স মারফৎ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি আমাকে আরো জানালেন যে, আসলে, চিকিৎসকদের দলটি শিশুটি হাসপাতালে পৌঁছাবার পর সেটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে।

ড্রেনডা ও আমি লাফিয়ে উঠলাম ও পোশাক পড়ে তৈরী হয়ে গেলাম। আমার কি করা উচিত, সেটি শোনবার জন্য আত্মাতে প্রার্থনা করা শুরু করে দিলাম। আমি জানতাম যে দিয়াবল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মন্ডলীকে কলঙ্কিত

করতে চাইবে। আমি আমার কল্পনার চোখে খবরের কাগজের শিরোনাম দেখতে পাচ্ছিলাম, ‘‘চরমপন্থী গীর্জার গৃহে প্রসবের উস্কানির ফলে শিশু মৃত্যু’’। একটি শিশুর বাড়িতে নাকি অন্য কোথাও কিভাবে জন্ম নেওয়া উচিত, এই বিষয়টিতে সত্যিই আমাদের সেই বিষয়ে নিজেদের কোনো অবস্থান ছিল না, কিন্তু এটাও ঠিক যে, স্ত্রীলোকদের অনেকেই স্ব-গৃহে প্রসব করতে চাইত। ড্রেনডা ও আমি যখন গাড়িতে চেপে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সেই কুড়ি মিনিটের পথে আমরা আত্মাতে প্রার্থনা করছিলাম। মাঝ রাস্তায় পৌঁছে, সহসা আমি অনুভব করলাম যে ঈশ্বরের আত্মা আমার উপরে রয়েছেন, আর আমি জানতে পেরেছিলাম যে শিশুটির কিছু ক্ষতি হবে না। সেই মুহুর্তেই, আমার স্ত্রী আমার দিকে মুখ ফেরালেন ও বললেন যে এইমাত্র প্রভু তাকে বললেন যে শিশুটি ভালো থাকবে।

প্রভু আমাকে ও আমার স্ত্রীকে যা বলেছিলেন আমি তা জানতাম, তাই আমি ইমার্জেন্সি রুমের মধ্যে প্রবেশ করলাম, সেখানে আমি কি দেখব সেটির বিষয়ে আমি উৎসুক ছিলাম। সেই কক্ষে, আমি সাত বা আটজন নার্সদের একটি দলকে একটি শিশুর চারিপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। শিশুটিকে দেখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, গোলাপী ও ক্রন্দনরত বলেই মনে হলো। আমি তাদের মুখমন্ডলকে মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করলাম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি যখন একদল মহিলাদের একটি শিশুকে ধরে থাকতে দেখবেন, তখন আপনি তাদের মুখে হাসি দেখতে পাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কোনকিছুই ছিল না। তার পরিবর্তে, প্রত্যেকের মুখে একটি বিস্ময় ছিল।

যে স্ত্রীলোকটি আমাদের ফোন করেছিলেন তার সাথে আমরা সাক্ষাত করলাম। তিনি পুনরায় আমাদের জানালেন যে বাড়িতে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, আর সেটি ২০ মিনিট আগে করা হয়েছিল। শিশুটি যখন হাসপাতালে এসে পৌছে ছিল তখনও সেটিকে মৃত বলেই ঘোষণা করা হয়, কিন্তু হটাৎই, শিশুটি যেন জেগে উঠলো। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক! পবিত্র আত্মা ড্রেনডা ও আমাকে ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, সেইভাবেই শিশুটিকে জীবিত ও সুস্থ দেখে দেখে আমরা উভয়েই শিহরিত হয়ে ছিলাম।

এর মধ্যে, অন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স সেই শিশুর মা জেনিফারকে মাতৃসদন বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল। সুতরাং, তিনি তার শিশুকন্যার অবস্থার বিষয়ে কিছু

জানতেন না। আমার স্ত্রী, ড্রেনডা তাকে দেখবার জন্য মাতৃত্ব বিভাগে গিয়েছিলেন। জেনিফার যেখানে শুয়েছিলেন, ড্রেনডা যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, "জেনিফার, তোমার বাচ্চা একদম সুস্থ আছে, আর সে এক কথায় অপূর্ব সুন্দর"। জেনিফারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি বলে উঠলো, "না, ওই শিশুটি তো একটি মৃতদেহের ব্যাগের মধ্যে রয়েছে"! আমার স্ত্রী যথেষ্ট জোর দিয়ে সেই নার্সটির ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের গৌরব হোক, আজ, সেই শিশুকন্যাটি, যার নাম হেলি (Haley) দেওয়া হয়েছিল, সে একটি সুন্দরী যুবতী। তার কোনোরূপ মস্তিস্কের ক্ষতি বা কোনো রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নেই। ঈশ্বরের রাজ্য আত্মিক ধর্মের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, এই কথা জানবার ফলে, আমি জানতাম যে এই পরিনতিটি দৈবাৎ ভাবে ঘটেনি। কাজেই আত্মিক বিজ্ঞানী হওয়ার কারণে (খ্রীষ্টান বিজ্ঞানী নয়, বরং এমন একজন ব্যক্তি যে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কার্য করে সেটির অধ্যয়ন করে), আসলে যা ঘটেছিল আমি সেটি আবিস্কার করতে চেয়েছিলাম।

আমি জানতাম যে, অ্যাম্বুলেন্সে যে দলটি বাড়িতে এসেছিল, তারা অফিসিয়াল বা বিধিবদ্ধভাবে শিশু হেলিকে "পৌঁছানোর পর মৃত" বলে ঘোষণা করেছিল। আমি এও জেনেছিলাম যে হাসপাতালে পৌঁছাবার পর সেখানেও সেই শিশুটিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাহলে কি ঘটেছিল? আমি হাসপাতালে থাকা সেই প্রসব বিষয়ক পরামর্শদানকারিনীর সাথে কথা বলেছিলাম, এবং যা ঘটেছিল, সেই বিষয়ে আমাকে সবিস্তারে জানানোর জন্য তাকে বলেছিলাম। আমি সূত্রের সন্ধান করছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে শিশুটির জন্ম হওয়ার সময় পর্যন্ত সবকিছুই ঠিক ছিল। শিশুটির মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্ন ছিল না, ও তার রঙ গভীর নীল হয়ে গিয়েছিল। ধাত্রী শিশুটিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি তা পারেন নি। এর পর সেই পরামর্শদানকারিনীটি বলেন যে সেখানে জেনিফারের পরিবারের বেশ কিছু সদস্য ছিল, যারা তখন ভয় পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু জেনিফার শান্তভাবে তাদেরকে নীরব থাকতে বলেছিলেন, এবং তারপর তিনি তার স্বামীর মুখে তার আঙ্গুল দিয়ে, বলেছিলেন, "একটাও কথা বলো না – এই শিশুটির কোনো ক্ষতি হবে না!"

আমি সেখানেই সেই পরামর্শদানকারিনীকে থামিয়ে দিলাম এবং জেনিফার তার স্বামীকে যা বলেছিলেন সেটি পুনরায় তাকে বলতে বললাম। একটু আগেই

তিনি যা বলেছিলেন সেই একই কথা আবার তিনি বললেন, জেনিফার তার স্বামীর মুখে তার আঙ্গুল দিয়ে, বলেছিলেন, "একটাও কথা বলো না – এই শিশুটির কোনো ক্ষতি হবে না!" বাহ! এই কথাটাই তো দরকার! সেই মুহূর্তটিতেই, এই ঘোষণাটি ছোট্ট হেলির জীবন রক্ষা করেছিল। আমার নিজেকে একজন গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছিল যে একটি বড় রহস্যের সমাধান করেছে! আমি প্রফুল্লিত হয়েছিলাম। ব্যাপারটি খুব সরল, কিন্তু খুব গভীর। জেনিফার ওই পরিস্থিতিটির মধ্যে সরল চিত্তে আত্মিক ধর্মের প্রয়োগ করেছিল, এবং সেটি তার শিশুটির জীবন রক্ষা করেছিল! একটু আগেই আমি যা জেনেছিলাম তার উপর ধ্যান করে বুঝেছিলাম যে সেটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

জেনিফার জানতেন যে বিগত কয়েক মাসে তিনি নিজে যেভাবে তার বিশ্বাসকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, তার স্বামী সেইভাবে বিশ্বাসে গড়ে উঠতে পারেন নি, কারণ তিনি তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, তাদের পরিবারের কর্তারূপে, সেই শিশুটির জন্মের সময়ের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সাথে তার স্বামীর যে ধরণের চুক্তি হবে, সেটিই সেই শিশুটির ভাগ্য নির্ধারণ করবে। সেই কারণেই তার প্রথম কাজ ছিল তার স্বামীর সাথে কথা বলা ও তাকে তাদের শিশুটির মৃত্যুর চুক্তিতে আবদ্ধ হতে না দেওয়া। তার পরিবর্তে জেনিফার নিশ্চিত ছিলেন যে শিশুটি জীবিত থাকবে ও সুস্থ থাকবে, এবং তিনি সেটি সাহস ও বিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন।

জেনিফার যখনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন, তখনই তিনি এম্বুলেন্সের কর্মীদলের নিকট গেলেন ও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সেই রাতে হাসপাতালে সেই শিশুটিকে নিয়ে আসবার সময়ে তারা সেই শিশুটির জন্য কী করেছিল। তারা তার দিকে লজ্জিতভাবে তাকিয়ে ছিল।

অবশেষে তাদের মধ্যে একজন মুখ খুলে বলেছিল, "কিছুই নয়"

জেনিফার প্রশ্ন করলেন, "কিছুই না মানে? আপনারা কি CPR করেছিলেন?" তারা বলল "না"।

"আপনারা কি শিশুটির জন্য কিছু করেছিলেন?"

তারা আবার বলল, "না"।

তারা তাকে বলেছিল যে শিশুটি মারা গিয়েছিল, আর তার সুস্থ হওয়ার আর কোনো আশা ছিল না। তবে, তারা যখন হাসপাতালে এসে পৌঁছে ছিলেন, তখন

শিশুটি যেন "জেগে উঠেছিল"! অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদল হাসপাতাল ও দমকলের পক্ষ থেকে সেই বছরের কর্ম তৎপরতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল। সেটি হলো কোনো একটি কঠিন পরিস্থিতির ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত একটি বাৎসরিক পুরস্কার। কিন্তু তারা স্বীকার করেছিল যে তারা কিছুই করে নি।

আমরা কিছুদিন আগেই আমাদের টেলিভিশন সম্প্রচারে হেলিকে, তার মা জেনিফারের সাথে নিয়ে এসেছিলাম; এবং আমাদের সকলে, অশ্রুসজল নয়নে, পুনরায় ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আনন্দ করেছিলাম। আমরা এই কারণে আনন্দ করেছিলাম যেহেতু টিভির পর্দায় এমন একজন ছিল যে জানতো যে কিভাবে আত্মিক ধর্ম ও ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের মধ্যে থেকে কার্য পরিচালনা করতে হয়।

এই ঘটনাটিতে আমরা দেখি যে, স্বর্গ যা বলে জেনিফার সেই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং তারপর তার নিজের কথার সাহায্যে সেই পরিস্থিতির মধ্যে সেই অধিকারকে মুক্ত করেছিলেন। ধর্মটি কাজ করেছে!

আমার মন্ডলীর আরেকটি পরিবার ঈশ্বরের রাজ্যের এই একই ধর্মের সাহায্যে নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল। দুজন বোন একসাথে দুপুরের খাবার খাবে বলে স্থির করেছিল। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কারণ তাদের দুজনের মাঝে সম্ভবত ১২ বা ১৩ টি শিশু ছিল। তারপর, তারা যখন মধ্যাহ্নভোজন করছিল, তারা লক্ষ্য করলো যে, চার বছর বয়সী যোয়েল সেখানে নেই। তারা গোটা বাড়ি খুঁজলো কিন্তু যোয়েলের দেখা মিলল না। কাজেই তারা ভেবেছিল যে শিশুটি হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে, কিন্তু আবার একটি সম্পূর্ণ তল্লাশির পর, তারা তাকে খুঁজে পেল না। হটাৎ, শিশুটির মা টিনার মনে এক ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার উদ্রেক হলো। বাড়ির পেছনের উঠোনে যে জলের ডোবাটি আছে, ওখানে পড়ে যায় নি তো? তিনি পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেড়িয়ে গেলেন। তার পাশে তার ১৩ বছর বয়স্কা ভাইঝি কোর্টনি ছিল। তারা যখন যোয়েলকে নিশ্চল অবস্থায় সেই ডোবাটির জলের নিচে ডুবন্ত অবস্থায় খুঁজে পেল, তখন টিনা ভয়ে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে কতক্ষণ ধরে ছিল কেউ তা জানতো না। টিনা যখন ডোবায় নামলেন ও সেখান থেকে যোয়েলকে তুলে আনলেন তখন তিনি চিৎকার করে ৯১১ নম্বরে ফোন করতে বললেন। যোয়েলের শ্বাস পড়ছিল না, সে বিবর্ণ ও নিশ্চল হয়ে পড়েছিল।

সেই ১৩ বছরের শিশুটি, যে আমাদের শিশুদের পরিচর্যার বিভাগে বেড়ে উঠেছিল, সে তার কাকিমাকে বলেছিল, “না, টিনা কাকিমা, ৯১১ তে ফোন করবার দরকার নেই; এখানে আমাদের অধিকার রয়েছে। আমাদের প্রার্থনা করতে হবে”। কাজেই তারা দুজনেই প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলো, কিন্তু তারপরেও কিছুই হলো না। টিনা পুনরায় চিৎকার করে বললেন, “৯১১ তে ফোন কর!” তারপর কোর্টনি তার কাকিমাকে বলল, “টিনা কাকিমা, যোয়েলের প্রতি জীবন উচ্চারণ করতে হবে”। কাজেই কোর্টনি বললো, “যোয়েল, যীশুর নামেতে, উঠে পড়!” হটাৎ যোয়েল হেঁচকি দিয়ে উঠলো, মুখ দিয়ে জল বার হয়ে এলো, এবং জ্ঞান ফিরে পেল, পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আমি যখনই এই ঘটনাটির কথা চিন্তা করি, আমি সর্বদা বিস্মিত হই, সেই ছেলেটি সুস্থ হয়েছিল সেই কারণে হই না, কিন্তু সেই মুহুর্তে সেই ১৩ বছরের বালিকাটির ও সেই মুহুর্তে তার উপস্থিত বুদ্ধির কথা চিন্তা করে চমৎকৃত হই। জীবন ও মৃত্যুর একটি অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে, সেই মেয়েটি ভয়ে হাল ছেড়ে না দিয়ে যা করবার প্রয়োজন ছিল সেটি সে বুঝতে পেরেছিল। কোর্টনি প্রমাণ করেছিল যে একটি সুন্দর ধর্মোপদেশের চাইতে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করে সেটি জানা অধিক উত্তম; সেটি জীবন বা মৃত্যু!

আবার, লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্ম কিভাবে কার্য করে। প্রথমে কোর্টনি বলেছিল যে তাদের প্রার্থনা করতে হবে, তারা সেটি করেওছিল, কিন্তু কিছুই ঘটে নি। এর কারণ আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন আমরা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও পরাক্রম মুক্ত করি না। কিন্তু আমরা পথ নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করি। সেই মুহুর্তে তাদের ঠিক সেটিই প্রয়োজন ছিল। তারপর আপনি সেই ঘটনাটিতে খেয়াল করবেন যে কোর্টনি বলছে যে যোয়েলের প্রতি জীবন উচ্চারণ করবার প্রয়োজন আছে। তারা যখন সেটি করেছিল, তখন যোয়েল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসেছিল ও আজ পর্যন্ত সে সুস্থ রয়েছে। পুনরায়, আমরা সেই হৃদয়কে দেখি যেটি স্বর্গ যা বলে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত না যার মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে এমন একজন নারী বা পুরুষ কর্তৃক পার্থিব জগতে সেই অধিকার মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কিছুই হয় না।

আমি আপনাকে আরেকটি ঘটনার কথা বলি, যেটি পরিবারের খুব নিকট আত্মীয়র সাথে ঘটেছিল। ড্রেনডার ভাই তার স্ত্রী ক্যান্ডিকে, তাদের পঞ্চম সন্তান

প্রসব করানোর উদ্দেশ্যে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে দিন সকালে ক্যান্ডি লেবার রুম বা সুতিকাগারে ছিলেন, সেদিন ড্রেনডা ও আমি সেই পরিবারের নতুন সংযোজনকে দেখবার উদ্দেশ্যে হাসপাতালে ছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম যে সেখানে আমাদের পৌঁছাবার অনেক আগেই শিশু জন্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছিলাম যে কয়েকটি বিলম্বের কারণে, একটু আগেই শিশু জন্ম হয়েছিল। আমরা যখন মাতৃত্ব বিভাগে প্রবেশ করলাম, তখনই শিশু হল্যান্ডকে শিশুদের কক্ষে নিয়ে আসা হচ্ছিল। যেমনটি আপনিও হয়ত দেখেছেন যে, একটি হাসপাতালের মাতৃত্বের বিভাগে একটি শিশুকক্ষ মানে মূলত জানালা দিয়ে নির্মিত একটি ঘর। যার ফলে নবজাতককে যখন ভেতরে নিয়ে আসা হয়, তখন আপনি সেটি দেখতে পান।

তারা যখন ছোট্ট হল্যান্ডকে ভেতরে নিয়ে এলো, আমি সেই মুহুর্তেই লক্ষ্য করলাম যে তাকে পুরো সাদা দেখাচ্ছে। জনির সকল শিশুরাই প্রায় সাদা, কিছুটা সোনালী চুলের; আর প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, জনির সন্তানদের জন্মের সময় রঙের ঘাটতি হওয়াটা হয়তো স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তা হলেও তাকে দেখে ঠিক মনে হচ্ছিল না। হটাৎ ডাক্তারেরা সকলে চারিদিকে ছুটোছুটি করতে থাকলো। নার্সরা তাড়াতাড়ি পর্দাগুলি নামিয়ে দিল যাতে শিশুকক্ষটি আমি দেখতে না পারি, আর আমি জানতাম যে লক্ষণ মঙ্গলজনক নয়। যদিও পর্দাগুলি নামানো ছিল, কিন্তু একটি ফাঁক ছিল যার মধ্য দিয়ে সেখানে যা যা ঘটছিল, আমি তার সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। নার্সরা যন্ত্রপাতি বার করতে শুরু করেছিল, এবং একজন ডাক্তার হল্যান্ডের উপর CPR করা শুরু করেছিলেন। আমি শিশুকক্ষটির আরেকটি দরজার কাছে হেঁটে গিয়েছিলাম যেখান থেকে আমি স্পষ্টভাবে শুনতে পারছিলাম যে ডাক্তারেরা কোন বিষয়ে কথা বলছেন। আমি যখন তাদের কথা শুনলাম, তখন আমি হতচকিত হয়ে পড়লাম, কারণ আমি তাদের বলতে শুনেছিলাম যে শিশুটির কোনো হৃদস্পন্দন নেই আর তারা হৃদপিন্ডকে সচল করতে পারে নি। আমি যখন তাদের কথা শুনতে থাকলাম, তখন আমি শুনতে পারছিলাম যে হার্ট মনিটরটি মাঝে মাঝে স্পন্দিত হচ্ছে। আমি একটি স্পন্দন শুনছিলাম, তারপর ১৫ বা ২০

স্মরণ রাখবেন যে ঈশ্বরের রাজ্যের নীতি বা ধর্মগুলি প্রতিটি সময়, যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে কার্যকারী হয়!

সেকেন্ড পার হয়ে যাচ্ছিল, তারপর আমি আরেকটি স্পন্দন শুনতে পারছিলাম। হল্যান্ডের হৃদস্পন্দন ছিল না!

ডাক্তারবাবু রুম থেকে বেরিয়ে জনির কাছে গেলেন ও বললেন, "জনি; লক্ষণ ভালো নয়; সরি, কিন্তু আমরা এখনও চেষ্টা করছি"। শিশুকক্ষে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয় নি, তাই ব্রেনডা আর জনি সেই কক্ষের এক প্রান্তের দরজার উপর তাদের হস্তার্পণ করলেন, আর আমি অন্য প্রান্তের দরজায় আমার হাত রাখলাম। আমরা প্রার্থনা করতে শুরু করলাম ও ঘোষণা করলাম যে হল্যান্ড মরে যাবে না, সে জীবিত ও সুস্থ থাকবে। আমরা যীশুর নামে সেই হৃদপিন্ডটিকে স্পন্দিত হতে আজ্ঞা দিলাম।

যে ডাক্তারবাবু জনির সাথে কথা বলছিলেন, তিনি খুব তড়িঘড়ি শিশুকক্ষ থেকে বেড়িয়ে এলেন। তিনি একটি কথা না বলেই আমাদের পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই, তিনি দ্রুত গতিতে ফিরে এলেন, তার পিছু পিছু একজন নার্স যাচ্ছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, "ডাক্তারবাবু, আমরা এটা করতে পারি না। এই হাসপাতালে আমাদের ওই প্রক্রিয়া করবার অধিকার নেই। আমি আপনাকে ওই রক্ত নিতে দিতে পারি না।" তিনি তার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করেই শিশুকক্ষে পুনরায় প্রবেশ করলেন। তার হাতে একটি নিয়মপুস্তিকা ছিল, আমি বলতে পারি যে কিভাবে কোনো একটি চিকিৎসা প্রণালী চালাতে হয়, তিনি মনোযোগ দিয়ে সেটি পাঠ করছিলেন। এইবার আমি সেই পর্দাগুলির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম যে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে শিশুটির দেহের মধ্যে লম্বা একটি নল প্রবেশ করাতে থাকলেন। এইবার আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি সেই শিশুটিকে রক্ত দিচ্ছিলেন।

হটাৎ আমার কানে এলো যে হৃদস্পন্দন শুরু হয়ে গেছে। হৃদস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি ঘটল ও একজন নবজাত শিশুর পক্ষে যেটি স্বাভাবিক সেই স্তরে গিয়ে পৌঁছে গেল। এক মিনিট পর সেই ডাক্তারটি বেরিয়ে এলেন ও বললেন, "ঘরের মধ্যে দূতগণ ছিল; ঈশ্বর আমাকে এই শিশুটির বিষয়ে সাহায্য করেছেন!" আমরা বলতে পারি যে তিনি কাঁপছিলেন। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে তিনি তখন ডিউটিতে ছিলেন না ও ক্যান্ডির জন্মের মধ্যে তাঁর কোনো ভুমিকা ছিল না। যে সময়ে এই সকল কিছু ঘটেছিল, তখন তিনি কেবলমাত্র অন্য একজন রোগীকে দেখবার জন্য সল্প সময়ের জন্য হাসপাতালে এসেছিলেন। আমি বলতে পারি যে

যা যা ঘটেছিল সেই ডাক্তারবাবু তখনও সেটি নিয়ে ঘোরের মধ্যে ছিলেন, কারণ তিনি আমাদের বলেছিলেন যে ৩৬ মিনিট ধরে হল্যান্ডের কোনো হৃদস্পন্দন ছিল না।

আজ হল্যান্ড একটি সুন্দর স্বভাবিক চার বছরের শিশু। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক নীতি সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানই সেই পরিস্থিতির উপযুক্ত উত্তর নিয়ে এসেছিল। আমি এখনও স্মরণ করতে পারি, আমি যখন সেই শিশুকক্ষের দরজায় আমার হাত রেখেছিলাম, তখন মনে মনে ভাবছিলাম, "আমরা ড্রেনডার ছোট্ট ভাইজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব না! আমরা থাকতে কিছুতেই নয়!"

একটু আগেই আমি যে সকল ঘটনাগুলি বললাম, সেগুলির প্রতিটিতে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য প্রভাব ফেলেছিল সেটি মনন করবার জন্য যেহেতু আমরা সময় ব্যয় করব, তাই আমি চাইব আপনি স্মরণ রাখবেন যে ঈশ্বরের রাজ্যের নীতি বা ধর্মগুলি প্রতিটি সময়, যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে কার্যকারী হয়! যেমনটা আমি এই বইয়ের শুরুর দিকে বলেছিলাম যে পার্থিব জগতের ভৌত ধর্মগুলি প্রতিবার একই ফলাফল সহকারে কার্যকরী হয়। সেগুলি পক্ষপাতহীন এবং যে কেউ সেগুলি জানবার ও প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় করবে, তার জন্য সেগুলি কাজ করবে। বিদ্যুত শক্তি যেমন আফ্রিকাতে, ঠিক সেইভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করে; কোনোরূপ ভিন্ন আচরণ করে না।

আমি যখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য এমন এক রাজ্য যার মধ্যে অতি সুস্পষ্ট অথচ গোপনীয় নীতি বা ধর্ম রয়েছে, তখনই আমি জেনেছিলাম যে আমি আমার সমস্যার উত্তর খুঁজে পেয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বরের কখনই আমাকে আশীর্বাদ না করবার অথবা আমার প্রয়োজনের সময়ে আমাকে সাহায্য না করবার সিদ্ধান্ত নেন নি। না, আমি এখন বুঝেছি যে আমার জীবনে আমার যখন যা কিছুর প্রয়োজন হবে সেই সমস্ত কিছু ঈশ্বর আমাকে সেই যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রদান করেছিলেন, যিনি তাঁর বলিদানের মাধ্যমে স্বর্গে যা কিছু রয়েছে, সেই সকল কিছুকে আমার নাগালের মধ্যে রেখেছেন। আমি এখন বুঝে গিয়েছি যে ঈশ্বরের রাজ্য স্থিরীকৃত কিছু নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় যেগুলি আমি জানতে ও নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারি।

আমি ভিন্ন একটি মানসিকতা সহকারে বাইবেলের প্রতিটি কাহিনী পাঠ করা শুরু করে দিলাম। আমি সেই সকল সূত্রের সন্ধান করতাম যা ঈশ্বরের রাজ্যের

আরেকটি নীতিকে প্রকাশ করবে। আমি নিজেকে একজন আত্মিক বৈজ্ঞানিক হওয়ার লক্ষ্যে নিয়োজিত করে দিলাম, যাতে আমি জানতে পারি যে এখন পর্যন্ত আমি যে সকল বাইবেলের কাহিনী পাঠ করেছি সেগুলির মধ্যে সেই সকল ঘটনা কেন ঘটেছিল। অনেক লোকের কাছে ১ যোহনের এই শাস্ত্রাংশটি হাস্যকর ও অদ্ভুত বলে মনে হয়। আমি জানি যে আগেও আমরা এই অংশ পাঠ করেছি, কিন্তু পুনরায় আমরা এটিকে পাঠ করব, কারণ এই অংশটির মধ্যে সেই সত্যটির অনুররণ রয়েছে যা আপনার উত্তর।

আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি
- ১ যোহন ৫:১৪-১৫

আমি এই পদগুলিকে পছন্দ করি কারণ এই অংশটি আইনের কথা বলে, এবং আইন আমাদেরকে ন্যায়বিচার প্রাপ্ত করবার সাহস জোগায়। আমাদের সাহস এই – আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী (ব্যবস্থা, ঈশ্বর যাকে সঠিক বলেন) কোনো কিছু যাচ্ঞা করি, তাহলে তিনি আমাদের কথা শোনেন। আবারও, “আমাদের কথা শোনেন” এই পরিভাষাটি ঈশ্বরের আমাদের শ্রবণযোগ্য কথাগুলি শোনবার সম্পর্কে বলছে না, যদিও তিনি সেই কথাও শোনেন। বরং, এই পরিভাষাটি ঈশ্বরের সেই বিষয়টির দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলছে। আপনি যদি এমন একজন বিচারকের কথা চিন্তা করেন যিনি একটি কেস গ্রহণ করেন ও তার নিজের অনুভুতি অনুযায়ী নয়, বরং আইন অনুসারে সেই বিচারকাজ সম্পন্ন করেন (এইভাবেই সেটি কার্যকারী হওয়ার কথা), তাহলে আপনি এই শাস্ত্রাংশটি বুঝতে পারবেন। তিনি আমাদের কথা শ্রবণ করেন—তিনি কেসটি গ্রহণ বা শুনানি গ্রহণ করেন, এবং আমরা সেই ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেতে পারি, যেটি বৈধরূপে আমাদের।

বন্ধু, আমার সত্যিই মনে হচ্ছে যে আপনার থেমে যাওয়া ও ওটি পুনরায় ধীরে ধীরে পাঠ করা প্রয়োজন। আপনি এইমাত্র যা পাঠ করলেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে, আর সেটি সত্যই, তাহলে আপনার জীবন আনন্দে ফেটে পড়তে চলেছে!

যে সব লোকেরা এই জ্ঞানটি ছাড়া প্রার্থনা করে তাদের কোনো সাহস নেই; তারা যখন প্রার্থনা করে তখন তারা কেবলমাত্র পুনরুক্তি করে। যীশু এই বিষয়ে মথি ৬:৭-১৩ তে বলেছিলেন।

> *আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে*
>
> - মথি ৬:৭

"পুনরুক্তি" এই শব্দটির অর্থ হলো একটি অর্থহীন শব্দ বা আওয়াজ এর বিভ্রান্তি উচ্চারণ করা। এইভাবেই বেশিরভাগ লোক প্রার্থনা করে থাকে। তাদের ন্যায়বিচারের অধিকারের বা ঈশ্বরের রাজ্যে তিনি তাদের ইতিমধ্যেই তাদেরকে বৈধভাবে যা দিয়েছেন সেই বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই। আপনার যা রয়েছে তার জন্য আপনাকে ভিক্ষা বা ক্রন্দন করবার কোনো প্রয়োজন নেই!

একবার ভাবুন যে একজন পুলিশ অফিসার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল ও একটি লরিকে থামতে বলছিল, আর সে ওই লরিটিকে থামবার জন্য হটাৎ করে কাঁদতে ও বিনতি করতে আরম্ভ করে দিল। "লরি, প্লিজ থামো। আমার প্রতি দয়া কর। প্লিজ বন্ধু একটু থামো"। সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও তার আইনি ব্যবস্থার প্রতি সর্বাধিক জঘন্য ও লজ্জাজনক অপমান করা হবে। না, সেই পুলিশ অফিসার সোজা হয়ে দাঁড়াবে ও পরিষ্কারভাবে সেই লরিটিকে থামতে বলবে, এবং সেই লরিটি দেশের আইনের ও দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী অফিসাররূপে সেই ব্যক্তিটির পদমর্যাদার উপর ভিত্তি করে থামবে।

যে সকল লোকেরা ঈশ্বরের নিকট করুনা ভিক্ষা করে, ঐশ্বরিক দেশের আইন বা তাদের নিজেদের অবস্থানের সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। একজন পুলিশ অফিসারের পক্ষে একটি লরিকে থামাবার জন্য মিনতি করবার ঘটনা এই কারণেই দেশের প্রতি এহেন অপমান, যেহেতু সেটি একটি এমন দেশের বর্ণনা দেয় যার মধ্যে আইন বা কর্তৃত্ব নেই। এই ধরণের দেশে আপনি কেবলমাত্র নৈরাজ্য দেখতে পাবেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা যখন মিনতি করতে থাকে, তখন সেটি ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি দুর্বল রাজ্য রূপে প্রকাশ করে, যা কোনো সাড়া দেয় না। এর কারণে মানুষের মনে তাদেরকে সাহায্য করবার ব্যাপারে ঈশ্বরের

সদিচ্ছা বা সক্ষমতার প্রতি সন্দেহ তৈরী করে, অথচ, তারা যে বিষয়ে যাচঞ্ঞা করে আসছে, শুরু থেকেই সেই বিষয়ে তাদের একটি অধিকার রয়েছে। এই ধরনের দুর্বল ভিক্ষাবৃত্তি প্রার্থনার সম্পর্কে যীশু আমাদের একটি সুস্পষ্ট উত্তর দেন – "**এটা বন্ধ কর**"!

> *'আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে। অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচঞ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও;*
>
> *হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক; আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।*
>
> - মথি ৬:৭-১৩

স্মরণ রাখবেন, কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় যীশু আমাদের সেটি এই পদগুলিতে শিক্ষা দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক লোকেদের গৃহে এই পদগুলি সুন্দর ছবির ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় থাকে, তা সত্ত্বেও তারা এই পদগুলির অর্থ বুঝতে পারে না। এই অনুচ্ছেদটিকে প্রভুর প্রার্থনা বলা হয়, কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের কিভাবে এই কথাগুলির সাহায্যে প্রার্থনা করতে হয় সেটি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আমরা যেভাবে আমাদের মান্ডলীক আরাধনার সময়ে করে থাকি, তিনি সেইভাবে আক্ষরিকভাবে এই কথাগুলি দিয়ে প্রার্থনা করছিলেন না। এই বাক্যগুলি, কিভাবে প্রার্থনা করতে ও প্রার্থনার ফল পেতে হয়, সেটির নিয়ম বিধি, কেবলমাত্র উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য মুখস্ত পদমাত্র নয়।

"তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক," কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে তার একটি নির্দেশ। ঈশ্বরের

ইচ্ছা, যা স্বর্গে রয়েছে সেটিকে পার্থিব জগতে ও আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে আনয়ন করবার জন্য, আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। তাহলে আপনার উত্তর কোন টি? ঈশ্বর যেটিকে আপনার বলেন সেটি বিশ্বাস করুন, এবং পার্থিব জগতের মধ্যে স্বর্গকে আনয়ন করবার এবং আপনার ও আপনার আশেপাশের মানুষদের প্রয়োজনের বিষয়গুলি সরবরাহ করবার জন্য জন্য স্বর্গ রাজ্যে থাকা আপনার অধিকারকে ব্যবহার করুন।

তাই এক মুহুর্তের জন্য থেমে যান ও এই বিষয়ে চিন্তা করুন। আপনি যদি সন্দেহের লেশমাত্র ছাড়াই জানতেন যে আপনার প্রার্থনা ফলপ্রসু ও সমগ্র স্বর্গ সেই প্রার্থনাকে সমর্থন করে, তাহলে সেটি কি প্রার্থনাকালে আপনাকে সাহসী করে তুলত? হ্যাঁ!!! স্বর্গের একজন নাগরিকরূপে আপনার বৈধ অধিকারগুলি কি কি সেটি সঠিকভাবে জেনে, এরই মধ্যে আপনাকে মুক্তভাবে যা যা দেওয়া হয়েছে তা জেনে এবং গ্রহণ করবার প্রক্রিয়ার বিষয়ে বুঝে, এবং সেই সকল নিয়মের সুবিধা ভোগ করবার দ্বারা, আপনি জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন পথে চলতে পারেন—ঈশ্বরের রাজ্যের পথে। ভয়ের প্রতি কী ঘটবে? অনিশ্চয়তার প্রতি কি ঘটবে? সেই জ্ঞান কিরূপে আপনার ভবিষ্যতের দিকের ও একটি ঝড়ের মাঝে ভরসাকে প্রণোদিত করবে? ড্রেনডা ও আমি যখন ঈশ্বরের রাজ্য আবিস্কার করা আরম্ভ করেছিলাম তখন এটিই ছিল আমাদের প্রতি সেই রাজ্যের প্রভাব। আমরা যা দেখতাম প্রায়শই আমরা সেই কারণে বিস্মিত হতাম। না, পুনরায় আমি এটি গুছিয়ে বলছি। আমরা অবিরত চমকিত ও বিস্মিত হচ্ছিলাম! ঈশ্বর তাঁর পক্ষে মন্ডলীকে এবং পার্থিব জগতের সরকারের মাধ্যমে কার্য করবার জন্য যে অধিকার প্রদান করেছেন, সেটির দ্বারা আমরা আরো অধিক বিস্মিত হতাম।

> *কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে*
>
> - রোমীয় ৮:২

আমরা “পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা” থেকে মুক্ত হয়েছিলাম এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রদান ও “জীবনের আত্মার ব্যবস্থা”-এর অধিকার দেওয়া হয়েছিল এটি আবিস্কার করাটি ছিল অভিভূত হওয়ার মত। তারপরেও বলব যে, বাস্তবে

সেই ব্যবস্থাকে আমাদের নিজেদের জীবনেই ঈশ্বরের রাজ্যের ধার্মিকতা উৎপাদন করতে দেখাটি আমাদের নিকট অধিক অভিভূত হওয়ার মত ছিল।

ঈশ্বরের রাজ্য আমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি মানসিকভাবেও একটি নতুন আশাতে এবং হতাশানাশক ওষুধ থেকে রেহাই পেতে সুযোগ দিয়েছিল। সেই রাজ্য আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। ১৮০০ বর্গফুটের একটি ভাঙ্গা খামারবাড়ির মাসিক মাত্র ৩০০ ডলার ভাড়া প্রদানের কষ্ট থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে ৫৯ একর সুন্দর জমির উপর নির্মিত ৭,৭০০ বর্গফুটের গৃহ নির্মাণ করতে ও সেই গৃহ নির্মাণের সমস্ত খরচ করতে সক্ষম করেছিল। আমার স্ত্রীও আমাকে অনেক অধিক ভালোবেসে ছিলেন! এমন শোভন গাড়ি চালানোটা ছিল অমূল্য বিষয় যে গাড়ি নিয়মিতভাবে বিকল হয় না। মাত্র কয়েকটি বছর আগেও সুসমাচারের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ দান করাটি ছিল অসম্ভব ভাবনা। জীবন, ঈশ্বরের রাজ্যের জ্যোতি, অন্ধকারকে গিলে খাচ্ছিল; এবং ঠিক যেভাবে আদিপুস্তকে ঈশ্বর যখন তাঁর সম্পূর্ণ করা সৃষ্টিকে অবলোকন করে বলেছিলেন "উত্তম হইয়াছে"! আমিও বিস্ময়ে স্থবির হয়ে বসে থেকে বলেছিলাম, "ইহা উত্তম, অতি উত্তম"।

ড্রেনডা ও আমি এতই রোমাঞ্চিত ছিলাম যে যারাই ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শুনত তাদেরকে আমরা সেটি বলতাম ও তাদেরকে আমাদের ঘটনাগুলি বলতাম। আমাদের মন্ডলীর লোকেদের মধ্যেও বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছিল ও আমাদের মত তারাও সেই একই ফল পাচ্ছিল, এবং সেই সকল মানুষদের একজন ছিল আমাদেরই একটি ১২ বছর বয়সী কন্যা। সে ঈশ্বরকে অনেক কিছু করতে দেখেছিল, এবং বারংবার আমাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যের যে অব্যর্থ ব্যবস্থা ফল উৎপাদন করে থাকে সেটিকে সে দেখেছিল। আমি জানতাম মেয়েটি এই ব্যবস্থাগুলি দেখছে ও সেই বিষয়ে জানছে, কিন্তু সে যে আসলে কতটা অধিক জানছিল সেটি একটি ঘটনা আমার চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

একদিন আমি তাকে শুভ রাত্রি বলবার জন্য তার শোবার ঘরে গিয়েছিলাম ও সেখানে কিছু একটা আলাদা রকম ছিল। সেখানে তার ঘরের দেওয়ালে একটি পোমেরেরিয়ান (Pomeranian) কুকুরের ছবি ছিল। এখন, যে কোনো পিতামাতা, যারা জগতের বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞ, তাদের সন্তানদের কাছে, এই ধরণের একটি ছবি থাকবার খুব নিশ্চিত লক্ষণটি হলো এই যে শীঘ্রই তাদের কাছে একটি কুকুর

এনে দেওয়ার জন্য বায়না করা হবে। তাই আমি সেখানেই সেই সম্ভবনাকে সমাপ্ত করব বলে স্থির করলাম, কারণ আমি আরেকটি পোষ্য কুকুর আনতে চাইছিলাম না। কিয়রস্টেন (Kirsten)- এর বোন পলির আগে থেকেই একটি পোষা কুকুর ছিল, আর ওরা দুজনে একই ঘরে শুয়ে থাকত, কাজেই পলির কুকুরটি সবসময় পলি ও কিয়রস্টেনের সাথেই থাকতো।

কিয়রস্টেনের ছবিটা আমার কতটা ভালো লেগেছে সেটি আমি শান্তভাবে ওকে বললাম, কিন্তু তার সাথে এও বললাম যে আমি আরেকটি পোষ্য কুকুর চাই না। সে যদি একটি কুকুর পুষতে চায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার উচিত তার বোনের ডাকসহোন্ড (Dachshund) কুকুরটিকে আরো বেশি সময় ধরে আদর করা। সেই রাতে কিয়রস্টেন কিছু বলেনি, শুধুমাত্র আমি যা বলেছিলাম সেটিকে মেনে নিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম ল্যাঠা চুকে গিয়েছে, কিন্তু তারপরেও বেশ কয়েকবার পোমেরেরিয়ান কুকুরের কথা উঠে এসেছিল। এই ধরনের কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল, "একটা পোমেরেরিয়ান কুকুর পুষলে সেটা কি দারুন একটা ব্যাপার হবে না?" অথবা " ওরা খুব লোমশ আর তুলতুলে"। তারপর অবধারিতভাবে কিয়রস্টেন তাড়াতাড়ি আমাকে সেই কুকুরগুলির একটির ছবি দেখাতো যেটি সে অনলাইনে খুঁজে পেয়েছিল। আবারও, আমি পরিষ্কারভাবে বলতাম, "না"। আমি ছিলাম বাড়ির প্রধান, আর আমরা বাড়িতে আরেকটি কুকুর আনবো না।

আবার আমার মনে হয়েছিল যে বিষয়টির নিস্পত্তি ঘটেছে। কিন্তু প্রায় একমাস পর একদিন, আমরা যখন গীর্জা থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম, তখন কিয়রস্টেন এক মুখ হাসি নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাস সহকারে আমার কাছে এসে বলল, "বাবা, জানো, ঠিক তুমি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছিলে, সেইভাবেই আজ বিশ্বাস দ্বারা আমি একটি পোমেরেরিয়ান কুকুরছানা পেয়েছি"। আমি তাকে আরেকটি কুকুর পোষবার ব্যাপারে আমার আগের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। তার মুখের হাসি পরিবর্তন না করেই সে বলল, "কিন্তু বাবা, মা যে বলে যে ঈশ্বর একজন রাজার হৃদয়েরও পরিবর্তন করতে পারেন"। তার সেই মন্তব্য আমার নিকট বিদ্রোহপূর্ণ বলে মনে হয় নি। সে সরলভাবে তার মায়ের কথায় সম্মত হয়েছিল এবং ঈশ্বর যেন আমার হৃদয় পরিবর্তন করেন, সেই জন্য প্রার্থনা করেছিল। আমার আর কিছুই বলবার ছিল না। এইবার আমি বুঝতে পারলাম যে তার মা ও

সে আলোচনা করেছিল, এবং তার মা তাকে সাহস যুগিয়ে বলেছিলেন যে ঈশ্বর সত্যই আমার মন পরিবর্তন করেছিলেন।

সেই সাহসে ভর করে, সেইদিন সকালে সে মন্ডলীতে, বীজ বপন ও সে যে তার কুকুরটি পেয়ে গেছে, সেটি স্বীকার করবার দ্বারা তার বিশ্বাসকে মুক্ত করেছিল। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম ও তার প্রতি আমার ভালবাসার বিষয়ে পুনরায় তাকে আশ্বস্ত করলাম ও পুনরায় আমার ঘটনাটি বলবার পর তাকে বললাম, "আমরা আমাদের বাড়িতে আর কোনো কুকুর আনবো না"। আমি তাকে বললাম যে আমি দুঃখিত কিন্তু কোনভাবেই আরেকটি কুকুর পোষা চলবে না। মনে হলো না যে আমি যা বলেছিলাম সে তাতে কর্ণপাত করেছিল; সে হাসি মুখে সেখান থেকে চলে গেল। আবারও, আমার মনে হয়েছিল যে অবশেষে ব্যাপারটি মিটে গেছে।

কিন্তু প্রায় এক মাস পর, মিসিসিপিতে একটি ছোট মন্ডলীতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ওটা একটি পল্লী মন্ডলী যার চারিদিকে উন্মুক্ত মাঠ ছিল। প্রথম সন্ধ্যার প্রচারের শেষে, পালক মশাই আমার কাছে এসেছিলেন ও বলেছিলেন যে আরাধনা চলাকালীন প্রভু তার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আপনি জানেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু পালকত্ব করবার পাশাপাশি পোমেরেরিয়ান কুকুরও পালন করি, এবং প্রভু আমাকে আপনাকে একটি ছয় সপ্তাহ বয়সের কুকুরছানা দিতে বলেছেন, সেই কুকুরছানাটি এখন নতুন বাড়িতে যাওয়ার উপযুক্ত"। আমি হা করে সেখানে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তখনও সেই কুকুরটি না নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে স্থিরচিত্ত ছিলাম, তাই আমি বলেছিলাম, "আমি আপনাকে জানাবো"। তিনি যে কোনো ধরণের কুকুর পালন করেন সেই বিষয়ে ক্ষুনাক্ষরেও আমার জানা ছিল না, এবং কিয়রস্টেন যে পূর্বে কুকুরছানার জন্য বায়না করেছিল সে ব্যাপারেও তাকে কিছু কখনও বলি নি।

অবশেষে আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম ও যা ঘটেছিল ড্রেনডাকে সেটি বলেছিলাম ও আমি যে ওই কুকুরটি বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই না সেটিও বলেছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "তুমি কি আমাদের মেয়ের বিশ্বাসকে অস্বীকার করবে?" আমার মতই ড্রেনডাও সত্যিই বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো কুকুর চাইতেন না, কিন্তু আরেকটি কুকুর আমাদের যা যা সমস্যা তৈরী করতে পারে, তিনি সেগুলির চাইতে কিয়রস্টেনকে বেশি ভালবাসতেন। আর এখন যেহেতু

কিয়রস্টেনের বিশ্বাসের ফলশ্রুতিরূপে ঈশ্বর সেই কুকুরটিকে নিয়ে এসেছেন, তাহলে কিভাবে আমরা আমাদের মেয়েকে বঞ্চিত করতে পারি? কাজেই আমি সেই পালককে বলেছিলাম যে আমি কুকুরটিকে নেব।

আমরা কিয়রস্টেনকে কিছু বলি নি, কিন্তু তার বোনকে বলেছিলাম যে সে যখন বিমানবন্দরে আমাদেরকে নিতে আসবে, তখন যেন সে অবশ্যই কিয়রস্টেনকে তার সাথে নিয়ে আসে। কিয়রস্টেন বিমানবন্দরে এসেছিল এবং আমরা তার কাছে হেঁটে গিয়ে তার হাতে সেই ছোট ভ্রমন করবার বাক্সটি ধরিয়ে দিয়েছিলাম যেটি আমরা কুকুরটির জন্য কিনেছিলাম। যখন কিয়রস্টেন সেই ছোট্ট পোমেরেরিয়ান কুকুরটিকে দেখেছিল, তখন সে কান্নায় ফেটে পড়েছিল। সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের আশেপাশে থাকা প্রতিটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ও তাদের সামনে ঘটে চলা দৃশ্যটি দেখেছিল। যখন কিয়রস্টেন ওখানে দাঁড়িয়ে সেই ছোট কুকুরছানাটিকে বুকে জড়িয়ে কাঁদছিল, তখন অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে লোকজন আমাদের ঘিরে ভিড় করতে শুরু করেছিল। ড্রেনডা সকলকে বলছিলেন যে কিভাবে আমাদেরকে সেই কুকুরটি দেওয়া হয়েছিল, এবং এই কুকুরটির জন্য কিয়রস্টেন কিভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল।

সেই সময়টিতেই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে আপনি যদি আপনার হাতে কেবলমাত্র একটি কুকুরছানা ধরে থাকেন, তাহলে আপনি একটি বিমানবন্দরেও উদ্দীপনা সভা আয়োজন করতে পারবেন। সব লোকেরা সেই কুকুরছানাটিকে দেখতে চেয়েছিল, এবং বিমানবন্দরে থাকা জনতার ভিড়ের মধ্যে সকলের পাশাপাশি পরিবহন নিরাপত্তা অফিসারেরাও কিয়রস্টেনের সাথে কাঁদছিল। এই সময়ে, আমার নিজেকে একজন ভয়ানক পিতা বলে মনে হয়েছিল। আমি যখন দেখলাম যে সেই কুকুরছানাটি আমার মেয়ের নিকট যে আনন্দ নিয়ে এসেছিল, এবং আমার মেয়ের বিশ্বাসের ফলশ্রুতিরূপে ঈশ্বর যেভাবে সেই কুকুরটিকে নিয়ে এসেছিলেন, আমি তখন ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, যেটি আমার মেয়ের কাছে এতটা মূল্যবান, কেনই বা আমি সেটির বিরুদ্ধাচারণ করতে গেলাম। কিয়রস্টেন কুকুরটির নাম শেক্সপীয়ার রেখেছিল। কুকুরটি খুব আদুরে ছিল।

ও আমাদের পরিবারের একটি প্রকৃত অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। যদিও সে একটি স্বাধীন ছোট্ট বন্ধু ছিল, তাও কিয়রস্টেন যেখানেই যেত ও দিন রাত সেখানেই ওর পিছু নিত।

যদিও এটি একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা, তবুও আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আর সত্যিকার অর্থে সেটিই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। কিভাবে সেই কুকুরটি উদয় হলো? এর আগে কখনই কেউ আমাকে কোনো কুকুর দান করতে চায় নি। আর আমার মেয়ে নির্দিষ্ট যে কুকুরটির জন্য তার বিশ্বাসকে মুক্ত করেছিল সেই কুকুরটিই বা কেমন করে এলো? সেটি কি কাকতালীয় ঘটনা ছিল? না, স্পষ্টতই না। এটি হলো ঈশ্বরের রাজ্য ও সেই রাজ্যকে যে সকল নীতি পরিচালনা করে থাকে, সেই সকলের একটি সরাসরি ফলাফল যেটি আমার পারিবারিক জীবনে উৎপন্ন হয়েছিল। আমার ক্ষেত্রে সেটি এমনভাবেই ফল উৎপন্ন করেছিল, যেভাবে সেটি প্রত্যেকবার ও সেই প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই সেই একই ফল উৎপাদন করবে যাদের বিশ্বাস রয়েছে ও যারা এই পার্থিব জগতে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার মুক্ত করে। আমরা স্বীকার করতে পারি যে ঈশ্বরের রাজ্যই সেই কুকুরটিকে তৈরী করেছিল। কিন্তু কিভাবে সেই রাজ্য সেই কাজ করেছিল? সেই সকল নীতি গুলি কী কী ছিল যেটি এই ঘটনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য কাজে লেগেছিল? আশা করি, আমরা যখন এই বইটি পাঠ করতে করতে এগিয়ে যাব, তখন আমরা কিছু স্পষ্ট উত্তর পাবো, যেগুলি কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যকে উপভোগ করতে হয় সেটি সঠিকভাবে জানতে আপনাকে সাহায্য করবে। শত হোক, আপনি তো সেই রাজ্যেরই বৈধ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত একজন নাগরিক! কিন্তু প্রথমে আমি আপনাকে আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে আরেকটি উদাহরণ দেব।

অধ্যায় ৪
বৃহৎ মাছটি

যখন ড্রেনডা ও আমি ঈশ্বরের রাজ্যের ও পার্থিব জগতে আমাদের যে অধিকার রয়েছে সেই বিষয়ে জেনেছিলাম, তখন আমরা এই বিষয়ে অধিক থেকে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছিলাম যে প্রকৃতপক্ষে আমরাই নির্ধারণ করি যে আমরা কিভাবে জীবনযাপন করব| ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু আমাদের জীবনে যে সকল যোগানগুলি প্রয়োজন ছিল বা আমরা যেগুলি চেয়েছিলাম সেগুলি আমাদেরকেই মুক্ত করতে হবে| সেটি নিজে থেকে মোটেই ঘটেনি| যেমন আমাদের মেয়ের ছোট্ট কুকুরটি, ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসবার ক্ষেত্রে কোনকিছুই অতি ক্ষুদ্র বা অগুরুত্বপূর্ণ ছিল না| যখন আমরা তা উপলব্ধি করেছিলাম, তখন বাস্তবে এমন কিছুই ছিল না যা অসম্ভব বা আমাদের সম্ভাব্য বিষয়ের বহির্ভূত ছিল| আমার জীবনের অধিকাংশ সময়টিতেই, আমি কখনই প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারি নি যে ঈশ্বর আমাদেরকে উপভোগ করবার জন্য রাজ্য, পরিপূর্ণ রাজ্য দিয়েছেন। কাজেই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি ছোট অ-অপরিহার্য ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রভাব বিস্তার করতে দেখাটি আনন্দের বিষয় ছিল| এটির একটি উদাহরণ নিম্নলিখিত কাহিনীটিতে বর্ণিত হয়েছিল| আমি এটিকে বড় মাছের গল্প বলে থাকি|

ঘটনাটি তখন ঘটেছিল যখন আমাদের পরিবার ছুটি কাটাবার জন্য আলাস্কায় ছিল| আমরা যে আলাস্কাতে যেতে পারি সেটিই আমার কাছে একটি স্বপ্ন ছিল| আমরা বিমানে করে অ্যাঙ্কোরেজ-এ গিয়েছিলাম ও তিন সপ্তাহের জন্য একটি প্রমোদ যান ভাড়া করেছিলাম ও পশ্চিমের তীরের বেশিরভাগ অঞ্চলে ভ্রমন করেছিলাম। এক কথায় সেটি সুন্দর ছিল! একদিন আমরা যখন কিনাই দ্বীপপুঞ্জের চারিপাশে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে একটি ভাড়া

নৌকায় একটি রেক বা তাকের উপর একটি ঝুলন্ত প্রকান্ড একটি মাছ রয়েছে| বেশিরভাগ ভাড়া করা নৌকাগুলি কিছুক্ষণ আগেই চলে এসেছিল; পোতাশ্রয়ের উপরে ও নীচে, এই একই ধরনের বড় মাছগুলি ঝুলছিল| আমার কাছে সেগুলি বড় বোয়াল মাছের মত দেখতে লাগছিল| আমি আগে কখনও হালিবাট মাছ (দ্বি-চক্ষু বিশিষ্ট এক ধরনের বৃহৎ মাছ) দেখি নি, আর ওই মাছগুলি কোন মাছ আমি তা জানতাম না, কিন্তু মাছগুলো প্রকান্ড ছিল| আমরা যখন একটার পর আরেকটা নৌকা ভাড়া দেওয়া কোম্পানি পাস দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম, সব কোম্পানিগুলি একটা পুরো দিন জুড়ে হালিবাট মাছ ধরবার জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল| সহসা, আমার স্ত্রী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আমি একটা হালিবাট মাছ ধরতে চাই, আর ওখানে যে ক্যাপ্টেন আছেন তার সাথেই আমি মাছটি ধরতে চাই"| তিনি একটি হালিবাট ধরবার জন্য ভাড়া নৌকার বিজ্ঞাপনের একটি সাইনবোর্ডের দিকে নির্দেশ করেছিলেন, সেই সাইনবোর্ডের উপরে মাছের খ্রীষ্টীয় চিহ্ন দেওয়া ছিল|

সর্বপ্রথমে, আমি চমকে উঠেছিলাম! "তুমি হালিবাট ধরতে চাও?" তিনি আগে কখনই মাছ ধরতে চান নি| কিন্তু তিনি জোর করতে থাকলেন, তাই অগত্যা আমরা গাড়ি থামালাম ও অফিসের মধ্যে প্রবেশ করলাম| অফিসের কর্মীটি অন্য একজন খদ্দেরের সাথে ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমরা কিছুটা সময় এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম, লোকেরা বুলেটিন বা ইশতিহার বোর্ডে যা কিছু লিখে রেখেছিল সেগুলি পড়ছিলাম| আমরা একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম যেটি একটি তৎকালে চলমান হালিবাট ধরবার প্রতিযোগিতার কথা বলছিল, কিন্তু শীঘ্রই সেই প্রতিযোগিতাটি সমাপ্ত হয়ে যাবে| যেহেতু আমরা নিজেরাও জানতাম না সে ব্যাপারটি কি, তাই হতেও পারে যে আপনিও সেটি জানেন না, তাই আমি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলি| হালিবাট প্রতিযোগিতা এমন একটি প্রতিযোগিতা যেটি সকল ভাড়া করা নৌকাগুলির ক্যাপ্টেনদের মধ্যে যে ক্যাপ্টেন সেই মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় হালিবাট মাছ ধরতে পারবে সেই প্রতিযোগিতা| বিজয়ী দলের ছবি কাগজে ছাপানো হবে ও তারা একটি চেক পাবে| ড্রেনডা ও আমি প্রতিযোগিতাটিতে অংশ নেওয়ার করবার বিষয়ে আলোচনা করলাম, কারণ আমরা এমনিতেও মাছ ধরতেই যাচ্ছিলাম| প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য মাত্র কয়েক ডলার ছিল; আর ঠিক তখনই এটি ঘটল|

আমার মিষ্টি, অতি নারীসুলভ স্ত্রী ড্রেনডা আমার দিকে মুখ ফেরান ও বলেন যে তিনি স্থির করেছেন যে তিনি এই প্রতিযোগিতা জিতবেন যাতে অন্য সকল ভাড়া নৌকার ক্যাপ্টেনদের মধ্যে এই ক্যাপ্টেনটির ব্যবসা পরিচিতি লাভ করে, কারণ সেই ক্যাপ্টেন একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী এবং ঈশ্বর গৌরব প্রাপ্ত করবেন। তাই যখন অফিসের টেবিলে আমাদের সাক্ষর করবার পালা এলো, তখন ড্রেনডা সাহসের সাথে ঘোষণা করলেন যে তিনি হালিবাট প্রতিযোগিতা জিতবেন, যাতে ঈশ্বর তাঁর গৌরব প্রাপ্ত করেন ও তাদের ব্যবসা স্বীকৃতি পায়, কারণ সেটি একটি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ব্যবসা| অবশ্যই, ভাড়ার নৌকার ক্যাপ্টেনটি কি ভেবেছিলেন আপনি তা কল্পনা করতে পারেন| অবশ্যই, প্রত্যেকেই হালিবাট প্রতিযোগিতা জয় করতে চাইবে, আর আমি নিশ্চিত যে সেই ক্যাপ্টেনটি যে সকল ভ্রমণকারীদের জলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগের কাছে না শুনলেও অনেকের কাছ থেকেই এই ধরণের কথা শুনেছিলেন| তবে তিনি এমন অনেক লোক দেখেছিলেন কিনা তা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না যারা বাস্তবে ঘোষণা করেছিল যে তারা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সেই প্রতিযোগিতা জিতবে|

বেশ, সেই প্রতিযোগিতাটির সম্পর্কে ড্রেনডার মন্তব্যের সম্পর্কে তিনি বেশি কিছু বলেন নি| আমরা যখন জলে গেলাম ও মাছ ধরা শুরু করলাম, তখন আমরা হালিবাট ধরা শুরু করলাম, আর ড্রেনডা ক্রমাগত সেই ক্যাপ্টেনটিকে (যিনি সেই নৌকার মালিকও বটে) প্রশ্ন করছিলেন যে, প্রতিযোগিতা জিততে হলে ধৃত হালিবাট মাছটিকে কত বড় হতে হবে| তিনি কেবল বলছিলেন যে ড্রেনডা এইমাত্র যে মাছটিকে ধরলেন, তার থেকে বড় মাছ ধরতে হবে| কাজেই যখনই তিনি একটি করে মাছ ধরছিলেন তখনই তিনি সেই একই প্রশ্ন করছিলেন| তাই তিনি যখন ৪০ পাউন্ড ওজনের একটি মাছ ধরলেন, তখন সেই ক্যাপ্টেনটি বললেন যে সেই মাছটি যথেষ্ট বড় নয়| তিনি যখন ৭০ পাউন্ড ওজনের একটি মাছ ধরলেন, সেটিও যথেষ্ট বড় ছিল না| অবশ্যই, সকলেই জানে যে হালিবাট খেতে কত সুস্বাদু, তাই আমরা যা ধরেছিলাম সেগুলিকে বাড়িতে পাঠাবো বলে পরিকল্পনা করছিলাম| একজন ব্যক্তি সর্বাধিক দুটি মাছ নিতে পারবে, তাই আমরা ৭০ পাউন্ড ওজনের মাছটি রেখে দিয়েছিলাম|

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, তারপর গোধুলি হতে চলছিল| আমার ছেলে টম, মেয়ে পলি, আমার নিজের, আমাদের সকলের মাথা পিছু দুটি করে হালিবাট মাছ

হয়ে গিয়েছিল| আমার আর দুজন সন্তান Amy ও টিম, তাদের একটি অধিবেশনে যোগদান করবার তাড়া থাকায় তাদের আগেই বাড়ি ফিরে যেতে হয়েছিল, ওরা আমাদের সাথে ছিল না| অবশ্যই, ড্রেনডা'র কাছে তার ৭০ পাউন্ড ওজনের মাছটি ছিল ঠিকই, কিন্তু নৌকার উপরে আমাদের কাছে যে মাছগুলি ছিল, তাদের কোনটিই সেই প্রতিযোগিতা জিতবার মত ছিল না| কিন্তু তখনও ড্রেনডা এই বিষয়ে প্রত্যয়ী ছিলেন যে তিনি বড় মাছটি ধরবেন| যেহেতু গোধুলিবেলা দ্রুত চলে আসছিল, তাই ক্যাপ্টেন আমাদের সকলকে বললেন যে ছিপের হুইল গুটিয়ে নিতে, কারণ ফেরিঘাটে ফিরে যাওয়ার সময় চলে এসেছে| যখন ক্যাপ্টেন আমাদের সকলের ছিপ তুলে নিতে ও ছিপের গিয়ারগুলিকে গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করছিলেন, তখন ড্রেনডা তার আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র আর কয়েক মিনিটের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, এবং পুনরায় ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সেই হালিবাট প্রতিযোগিতা বিজয়ের মাছটি ধরছেন| ক্যাপ্টেন কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন আর তারপর ড্রেনডার দিকে এই কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন, "সরি, কিন্তু আমাদের সত্যিই ফিরতে হবে"|

তিনি ড্রেনডার ছিপটি নেওয়ার জন্য যেই না হাত বাড়িয়েছেন, অমনি সেটা হটাৎই নিচের দিকে বেঁকে গেল| খুব স্পষ্টতই একটি বড় মাছ ছিল কারণ দন্ডটি নিচের দিকে বেঁকে গিয়েছিল ও সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো| মাছটি কতটা বড় সেটি আন্দাজ করবার জন্য ক্যাপ্টেন ছিপটিকে তুলে ধরলেন ও তিনিও মেনে নিলেন যে মাছটি সত্যিই বড়, কিন্তু সেটি হাঙ্গর| তিনি বললেন যেভাবে সেই মাছটি সুতোকে টানছে সেখান থেকেই তিনি নিশ্চিত যে অতি হাঙ্গর| বেশ, সেই মাছটিকে উপরে তোলবার জন্য ড্রেনডার কিছুটা সময় লেগেছিল| সুতো গুটিয়ে ৩০০ ফুট নিচের থেকে সেই মাছটিকে তুলতে গিয়ে তার দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল| যখন মাছটি ভেসে উঠলো, সকলেই দেখতে পেল যে সেটি সত্যিই একটি অতি প্রকান্ড হালিবাট মাছ, ড্রেনডার চাইতেও বড় মাপের ছিল সেই মাছ|

যখন মাছটিকে টেনে নৌকায় আনা হচ্ছিল, তখন ক্যাপ্টেন বললেন যে মাছটি এতই বড় যে সেটিকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে জীবন্ত অবস্থায় নৌকায় তোলা যাবে না, কারণ মাছটি লাফাতে থাকবে; আর মাছটি এতই বড় যে সেটি কোনো মানুষ বা নৌকাটিকে আঘাত করতে পারে| তার কাছে বিশেষ এক ধরণের তীক্ষ্ণ মুখ

ওয়ালা অস্ত্র ছিল যেটি এই ধরণের প্রকান্ড মাছের জন্য তৈরী| সেই অস্ত্রটির উপরে একটি ছোট বিস্ফোরণের পয়েন্ট ছিল, যেটি যখন কোনো মাছের মাথার উপর চাপ দেওয়া হয়, তখন সেটি মাথার ভেতরে চলে যাবে ও মাছটিকে হত্যা করবে| যখন ক্যাপ্টেন বড় মাছটির মাথার উপর সেই দন্ডাকার অস্ত্রটি চেপে ধরলেন ও বিস্ফোরক দেওয়া প্রান্তটি দিয়ে গোলা নির্গত হলো, তখন মাছটি কেঁপে উঠলো, যার ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল|

এর শব্দে, সেই মাছটি তার সর্বশক্তি দিয়ে পুনরায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর আবার সরাসরি জলের নীচে নেমে গেল| একেবারে নিচে চলে গিয়েছিল, হুইল থেকে ৩০০ ফিট সুতোর সবটুকু খুলে গেল| আমাদের ভয় ছিল যে সুতোটি মাছটিকে ধরে রাখতে পারবে না, আর যেহেতু মাছটি প্রচন্ড বেগে লাফিয়ে জলের নিচে চলে গিয়েছিল ফলে বরশিটি খুলে যেতে পারে| কাজেই ড্রেনডাকে আবার সেই মাছটিকে তুলে আনতে হয়েছিল| সেটা করতে গিয়ে তাকে বেগ পেতে হচ্ছিল কারণ এর আগে ওই মাছকে উপরে তোলবার জন্য তাকে অনেক কসরৎ করতে হয়েছিল; তাই তার হাতের সাথে আমিও আমার হাত লাগালাম, হুইলের চাকায় তার হাতের সাথে আমার হাত লাগিয়ে ধীরে ধীরে আমরা দুজন মিলে চাকা ঘুরিয়ে পুনরায় মাছটিকে জলের উপরে তুললাম| এইবার ক্যাপ্টেন মাছটিকে নৌকায় তুলতে পারলেন, যেখানে সেই মাছের আকারের কারণে আমরা সকলে অতি আশ্চর্য হয়েছিলাম|

আমরা সেই হালিবাটটিকে শহরের উন্মুক্ত স্থানে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওখানে এই মাছটিকে ওজন করবার মত যথেষ্ট বড় একটি দাড়িপাল্লা ছিল| মাছটির ওজন ছিল ১২৩ পাউন্ড, আর মাছটি আকারে ড্রেনডার চাইতেও বড় ছিল| যে লোকটি সেই মাছটির ওজন করেছিল, সে বলেছিল যে, সেই সময় পর্যন্ত, প্রতিযোগিতায় ঢোকা মাছগুলির মধ্যে এই মাছটিই হলো সর্ব বৃহৎ; কিন্তু তার পরেও সেই প্রতিযোগিতা দু সপ্তাহ ধরে চলবার কথা ছিল, কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম না যে এই মাছটি প্রতিযোগিতা জিতবে কিনা| কিন্তু যথেষ্ট নিশ্চিতভাবেই, একদিন ড্রেনডার নাম লেখা একটি চেক ও তার ছবি সহ ছাপা একটি খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদনের কপি বা প্রতিলিপি এসেছিল| আমরা শিহরিত হয়েছিলাম|

আবারও ঈশ্বরের রাজ্য নিজের কাজ করেছিল! আর আবারও আমাকে সেই প্রশ্নটিই করতে হবে, “কিভাবে তিনি সেই মাছটি ধরেছিলেন?” আমাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে আমার জানা মতে তিনি মাত্র আর দুই বার মাছ ধরেছিলেন, আর তার দ্বারা মোটেই মাছ ধরা হত না| আমি তারপরেও এটি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তিনি প্রথমেই একটি হালিবাট মাছ ধরতে চেয়েছিলেন| কিন্তু তার কাছে তার যুক্তি ছিল; তিনি সেই প্রতিযোগিতার বিজয়ী মাছটিকে ধরতে উদ্যত ছিলেন! আর তিনি সেটিই করেছিলেন। আমরা যখন আলাস্কাতে সেই ক্যাপ্টেনের সাথে আমাদের হিসাব নিকাশ করেছিলাম, তখন আমরা তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও কিভাবে আমরা সেই মাছটিকে ধরেছিলাম, তা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম| আমরা যখন সেই দিন ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, সেদিন পর্যন্ত সেই মাছটি বিধিবদ্ধভাবে বিজয়ী হয় নি, কিন্তু মাছটি যথেষ্ট প্রকান্ড হওয়ায় সেটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল| আর অবশ্যই, সেই মাছটিই তো বিজয়ী হয়েছিল|

আপনি ভাবতে পারেন আমাদের, বা আমার বলা উচিত যে ড্রেনডার বড় মাছের কাহিনী এখানেই শেষ| আমি জানি, লোকে ভাববে যে তিনি নিছক ভাগ্যবতী ছিলেন, কিন্তু দুবার কিভাবে সেটি ঘটতে পারে? তারপর, প্রায় পাঁচ বছর পর, ড্রেনডা ও আমি আমাদের একজন পালক বন্ধুকে সাম্যান (salmon) মাছ ধরবার জন্য আলাক্সাতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম| সেইবার পরিবারের সাথে প্রমোদ যানে চেপে ভ্রমণ করবার পর আর কখনই আমাদের ওখানে যাওয়া হয় নি, আর তারপর থেকেই আমরা আবার ওখানে যাওয়ার একটি ছুতো খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলাম| এইবারও আমরা একটি প্রমোদ যান ভাড়া করেছিলাম ও স্যাম্যান মাছ ধরবার পরিকল্পনা করেছিলাম, কারণ সকায়ে বা লাল স্যাম্যান মাছের চলাফেরা ভালোভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল| কাজেই আমরা যখন স্যাম্যান মাছ ধরছিলাম, তখন কথা প্রসঙ্গে হালিবাট মাছ ধরা ও ড্রেনডার মাছের কথা এসে গেল| এর আগে আমাদের বন্ধুটি কখনই হালিবাট মাছ ধরেন নি, তাই আমরা বললাম, “বেশ তো, চলুন তাহলে”| আমরা স্থির করলাম যে আমরা সেই একই জায়গায় ও সেই একই ভাড়া নৌকার ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে চাই, যদি তিনি তখনও ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকেন|

তিনি যেখানে ছিলেন, আমরা যখন গাড়ি চেপে সেই স্থানে গেলাম, আমরা দেখলাম যে তিনি ওখানে আর নেই আর আমরা ভাবলাম যে আমাদের হয়ত অন্য একজন ক্যাপ্টেনকে ব্যবহার করতে হবে| সেটি করবার আগে, আমরা একবার ইন্টারনেট ঘেঁটে সেই ব্যক্তিটির নামটি খুঁজে পাই কিনা, সেই কথা ভাবলাম, কারণ আমরা তার নৌকা বা কোম্পানির নাম স্মরণ রাখতে পারি নি| ইন্টারনেটে কিছুটা সার্চ বা খোঁজাখুজির পর, আমরা পাঁচ বছর আগের একটি সংবাদপত্রে প্রতিবেদনে প্রকাশিত ড্রেনডা'র ছবি সহ মাছ ধরবার একটি প্রতিলিপি খুঁজে পেয়েছিলাম| তার মধ্যে নৌকা ও কোম্পানীর নাম উল্লেখ করা ছিল, তাই তখনই একটি ফোন কলের সাহায্যে, আমরা সবকিছুর বন্দোবস্ত করতে পারলাম| সেই কোম্পানিটি তখনও তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারা সেই স্থান থেকে আরো পাঁচ মাইল দুরে তাদের অফিসটি স্থানান্তরিত করেছিল|

আমরা যখন তাদের অফিসে প্রবেশ করলাম, তখন ডেস্কে বসে থাকা নারীটি, যিনি সেই ক্যাপ্টেন ও মালিকের স্ত্রী, আমাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, “এই তো সেই হালিবাট বিজয়িনী!” আমরা কয়েক মিনিট ধরে সেই প্রকান্ড হালিবাটটির ও গত পাঁচ বছর ধরে যা কিছু ঘটেছে সেই সম্পর্কে জমিয়ে আড্ডা দিলাম| সেটি অর্থনৈতিক মন্দার সময় ঘটেছিল ও ব্যবসার হাল তেমন ভালো ছিল না| তিনি বললেন যে মানুষ আগের মত আর সেভাবে ভ্রমণ বা মাছ ধরবার জন্য তাদের অর্থ ব্যয় করছে না, এবং তার স্বামী হতাশ হয়ে পড়েছে| আমরা তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম, এবং তিনি বললেন যে তার স্বামী ঈশ্বরের সেবা করতে আগ্রহী নন|

আমরা যখন নৌকাতে উঠছিলাম, তখন সেই ক্যাপ্টেনও, ড্রেনডা ও বড় মাছটির কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন| ড্রেনডা তার কাছে গেলেন ও তাকে প্রশ্ন করলেন যে মাছ ধরা কেমন চলছে, এবং তিনি তাকে উত্তরে বললেন যে তিনি প্রতিযোগিতায় যে বড় মাছটি ধরেছিলেন, তার তুলনায় ছোট আকারের মাছ তারা ধরেছেন| কিন্তু তিনি জানালেন যে যেহেতু এই স্থানটি অগভীর, তাই বড় মাছগুলো এখানে থাকে না| এর পর তিনি আরো খুলে বললেন, তিনি যে কারণে তার ব্যবসাকে এখানে সরিয়ে এনেছেন সেটি হলো, যেখানে তিনি মাছ ধরতেন, ও যেখানে ড্রেনডা সেই প্রতিযোগিতা জিতে নেওয়া মাছটি ধরেছিলেন, সেটি অনেক বেশি গভীরতর হলেও, হাঙ্গরে পূর্ণ ছিল| জলের তলায় মাছের টোপ

পৌঁছাবার আগেই হাঙ্গরগুলো সেই টোপ খেয়ে ফেলত, আর যার ফলে তাকে টোপের পেছনে অত্যাধিক অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হত|

তাই আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে নতুন এই এলাকায় তারা কতো বড় আকারের মাছ ধরছে, এবং তিনি বললেন যে তারা এক মাসে ২০ থেকে ৩০ পাউন্ড ওজনের চাইতে বেশি বড় মাছ দেখেন নি| তাই ড্রেনডা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আচ্ছা বেশ, আপনি যেন জানতে পারেন যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তাই আজ আমি একটা বড় মাছ ধরব, আপনি বিগত কিছুদিনের মধ্যে যত বড় মাছ দেখেন নি অত বড় মাছ”| কিন্তু তিনি কেবলমাত্র ড্রেনডাকে উপহাস করলেন। সেই ক্যাপ্টেনের কথা মতই, সারাদিন ধরে আমরা ২০ পাউন্ড ওজনের মাছ ধরছিলাম, এবং সারাদিন ধরে সেই ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক ড্রেনডাকে তার “বড় মাছের” সম্পর্কে টিটকারি দিতে থাকলেন| আগের ভ্রমণের ঘটনার ঠিক যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছিল|

দিনের শেষে, ক্যাপ্টেন আমাদের সব ছিপের সুতো গুটিয়ে নিতে বললেন, এবং ড্রেনডা তার কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, যে বড় মাছটি ধরতে তার বড়জোর এক বা দুই মিনিট সময় প্রয়োজন| এইবারও, সেই ক্যাপ্টেন এক মিনিট অপেক্ষা করলেন কিন্তু তারপর তিনি ড্রেনডাকে বললেন যে তাকে এইবার ফিরে যেতে হবে| তারপরেই ড্রেনডার ছিপ জলে ডুবে গেল, এবং যা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্তসার হলো এই যে তিনি একটি ৭০ পাউন্ডের মাছ ধরেছিলেন| এইবারেও সেই ক্যাপ্টেন চমৎকৃত হয়েছিলেন|

মাছ ধরবার পর আমরা যখন একটি রেস্তোরায় গিয়েছিলাম, তখন আমরা একজন ভাড়া নৌকার ক্যাপ্টেনের সাথে সেখানে কথা বলেছিলাম| তিনিও সেখানে নৈশ্যভোজ সারছিলেন| তিনি যখন শুনলেন যে ড্রেনডা একটি ৭০ পাউন্ডের মাছ ধরেছেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি| আপনারা কোথায় মাছ ধরছিলেন? কতটা দুরে গিয়েছিলেন? আমরা কোথায় সেই প্রকান্ড মাছটি ধরেছিলাম তিনি সেটি জানতে চেয়েছিলেন| আমরা রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, আমাদের আরেকবার ভাড়া করা নৌকার কাছে যেতে হয়েছিল ও সেই মাছটিকে বাড়িতে পাঠাবার জন্য সাক্ষর করতে হয়েছিল|

ভাড়ার নৌকার ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে, তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্কে বলবার আরেকটি সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম| আমি সেই

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললাম, “কিভাবে তিনি এই দুটি মাছ ধরেছিলেন, আপনার সত্যিই রহস্য ভেদ করা প্রয়োজন| ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলি অর্থের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়”| এইবার আমরা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম, এবং তিনি নিদেনপক্ষে আগ্রহী হয়েছিলেন| আমরা তাকে আমার লেখা Fixing the Money Thing বইটি হাতে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম|

এই দুটি মাছ কি দৈবাৎ কোনো ঘটনার ফলশ্রুতি ছিল নাকি তারা ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মের ফলশ্রুতি ছিল? সেটি আপনি স্থির করুন, কিন্তু ড্রেনডা ও আমি বহু পূর্বেই স্থির করে ফেলেছিলাম| মাছ ধরবার ভ্রমন থেকে শুরু করে, ঋণমুক্ত হওয়া, বা সুস্থ হওয়া পর্যন্ত, ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক আমাদের অভিজ্ঞতাটি ছিল রোমাঞ্চকর ও জীবন পরিবর্তনকারী| অন্যেরাও ঈশ্বরের রাজ্যের পরিচয় লাভ করছে| ড্রেনডার কাহিনী শ্রবণকারিনী একজন মহিলার পাঠানো একটি চিঠি তুলে ধরলাম|

> গ্যারি ও ড্রেনডাকে শুভেচ্ছা জানাই,
>
> আপনার যে বইটিতে ড্রেনডার পুরস্কার জয়ী হালিবাট মাছ ধরবার কাহিনীটি রয়েছে, সেটি পাঠ করবার পর, আমার মনে হলো, আমারও উচিত আপনাকে আমার মাছের কাহিনীটি বলা| কিছুদিন আগেই আমরা একটি পারিবারিক ছুটি কাটাবার জন্য কোকোয়া সমুদ্র সৈকত/কেপ কানাভেড়াল, ফ্লোরিডায় গিয়েছিলাম| আমার স্বামী, রবার্ট, গভীর সমুদ্রের মাছ ধরবার একটি নৌকায় যেতে চেয়েছিলেন এবং তার আশা ছিল যে, তিনি কলোরাডোর বাড়িতে কিছু মাছ নিয়ে যেতে পারবেন| কয়েক মাস ধরেই আমরা এই ভ্রমনটিতে যাবো যাবো ভাবছিলাম, তাই তিনি যখন আমাকে বললেন যে তিনি মাছ ধরতে যেতে চান, আমি উৎফুল্ল হয়ে তাকে বললাম, “চলো যাওয়া যাক! এবং ঈশ্বরে ভরসা রাখো, আমরা ভালো মাছ ধরতে পারব!” ফ্লোরিডা, যেখানে আমরা মাছ ধরছিলাম, সেখানে কি ধরণের মাছ পাওয়া যায়, আমি ববকে সেটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম| অতি দ্রুত গতিতে সে আমাকে যে সকল মাছের নাম বলেছিল, সেগুলির মধ্যে, আমি দৈত্যাকার লাল স্ন্যাপার মাছটি ধরবার জন্য প্রার্থনা ও বিশ্বাস করব বলে স্থির করলাম|

নির্ধারিত সেই দিনটি উপস্থিত হলো ও আমরা নৌকার ক্যাপ্টেন ও চালকদলের নিকট থেকে নির্দেশ পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষারত ছিলাম| আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমি একটা দৈত্যাকার লাল স্ন্যাপার মাছ ধরব, তাই যখন ক্যাপ্টেন কথা বললেন তখন আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে চলল| ক্যাপ্টেনকে আমি এই কথা বলতে শুনে হতাশ হয়েছিলাম যে আপাতত আমরা যে মাছগুলো ধরে রাখতে পারব না, সেগুলি হলো বাস, ফ্লাউনডার ও লাল স্ন্যাপার! আমি ভাবলাম, ধুর; তাহলে বিশ্বাস করবার মত আর কিই বা বাকি রয়েছে?

কিন্তু, আমি আমার বিশ্বাসের পরীক্ষা করবার এই সুযোগ হাতছাড়া করবার পাত্রী নই| আমি বললাম, "প্রভু, আমি একটি দৈত্যাকার লাল স্ন্যাপার মাছের নিমিত্ত বিশ্বাস করে এসেছি, আর তাই সেটাই হোক, আমি একটা দৈত্যাকার লাল স্ন্যাপার মাছ ধরব ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে অন্য কোনো ধরণের মাছ নিয়ে যাবো!

তাই যখন আমরা নৌকায় ছিলাম, তখন আমি আমার ৮ বছরের মেয়ে, রাচেলের দিকে ঘুরে বলেছিলাম, "মনে রাখবে তুমি প্রার্থনা করতে পারো ও আজ একটি মাছ ধরতে পারবে বলে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারো| তুমি কি বিশ্বাস কর?" সে হেসেছিল ও মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়েছিল| আমি আমার ২১ বছর বয়সী মেয়ে জর্দানকেও সেই একই সাহসের কথা বলেছিলাম| সে আমার দিকে এক ঝলক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কিন্তু তারপর সম্মত হয়েছিল| আমি ববের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "একটি বড় মাছ ধরবার জন্য বিশ্বাস করি"!

বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে গেল আর সেই জলের মধ্যে থাকা কোনো মাছই আমাদের ছিপের সুতোকে স্পর্শ করলো না| তারপর হটাৎই রাচেলের ছিপের দড়ি আন্দোলিত হলো এবং ও খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ল| সে সাহায্য করবার জন্য তার বাবাকে ডাক দিল| কয়েক মিনিট পর তারা একটি আটলান্টিকের হাঙ্গরকে টেনে তুলে আনলো! দারুন, রাচেল যা বিশ্বাস করেছিল সেটি পেয়ে গিয়েছিল! তাই আমরা তাকে বাহবা দিলাম| কি দারুন একজন মৎসধারী! আমার মনে আছে যে আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে আমি কিছুই হয়ত পাবো না, কিন্তু আমি ওই ভাবনার ইতি

টানলাম ও স্বীকার করলাম যে আমি ইতিমধ্যেই আমার মাছ পেয়ে গিয়েছি| আমি বসে পড়লাম ও নিশ্চিন্ত হলাম ও ঈশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করলাম, “তুমি যদি কেবলমাত্র নিশ্চিন্ত থাক ও তোমার কাছে সেই মাছটি এনে দিতে সুযোগ দাও, তাহলে তুমি সেই মাছ পেয়ে যাবে”| আমি ভালোভাবেই জানতাম যে আমি কোনো জেলে নই, তাই কোনো ভাবেই আমি আমার দক্ষতার উপর ভরসা করতে পারি নি| আমি বসে থাকলাম ও ঈশ্বরের প্রতি ভরসার একটি দীর্ঘশ্বাস নিলাম ও অপেক্ষা করতে থাকলাম| প্রায় ২০-৩০ মিনিট পর, আমি আমার ছিপের দড়িতে একটি ঝাঁকুনি বুঝতে পারলাম; অন্তত আমার তো তেমনই মনে হলো, কিন্তু পরে দেখা গেল সেটিই নিঃসন্দেহে একটি মাছ|

আমার স্বামী আমাকে পরামর্শ দিতে শুরু করলেন, আর তারপর ক্যাপ্টেনও সেই একই কাজ করবার জন্য এলেন| আমি যখন একটি প্রকান্ড মাছকে টেনে আনছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন যে মনে হচ্ছে আমার ছিপের দড়ির অপরপ্রান্তে একটি বড় স্ন্যাপার মাছ আটকে রয়েছে| মাছটি দেখতে পাওয়ার আগেই কিভাবে তিনি জেনে গেলেন যে সেটি কোন ধরণের মাছ, আমি সেটা ভেবেই অতিশয় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! আর সেটাই হলো, আমি অবিরত সুতো গোটাতে ও টানতে থাকায়, আমার ২০ পাউন্ড ওজনের লাল স্ন্যাপার মাছটি জলে ভেসে উঠলো! আমি খুব আনন্দ ও উত্তেজনা সহকারে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছিলাম| আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার বিশ্বাস করবার পদ্ধতিতে আমি একটি মহান বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিলাম| আমি সমানে ড্রেনডার ভরসার কথা স্মরণ করে চলেছিলাম ও ভেবেছিলাম যে আমিও সেই একই ভরসা ও বিশ্বাস করতে সক্ষম| আমি ধৈর্য্য ধরেছিলাম ও তার ফল পেয়েছিলাম|

আপনাদের পরিচর্যার এবং The Faith Hunt সহ অন্যান্য বইগুলি লেখবার জন্য ধন্যবাদ| আমি ঈশ্বরের প্রতি ও আপনার মিনিস্ট্রির প্রতি অতি ঋণী ও কৃতজ্ঞ যেটি আমাকে বৃহত্তর আশীর্বাদের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে| আমি আরো অধিক বিশ্বাস ও আনন্দ সহকারে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছি| আমি এও জানি যে আমার এই অভিজ্ঞতাটি আমাদের পরিবারের প্রতি কতটা সহয়তা করেছে!

আপনার বিশ্বস্ত

S.T

অধ্যায় ৫
সিদ্ধান্তটি কার ছিল?

আগের কাহিনীগুলিতে, আমরা এই পার্থিব জগতে ঈশ্বরের রাজ্যকে, একটি কুকুর, একটি মাছ, সম্পত্তি নিলামের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিশোধের অর্থ, আমাদের জীবনে যে গাড়ি ও বাড়ির প্রয়োজন ছিল সেগুলির জন্য প্রদেয় অর্থ, তিনটি সন্তানের জীবন রক্ষা, এবং আরো অনেক কিছু করতে দেখেছি। এই সবকটি কাহিনী ঈশ্বরের রাজ্য কর্তৃক রচিত হয়েছিল, এবং যদি আরো ব্যক্তিগতভাবে বলি, তাহলে বলব আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য কর্তৃক তা হয়েছিল! তাঁর রাজ্য পরিমাপ অযোগ্য বৃহৎ বলে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় পিতর ১:৩ বলে:

> *তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে*

আমরা যে সকল কাহিনী দেখলাম, সেগুলোর মধ্যে আমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই, "সিদ্ধান্তটি কার ছিল?" আমি যা বলতে চাই তা হলো: ঈশ্বর কি হটাৎ করেই কিয়রস্টেনের কাছে ওই কুকুরটি বা আমার স্ত্রী ড্রেনডার কাছে সেই মাছটি এনে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন? ঈশ্বর কি তাঁর সর্বভৌম ইচ্ছাতে আমাদের জন্য ওইগুলি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর সেই ঘটনাগুলি কি তাঁর সেই ইচ্ছারই নিছক ফলশ্রুতি ছিল? নাকি এইসকল ঘটনা ঘটবার পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিল? আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি অধিকাংশ মানুষকেই হতচকিত করবে। আমি জানি যে আমাকে সেগুলি বিস্মিত করেছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আসুন লুক ৮ অধ্যায় থেকে বর্ণিত বাইবেলের একটি ঘটনা দেখা যাক।

যীশু যখন যাইতেছিলেন, লোকেরা তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতে লাগিল। আর, একটী স্ত্রীলোক, যে বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, যে চিকিৎসকদের পিছনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহারও দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, সে পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বদ্ধ হইল।

তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? সকলে অস্বীকার করিলে পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, নাথ, লোকসমূহ চাপাচাপি করিয়া আপনার উপরে পড়িতেছে। কিন্তু যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ স্পর্শ করিয়াছে, কেননা আমি টের পাইয়াছি আমা হইতে শক্তি বাহির হইল।

স্ত্রীলোকটী যখন দেখিল, সে গুপ্ত নহে, তখন কাঁপিতে কাঁপিতে আসিল, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া, কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং কি প্রকারে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়াছিল, তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করিল।

তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; শান্তিতে চলিয়া যাও।

- লুক ৮:৪২-৪৮

বাইবেল খুব পরিষ্কারভাবে বলে যে যীশুকে চারিপাশ দিয়ে চেপে দেওয়া হচ্ছিল, “কে আমাকে স্পর্শ করিল?” যীশুর এই প্রশ্নে পিতরও বিস্মিত হয়েছিলেন। একজন আত্মিক বৈজ্ঞানিকরূপে, আমি জানতে চাই, আমার জানা প্রয়োজন, কেন এই স্ত্রীলোকটি সুস্থ হয়েছিল ও কেনই বা অন্যরা সুস্থ হয় নি। কেনই বা শুধুমাত্র ওই স্ত্রীলোকটির প্রতি অভিষেক প্রবাহিত হয়েছিল এবং সেই মুহূর্তে বাকি যারা যীশুকে স্পর্শ করেছিল তাদের প্রতি তা প্রবাহিত হয় নি কেন? উত্তরটি এখানে

রয়েছে, কিন্তু সেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পূর্বে, আরেকটি প্রশ্ন করি। যীশু কেন ইচ্ছাকৃতভাবে সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি পরিচর্যা করছিলেন? তিনি কি ওই স্ত্রীলোকটির উপরে তাঁর হস্তার্পণ করেছিলেন? উত্তরটি হলো 'না'; বাস্তবে, যীশু জানতেনই না যে সেই স্ত্রীলোকটি সেখানে ছিল। যেহেতু তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখেন নি, তাই তাঁকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে কে সেই অভিষেক নিয়েছিল। তাহলে বলুন যে ওই স্ত্রীলোকটি যে সেই দিন সুস্থ হয়েছিল সেটি কার সিদ্ধান্ত ছিল?

আমি এটিকে ভিন্ন আরেকভাবে জিজ্ঞাসা করতে চাই। ঈশ্বর কি সেই মুহূর্তে সেই স্ত্রীলোকটিকে সুস্থ করবেন বলে স্থির করেছিলেন নাকি ঈশ্বরের নিকট থেকে আরোগ্যতা গ্রহণ করবার সিদ্ধান্তটি সেই স্ত্রীলোকটির ছিল? যেহেতু অনেক লোক তাদের জীবনে ঈশ্বর কোনো কিছু করবেন এই আশায় "অপেক্ষা" করছে, তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি এই কথা বিশ্বাস করি যে, সেই স্থানে যে সেই স্ত্রীলোকটি ছিল, যেহেতু যীশু সেটি জানতেনও না, এটিই প্রমাণ করে যে, তাকে সুস্থ করাটি যীশুর সিদ্ধান্ত নয়, বরং আরোগ্যতা গ্রহণ করার সিদ্ধান্তটি ছিল স্বয়ং সেই স্ত্রীলোকটির নিজেরই।

এইবার, এই কাহিনীটি একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে উন্মোচন করে, এবং সেই সত্যটি হলো এই – ঈশ্বর এলোপাথারিভাবে কোনো একজন ব্যক্তিকে সুস্থ করবার ও অপর একজন ব্যক্তিকে সুস্থ না করবার সিদ্ধান্ত নেন না। তিনি ইতিমধ্যেই আমাদের সকলকে তাঁর রাজ্যে আমাদের বৈধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরোগ্যতা প্রাপ্তির সুবিধা প্রদান করেছেন। তাই, বাস্তবে, আমরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি যেভাবে আরোগ্যকারী শক্তির সান্নিধ্য লাভ করেছিল, আমি চাই আপনি সেটি জানুন। সে কিভাবে আরোগ্যতা গ্রহণ করবার 'সিদ্ধান্ত' গ্রহণ করেছিল? সেই স্ত্রীলোকটি যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার ও ক্ষমতার নাগাল পেয়েছিল যীশু পরিষ্কারভাবে আমাদের তা বলেন। তিনি বলেছিলেন, "বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; শান্তিতে চলিয়া যাও"। আমাদের যা কিছু জানবার প্রয়োজন এই বাক্যটি আমাদের সেগুলি বলে ও আমাদের এই প্রশ্নটির উত্তর দেয়, যে সেই স্থানে ওই দিন কেন সেই স্ত্রীলোকটি আরোগ্য প্রাপ্ত করেছিল ও কেনই বা অন্য কেউ আরোগ্যতা পাচ্ছিল না। আত্মিক বৈজ্ঞানিকরূপে, আসুন এই কাহিনীটিকে আমরা কাছ থেকে দেখতে শুরু করি এবং কেন সেই

স্ত্রীলোকটি আরোগ্য প্রাপ্ত করেছিল সেই বিষয়ে কোনো সুত্র খুঁজে পাই কিনা সেটিও দেখি।

সব প্রথমে, যীশু সেই স্ত্রী লোকটিকে “কন্যা” বলে অভিহিত করেন, যার অর্থ সে ইস্রায়েল জাতির অঙ্গ ছিল। তার অর্থ তার সাথে ঈশ্বরের একটি নিয়ম ছিল। বা আপনি বলতে পারেন যে, স্বর্গের সাক্ষাতে ইস্রায়েলের একজন নাগরিকরূপে ঈশ্বরের নিকট থেকে গ্রহণ করবার জন্য তার একটি বৈধতা ছিল। কিন্তু এটিই আরোগ্যতা গ্রহণ করবার একমাত্র কারণ হতে পারে না। কারণ সেই দিন যারা যীশুর গায়ে চাপাচাপি করছিল তাদেরও সেই একই একই অধিকার ছিল। এমন কিছু অবশ্যই ছিল যার কারণে শক্তি প্রবাহিত হয়েছিল। সেই স্ত্রী লোকটি যে আরেকটি কারণে আরোগ্যতা লাভ করেছিল, এরপর যীশু আমাদের সেই কারণটি বলেন। যীশু বলেছিলেন যে আসলে সেই কারণেই সেই স্ত্রী লোকটি ব্যক্তিগতভাবে আরোগ্যতা পেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তার বিশ্বাস তাকে সুস্থ্ করেছে।

তাই যে কারণে সেই স্ত্রী লোকটি আরোগ্যতা লাভ করতে পেরেছিল এখন আমরা সেটি জানলাম। প্রথমত, যেহেতু সে অব্রাহমের একজন কন্যা ছিল, তাই আরোগ্যতা প্রাপ্ত করবার তার অধিকারটি ছিল বৈধ; এবং দ্বিতীয়ত, তার বিশ্বাসটি ছিল একটি সুইচের মত, যেটি সেই মুহুর্তেই তার দেহে সেই শক্তিকে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। সে অব্রাহমের একজন কন্যা ছিল, এবং তার অর্থ ঈশ্বর অব্রাহমের সাথে যে নিয়ম স্থির করেছিলেন, সেই নিয়মের অধীনস্ত হয়ে সে স্বর্গের সাক্ষাতে দন্ডায়মান ছিল। এই বিষয়টির সাথে বিদ্যুত সরবরাহকারী কোম্পানীর বিদ্যুত সরবরাহ চালু থাকা ও আপনার বাড়িতে বৈদ্যুতিক তার আসবার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আপনার বৈদ্যুতিক বাতিগুলি জ্বলবে। লাইটগুলি জ্বালাবার জন্য আপনাকে অবশ্যই সুইচ অন করতে হবে। সুতরাং, এখন আমাদের সকলকে যে বিষয়টি সন্ধান করতে হবে তা হলো সেই সুইচটি কোথায় বা সেই সুইচ কোনগুলি। যীশু সেটিকে সেই স্ত্রী লোকটির বিশ্বাস বলে অভিহিত করেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস কাকে বলে ও কিভাবে আমি সেটিকে সক্রিয় করি? এটি এমন একটি মোক্ষম প্রশ্ন যার উত্তর আবশ্যিক।

বিশ্বাস কাকে বলে?

বিশ্বাস হলো এমন এক পরিভাষা যেটিকে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ লঘুভাবে ব্যবহার করে থাকে। আর আমি ভালোভাবেই জানি যে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অধিকাংশ না হলেও, তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না যে বিশ্বাস কাকে বলে, কেন তার প্রয়োজন হয়, তারা বিশ্বাসে রয়েছে কিনা সেটি কিভাবে জানা যায়, এবং কিভাবে বিশ্বাস প্রাপ্ত করা যায়। যদি বিশ্বাসই সেই স্ত্রী লোকটিকে সুস্থ করে থাকে, তাহলে আমাদেরকে বিশ্বাসের প্রতি একটি অতি নিবিড় দৃষ্টি দিতে হবে! আমরা রোমীয় ৪:১৮-২১ এ আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞা খুঁজে পাই। আমি, জানি আপনি ভাবছেন, "আরে গ্যারি, না, না, আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞা হলো ইব্রীয় ১১:১"।

> *আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি*
>
> - ইব্রীয় ১১:১

হ্যাঁ, এটাই হলো চিরাচরিত উত্তর, কিন্তু আপনি যদি শাস্ত্র দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে ইব্রীয় ১১:১ আমাদেরকে বিশ্বাসের সুবিধাগুলি বলছে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস কাকে বলে সেটি বলছে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস কাকে বলে সেই বিষয়ে রোমীয়তে থাকা আমাদের শাস্ত্রাংশটি আমাদেরকে একটি অতি সুস্পষ্ট চিত্র উপহার দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

> *অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন। আর বিশ্বাসে দুর্ব্বল না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।*
>
> -- রোমীয় ৪:১৮-২১

এই কাহিনীটির বিন্যাসটিকে বোঝা যাক। অব্রাহম ও সারার সন্তানাদি হচ্ছিল না। তাদের পক্ষে সন্তান ধারণ করবার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল, ও তাদের উচিত ছিল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমি সেই কথা বলতে চাইছি না । আমি বলতে চাই যে তাদের প্রায় ১০০ বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল, এবং সন্তান ধারণের সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। তাদের দেহে সন্তান ধারণ সম্ভব ছিল না; সেটি অসম্ভব! তা সত্ত্বেও ঈশ্বর অব্রাহমকে একটি সন্তানের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যদিও স্বাভাবিকভাবে সেটি অসম্ভব ছিল। বাইবেল বলে যে যদিও প্রাকৃতিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কথা বলেছিল, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর যা কিছু বলেছিলেন, সেটি করে দেখাবার ক্ষমতা যে তাঁর রয়েছে অব্রাহম সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। তাই এখানেই আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞাটি রয়েছে: "ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেটি তিনি সফল করতেও সমর্থ আছেন, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকা" আমি কথাটিকে এইভাবে বলি: **স্বর্গের সাথে একমত হয়ে,** শুধুমাত্র মনে মনে নয় বরং সম্পূর্ণ নিশ্চিত থেকে, ঈশ্বর যা কিছু বলেছেন, সেই বিষয়ে আমাদের হৃদয় একমত হয় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, যদিও প্রাকৃতিক পরিমন্ডল ভিন্ন দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি

-ইব্রীয় ১১:১

বিশ্বাস কাকে বলে সেই বিষয়ে আমাদের সংজ্ঞা

ঈশ্বর যা বলেন সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া হলো বিশ্বাস! আমাদের হৃদয় ও মন স্বর্গের সাথে একমত থেকে, আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে, প্রত্যয়ী হয় ও স্থির থাকে।

বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন হয়?

ঈশ্বর তো চান যে সকলে সুস্থ থাকুক, তাহলে কেন তিনি হাসপাতালে থাকা সকল রোগীকে সুস্থ করতে পারেন না? কেন তিনি যুদ্ধ থামাতে পারেন না? তিনি আমাদের নিকট সুসমাচার প্রচার করবার জন্য স্বর্গদূতদের প্রেরণ করতে পারেন না? আমি নিশ্চিত যে আপনারা এই ধরণের প্রশ্ন পূর্বে শুনেছেন। উত্তরটি হলো তিনি পারেন না। তেমন করবার সক্ষমতা যে ঈশ্বরের নেই এমন নয় কিন্তু তেমনটি করবার আইনগত অধিকার বা কর্তৃত্ব তাঁর নেই। "গ্যারি, আপনি কি

বলছেন যে ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তা তিনি করতে পারেন না?” আমি জানি যে এই মুহূর্তে এটি আপনার কাছে বেশ অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটি খোঁজবার জন্য আসুন বাইবেল দেখা যাক।

বরং কোন স্থানে কেহ সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন:

“মনুষ্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্যসন্তানই বা কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর? তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।”

বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না।

- ইব্রীয় ২:৬-৮

শাস্ত্রের এই অংশ থেকে আমরা দেখতে পারি যে ঈশ্বর যখন মানুষকে পার্থিব জগতে স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি মানুষকে সেই সমগ্র জগতের উপর পরিপূর্ণ বৈধ অধিকার দিয়েছিলেন। এমন কিছুই ছিল না যা তার কর্তৃত্বের অধীনে নয়। সে সার্বভৌম অধিকার ও কর্তৃত্ব সহকারে এই জগতের উপর প্রভুত্ব করেছিল। মানুষের কর্তৃত্ব সহকারে প্রভুত্ব করবার অধিকারটি সেই কর্তৃত্বভারের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল যে কর্তৃত্বভার তাকে এই জগতে স্থাপন করেছিল। এক কথায়, মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী কর্তৃত্ব সহকারে প্রভুত্ব করেছিল। মানুষ কর্তৃত্বভারের সেই মুকুটটি পরিধান করেছিল, যেটি ঈশ্বরের গৌরবের, অভিষেকের ও মানুষ যে সমাদরের মর্যাদা বহন করতো, তার প্রতিনিধিত্ব করত।

বিষয়টি কেমন সেই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য, একজন জাগতিক রাজার কথা চিন্তা করুন। যদিও সে একজন সাধারণ মানুষ ও তার স্বাভাবিক সত্ত্বার মধ্যে সে কোনো রকম প্রকৃত ক্ষমতা ধারণ করে না, তবুও সে একটি মুকুট পরিধান করে যে মুকুটটি নির্দেশ করে যে সেই ব্যক্তি কেবলমাত্র

নিজের নয় বরং একটি সম্পূর্ণ রাজ্য ও সরকারের প্রতিনিধিত্বও করে। যেহেতু সেই ব্যক্তির কথা, যে রাজ্য ও সরকারের প্রতিনিধিত্ব সে করে থাকে, তার সমস্ত ক্ষমতা ও প্রকৃতিক সম্পদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে থাকে, তাই তার কথার মধ্যে একটি কর্তৃত্ব থাকে।

আপনি যদি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী একজন ট্রাফিক পুলিশের কথা চিন্তা করেন, সে, "আইনের নামে থেমে যাও" এই আজ্ঞার সাহায্যে একটি প্রকান্ড ট্রাক্টর-ট্রেলার ট্রাককে থামিয়ে দেবে। হ্যাঁ, সেই মানুষটির চাইতে সেই ট্রাকটি বহুগুন বড়, আর সেই ট্রাকের ধারে কাছেও সেই মানুষটি আসতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্রাক থেমে যায়। সেই ট্রাকটি সেই ব্যক্তির কারণে থামে না, কিন্তু সেই ব্যক্তিটি যে ব্যাচটি পড়ে থাকে, যেটি একটি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে, সেটির কারণে থেমে যায়। এক্ষেত্রে, যে ব্যক্তিটি সেই ব্যাচটি পরিধান করে থাকে, তার তুলনায় সেই সরকার অনেক অধিক বৃহৎ। ট্রাক চালকের মনে সেই ব্যক্তিটিকে ভয় করবার মত কোনো কারণ নেই, কিন্তু সেই ব্যক্তিটি যে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সরকারের একটি ভীতি থাকে, যার কারণে সে ট্রাক থামায়। এখানে সেই একই কথা খাটে। পার্থিব জগতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছিল, আদম সেই সকলের উপর প্রভুত্ব করত। যে গৌরব ও সমাদরের মুকুট, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করত, সেটি মানুষকে সেই ভরসা দিয়েছিল যে তার মুখের কথা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রভুত্ব করবে।

এই কথাটি লক্ষ্য করাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যে যখন আদম ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবার কারণে পার্থিব জগতে প্রভুত্ব করবার স্বীয় সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, তখন সে তার মুকুট খুইয়েছিল। পার্থিব জগত কলঙ্কিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল। পার্থিব জগতে মৃত্যুর প্রবেশ ঘটেছিল, এবং তখন মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করবার একটি বৈধ স্বত্ব শয়তানের হাতে চলে এসেছিল। আপনার পক্ষেও এটি বোঝা অপরিহার্য যে যেহেতু ঈশ্বর মানুষকে পার্থিব জগতে স্থাপন করেছিলেন, তাই সে এখনও সেটির উপরে কর্তৃত্বকারী, কিন্তু পূর্বে মানুষের আত্মিকভাবে কর্তৃত্ব করবার যে অধিকার ছিল, সেটি বর্তমানে আর নেই। তবে, তার এই পতিত

সেই কারণেই মানুষের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করবার জন্য তাঁকে আত্মাতে-পূর্ণ মানুষদেরকে ব্যবহার করতে হয়

অবস্থাতেও, সে এখনও পৃথিবীর দায়িত্বে রয়েছে। হ্যাঁ, তাকে সাহায্য করবার জন্য এখন তার কাছে আর ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারের মুকুটটি নেই। তার কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রতাপ সহকারে প্রভুত্ব করবার কোনো অধিকার নেই; সে তার সমাদরের স্থান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখনও সে পার্থিব জগতের একমাত্র বৈধ দ্বার। সেই কারণেই মানুষের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করবার জন্য তাঁকে আত্মাতে-পূর্ণ মানুষদেরকে ব্যবহার করতে হয়। সেই একইভাবে, মানুষের নিমিত্ত শয়তানের ফন্দির অভিমুখে পার্থিব জগতকে প্রভাবিত করবার জন্য তাকে মন্দ-আত্মাবিষ্ট লোকেদের ব্যবহার করে থাকে। ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির বিষয়ে আপনার জ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর উপর মানুষের অধিকারের এই নীতিটি অত্যাবশ্যক, এবং যখন আপনি এটি বুঝতে পারবেন, তখন এই বোধগম্যতা ভবিষ্যতে আপনার নিকটে থাকা সম্ভাব্য অনেক প্রশ্নের উত্তর দেবে, যেমন, কেন কিছু কিছু বিষয় আত্মিকভাবে ঘটে নি বা ঘটে না।

আপনি বলতে পারেন, “কিন্তু আমি ভাবতাম যে ঈশ্বর পৃথিবীর অধিপতি ও সর্বময় কর্তা?” হ্যাঁ, সত্যিই তাই। আমি যা বলছি, আশা করি, এই উদাহরণটি আপনাকে সেটি বুঝতে সাহায্য করবে। আমি যে বাড়ির মালিক, সেটি আমি যদি আপনাকে লীজ বা ইজারাতে দিয়ে দিই, তাহলে যদিও আইনত আমিই সেই বাড়ির মালিক, তা সত্ত্বেও, আমার যখন ইচ্ছা তখন সেই বাড়িতে প্রবেশাধিকার আইনগতভাবে আমি পরিত্যাগ করে থাকি। বেশিরভাগ ইজারার ক্ষেত্রেই একটি ধারা থাকে, যে ধারাটি সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয় যে একজন বাড়ির মালিক কখন কখন বৈধভাবে ভাড়া দেওয়া চত্বরে প্রবেশ করতে পারে—যেমন ধরা যাক, কোনো একটি জরুরী অবস্থার দেখভাল করবার বা মেরামত করবার সময়—এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবার জন্য কত সংখ্যক নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে সেটিও সেই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা থাকে। আমি যদি এই চুক্তি বহির্ভূতভাবে সেই গৃহটিতে প্রবেশ করবার চেষ্টা করি, তাহলে আমি সেই সম্পত্তির মালিক হলেও, সেটি শর্ত ভঙ্গ ও প্রবেশ করা বলে গণ্য হবে। সেই লীজের চুক্তিতে উল্লিখিত ধারাগুলি আমি যদি লঙ্ঘন করি, তাহলে আমি সেই বাড়ির মালিক হলেও আমাকে সেই বাড়ির চত্বর থেকে বলপ্রয়োগ করে বার করে দেওয়া হতে পারে। এটিই দর্শায় যে পার্থিব জগতের উপর প্রভুত্ব কায়েম করবার জন্য শয়তানকে কেন আদমের মাধ্যমে যেতে হয়েছিল। কেবলমাত্র আদমের কাছে চাবিটি ছিল!

শয়তানকে দ্বারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, আর সেই দ্বার ছিল আদম। শয়তান যদি আদমকে ডিঙিয়ে প্রবেশ করতে চেষ্টা করত, তাহলে তাকে বৈধভাবেই ঘার ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হতে পারতো।

> *পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এ সকলই তোমার হইবে।*
>
> - লুক ৪:৫-৭

এই পদটিতে আপনি দেখতে পারেন যে শয়তান দাবি করে যে মানুষের জগতের কর্তৃত্ব ও প্রতাপ (সম্পদ) তাকে প্রদান করা হয়েছে। কে তাকে এই কর্তৃত্ব দিয়েছিল? যার কাছে সেটি ছিল, সেই ব্যক্তি, আদম! এই কারণেই, একটি বৈধ পথের মধ্যে দিয়ে গমন না করে ঈশ্বর মানুষের কর্মকান্ডের মধ্যে সহসা প্রবেশ করতে পারেন না। তিনি যদি সেটি করতেন, তাহলে শয়তান বিধি ভঙ্গের কারণে খেসারত দাবি করত। না, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কর্তৃত্বভার ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ঈশ্বরকে সেই একই দ্বারের মাধ্যমে প্রবেশ করতে হবে, যে দ্বার দিয়ে শয়তান প্রবেশ করেছিল, আর সেই দ্বার ছিল মানুষ। কিন্তু তেমন মানুষ কি ছিল?

> *'সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে*
>
> - আদিপুস্তক ১২:১-৩

অব্রাহমকে এই কারণে আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা বলা হয়ে থাকে কারণ তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের সম্মুখে পার্থিব জগতের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন যার দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ যুক্ত হবে। অবশ্যই, যখন এই পদগুলি জাতিগনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবার কথা বলে, তখন সেই পদগুলি যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে বলে, যিনি পরবর্তীতে অব্রাহমের বিশ্বাসের মাধ্যমে পুনরায় পার্থিব জগতে বৈধ উপায়ে ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর করেছিলেন। অব্রাহমের বিশ্বাস স্বর্গের নিমিত্ত একটি বৈধ দ্বারের পথ উন্মুক্ত করেছিল, যে দ্বারটি ঈশ্বর অব্রাহম ও তার বংশধরদের বা দায়াদদের সাথে সম্পাদিত একটি আইনী চুক্তির (নিয়ম) মাধ্যমে চিরস্থায়ীভাবে উন্মুক্ত করেছিলেন।

অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়
-রোমীয় ১০:১৭

আমি যা বলছি সেটার সারসংক্ষেপ করি। যেহেতু পৃথিবীতে মানুষের বৈধ অধিকার রয়েছে, তাই স্বর্গের পরিচালন ব্যবস্থা কেবলমাত্র পৃথিবীস্থ একজন নারী বা পুরুষের মাধ্যমে পার্থিব জগতের নাগাল পেতে পারে। সেই বৈধতা কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই অর্জিত হতে পারে যদি ঈশ্বর যা কিছু বলেন সেটির বিষয়ে একজন পুরুষ বা নারী তাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে (বিশ্বাস)।

এই কথাটি আরেকভাবে বলা যায়, স্বর্গ বৈধভাবে কেবলমাত্র সেই সকল নারী বা পুরুষকেই প্রভাবিত করতে পারে, যারা ঈশ্বরের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনে থাকতে চায় ও থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শয়তান যেভাবে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য আদমকে ব্যবহার করেছিল, এটিও সেই একই নীতি। সে আদমকে এই বলে প্ররোচিত করেছিল যে ঈশ্বরকে ভরসা করা যায় না, এবং ঈশ্বরের সাথে করা চুক্তি থেকে আদমের অন্তরকে বার করে এনেছিল। তার ফলে, আদম শয়তানকে বিশ্বাস ও করবে বলে স্থির ও ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এখন ঈশ্বর অব্রাহমের মাধ্যমে পার্থিব জগতে পুনরায় তাঁর কর্তৃত্বভার ও কর্তৃত্বকে ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে এই একই নীতি ব্যবহার করবেন। অব্রাহম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তার সহমতটি ঈশ্বর কর্তৃক ধার্মিকতা বলে গণিত হয়েছিল, যার অর্থ সেখানে প্রয়োজনীয় বৈধ চুক্তিটি ছিল। ঈশ্বর ও অব্রাহম এই দুই পক্ষের দ্বারা কৃত এই চুক্তিটি, ঈশ্বরকে একটি বৈধ চুক্তি (নিয়ম) প্রতিষ্ঠা

করবার সুযোগ করে দিয়েছিল, যেটি পার্থিব জগতে স্বর্গের প্রবেশধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু এই বিষয়টি লক্ষ্য করা জরুরী যে এই চুক্তিটি শুধুমাত্র অব্রাহম ও তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি লাগু হয়েছিল। অব্রাহমের সকল উত্তরাধিকারীদের একটি চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল, যেটি হলো ত্বকচ্ছেদ। ত্বকচ্ছেদ হলো পুরুষ লিঙ্গাগ্রের চ্ছেদন। যখন একজন পুরুষ একটি নারীদেহে তার বীজ বপন করত, তাই তার বীজকে সেই ছিন্নত্বক লিঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হত, যা শয়তান ও সেই পিতা ও মাতাদের নিজেদের কাছে ঘোষণা করত যে ঈশ্বর ও অব্রাহম যে বৈধ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, এই শিশুটি সেই চুক্তির একজন উত্তরাধিকারীরূপে স্বর্গের সাক্ষাতে দন্ডায়মান।

তবে, যেমনটা আমরা আগেও পাঠ করলাম যে, যদিও প্রতিটি নারী ও পুরুষের নিকট সেই বৈধ চুক্তি প্রাপ্তিসাধ্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর ও অব্রাহম যে চুক্তিটি সম্পাদন করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই চুক্তির ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করবার জন্য, ঈশ্বর যা বলেছেন সেই বিষয়ে আপন আপন হৃদয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকবার আইনি শর্ত পূর্ণ করতে হবে। এক কথায়, নিয়ম বাড়িতে বৈদ্যুতিক তারটি নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার পরেও তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস ও কার্য করবার দ্বারা সুইচটি অন করতে হয়েছিল।

বেশ, এখন আমরা জানি যে বিশ্বাস কাকে বলে, ও কেন আইনগতভাবে বিশ্বাস প্রয়োজন। এখন আমাদের পক্ষে এটি জানা আবশ্যিক যে বিশ্বাস কিভাবে প্রাপ্ত করতে হয় ও আমরা বিশ্বাসে রয়েছি কিনা সেটি কিভাবে জানতে হয়।

কিভাবে আমরা বিশ্বাস প্রাপ্ত করি?

এখানে একটা সুত্র দিলাম: আপনি বিশ্বাসের নিমিত্ত প্রার্থনা করতে পারেন না। অবাক হলেন? আমার সেটাই মনে হলো।

অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়
-রোমীয় ১০:১৭

ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করবার দ্বারা কিভাবে বিশ্বাস আসে? এই বাক্যের মধ্যেই কি সকল কিছু রয়েছে? প্রক্রিয়াটি কেমন? মানুষের আত্মার মধ্যে বিশ্বাস গড়ে উঠবার জন্য কেবলমাত্র কি ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করলেই হবে? বিশ্বাস কিভাবে

আসে এবং রোমীয় ১০:১৭ যে বিষয়ে কথা বলছে সেটিকে বোঝবার জন্য, আমরা মার্ক ৪ অধ্যায় দেখতে পারি। আপনি যদি আপনার বাইবেলটিকে উপরের দিকে ছুড়ে দেন, তাহলে সেটি মাটিতে পড়বার সময় মার্ক ৪ অধ্যায় খুলবে; এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ! মার্ক ৪:১৩ তে যীশু বলেছিলেন যে তিনি এই অধ্যায়ে যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন আপনি যদি সেটি না বুঝতে পারেন, তাহলে আপনি বাইবেলের অন্য কোনো দৃষ্টান্ত কথা বুঝে উঠতে পারবেন না। আমি বলব যে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ!

এই অধ্যায়টি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এর কারণ এই অধ্যায় আমাদের বলে যে পার্থিব জগতের সাথে কিভাবে বিজড়িত থাকে, কিভাবে তা বৈধতা লাভ করে, এবং কোথায় সেটি ঘটে। আপনার জীবনে সমগ্র এই অধ্যায়টি যা বলছে সেটিকে জানবার তুলনায় আর কোনকিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হয়?" মার্ক ৪ অধ্যায় পাঠ করুন! এখন আপনি যেমন জেনেছেন যে বৈধভাবে পৃথিবীতে স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের জন্য মানুষের আত্মায় বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়াটি একটি শর্ত। কিভাবে সেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, এই অধ্যায়ে সেই সম্পর্কে যীশু আমাদের তিনটি দৃষ্টান্ত কথা বলেন।

এই অধ্যায়ের তিনটি কাহিনী হলো বীজবপকের দৃষ্টান্তকথা, যে ব্যক্তি বীজ বোনে তার দৃষ্টান্তকথা ও সরিষাদানার কাহিনী।

মার্ক ৪ অধ্যায়ে যীশু দ্বিতীয় যে কাহিনীটি বলেন, প্রথমে সেটির দিকে দৃষ্টিপাত করে শুরু করা যাক। যে ব্যক্তি বীজ বোনে এটি তার কাহিনী।

> *'তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে, তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত। '*
>
> - মার্ক ৪:২৬-২৯

এই অংশের মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বে, আমাদের পরিভাষাগুলির স্পষ্টীকরণ করা যাক। যীশু যে বীজের কথা বলছেন সেটি কী, আর ভূমি বলতে কী বোঝানো

হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে এই একই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বীজবপকের দৃষ্টান্তকথাতেই যীশু এই পরিভাষাগুলিকে স্পষ্ট করেন। বীজ হলো ঈশ্বরের বাক্য, ভূমি হলো মানুষের অন্তর বা আত্মা। কাজেই এই দৃষ্টান্তকথায়, স্বয়ং যীশু কর্তৃক প্রদত্ত এই দুটি শব্দের মর্মার্থকে ব্যবহার করে, আমার বলতে পারি যে যীশু বলছেন যে একজন ব্যক্তি নিজ হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য বোনে। তারপর সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্তভাবে ভূমি বা মানুষের হৃদয় পার্থিব জগতে বিশ্বাস (স্বর্গের সাথে চুক্তি) উৎপন্ন করা আরম্ভ করতে থাকে।

এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে, আমাদের বিশ্বাসের সংজ্ঞাটি স্মরণ করা আপনার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ: স্বর্গ যা বলে সে বিষয়ে একজন নারী বা পুরুষের অন্তর দৃঢ় নিশ্চিত থাকাকে বিশ্বাস বলে। শাস্ত্রের এই অংশটি বলে যদিও সেই ব্যক্তি জানে না যে কিভাবে সেই প্রক্রিয়াটি কার্য করে, তবুও তার হৃদয়ে যে বাক্যরূপী বীজ বপন করা হয়েছে সেটি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং নিজে থেকেই চুক্তি উৎপন্ন করে। সেই ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকুক বা জাগ্রত অবস্থায় থাকুক, সেটি কোনো বড় বিষয় নয়; প্রক্রিয়াটি তখনও ঘটে। যেহেতু সেই ব্যক্তি তার অন্তরে বাক্যকে ধারণ করে, তাই স্বর্গ যা বলে, ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তিটির হৃদয় সেই চুক্তিতে প্রবেশ করছে, এবং বিশ্বাস উৎপন্ন হচ্ছে।

মার্ক ৪ অধ্যায়ে শাস্ত্রের যে অংশটি আমাদের রেফারেন্স হিসাবে রয়েছে, সেটি আমাদের বলে যে হৃদয় একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুক্তি উৎপন্ন করে থাকে। কাহিনীটি আমাদের বলে যে প্রথমে যখন আমাদের হৃদয় বাক্য গ্রহণ করে, তখন বিশ্বাস গড়ে উঠতে শুরু করে। যীশু সেই পর্যায়টিকে একটি অঙ্কুরের সাথে তুলনা করেন। তারপর সেই অঙ্কুর বাড়তে থাকে ও শীষে পরিণত হয়। শীষের উপর মস্তক গড়ে উঠে, কিন্তু এত পরের দিকের এই পর্যায়টিতেও, কোনো ফল হয় না, কোনো চুক্তি নেই, এবং প্রাকৃতিক জগতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তারপর যীশু বলেন যে প্রক্রিয়াটি চালু থাকে এবং সেই মস্তকটি পরিপক্ক হয় ও পাকা শস্য উৎপাদন করে। যখন প্রক্রিয়াটি সেই পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়, যখন মস্তকের মধ্যে পাকা শস্য থাকে, তখন সেখানে চুক্তি থাকে, এবং বিশ্বাস থাকে, তখন মানুষের হৃদয়ে স্বর্গ যা কিছু রোপন করেছিল, সেটি সেটিকে পার্থিব জগতে উৎপন্ন করবার সুযোগ নারী বা পুরুষকে দেয়।

এখন মনোযোগ দিন। বাস্তবে যা ঘটে সেটিকে পুনঃনিরীক্ষণ করা যাক। স্বর্গ পার্থিব জগতে, নারী ও পুরুষের অন্তরে, যেখানে চুক্তির প্রয়োজন সেখানে ঈশ্বরের বাক্য বপণ করে। সেই সময়ে, তখনও মানুষের হৃদয় স্বর্গের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে না, কিন্তু যা বপন করা হয়েছিল তার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য, সেই হৃদয়ের নিজে থেকেই চুক্তির নিকট আগমন করবার একটি প্রক্রিয়া সেই হৃদয়টির মধ্যেই শুরু হয়ে যায়। আমাদেরকে এই প্রক্রিয়াটি দেখাবার জন্য যীশু একটি মহান চিত্র ব্যবহার করেন। এই প্রক্রিয়াটির সাথে একজন কৃষকের বীজ বপন করা ও কিভাবে চারাগাছ পরিপক্ক হয় সেটির তুলনা করে, বিশ্বাসের রূপটি কেমন যীশু আমাদের তার একটি চিত্র দেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে, যখন চারাগাছের ফলের মধ্যে থাকা বীজটি পেকে যায়, তখন সেটিকে দেখতে হুবহু সেই বীজটির মত হয় যেটি ভূমিতে রোপিত হয়েছিল। আমি পুনরায় এই কথাটি বলব।

যখন চারাগাছের ফলের মধ্যে থাকা বীজটি পেকে যায়, তখন সেটিকে দেখতে হুবহু – হুবহু -সেই বীজটির মত হয় যেটি ভূমিতে রোপিত হয়েছিল।

একটি ভুট্টার চারা বপন করুন এবং ভুট্টার মধ্যে যে পাকা দানাগুলি থাকবে সেগুলি আপনি যে বীজটি বপন করেছিলেন সেটির অনুরূপ হবে। তারা একইরকম, দেখতে একইরকম, স্বাদেও একইরকম। আপনি দুটির মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন না; তারা অনুরূপ।

তাই যীশু যা বলছেন আমি সেটির সারসংক্ষেপ করি। আমরা যখন বাক্য শ্রবণ করি (রোমীয় ১০:১৭), তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের আত্মিক মনুষ্যের মধ্যে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা যদি সেই বাক্যকে আমাদের অন্তরে লালন করি, তাহলে সেটি পরিপক্ক হবে; এবং যখন সেটি পরিপক্ক হবে, তখন আমাদের হৃদয়ের চিত্রগুলি (পার্থিব জগত) স্বর্গ যা বলে তার অনুরূপ হবে। আমরা যদি ভিন্নভাবে এটিকে বলি, তাহলে আমরা বলতে পারি যে যখন আপনি যখন স্বর্গের একটি প্রতিজ্ঞাকে আপনার হৃদয়ে রোপন করেন, তাহলে সেই প্রতিজ্ঞাটি সম্পূর্ণ নিজে থেকেই ঈশ্বর যা বলেছিলেন ধীরে ধীরে তার একটি প্রত্যয় উৎপাদন করবে। পরিশেষে, স্বর্গ যা বলে আপনার হৃদয় সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে, এবং সেখানে চুক্তি থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি অসুস্থতার মুখোমুখি হন, তাহলে আপনার দেহের অবস্থা আপনাকে বলে দেয়

যে আপনি অসুস্থ। আপনি যখন ঈশ্বরের সেই বাক্যটিকে রোপন করেন যেটি বলে যে যীশু যা করেছিলেন তার মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার আরোগ্যতা নিমিত্তক মূল্য প্রদান করেছেন, তখন আপনার হৃদয় ঈশ্বর যা বলেন, সেই বিষয়ে নিজে থেকেই ধীরে ধীরে নিশ্চিত হওয়া শুরু করে।

সেই বাক্য যখন আপনার অন্তরে পরিপক্ক হয়ে যায়, তখন আপনি সুস্থ হয়েছেন এই সাহসটি, **আপনি** যা বিশ্বাস করেন ও বলেন, তাতে পরিণত হয়। স্বর্গ যা বলে এর পর থেকে আপনি কেবলমাত্র সেটি উদ্ধৃত করেন না। এখন আপনার হৃদয় সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আপনি যখন বলেন, "আমি সুস্থ হয়েছি", তখন সেটি একটি ফর্মুলা বা সুত্র নয় যেটি আপনি আউরে চলেছেন; বরং, আপনি এটি বিশ্বাস করেন ও বাস্তবতা রূপে সেটিকে জানেন। স্বর্গ যা বলে সেটি বাস্তবতা সম্পর্কে এখন আপনার নিজস্ব ধারনায় পরিণত হয়।

এই কারণেই ইব্রীয় ১১:১ বলে:

> *আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি*

যখন বিশ্বাস থাকে, তখন স্বর্গ যা বলে তার একটি অতি প্রাকৃত আশ্বাস থাকে, তা হলেও তারপরেও প্রক্রিয়ার মধ্যে আরেকটি ধাপ রয়ে যায়।

সেই ব্যক্তি নিজ অন্তরে যে বিষয়ে নিশ্চিত থাকে, সেটিকে তার নিজের প্রকৃত অস্তিত্বের জগতে নিয়ে আসবার জন্য, তাকে অবশ্যই শস্য সংগ্রহ করবার জন্য কাস্তে লাগাতে হবে।

> *কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ **কাস্তে লাগায়,** কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত*
>
> \- মার্ক ৪:২৯

লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তিটির অন্তরটি স্বর্গের সাথে চুক্তিতে রইলেও, এবং স্বর্গীয় বাস্তবতা সেই পুরুষ বা নারীটির বাস্তবতায় পরিণত হলেও, ভৌত জগতে কোনো বাস্তব পরিবর্তন তখনও সংঘটিত হয় না। যেহেতু মানুষ সেই জন যার এখানে এই পৃথিবীতে স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে, এবং তাকেই স্বর্গের সেই কর্তৃত্বকে

এই জগতে মুক্ত করতে হবে। পুরুষ বা স্ত্রী ব্যতীত ঈশ্বর সেটি করতে পারেন না। আমরা পূর্বে যে অতি পরিচিত শাস্ত্রাংশটি আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে আমি আপনাকে সেটি দেখাতে পারি।

> *কারণ হৃদয়েই তুমি বিশ্বাস করো ও ধার্মিক বলে গণ্য হও এবং তোমার মুখে তা স্বীকার করো ও পরিত্রাণ পাও*
>
> - রোমীয় ১০:১০

মানুষ হৃদয় সহকারে বাক্যে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস উৎপন্ন করে, এবং ধার্মিক (justify) হয়। justify বা ন্যায্যতা একটি আইনি পরিভাষা যার অর্থ আইনের প্রশাসন। কাজেই একজন ব্যক্তির হৃদয় যখন স্বর্গের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে, এবং স্বর্গ যা বলে সে বিষয়ে তার অন্তর সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে, তখন সে ধার্মিক। এরপর স্বর্গের পক্ষে তার জীবনের মধ্যে, পার্থিব জগতের মধ্যে প্রবাহিত হওয়াটা বৈধ। কিন্তু কেবলমাত্র ধার্মিক হওয়াটাই ঈশ্বরের পরাক্রমকে মুক্ত করে না। ঠিক কোনো বাড়িতে বিদ্যুত কেন্দ্র থেকে বিদ্যুতের সংযোগ থাকলেও, বৈদ্যুতিক শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার ও লাইট জ্বালানোর জন্য আরেকটি ধাপ বাকি থাকে –সুইচটিকে অন করা। কেন? কারণ যেমনটি রোমীয় ১০:১০ নির্দেশ করে, ধার্মিক হওয়ার পরেও একটি ধাপ বাকি রয়ে যায়।

একজন নারী বা পুরুষ যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়ান তাকে অবশ্যই ধার্মিক হতে হবে তারপর পার্থিব জগতে ঈশ্বরের পরাক্রম ও অভিষেককে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত করবার জন্য সেই চুক্তিকে স্বীকার বা সেটির উপর ক্রিয়াশীল হতে হবে। আমি যা বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণভাবে সেটি আপনি বুঝতে পারেন ততক্ষণ দয়া করে শাস্ত্রের ওই পদটিকে বারংবার পাঠ করুন। এইভাবেই এটি কার্যকারী হয়! এইভাবে স্বর্গ পার্থিব জগতে বৈধতা প্রাপ্ত করে, পার্থিব জগতে হৃদয় স্বর্গের মিলনস্থল হয়, এবং তারপর আমাদের কথা ও কার্য সেই সকল সুইচ হয় যেগুলি বাস্তবে স্বর্গের পরাক্রমকে মুক্ত করে। ওই পদটির দ্বিতীয় অংশের প্রতি দয়া করে পুনরায় গভীরভাবে মনোযোগ দিন: আমরাই সেই ব্যক্তি যাদেরকে এখানে স্বর্গের কর্তৃত্ব মুক্ত করতে হবে।

স্বর্গের পক্ষে প্রথমত বৈধতা লাভ করা ও দ্বিতীয়ত পার্থিব জগতে অধিকার প্রাপ্ত করবার জন্য একজন নারী বা পুরুষের উপর নির্ভর করবার এই যে

ধ্যানধারণা, সেটি মথি ১৬ ও ১৮ অধ্যায়ে যীশু যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে

- মথি ১৮:১৮

এখানে যীশু বলেন যে তিনি মন্ডলীকে পার্থিব জগতে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি (কর্তৃত্ব) দেবেন। তিনি বলেছিলেন যে আপনি পৃথিবীতে যা কিছু বদ্ধ করবেন সেটি স্বর্গের দ্বারা সমর্থিত হবে, এবং পৃথিবীতে যা কিছু আপনি মুক্ত করবেন, স্বর্গ সেটিকে সমর্থন করবেন। পুনরায় একজন পুলিশ অফিসার বা কর্মকর্তার কথা চিন্তা করুন; তার কর্তৃত্ব রয়েছে, কিন্তু সরকারের নিকট ক্ষমতা রয়েছে। পুলিশ অফিসারটি সেই সরকারের চাবিগুলি বা কর্তৃত্বকে ধারণ করেন, কারণ তিনি সেই সরকারের একজন প্রতিনিধি হওয়ার জন্য শপথগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যা বলেন, সরকার সেটি সমর্থন করে। স্মরণ রাখবেন, কেবলমাত্র একজন নারী বা পুরুষের নিকট এই স্থানের অধিকার রয়েছে, এবং সেই কারণেই কেবলমাত্র একজন নারী বা পুরুষ পৃথিবীতে স্বর্গকে বৈধ অধিকার প্রদান করতে পারে।

এইভাবে স্বর্গ পার্থিব জগতে বৈধতা প্রাপ্ত করে, পার্থিব জগতে হৃদয় স্বর্গের মিলনস্থল হয়, এবং তারপর আমাদের কথা ও কার্য সেই সকল সুইচ হয় যেগুলি বাস্তবে স্বর্গের পরাক্রমকে মুক্ত করে

বিশ্বাস সম্পর্কিত আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন। আমি পুনরায় মার্ক ৪ অধ্যায়ের আমাদের শাস্ত্রের অংশটির রেফারেন্স টানব।

ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য

- মার্ক ৪:২৮

স্মরণ রাখবেন, যেমনটি আমি আগেও উল্লেখ করেছি, এই দৃষ্টান্তকথাটিতে উল্লিখিত ভূমিকে যীশু মানুষের হৃদয়ের বা আত্মার প্রতিনিধিত্বকারীরূপে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বাস কোথায় উৎপন্ন হয় সেটি লক্ষ্য করুন; সেটি কি আপনাকে বিস্মিত করে? বিশ্বাস স্বর্গের পণ্য নয়, অধিকাংশ লোক যেটি বিশ্বাস করে থাকে, বরং বিশ্বাস পার্থিব জগতে উৎপাদিত হয়, এবং সেটি আপনার হৃদয়ের মধ্যে উৎপাদিত একটি পণ্য। আপনি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা বা ঈশ্বরকে অনুরোধ করতে পারেন না। স্বর্গে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। না, কেবলমাত্র পার্থিব জগতে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, এবং কেবলমাত্র পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের অন্তরেই বিশ্বাসের জন্ম হতে পারে। যেমনটি মার্ক ৪ অধ্যায়ের দৃষ্টান্তকথা শিক্ষা দেয়, বিশ্বাস প্রাপ্ত করবার কেবলমাত্র একটি উপায় রয়েছে, আপনার অন্তরে ঈশ্বরের বাক্যকে রাখা, এবং চুক্তির প্রক্রিয়াটিকে সংঘটিত হতে দেওয়া। তাই যদি আমার বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি কী করব? আমি আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে ছড়িয়ে দেব, এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানে বিশ্বাসের জন্ম হয়, ততক্ষণ সেই বাক্যকে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ করে দেব। কেবলমাত্র সেই উপায়েই বিশ্বাসের আগমন ঘটে।

মার্ক ৪ অধ্যায় শেষ করবার পূর্বে, আমি পুনরায় সেখানে উল্লিখিত কাস্তের সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

> *কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ **কাস্তে লাগায়,** কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত।*
>
> \- মার্ক ৪:২৯

আমার বিশ্বাস মান্ডলীক জগতের অধিকাংশই কিভাবে কাস্তে ব্যবহার করতে হয়, সেই বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নি, অর্থাৎ, তাদের যা প্রয়োজন কিভাবে সেটি সংগ্রহ করতে হয়, তারা সেই শিক্ষা দেয় নি। কিভাবে দান করতে হয় সাধারণভাবে মন্ডলীকে সেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যে বীজ বপণ করেছে কিভাবে সেটিকে চাষ করতে ও সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করতে হয় সেটি শিক্ষা দেওয়া হয় না। এই পদটিতে যীশু খুব সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা দেন। তিনি বলেন যখন আমাদের বিশ্বাসের শস্য পাওয়া যায়, তখন আমাদের অবশ্যই কাস্তে লাগাতে হবে। যদিও আমরা খুব ভালোভাবে আমাদের বিশ্বাসের বীজ ছড়িয়ে থাকতে পারি,

কিন্তু কিভাবে কাস্তে লাগাতে হয় আমরা যদি তা না জানি, তাহলে কোনো শস্য ঘরে তোলা যাবে না। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কার্য করে, যতদিন পর্যন্ত না প্রভু আমাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, ততদিন আমিও এই সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি কি রকম সেই বিষয়ে আপনাকে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিই।

আটলান্টাতে একটি মন্ডলীতে প্রচার করবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেটি ছিল একটি বুধবারের নৈশ্যকালীন উপাসনা ও মন্ডলীটি খুব বড় ছিল না, কিন্তু আমার কাছে সেটিই সুন্দর ছিল। আমি যেভাবেই হোক না কেন মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিতে পছন্দ করতাম। আমি যখন গীর্জাটিতে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে গীর্জাটিতে তালা বন্ধ ছিল, ও ওখানে কেউই ছিল না। উপাসনা শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পূর্বে আমি সেখানে গিয়ে পৌছে ছিলাম। আমি আমার পেছনে একটি খুব জোরে শব্দ সৃষ্টিকারী একটি ট্রাকের আওয়াজ পেলাম; মনে হচ্ছিল গাড়িটির মধ্যে মোটেই কোনো শব্দ-নিরোধক যন্ত্র ছিল না। আমি যখন চোখ তুলে দেখলাম, আমি একটি পুরনো জীর্ণ, ভগ্ন দশার নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ট্রাক, গীর্জাটির পেছনের গলিতে এসে থামলো। আমি ওই ট্রাকটির সম্পর্কে কিছুই ভাবি নি; কারণ শত হলেও, আমি আটলান্টার কেন্দ্রস্থলে ছিলাম। আমি যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন ভবনটির পেছন দিক থেকে একজন ব্যক্তি হেঁটে এলেন ও পালকরূপে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন যে বিলম্বের জন্য তিনি দুঃখিত, কিন্তু তার পুরাতন ট্রাকটি চালু হচ্ছিল না। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যেহেতু তার ট্রাকটির স্টার্টারটি অকেজো, তাই তাকে পর্বতের উতরাই বরাবর ঢালু ভুমিতে ট্রাকটিকে চালু করতে হয়েছিল, তারপর হটাৎ করে ক্লাচটিকে ছেড়ে দিয়ে গাড়িটি কিছুটা গতি প্রাপ্ত করেছিল। তিনি বললেন যে অনেকবার গাড়িটি একেবারেই চালু হয় না, আর তাকে গীর্জায় আসবার জন্য পাঁচ মাইল পথ হেঁটেই আসতে হয়।

যখন তিনি আমাকে তার মন্ডলীর সম্পর্কে বলতে থাকলেন, তখন তিনি বললেন যে যদিও তিনি সেই মন্ডলীটির পালক, তবুও সেই মন্ডলীর মূল কাজ হলো দরিদ্র শহরবাসীদের আহারের ব্যবস্থা করা। সেই স্থানটিতে তারা একমাসে ১০,০০০ এর অধিক মানুষকে ভোজন করিয়েছে। পালকটি যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমি হতাশ হচ্ছিলাম। ঈশ্বরের একজন দাস, যিনি মাসে

১০,০০০ মানুষের আহার যোগাচ্ছেন, আর তার একটি ভরসা করবার মত গাড়িও নেই? তিনি যাদেরকে আহার দেন, সেই লোকেদের মধ্যে বহু মানুষের কাছে তিনিই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। তারা যদি দেখে যে তিনি কোনো রকমে জীবনোপায় করেন, গ্রীষ্মের ১০০ ডিগ্রী উষ্ণতার দিনে পাঁচ মাইল পথ হেঁটে তাকে গীর্জায় পৌঁছাতে হয়, তাহলে ঈশ্বর যে তাদের সাহায্য করতে পারেন, সেই বিষয়ে তারা কোন ভরসা পাবে? আমি এই সমস্যাটি নিরসন করতে পারি। আমার বাড়িতে একটি বেশ নতুন গাড়ি রয়েছে, যেটি ২০,০০০ মাইল ছুটেছিল, সেটি আমি তাকে দিতে পারি। আমি তাকে আমার প্রস্তাবটি বললাম ও আরো বললাম যে আমি আমার একজন কর্মীকে ওই গাড়িটি সহকারে আটলান্টাতে পাঠাবো। তিনি স্বভাবতই প্রফুল্লিত হয়েছিলেন। আমি ওই রাতে তাকে ও তার ক্ষুদ্র মন্ডলীকে ঈশ্বরের রাজ্য ও অর্থের সম্পর্কে সেই রাজ্য কিরূপে কার্য করে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিলাম।

বাড়ি ফিরে, আমি সেই গাড়িটি চালিয়ে আটলান্টায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম। যখন আমার কর্মী সদস্যটি সেই গাড়িটি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার বাড়িতে এলো, তখন আমি জানতাম যে আমি স্বর্গে একটি আত্মিক লেনদেন চালাচ্ছি। আমি জানতাম যে যেহেতু আমি ঈশ্বরের রাজ্যে এই গাড়িটিকে দিয়ে দিচ্ছি, তাই আমার প্রয়োজনের একটি গাড়ির জন্য আমি ঈশ্বরের প্রতি ভরসা করতে পারি। আমি গাড়ি পাগল লোক নই, মানে আমার গাড়ি রাখবার তেমন বিশেষ শখ নেই। ওই ধরনের কিছু লোক আছে বটে, কিন্তু আমি তেমন নই। গাড়ি আমার কাছে শুধুমাত্র একটি যন্ত্র। হ্যাঁ, সুন্দর গাড়ি রাখতে আমিও চাই, কিন্তু সাধারণত যতদিন পর্যন্ত না সেই গাড়ি বদল করবার সময় আসে, ততদিন আমি সেই গাড়ি চালাই।

যখন আমার কর্মীটি এসে পৌঁছালো, তখন আমি আমার গ্যারাজে প্রবেশ করলাম, এবং আমি সেই গাড়িটির উপর আমার হস্তার্পণ করে বললাম, "পিতা, আমি এই গাড়িটি তোমার পরিচর্যার কার্যের মধ্যে দিয়ে দিই, আর যেহেতু আমি এই গাড়িটি ছেড়ে দিচ্ছি তাই আমি আরেকটি গাড়ি ফিরে পাচ্ছি..." কথাটি বলতে গিয়ে আমি ইতস্তত করছিলাম। ঈশ্বরের রাজ্য কতটা সুনির্দিষ্ট সেটা আমি জানি, শুধুমাত্র 'গাড়ি' এই শব্দটির দ্বারা কিছু হবে না সেটিও আমার জানা ছিল। আমি এও জানতাম যে আমাকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে, এবং আমরা যা পাবো, সেই সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিষয়ে ড্রেনডা ও আমাকে একমত হতে হবে। আমি যখন সেই

অসম্পূর্ণ কথাটির মাঝে আটকে ছিলাম, তখন আমি এটিও উপলব্ধি করলাম যে আমি কোন ধরণের গাড়ি চাই সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। কাজেই আমি পুনরায় প্রার্থনা আরম্ভ করলাম, “প্রভু আজ আমি তোমার পরিচর্যায় এই গাড়িটিকে ছেড়ে দিচ্ছি, আর যেহেতু এখন আমি বপণ করছি তাই আমি বিশ্বাস করি যে আমি সত্যিই একটি সুন্দর গাড়ি পেয়েছি, কিন্তু সেটি কোন ধরণের ও কোন মডেলের গাড়ি সেটি আমি যখন স্থির করে উঠতে পারবো, তখন পুনরায় আমাকে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে”। ঘটনাটি এমনই ছিল; গাড়িটি চলে গেল। আমার মনের মধ্যে সত্যিই এমন কোনো গাড়ির কথা তখন ছিল না, যাতে আমি বলতে পারতাম যে, “হ্যাঁ, আমি ওই গাড়িটি চাই”।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। সেই গাড়িটি দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে ড্রেনডার সায় ছিল, আর আমার মতই, কোন ধরণের গাড়ি তার চায় সেই বিষয়ে তার কোনো ধারণা ছিল না। পরবর্তী দুই মাস ধরে আমরা গাড়ির সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, এবং শেষপর্যন্ত একদিন তিনি বললেন, “জানো, আমার মনে হয় একটি convertible (খোলা ছাদ বিশিষ্ট গাড়ি) গাড়ি হলে খুব ভালো লাগবে”। আমি তাকে বললাম যে আমি রাজি, আরও বললাম যে আমার মনে হয় ব্যাপারটা বেশ মজার হবে, কিন্তু কোন ধরনের গাড়ি? আমরা এটাও জানতাম না যে বাজারে কোন ধরনের convertible গাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু একদিন আমরা যখন দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারবার জন্য গাড়ি চেপে যাচ্ছিলাম, তখন হটাৎই আমার স্ত্রী বললেন, “এই দেখ এইটা!” আমি বললাম, “কোনটা গো?” আমরা যে রেস্তরায় প্রবেশ করেছিলাম তিনি সেটির গাড়ি রাখবার জায়গার দিকে আঙ্গুল দেখাতে দেখাতে বললেন, “আরে ওইটা”। আমি বললাম, “ওটা কি?” “ওই গাড়িটা, ওই গাড়িটাই আমি চাই!” তারপর আমি গাড়ি রাখবার স্থানে একটি উজ্বল convertible গাড়ি রাখা আছে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, “চল দেখি তো গাড়িটা কোন ধরণের”। কাজেই আমরা ওই গাড়িটার কাছে গাড়ি চালিয়ে গেলাম ও ওই গাড়ির পেছনে আমাদের গাড়িটিকে থামালাম।

হ্যাঁ, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে গাড়িটি আমাদের পছন্দ হয়েছিল। গাড়িটি BMW 645Ci মডেলের, নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর,এবং একটি অত্যন্ত দামী convertible গাড়ি। আপনাকে সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন গাড়িটির প্রস্তুতকারক সংস্থার নামটি দেখলাম, তখন চিন্তা করলাম, “বেশ, প্রভু, আমরা কি

করব সেটি আমাদের দেখাও"। আমি জানতাম যে একটি নতুন BMW গাড়ির জন্য আমি ১১৫,০০০ ডলার খরচ করব না, কিন্তু আমি এই কথাও জানতাম যে ঈশ্বর আশ্চর্য কার্য করতে পারেন। ড্রেনডা ও আমি কাউকে গাড়ির সম্পর্কে কিছু বলি নি বা আমরা যে গাড়ির সন্ধানে আছি সে কথাও কারো কাছে উল্লেখ করি নি।

প্রায় দু সপ্তাহ পর, ড্রেনডার ভাই আমাদের ফোন করলেন ও বললেন, "আমি ড্রেনডার গাড়ির খোঁজ পেয়েছি!" আমি বললাম, "ড্রেনডার গাড়ি পেয়েছেন মানে? কি বলতে চান আপনি?" তিনি বললেন, "আমি দেখলাম যে এই গাড়িটি বিক্রি করা হবে, আর সহসাই আমার মনে হলো যে, ওটাই ড্রেনডার গাড়ি; আর তাই আপনাকে সেই সম্পর্কে বলাটা আমার কর্তব্য"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "গাড়িটা কোন ধরনের?" "গাড়িটা একটি BMW 645Ci মডেলের গাড়ি, আর নিঁখুত অবস্থায় রয়েছে; সত্যিই নিঁখুত। দু বছর বয়সের গাড়ি, মাইলেজ কম, আর গাড়িটির উপর একটিও দাগ নেই। একেবারে ত্রুটিহীন। এর পাশাপাশি, যিনি গাড়িটি বিক্রি করছেন আপনি তাকে চেনেন" আমি বললাম, "আমি চিনি?" "হ্যাঁ, তিনি তো তাই বললেন, এই সম্পর্কে আপনার উচিত তাকে ফোন করা"। তিনি যখন আমাকে গাড়িটির প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম ও মডেলটি বললেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বর কিছু করছেন। কারণ সেটি ওই গাড়িটিই যেটির সম্পর্কে সপ্তাহ দুয়েক আগে ড্রেনডা ও আমি বলেছিলাম যে গাড়িটি আমাদের পছন্দ।

যিনি সেই গাড়ির মালিক ছিলেন আমি তাকে ফোন করলাম। হ্যাঁ, তিনি আমার পরিচিত, আমরা ওই গাড়িটির বিষয়ে সামান্য কথাবার্তা বলেছিলাম, এবং তিনি আমাকে বলছিলেন যে গাড়িটি কতটা ভালো অবস্থায় রয়েছে। তারপর তিনি আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন, "জানেন, যবে থেকে আমরা এই গাড়িটির সম্পর্কে ফোনে কথা বলা শুরু করেছি, তবে থেকে আমার শুধু এটাই মনে হয়েছে যে এই গাড়িটি ড্রেনডার হওয়া উচিত"। আমি তার কাছে মোটেও বলি নি যে আমি ড্রেনডার জন্য গাড়িটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভদ্রলোক এর পর আরো বললেন, "এখন আমি যা করব সেটা আপনাকে বলছি শুনুন, আমি আপনার কাছে ওটাকে ২৮,০০০ ডলার মূল্যে বিক্রি করে দেব"। আমি যা শুনছিলাম সেটা আমার কানের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। গাড়িটির মূল্য অনেক বেশি ছিল। আমি যখন ড্রেনডাকে একথা বললাম, বলাই বাহুল্য যে তিনি প্রফুল্লিত হয়েছিলেন। আমরা ওই গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছিলাম, আর আজও গাড়িটা

আমাদের কাছেই আছে। গাড়িটি এখনও সচল ও দেখতেও দারুন। এখনও গাড়িটির উপর কোনো আঁচরের দাগ পড়ে নি, আমরা ওই গাড়িটিতে বেশ কয়েকবার যাত্রা করেছি, কখনও গাড়ির ছাদটি নামিয়ে দিয়ে, গাড়ির মধ্যে থাকা স্টিরিওটির উচ্চনাদ সহ এবং কখনও বা ক্লান্ত এক দিনে সূর্যের দ্বারা জীবনের প্রাণবায়ু প্রবেশ করানোর মধ্য দিয়ে।

আমাদের প্রিয় যাত্রাটি হলো আমাদের তাঁবুর সামগ্রীগুলিকে ট্রাকে চাপিয়ে, সেই দারুন convertible গাড়িটিকে কলোরাডো পর্বতের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই যাত্রায় আমাদের কন্যা কিয়রস্টেন আমাদের সাথে ছিল, আর রাতের বেলা গাড়ির ছাদটি নামিয়ে দিয়ে কানসাস এর মধ্য দিয়ে I-70 এর উপর দিয়ে গাড়ি চালানোর কথা আমার মনে আছে। আমি যখন গাড়ি চালাচ্ছিলাম তখন কিয়রস্টেন গাড়ির পেছনে শুয়ে ছিল। আমাদের মাথার উপরে আকাশের তারাগুলি খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল, আর রাস্তাটিতে মাঝে মাঝে দু একটি ট্রাক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই রাতটি ছিল সেই সকল সুন্দর রাতগুলির একটি যেখানে একেবারে মনোরম পরিবেশ ছিল এবং জগতের সকলকিছু সুন্দর। আমরা পরবর্তী দুই সপ্তাহ রকি পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কাটিয়েছিলাম, আর আমাদের গাড়িটি কত সুন্দরভাবে কাজ করে সেটি আমি দেখলাম। একটি শব্দ সেটিকে বর্ণনা করতে পারে—দারুন!

কিন্তু এখানেই সেই দশ লক্ষ ডলার প্রশ্নটি উঠে আসে। কিভাবে সেই গাড়িটি এখানে এলো? ড্রেনডা যে গাড়িটিকে দেখে বলেছিলেন "এই তো এটা!", এটাই সেই গাড়িটা কেন? আমি জানতাম যে ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের জীবনে সেই গাড়িটিকে এনেছিল। আমি জানতাম যে যখন আমি সেই পালকটির নিকট আমার গাড়িটিকে রোপণ করেছিলাম, তখন আমি আত্মিক ধর্মের প্রয়োগ করছিলাম। আমার মনে আছে আমি বলেছিলাম যে আমি একটি গাড়ি পাবো, কোনো SUV নয়, কোনো জিপ নয়, বরং একটি গাড়ি; আমার মনে আছে আমি বলেছিলাম যে একটি সুন্দর গাড়ি। কিন্তু ড্রেনডা ও আমাকে কাস্তে লাগাতে হয়েছিল। যতক্ষণ না আমরা "এই তো এটা!" এই কথাটি উচ্চারণ না করব, সেই গাড়িটি ততক্ষণ আবির্ভুত হবে না। যদিও আমি যখন আমার গাড়িটিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন আমি বিশ্বাসে ছিলাম, কিন্তু ড্রেনডা "এই তো এটা!" এই কথাটি উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আমরা কাস্তে লাগাই নি।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যেটি এই নীতিটিকে আরো বৃহত্তরভাবে প্রকাশ করেছিল। আপনি হয়ত জানেন যে আমি শিকার করতে ভালবাসি। আমি শিকার করবার জন্য অনুকুল দেশে বাস করি, আর আমি আমার নিজস্ব শিকারক্ষেত্র পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমার ৬০ একর জমির মধ্যে, প্রায় ১৯ একর শক্ত কাঠের গাছের জঙ্গল, এবং ১০ একর মত জলাভূমি রয়েছে। আমি প্রতি বছর অত্যন্ত সফলতার সাথে হরিণ ও কাঠবেড়ালি শিকার করি। ওখানে সবসময় হাঁস উড়ে বেড়ায়, কিন্তু কিছু কারণবশত, আমি কখনই তাদেরকে শিকার করবার কথা চিন্তা করি নি। এত বছরে, এক কি দুবার, আমার ছেলেরা ও আমি বিলের কাছে হেঁটে গিয়েছিলাম, আর রাতের আহারের জন্য কয়েকটি হাঁস ধরেছিলাম। কিন্তু আমরা প্রকৃত অর্থে কখনই পাতি হাঁস শিকার করি নি।

বেশ, কয়েক বছর আগে, আমি যখন দেখলাম ডজন ডজন পাতিহাঁস বিলের মধ্যে উড়ে এসে বসছে, তখন আমি ভাবলাম যে আমি হাঁস শিকারের চেষ্টা করব। বাহ, ব্যাপারটা খুব মজার ছিল! আমার নেশা ধরে গিয়েছিল। সেইবারের শরৎ কালের হাঁস শিকারের সময়, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হাঁসের উপর গুলি চালাবার জন্য আমার বেশ ভালোরকম প্র্যাকটিস বা অভ্যাস করা প্রয়োজন। আমি কয়েকটি হাঁস ধরতে পেরেছিলাম ও বুঝতে পেরেছিলাম যে ওগুলোকে খেতেও বেশ সুস্বাদু। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে অনেক সময়েই হাঁসগুলি ধরাছোঁয়ার বাইরে অথবা আমার শটগানের পাল্লার একেবারে প্রান্তে থাকতো, আমার বিশ্বাস সেই কারনেও বেশ কয়েকবার আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। আমি একটি রেমিংটন ১১-৮৭ মডেলের, আমার নিয়মিত, সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শটগান ব্যবহার করছিলাম, যেটি আমি খরগোশ থেকে আরম্ভ করে হরিণ পর্যন্ত শিকার করবার কাজে ব্যবহার করতাম। ভুল বুঝবেন না, আমি ওই বন্দুকটি ভালবাসি, আর ওটা দারুন একটি বন্দুক। কিন্তু আমি শুনেছিলাম যে কিছু নতুন মডেলের বন্দুক রয়েছে যেগুলি শুধুমাত্র হাঁস শিকারের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। ওই বন্দুকগুলি গোপনীয় ও সেগুলির মধ্যে সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের বড় গুলি রাখার জায়গা থাকে, যেগুলি দীর্ঘ পাল্লার গুলি ছোড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি জানতাম। পরবর্তী হাঁস শিকার করবার সময় শুরু হওয়ার আগে ওই ধরনের একটি বন্দুকের বিষয়ে খোঁজ খবর নেব বলে আমি স্থির করলাম।

বেশ, হাঁস শিকার করবার সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তখন জানুয়ারী মাস, আর আমি ক্যাবেলাসের (শিকারের উপকরণের দোকান) মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম ও ভাবলাম যে আমি শটগানগুলি দেখতে কেমন সেটি দেখবার জন্য শটগান বিভাগের মধ্যে একবার যাবো। যখন আমি শটগান বিভাগের মধ্যে প্রবেশ করলাম, আমি দেখতে পেলাম যে তাদের শুধুমাত্র হাঁস শিকার করবার শটগানের জন্যই একটি সম্পূর্ণ বিভাগ রয়েছে। আমি সেই বন্দুকগুলির কয়েকটি দেখলাম, আর যেটা আমার পছন্দ ছিল সেটা কিনব ভাবলাম, কিন্তু বন্দুকটির দাম ২০০০ ডলার আর হাঁস শিকারের সময় আসতে বেশ কয়েকমাস দেরী ছিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, "আমি অপেক্ষা করব"। কিন্তু আমি যখন দোকান ছেড়ে বার হয়ে আসছিলাম তখন আমি অস্বাভাবিক এক কান্ড ঘটিয়েছিলাম। যখন আমি সেটি করেছিলাম তখন আমি আসলে কি করছি সেটি উপলব্ধি করি নি। আমি চিন্তা না করেই সেই কাজ করেছিলাম। আমি যে শটগানটি কিনতে চেয়েছিলাম সেটির দিকে নির্দেশ করে উচ্চস্বরে বলে উঠেছিলাম, "যীশুর নামেতে আমি ওই বন্দুকটি আমি পাবো"। এইবারেও, আমি এই বিষয়ে বেশি কিছু চিন্তা করি নি; আমি যে ওই বন্দুকটি পেতে চলেছি, আমি শুধুমাত্র সেই ঘোষণাই করছিলাম। আমি যে হাঁস মারার বন্দুকটি চাইছিলাম আমার অন্তরে সেটির একটি স্পষ্ট ছবি ছিল।

দু সপ্তাহ পর আমাকে একটি ব্যবসা সংক্রান্ত অধিবেশনে বক্তব্য রাখবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়, আর সেখানে এমন কিছু ঘটেছিল যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার কথা বলা সাঙ্গ হলে, সেই সংস্থার মালিক আমার কাছে এসে বললেন যে আমার আগমনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা আমাকে একটি উপহার দিতে চান। তিনি বললেন, "আমরা জানতাম যে আপনি শিকার করতে ভালবাসেন, তাই আমরা এই শটগানটি আপনাকে কিনে দিয়েছি"। আমি চরম বিস্মিত হয়েছিলাম কারণ তারা একটি সম্পূর্ণ নতুন বেনেলি কোম্পানির, সেমি-অটোমেটিক বা আংশিক স্বয়ংক্রিয় হাঁস মারার বন্দুক বার করেছিল, ঠিক যে বন্দুকটি আমি দোকানে দেখেছিলাম, যেটির দিকে আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলাম! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? কিভাবে সেই বন্দুকটিই আবির্ভুত হয়েছিল? বেশ কিছু বছর ধরে আমি ডজন

আমার নিমিত্ত তিনি যীশুকে যখন প্রেরণ করেছিলেন ও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্য দিয়েছিলেন তখনই তিনি দেখিয়েছিলেন যে তিনি আমাকে প্রেম করেন

ডজন বন্দুক দান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি কখনই কাস্তে লাগাই নি। অন্য কথায়, আমি ওই বন্দুকগুলি বিশ্বাসে ও বদান্যতায় রোপণ করেছিলাম, কিন্তু কখনই কাস্তে লাগাই নি। আমি কখনই বলি নি, "প্রভু, এই টা! এই জিনিসটাই আমার চাই।" কিন্তু যে মুহুর্তে আমি সেই কথা বললাম, শস্যের দেখা মিলেছিল!

আমি শটগানের ঘটনাটি আমার একজন সহ পরিচর্যাকারী বন্ধুকে বলছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় ঈশ্বর কখনও কখনও এটি করে থাকেন। তিনি যে আপনাকে ভালবাসেন, সেটি আপনাকে বলবার জন্য একটি বিশেষ ছোট উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন মাত্র"। তিনি যা বলেছিলেন আমি যখন সেই বিষয়ে চিন্তা করেছিলাম, তখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, "না, এটি সঠিক নয়। হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাকে প্রেম করেন, কিন্তু তিনি আমাকে ছোট একটি উপহার দিয়ে কেবলমাত্র অবাক করে দিতে চান নি।" কুকুর, মাছ, হরিণ, গাড়িগুলি এইগুলি একেবারে সঠিক পর্যায়ক্রমে এসেছিল। এই সবকিছু শুধুমাত্র এই কারণে আসে নি যেহেতু ঈশ্বর আমাকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি আমাকে প্রেম করেন। আমার নিমিত্ত তিনি যীশুকে যখন প্রেরণ করেছিলেন ও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্য দিয়েছিলেন তখনই তিনি দেখিয়েছিলেন যে তিনি আমাকে প্রেম করেন!

আমি আপনাকে শস্য সংগ্রহ বিষয়ক আরেকটি ঘটনার কথা বলতে চাই। আপনাকে আগেই বলেছি যে, আমার গাড়ির তেমন শখ নেই। যতদিন পর্যন্ত না গাড়ি বদল করবার সময় আসে, ততদিন আমরা সেগুলি চালাই। এর একটি উদাহরণ হলো আমাদের আট বছর পুরনো হন্ডা-পাইলট গাড়িটি। আমরা গাড়িটিকে ভালবাসি, বেশ কাজের জিনিস, ভালো দৌড়ায়, দেখতে নতুনের মত, কাজেই আমরা গাড়িটিকে রেখে দিই। কিন্তু মাঝে মাঝেই আমরা যাত্রী ও অতিথিদের বহন করবার জন্য ওই গাড়িটির চাইতে বড় সাইজের একটি SUV কেনার কথা ভাবতাম। কিছুদিন আগে, আমরা নাউ সেন্টারে যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, সেটার জন্য একটি ক্যাডিলাক এস্কেলেড ভাড়া করেছিলাম, আর ড্রেনডা ও আমি গাড়িটিকে চালিয়ে এখানে সেখানে গিয়েছিলাম। গাড়িটি আমাদের ভালো লেগেছিল।

আমরা গাড়িটির মুক্তা সাদা রঙটি পছন্দ করেছিলাম, এবং এস্কেলেডের যে বড় মডেলের গাড়িটি পাওয়া যায়, তার চাইতে আমরা ওই গাড়ির ছোট মডেলটিকেই বেশি পছন্দ করেছিলাম। আমরা সেই মডেলটিই চালিয়েছিলাম।

আমরা বলেছিলাম, "ঠিক এই গাড়িটাই আমরা চাই, একটা মুক্তা সাদা, ছোট মডেলের, ক্যাডিলাক এস্কেলেড গাড়ি। আমাদের এই ধরনেরই একটি গাড়ি কিনতে হবে"। জীবন ব্যস্ত ছিল, আর তখনও ওই রকম একটি গাড়ি কেনবার কথা বিবেচনা করবার মত সময় সত্যিই আমাদের ছিল না।

প্রায় একমাস পর, যেই না আমি আমার সদর দরজা দিয়ে বার হয়েছি ও সামনের উঠোনে আমার সকালের সংবাদ পত্রটি হাতে নিচ্ছিলাম, তখনই আমার সেল ফোনটি বেজে উঠলো। একজন ব্যক্তি বললেন, "হ্যালো পাষ্টার, আমি আপনাকে একটি ক্যাডিলাক এস্কেলেড গাড়ি কিনে দিতে চাই; আপনি কোন রঙের গাড়ি চান?" তার কথা শেষ করতে না দিয়েই আমি বললাম, "বাহ, চমৎকার ব্যপার তো। ড্রেনডা ও আমি মুক্ত সাদা রঙের গাড়িটা ভালবাসি"। তিনি বললেন, "বেশ তাই হবে। আমি একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি আমি কোনটা পাই"। উত্তেজনার বশে, আমি তাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা সত্যিই ছোট মডেলটি সবথেকে বেশি পছন্দ করি। সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি গাড়ির সন্ধান করা যেটি এক থেকে দুই বছর পুরনো ও সুদৃশ্য ও খুব কম ব্যবহার হয়েছে এমন।

যাইহোক, প্রায় একমাস আমরা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে আর কোনো খবর পাই নি, তারপর তিনি শেষমেষ ফোন করে বললেন, "আমি আপনাদের এস্কেলেড গাড়ি পেয়ে গেছি; আমার সাথে অমুক সময় অমুক জায়গায় দেখা করুন, আর আপনারা সেই গাড়িটিকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন"। কাজেই আমরা তার সাথে দেখা করলাম, আর তার কাছে ছোট মডেলের মুক্ত সাদা ক্যাডিলাক এস্কেলেড গাড়ি ছিল। গাড়িটি অপূর্ব ছিল! তিনি বললেন, "আমি দুঃখিত আপনাদের হাতে গাড়িটি তুলে দিতে অনেক সময় লেগে গেল। আমি বড় মডেলটি খোঁজবার জন্য সত্যিই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওগুলোর চাহিদা এতই বেশি যে একটাও পাওয়া গেল না। আমি কেবলমাত্র ছোট মডেলটিই খুঁজে পেয়েছি। আশা করছি যে এই গাড়িটি সন্তোষজনক হবে।" সন্তোষজনক? এই গাড়িটিই আমরা চেয়েছিলাম আর এই গাড়ির কথাই আমরা বলেছিলাম!

পুনরায় আমি এই প্রশ্ন করি: আমরা যে এস্কেলেড গাড়িটি চেয়েছিলাম, সেটিই কিভাবে আবির্ভুত হয়েছিল? বেশ, সর্বপ্রথম আমি যে পালকের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তাকে দেওয়া গাড়িটি সহ আমি মোট আটটি গাড়ি দান

করেছিলাম। কিন্তু "এই তো এটা!" আমি কখনই কোনো গাড়ির সম্পর্কে এই কথাটি উচ্চারণ করি নি। ড্রেনডাই প্রথম সেই BMW গাড়ির সম্পর্কে ওই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। এইবার, পুনরায়, ড্রেনডা ও আমি উভয়ে একমত হয়েছিলাম ও "এই তো এটা!" কথাটি উচ্চস্বরে বলেছিলাম। আমি অনেক বছর ধরে বলেছি যে দান করবার সম্পর্কে মন্ডলী ভালোভাবে শিক্ষা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিভাবে শস্য সংগ্রহ করতে হয় সে বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ডলী শোচনীয় রকম ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি থেকে আপনি কি বলতে পারেন যে ওই কাহিনীগুলিতে কাস্তে কোনটি? আমি আশা করি কাস্তেটি বেশ স্পষ্ট! আমি ফেরৎ পাওয়ার জন্য বিশ্বাস সহকারে বহু গাড়ি বপণ করেছিলাম, কিন্তু ড্রেনডা ও আমি কখনই নতুন একটি গাড়ির জন্য মোটেই একমত হই নি। পুনরায়, আমরা কিছুদিনের জন্য আমাদের গাড়ি চালিয়েছিলাম। কিন্তু যে মুহুর্তে আমরা বলেছিলাম, "এই তো এটা!" সেই গাড়ি চলে এসেছিল। কাস্তে হলো আমাদের বাক্য!

মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন; যাহারা তাহা ভালবাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে

- হিতোপদেশ ১৮:২১

এমন একটা সময় ছিল যখন মন্ডলী আমাদের পাপস্বীকার সম্পর্কে অনেক শিক্ষা দিচ্ছে বলে মনে হত। আমি এমন কিছু লোকের সাথে মিশেছি, আপনিও মিশেছেন হয়ত, যারা কিছু বলবে তারপর তারা তাদের মুখ ঢাকবে ও বলবে, "আমাকে পাপস্বীকার করতে হবে"। সেটি একটি মহান কাজের মতই মনে হয়, আর সেটি আপনার অন্তরে বাক্য ধারণ করতে সাহায্য করবে। তবে, পাপস্বীকার করবার সাথে কাস্তের কোনো সম্পর্ক নেই। কি বললেন? আমার তো মনে হলো আপনি একটু আগেই বলেছেন যে আমাদের বাক্যই হলো কাস্তে। হ্যাঁ, তা বলেছি বটে, কিন্তু কেবলমাত্র সঠিক কথা বলবার সুত্র শেখাটাই মূল বিষয় নয়।

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে

- মার্ক ১১:২৩

আবারও বলি, মার্ক ৪ অধ্যায়ের কাস্তে হলো আপনার বাক্য! যতক্ষণে মার্ক ৪ অধ্যায় কাস্তের বিষয়ে আলোচনা করে, তার আগেই সেই অধ্যায়টি বিশ্বাসের প্রক্রিয়া ও কিভাবে বিশ্বাস পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা সেরে নিয়েছে। বাক্য বলে যে বীজ যখন পরিপক্ক, তখন আপনি কাস্তে লাগান কারণ শস্য সংগ্রহের সময় সন্নিকট হয়েছে। শস্য সংগ্রহের সময় সন্নিকট হয়েছে কারণ আপনি, নিজ অন্তরে স্বর্গের সাথে একমত হয়ে, বিশ্বাসে রয়েছেন। উপরের মার্ক ১১ অধ্যায়ের পদটি সেই একই নীতিকে নিশ্চিত করে। আপনার অন্তর বাক্যকে বিশ্বাস করে, তারপর আপনি মুখ খোলেন ও স্বর্গের কর্তৃত্ব মুক্ত করেন। কিন্তু "কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে" এই বাক্যাংশটি লক্ষ্য করুন। বিশ্বাসের পরীক্ষা হলো আপনি যা কিছু বলছেন তা বিশ্বাস করেন কিনা। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্য বলা ও স্বীকার করাই বিশ্বাস নয়। আপনার অন্তর স্বর্গের সাথে যদি একমত না হয়, তাহলে আপনি পাপস্বীকার করতে করতে হাঁফিয়ে উঠলেও, কিছুই হবে না। তাহলে আমাদের কি নিজেদের পাপস্বীকার নাকি হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত?

> *ভাল মানুষ আপন হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার হইতে ভালই বাহির করে; এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার হইতে মন্দই বাহির করে; যেহেতুক হৃদয়ের উপচয় হইতে তাহার মুখ কথা কহে।*
>
> - লুক ৬:৪৫

> *'সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর কেননা তাহা হইতে জীবনের উদগম হয়। মুখের কুটিলতা আপনা হইতে অন্তর কর, ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনা হইতে দূর কর। '*
>
> - হিতোপদেশ ৪:২৩-২৪

আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারি যে আমরা যা বলি তা আমাদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে ও হৃদয় সেই কথা বিশ্বাস করে। মার্ক ৪ অধ্যায়ের প্রক্রিয়া অনুসরণ করবার দ্বারা, আমরা জানতে পারি যে আমাদের হৃদয় যা বিশ্বাস করে বাস্তবে কিভাবে সেটিকে পরিবর্তন করতে হয়, ও সেটিকে স্বর্গের সাথে এক সুত্রে আবদ্ধ করতে হয় এবং বিশ্বাসে। তারপর যখন আমরা পূর্ণভাবে নিশ্চিত হই,

তখন আমরা আমাদের বাক্য ও কার্যের সাহায্যে কাস্তে লাগাই। বুঝতে পারলেন? আসুন এগিয়ে যাই।

যেহেতু আমরা বিশ্বাসের উপর আমাদের আলোচনা জারি রেখেছি, তাই আমি একটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই যে প্রশ্নের উত্তরটি আপনি অবশ্যই দিতে পারবেন।

আমি প্রকৃতই বিশ্বাসে রয়েছি কিনা তা আমি কিভাবে জানতে পারি?

এটি একটি মহান প্রশ্ন এবং যেহেতু প্রথমে বিশ্বাসে না থেকে বিশ্বাসের প্রার্থনা করা অসম্ভব তাই আপনি অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর জানবেন। আপনি বিশ্বাসে রয়েছেন কিনা সেটি জানবার অনেকগুলি উপায় রয়েছে, অনেকগুলি লক্ষণ রয়েছে যেগুলি আপনার জানা ও অন্বেষণ করা প্রয়োজন। যখন আপনি বিশ্বাসে থাকেন না তখন আপনি ভীতিমূলক অনেক খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। ভীতিমূলক সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা আপনাকে ভূমির অভিশাপের কাছে বন্দী করে রাখবে এবং তার ফলে আপনি আপনার প্রতি ঈশ্বরের যা ইচ্ছা সেটিকে হারিয়ে ফেলবেন। কাজেই বিশ্বাসে থাকবার চিহ্ন বা প্রমাণটি কী? প্রথম চিহ্নটি সহজ; বিশ্বাস বলতে আপনি যা বোঝেন সেটির প্রতি আপনি ঘুরে তাকাতে পারেন ও বুঝতে পারেন যে মূল বিষয়টি হলো আপনার হৃদয়ে পূর্ণভাবে নিশ্চিত থাকা। কিন্তু অনেক সময় আমরা মনে করি যে আমরা নিশ্চিত কিন্তু আমরা কেবলমাত্র আমাদের মনের ঈশ্বরের বাক্যের সাথে মধ্যে একমত থাকি, আত্মায় থাকি না। আপনাকে এই পার্থক্যটি বলতে সক্ষম হতে হবে। আপনি যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবেন, তখন, অবশ্যই, ঈশ্বরের বাক্য যা বলে তার সাথে একটি মানসিক সহমত থাকবে ঠিকই, কিন্তু তার সাথে নিশ্চিত থাকবার একটি লক্ষণ, একটি ভরসা থাকবে, যা শান্তি ও প্রত্যাশা নিয়ে আসে।

> *আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি*
>
> - ইব্রীয় ১১:১

আপনার কাছে যদি এমন প্রমাণ থাকে যে আপনার কিছু একটা রয়েছে, তাহলেও কি আপনার আরেকটি বার আশ্বস্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে সেই বস্তুটি আপনার কাছে আছে? নিশ্চয় নেই। আবারও, আপনি যখন বিশ্বাসে থাকেন,

তখন আপনার মধ্যে একটি নিশ্চিতভাব, একটি শান্তি ও একটি সাহস থাকবে যে ঈশ্বরের বাক্য যা বলে আপনার সেটি রয়েছে, যদিও আপনি সেটি এখনও দেখতে না পেতেও পারেন। অনেক লোক এটিকে এইভাবে বলে: “আমি জানি যে আমি জানি যে আমি জানি যে আমি জানি যে আমার এটি আছে।” এই জানাটি ভেতর থেকে হয়, পারিপার্শ্বিকতা আপনাকে যা বলছে সেখান থেকে হয় না। এটি আপনার আত্মিক মনুষ্য বা আপনার হৃদয়। ভয় চলে গেছে, দুশ্চিন্তার জ্বালাতনকারী ভাবনাগুলি আপনার মনকে আর নাজেহাল করবে না; আপনি জানেন যে এসবের অবসান ঘটেছে।

বিশ্বাসে থাকবার আরেকটি দিক হলো আনন্দ ও প্রত্যাশা। আপনার উত্তরটি এখানে রয়েছে। আপনি সেটি পেয়েছেন! বিশ্বাস শান্তি ও সাহসের মনোভাবের চাইতে অধিক কিছু, যদিও সেগুলি আপনার কাছে থাকবে। আপনার নিজের অবস্থানকে আত্মিকভাবে পক্ষ সমর্থন করতে সক্ষম হওয়াও উচিত। আমি যখন এই কথা বলি, তখন একটি আদালত কক্ষের কথা চিন্তা করুন, আর আপনি একজন উকিল হিসাবে সাক্ষীকে জেরা করছেন। আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি যা বিশ্বাস করেন সেটি কেন বিশ্বাস করেন? আপনি কিভাবে নিজের অবস্থানের পক্ষে সাফাই দেবেন? কেবলমাত্র একটি উত্তর রয়েছে, ঈশ্বরের বাক্য।

যেমন ধরুন, যদি কোনো একজন লোক আপনার বাড়ি এসে আপনাকে বলত, “এই, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও”, তাহলে আপনি কি তাকে বলতেন, “ওহ, আমি দুঃখিত; আমাদের একদিন সময় দিন, আমরা বেরিয়ে যাব”? না, আপনি সেটি বলতেন না; আপনি হয়তো হেসে উঠতেন। লোকটি যদি বলত, “না, এই বাড়িটা আমার; বেরিয়ে যাও নাহলে তোমার সাথে আমার কোর্টে দেখা হবে,” তাহলে আপনার উত্তরটি হত, “আমি তোমার সাথে সানন্দে কোর্টে সাক্ষাত করব!” শুনানির সময়, আপনি শান্তভাবে বিচারককে আপনার বাড়ির দলিলটি দেখাতেন। তিনি এক ঝলক দলিলটিকে দেখতেন ও ওই লোকটিকে উত্তক্ত করবার জন্য গ্রেপ্তার করাতেন, এবং তার কাছ থেকে আদালতের সমস্ত খরচ উশুল করতেন। আপনার আস্থাটি, আপনি কিরকম অনুভব করেছিলেন ও আপনার

আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি
- ইব্রীয় ১১:১

মনোভাবের উপর ভিত্তি করে নয় বরং আইনের উপর ও এই সত্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে আপনি বৈধভাবে ওই বাড়িটির মালিক।

যখন বিশ্বাসে থাকার প্রশ্ন উঠে, তখন আমি দেখি যে অনেক সময়তেই যে সকল মানুষ বুঝতে পারে না যে বিশ্বাস কাকে বলে তারা তাদের আস্থাকে বিশ্বাসের একমাত্র উৎস, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যের উপর অর্পণ না করে নিজেদের কার্যের প্রতি অর্পণ করে ফেলে সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কার্য বা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা (যে ক্ষমতা এমন একটি হৃদয় হতে আসে যে হৃদয় পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত) সহকারে ঈশ্বরের বাক্যের পরামর্শ অনুসারে কার্য করবার সূত্রকে গুলিয়ে ফেলা সহজ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ঈশ্বরের রাজ্যে টাকা পয়সা বপন করেন, এবং আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি কেন বিশ্বাস করেন যে সেই অর্থ দানের কারণে আপনি কিছু একটা ফিরে পাবেন, তাহলে আপনার উত্তরটি এমন হওয়া উচিত নয় যে, "কারণ আমি অমুক তারিখে আমি নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছিলাম"। সেই স্বীকারোক্তিটি কেবলমাত্র আপনার কার্যের দিকে, সূত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করছে, এবং সেটির মধ্যে আশ্বাসের কোনো নোঙ্গর নেই। আপনার আশ্বাস কেবলমাত্র ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসতে পারে।

আমি সেই সকল মানুষদের সংখ্যা গুনে শেষ করতে পারব না যাদের সাথে আমি প্রার্থনা করেছিলাম, এবং প্রার্থনার সময় যখন আমি তাদের প্রশ্ন করেছিলাম যে কেন তারা বিশ্বাস করে যে তারা কিছু পাবে, তখন তারা কোনো উত্তর দিতে না পেরে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। আমি যখন প্রশ্ন করি, তখন আমি তাদের বিশ্বাসের, স্বর্গের সাথে তাদের সহমতের সন্ধান করি। আমি তাদের কাছ থেকে এই কথা শুনতে চাই, "আমি জানি যে আমি পাবো, কারণ ঈশ্বর আমাকে অমুক পুস্তকের অমুক পদে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে এটি আমার।" তারা যদি আমাকে কোনো একটি পদ না দিতে পারে, তাহলে সম্ভবত তারা নোঙ্গরের দ্বারা আবদ্ধ নয় এবং তাদের নৌকা কোথায় ভেসে যাচ্ছে সে বিষয়ে তাদের কোনো খেয়াল নেই।

স্মরণ রাখবেন, আপনি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানবেন কেবল তখনই বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কেন? কারণ যখন আপনার হৃদয় ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সহমত থাকে, কেবল তখনই বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকতে পারে। আমার বিশ্বাস বহু মানুষ বিশ্বাসে না থেকেও মনে করে যে তারা বিশ্বাসে রয়েছে। তাদের মন

এই বিষয়ে একমত হতে পারে যে ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও উত্তম, কিন্তু বিশ্বাস কেবলমাত্র তখনই থাকতে পারে যখন তাদের হৃদয় পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত থাকে। অনেকের ক্ষেত্রেই তাদের মন ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সহমত থাকে, কিন্তু তাদের অন্তর স্থিরীকৃত নয়।

আমি যে বিষয়ে কথা বলছি তার একটা ভালো উদাহরণ হলো এটি, আমি বিশ্বাস করি এটি এমন একটি উদাহরণ যেটি নির্দিষ্ট করে বলে দেবে যে অনেকেই বিশ্বাসে না থাকা সত্ত্বেও মনে করে যে তারা বিশ্বাসে রয়েছে। আমি যদি আপনাকে বলতাম যে সম্প্রতি আমি আবিস্কার করেছি যে লোকে যেমন বলে, আকাশ কিন্তু আসলে নীল নয়, কিন্তু লোকেরা যে রঙ টিকে নীল বলে থাকে, সেটি আসলে হলুদ, তাহলে কি হবে? অন্য কথায়, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমাদের সারা জীবন ধরে রঙের সম্পর্কে ভুল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর নীল রঙ আসলে নীল নয়, বরং ওটা হলুদ। তাহলে আপনি কি করবেন? আপনি কি হতচকিত হয়ে যাবেন, ও তড়িঘড়ি আপনার সেল ফোনটি হাতে নেবেন ও আপনার প্রথম শ্রেনীর শিক্ষকদের ফোন করবেন ও তাদের প্রতি চিৎকার করবেন, আপনার জীবনকে তালগোল পাকিয়ে ফেলবার জন্য, আপনাকে রঙ সম্পর্কে সকল কিছু ভুল শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদেরকে দোষারোপ করবেন? আমার তেমন মনে হয় না। ভয়ের কোনো আবেগ প্রনোদিত প্রতিক্রিয়া হবে না, কোনো নাটক নয়, আপনি পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারবেন যে আমি একজন মাথামোটা, আমার মন্তব্যকে অযৌক্তিক বলে বাতিল করবেন, এবং নিজের কাজে মন দেবেন। কেন? কারণ নীল যে নীল এই বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

এইবার, আমার উদাহরনটির সাথে আমাদের বিশ্বাসের আলোচনার তুলনা করা যাক। ঈশ্বর আরোগ্যতার বিষয়ে যা বলেছিলেন আপনি যদি সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকেন, আর একজন ডাক্তার যদি আপনাকে বলে থাকেন যে আপনি ক্যান্সারে মরে যাবেন, তাহলে কি হবে? আপনি সেই ডাক্তারটির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন ও ভাববেন যে সে মুর্খ কারণ আপনি জানেন যে কোনো মতেই মৃত্যু ঘটতে পারে না। কেন? এর কারণ যীশু যে আরোগ্যতার ব্যবস্থার জন্য মূল্য প্রদান করেছিলেন সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আপনি কি এটি দেখতে পান? অবশ্যই, অনেক লোক প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে তাদের প্রার্থনাগুলি বিশ্বাসের নয় বরং প্রত্যাশার প্রার্থনা, তারা

প্রার্থনার ফলাফলের সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকে। আমার বন্ধু, এই কারণেই ঈশ্বরের বাক্যের সাথে আমাদের নিজেদের গড়ে তোলাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছা কি আমাদের সেটি জানবার প্রয়োজন, যাতে তিনি যা বলেন তাতে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি, এবং যেগুলি তাঁর ইচ্ছা নয়, আমরা সেগুলিকে বাতিল করতেও পারি। আমি আমার নিজের জীবন থেকে একটি উদাহরণ দেব, যেটি জীবন সম্পর্কে ঈশ্বর যা বলেন তাতে নির্ভর করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি দেখায়।

একজন ব্যবসায়ীরূপে বেশ কয়েকটি কঠিন সপ্তাহ পার করে আসবার পর, আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম (এটি আমি একটি মন্ডলীর পালক হওয়ার পূর্বের ঘটনা)। আমার কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে শুধুই বিক্রয় করবার জন্য ফোন কল করা ছিল, আর অবশ্যই, কমিশনের উপর জীবনধারণ করবার অর্থনৈতিক চাপ তো ছিলই। আমি নিয়মিত রুটিনমাফিক আমার দাঁতের মধ্যে হওয়া গর্তকে পূর্ণ করবার জন্য আমার দন্ত চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলাম। সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু যখন ডাক্তারবাবু নোভোকেইন ইনজেকশন দিতে গেলেন, তখনই বিপত্তি ঘটল। তিনি যখন সূচটি প্রবেশ করালেন, তখন হটাৎ করে একটি ঝাঁকুনি অনুভব করলাম, আর তার ঠিক পরেই ধীরে ধীরে অবশ হওয়ার বদলে, আমার চোয়াল হটাৎ অসার হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গেলাম ও কি ঘটেছিল তা আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "ওহ, আমার মনে হয় নার্ভে গিয়ে লেগেছে"। আমি তাকে দ্রুত প্রশ্ন করলাম, "এটা কি স্বাভাবিক?" তিনি এই কথাগুলি বললেন, "সাধারণত, এইগুলি সেরে যায়"। কি? আমি কি ঠিক শুনলাম? "ডাক্তারবাবু, সাধারণত সেরে যায় মানেটা কি?" তিনি বললেন, "আসলে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ সময়ে কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াই এইগুলি পুরোপুরি সেরে উঠে।"

কি? হটাৎ করেই আমার মধ্যে ভয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এখন কি হবে? সেরে যাবে কি? ভীতিজনক ভাবনার দ্বারা আমার মন গ্রস্ত হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার ডাক্তার দেখানো হওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, আমার মুখ অসার থেকে গেল, কিন্তু সাধারণত দন্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে বেরিয়ে আসবার পর আস্তে আস্তে ওই অবশ ভাবটা কেটে যায়। আমি একজন মক্কেলের সাথে সাক্ষাত করবার জন্য যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটি ডাক্তারের চেম্বারের থেকে প্রায় এক ঘন্টার পথ। তাই একটু আগেই যা ঘটেছিল সে বিষয়ে চিন্তা করবার জন্য আমার কাছে অনেক সময় ছিল। কিন্তু সেই স্থানে যাওয়ার সারাটা পথে, আমি

মনোকষ্টের মধ্যে ছিলাম, কোনো যন্ত্রণার কারণে কষ্ট ছিল না, কষ্ট ছিল শান্তির অভাবের কারণে, এবং আমার মনের মধ্যে যে ভয় ঘুরপাক খাচ্ছিল সেই ভয়ের কারণে।

মক্কেলের সাথে সাক্ষাত করবার পর, বাড়ি ফেরবার পথে, দিনের পরের দিকে, আমি একটা বন্ধুর বাড়িতে দাঁড়ালাম। তখনও আমার মুখ অসার ছিল, আর আমি কোনো একজন ব্যক্তির নিকট এই বিষয়ে পুনরায় আশ্বাস পেতে চাইছিলাম যে আমার ওই সমস্যাটি সেরে যাবে। আমার ভুলটি লক্ষ্য করুন: আমি ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান না করে তার বদলে এমন একজন ব্যক্তির নিকট আস্থা প্রাপ্ত করবার জন্য গিয়েছিলাম, যে একজন দৃঢ় বিশ্বাসীও নয়। আমি যা ঘটেছিল সেটি এই ব্যক্তিকে বললাম ও "গ্যারি, এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়; ও সেরে যাবে!" এই উত্তরটি শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তার পরিবর্তে আমি এই কথা শুনলাম, "সে কি কথা! আমার একজন বন্ধু আছে, যার এটি হয়েছিল, আর ওর মুখ কখনই সুস্থ হয় নি; তারপর থেকে ওর মুখ চিরকালের মত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।" আমি যা শুনছিলাম, আমি তা বিশ্বাস করতে পারি নি! এইবার আমার মন ভয়েতে অত্যাধিক গ্রস্ত হয়ে গেল। আমি এমন ভান করলাম যেন আমি জানি যে ওটা সেরে যাবে ও তাকে তার সময়ের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। মরিয়া হয়ে গিয়ে, আমি আরেকটি বন্ধুর বাড়িতে গেলাম ও সেই একই প্রশ্ন করলাম, আর হতচকিত হয়ে, আমি সেই একই উত্তর শুনতে পেলাম, তারা বলল, "সে কি কথা! আমার একটি বন্ধুর সাথে এমনটি হয়েছিল, আর তার মুখ কখনই সুস্থ হয় নি, আজও তার মুখ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে রয়েছে।"

সেই সময়ে, আমি জানতাম যে আমার একমাত্র আশা ভরসা হলো ঈশ্বরের বাক্য

এই সাক্ষাতের পর, আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি জানতাম যে ঈশ্বর সুস্থ করেন (আমার মনে), কিন্তু কিছুতেই আমি ওই ভয়ের হাত থেকে মুক্ত হতে পারছিলাম না। আমার অন্তর অবশ্যই নিশ্চিত ছিল না। সেই রাতে, আমি মনোকষ্টে ছিলাম! আমার মন ভয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন ছিল, আর দন্ত চিকিৎসালয়ে আমার মুখ যতটা অসার ছিল, তখনও ততটাই অসার ছিল। আমি যখন ঘুমাবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আমি আমার ডান দিকের কানের নিচে কিছুটা বেদনা অনুভব করতে আরম্ভ করলাম। তাহলে এটি কি হতে পারে? এক

কিম্বা দুই বছর আগে আমার বাবা বেল পালসি রোগের সাথে লড়াই করেছিলেন, এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সমস্যাটির সূত্রপাত তার কানের ঠিক নীচে কিছুটা যন্ত্রণা দিয়ে শুরু হয়েছিল। যে নার্ভ বা স্নায়ুগুলি মুখের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেগুলি কানের ঠিক নীচের হারের মধ্যে একটি ছোট ফুটোর মধ্যে দিয়ে যায়, যখন সেই স্নায়ুগুলি একটি সংক্রমণ বা প্রদাহের দ্বারা মুচড়ে যায়, তখন বেল পালসি রোগ হয়।

আমি যখন ঘুমানোর চেষ্টায় ওখানে শুয়ে ছিলাম, তখন আমি শুধু এই কথাগুলি আমার ভাবনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে শুনতে পেলাম, "তোমার বাবার মত তোমারও বেল পালসি রোগ হবে।" সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম, তখন বেল-পালসি রোগের পূর্ণ লক্ষণ আমার মধ্যে ফুটে উঠেছিল! এইবার, শুধুমাত্র আমার যে চোয়াল অসার ছিল তাই নয়, কিন্তু আমার মুখের ডান দিকের সম্পূর্ণ অংশটিও অসার হয়ে গিয়েছিল, আর আমি আমার চোখ বা আমার মুখ বন্ধ করতে পারছিলাম না। আমি অপরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি আমার সন্দেহের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্থানীয় একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম। পরীক্ষা করবার পর, তিনি আমার দিকে তাকালেন ও বললেন যে আমার মধ্যে বেল-পালসি রোগের পূর্ণ লক্ষণ রয়েছে। তারপর আমি বললাম, "এরপর কি ঘটে?" তিনি বললেন, "বেশ, প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে এই রোগ পাকাপাকি পক্ষঘাতগ্রস্ত না হয়েই সেরে যায়"। তিনি আমাকে যে কথাগুলি বললেন বলে আমার মনে হয়েছিল, তিনি সত্যিই কি সেটি বলেছিলেন?"

সেই সময়ে, আমি জানতাম যে আমি বিপদের মধ্যে রয়েছি। আমি জানতাম দিয়াবল ওখানেই থেমে থাকবে না, এবং এরপর কি ঘটবে আমি সেটি দেখতে চাইছিলাম না। আমি যে ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম সেটি উপলব্ধি করবার মত আত্মিক যুদ্ধের সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। মনে রাখবেন, এই ধরনের বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি অনেক কিছু জানবার, বেশ কিছু বছর পূর্বে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কিন্তু এই কথাটি উপলব্ধি করবার মত আমার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল যে, আমাকে যদি এই রোগকে হারাতে হয়, তাহলে আমাকে এই বিষয়টিকে আত্মিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়াও আমি এও বুঝতে পারলাম যে আমি যখন পরিশ্রান্ত ছিলাম ও কোনো বিপদের আশংকা করছিলাম না, তখন আমাকে বিচলিত করবার জন্য এটি ছিল শয়তানের চক্রান্ত।

সেই সময়ে, আমি জানতাম যে আমার একমাত্র আশা ভরসা হলো ঈশ্বরের বাক্য। যে ভয় আমার মনে উৎপাত করছিল আমার মধ্যে সেই ভয়কে বন্ধ করে দেওয়ার মত কোনো সক্ষমতা আমার ছিল না। কাজেই আমি একটি ৩ x ৫ কার্ডের উপর আরোগ্যতা সম্পর্কিত শাস্ত্রের পদগুলি লিখলাম ও সেগুলিকে আমার বাড়ির সর্বত্র পাঠিয়ে দিলাম। আমি প্রভুর সাক্ষাতে অনুতাপ করেছিলাম ও আমার হৃদয়ে বিশ্বাস গড়ে তোলবার প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলাম। আমি জানতাম যে বিশ্বাস বৃদ্ধি করবার জন্য আমাকে আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য বপণ করতে হবে, তাই আমি সারা দিন ধরে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ধ্যান করতাম।

প্রথমে কিছুই পরিবর্তিত হয় নি। আমার মুখ আসার হয়ে রইল, আর আমি ক্রমাগত ভয়ের আত্মার সাথে সংগ্রাম করে চললাম। এক সপ্তাহ পরেও, আমার মুখের মধ্যে কিছুই পরিবর্তিত হয় নি। তারপর এই ঘটনাটি ঘটল! মার্ক ৪:২৬ এ আমাদের শাস্ত্র যেভাবে প্রক্রিয়াটির বিষয়ে শিক্ষা দেয়, আমি যখন আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য বপণ করেছিলাম, তারপর বিশ্বাস গঠন হতে আরম্ভ করেছিল, প্রথমে অঙ্কুর, তারপর কান্ড, শীষ, ও তারপর শীষের মধ্যে পাকা শস্য।

এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি চলাকালীন, কোনো ঐক্যমত্য ছিল না ও সেই কারণে তখনও কোনো বিশ্বাস সেখানে ছিল না। তবে, যদিও আমি পরিবর্তন দেখি না বা কিভাবে এই প্রক্রিয়াটি কাজ করে সেটি জানি না, তবুও মার্ক ৪ অধ্যায়ে আমাদের শাস্ত্র অনুসারে, ঘটনাগুলি প্রকৃতই পরিবর্তিত হচ্ছে। আমি যে পরিবর্তনের কথা বলছি, সেগুলি এখনও দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতে ঘটে নি, বরং পরিবর্তনগুলি আমাদের অন্তরে ঘটে চলেছে। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের অনুসরণ করি, তাহলে বাক্য ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস করবার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিজে থেকেই অবিশ্বাসের প্রক্রিয়া থেকে স্বর্গের সাথে একমত হওয়ার প্রক্রিয়া পর্যন্ত পরিবর্তিত করে। কাজেই এক্ষেত্রে, আমি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, আমি জানতাম যে আমার একমাত্র উত্তর সেই বাক্যই।

হটাৎ, একদিন, আমি যখন সর্বত্র প্রেরিত আরোগ্যতা সম্পর্কিত সেই ৩x৫ কার্ডগুলির সবকটি নিয়ে বাড়ির মধ্যে পায়চারি করছিলাম, তখন আমি সেই কার্ডগুলির একটির দিকে এক ঝলক তাকালাম, ওটিকে আমি আগে একশোবার দেখেছি। কিন্তু এইবার যখন আমি ওটার দিকে তাকালাম, আমি হতবাক হয়ে গেলাম! হটাৎ করে, আমার উপর অভিষেক অবতরণ করল, সঙ্গে সঙ্গে ভয় দূর

হয়ে গেল, আর আমি বুঝতে পারলাম যে আমি সুস্থ হয়েছি। হ্যাঁ, তারপরেও আমার মুখ অসার ছিল। কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, কিন্তু আমি জানতাম যে আমি সুস্থ। দু ঘন্টার মধ্যে, আমার মুখ স্বাভাবিক হয়ে গেল, সমস্ত অসারতা চলে গিয়েছিল। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক! বাক্য কাজ করেছে!

যদিও আমার অবহেলা ও ব্যস্ততার কারণে আমি আমার আত্মিক জীবনকে দুর্বল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম ও আমার মুর্খতা থেকে আমি ফিরে এসেছিলাম। এটি সেই সময়ের কথা, যখন বিশ্বাস বাস্তবে কিভাবে কাজ করে আমি সেটি প্রথম প্রথম জানছিলাম, এবং এই বিষয়ে আমার অনেক অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি যা করেছিলাম সেটি আমি পিছনে ফিরে দেখি, যখন আমি বিপদের মধ্যে ছিলাম তখন সরাসরি ঈশ্বরের বাক্যের দিকে ধাবিত হওয়ার পরিবর্তে নির্বুদ্ধির ন্যায় আমার ভবিষ্যতের বিষয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। যা ঘটছিল যখন আমি সেটি বুঝতে পেরেছিলাম, তখন আমি সাহসের সাথে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে ফিরেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, অধিকাংশ মানুষ এই প্রক্রিয়াতে আস্থাশীল নয়, কারণ বিশ্বাস সম্পর্কে ও কিভাবে বিশ্বাস আসে সে সম্পর্কে কখনই তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। যেহেতু তারা এই প্রক্রিয়াটির সম্পর্কে অসচেতন, তাই তারা যখন চাপের বশীভূত হয়, তখন তারা ভাবে যে ঈশ্বরের বাক্য কোনো কাজের নয়, এবং এই কথা ভেবে তারা বাক্যের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।

শয়তানের প্রত্যাঘাতকে বুঝুন

ক্রিস্টিন ঈশ্বরের সম্পর্কে বেশি কিছু না জেনেই আমাদের মন্ডলীতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের একটি রবিবারের প্রাতকালীন উপাসনা চলাকালীন নুতন জন্ম প্রাপ্ত করেছিলেন ও তার জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। আমাদের মন্ডলীতে একটি ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে পরিচিতি ঘটাবার ক্লাস হয়। সেই ক্লাসের একটি অংশে আমরা আরোগ্যতা গ্রহণ করবার বৈধ অধিকার সম্পর্কে বলি ও শিক্ষা দিয়ে থাকি। বহু বছর ধরে ক্রিস্টিনের কানে শুনতে সমস্যা হচ্ছিল। বাস্তবে, ৪০ বছর ধরে তিনি শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র পড়ে আসছিলেন ও এরই মধ্যে তিনি তার শ্রবণ ক্ষমতার ৫০ শতাংশের অধিক হারিয়ে ফেলেছিলেন। ক্রিস্টিনের মা বধির ছিলেন, এবং তার ভাইও শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলার এই একই সমস্যায়

ভুগছিলেন। ক্রিস্টিন যখন শুনলেন যে, একজন বিশ্বাসীরূপে, তার সুস্থ হওয়ার বৈধ অধিকার রয়েছে, তখন তিনি অতি রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছিলেন!

ক্লাসের মধ্যে, আমার স্ত্রী ক্রিস্টিনের উপর হস্তার্পণ করেছিলেন ও তার কান খুলে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তৎক্ষনাত, তিনি নিঁখুতভাবে শুনতে পেয়েছিলেন। ক্রিস্টিন চিৎকার ও ক্রন্দন ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছিলেন। যখন আমার স্ত্রী ড্রেনডা ও ক্রিস্টিন আমার কাছে এসে সুখবরটা জানিয়েছিল, তখন আমি তাদেরকে শয়তানের প্রত্যাঘাতের সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেওয়ার একটি তাগিদ অনুভব করেছিলাম। আমি ড্রেনডাকে ক্রিস্টিনকে এই নির্দেশ দিতে বলেছিলাম যে যদি পূর্বের রোগের লক্ষণগুলি পুনরায় ফিরে আসতে শুরু করে তাহলে যেন সে সমস্যাটির সাথে সাহসের সাথে কথা বলে ও ঘোষণা করে যে সে সুস্থ হয়েছে ও শয়তানকে পিছু হটতে বলে। পরের দিন সকালে পরীক্ষাটি এসেছিল। পুনরায় তার শ্রবণশক্তি শ্রবন অক্ষমতায় ফিরে গিয়েছিল। কাজেই আমরা যা বলেছিলাম তিনি ঠিক সেটাই করেছিলেন। "না! শয়তান, আমি এই রোগ আর গ্রহণ করছি না। যীশুর নামেতে আমি সুস্থ ও আমি সুস্থ হয়েছিলাম!" তার কর্ণ উন্মুক্ত হয়েছিল এবং তারপর থেকে তার কান খোলাই রয়েছে।

স্মরণ রাখবেন যে শয়তান প্রত্যাঘাত করবে ও হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। তাকে সেটি করতে দেবেন না। ঈশ্বরের বাক্যে দাঁড়িয়ে থাকুন!

এই অধ্যায়টিতে বিশ্বাস কাকে বলে, কিভাবে বিশ্বাস কার্য করে, আপনি বিশ্বাসে রয়েছেন কিনা কিভাবে সেটি জানতে হয়, এবং কোথায় বিশ্বাস পাওয়া যায়, এই বিষয়ে আপনাকে একটি প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য আমি কিছুটা সময় নিয়েছি। আপনার জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যকে কার্যকর হতে গেলে আপনাকে এটি জানতে হবে। স্মরণ করুন, যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বলেছিলেন, "তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল"। আপনার জন্যও এমনটাই ঘটবে: আপনার বিশ্বাস, স্বর্গ যা বলে সে বিষয়ে আপনার হৃদয়ের পরিপূর্ণ আস্থা, ও কাস্তে লাগানোই হবে আপনার জীবনে সম্মুখীন হওয়া যে কোনো সমস্যা বা প্রয়োজনের উত্তর।

অধ্যায় ৬
প্রভুর আশীর্বাদ

আমি আমার স্ত্রী ও একজন অতিথি বক্তার সাথে একটি রেস্তোরায় বসে ছিলাম| তখন ঘড়িতে রাত ১০ টা, আর কিছুক্ষণ আগেই আমরা একটি পরাক্রমী সান্ধ্যকালীন উপাসনা সেরে ছিলাম| ওয়েটার আমাদের খাবারের অর্ডার নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এলো ও আমরা কথা বলতে শুরু করলাম| আমার অতিথি বক্তাটি সেই অরাধনাটি কত উত্তম ছিল ও আমাদের মন্ডলীর সম্পর্কে ওয়েটারটিকে বলতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন, "তুমি কি শিকার করতে ভালোবাসো?" সে বললো যে সে শিকার করতে ভালবাসে| আমার অতিথি বক্তাটি আমার শিকারের কাহিনীর সম্পর্কে সব সময়ই বেশ উত্তেজিত ছিলেন, আর সেই দিন সন্ধ্যায় আমি তাকে তার একজন বন্ধুকে দেওয়ার জন্য আমার Faith Hunt -এর বইগুলির একটি তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম| তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে বইটি আমি দিয়েছিলাম সেটি আমার পাশে মেঝেতে রাখা ছিল|

ওয়েটারটি বলে চলল যে সে কতবার হরিণ শিকার করবার চেষ্টা করেও কখনই কোনো হরিণ পায় নি| আমার অতিথি ও আমি কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কার্য করে এবং যখনই সে শিকার করতে বার হবে সেই প্রতিবার কিভাবে সে তার হরিণ প্রাপ্ত করবার আশা করতে পারে সেটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম। আমরা কারা এই বিষয়ে সেই ওয়েটারটির সত্যিই কিছু জানা ছিল না| কিন্তু আমার মনে আছে আমার সাথে যে বইটি ছিল সেটি তাকে দিয়েছিলাম| আমি সেই অতিথিটিকে বলেছিলাম যে আমি তাকে ওই বইটির আরেকটি কপি বা খন্ড দেব, এবং তিনি তাতে সম্মত হয়েছিলেন| সেই ওয়েটারটি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিল ও কথা দিয়েছিল যে সে বইটি পড়বে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে তার সাথে আমার ওটাই শেষ যোগাযোগ| কিন্তু ওটাই আমাদের শেষ সাক্ষাত ছিল না|

এক বছর পর, সেই একই অতিথি বক্তা মন্ডলীতে এসেছিলেন ও আভাস দিয়েছিলেন যে এক বছর আগে আমরা যে রেস্তোরাটিতে গিয়েছিলাম সেটি তার বেশ ভালো লেগেছে, আর এইবারেও আমরা সেখানে যেতে পারি কিনা তা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কাজেই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম| আমরা যখন সেখানে গিয়ে বসলাম, তখন আমরা এটি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এক বছর আগে যে ওয়েটারটির সাথে আমরা কথা বলেছিলাম, এইবারেও সেই একই ব্যক্তি আমাদের কাছে এলো| সে যখন আমাদের কাছে এলো, তখন সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আরে, আপনারাই তো এক বছর আগে এখানে এসেছিলেন আর আমরা হরিণ শিকারের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম"। আমরা বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের স্মরণ আছে"| সে বললো, "আপনি আমাকে যে বইটি দিয়েছিলেন, আমি সেটা পরেছিলাম, আর বইয়ে যা বলা ছিল, আমি তা করেছিলাম| গত বছর আমি দুটি হরিণ পেয়েছিলাম আর এই বছরেও আমি আমার হরিণ পাবো এই আশায় রয়েছি"| আমরা তার কাহিনী শুনে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম কিন্তু অবাক হই নি| ঈশ্বরের রাজ্য সর্বদা কাজ করে!

আমি প্রায় জনা পঁচিশেক পালকদের জন্য একটি সভা আয়োজন করছিলাম, ঈশ্বরের রাজ্য ও সেটি কিভাবে কার্যকর হয় তা ব্যাখ্যা করছিলাম| সভাটি খুব ভালো হয়েছিল| আমি যখন সভাকক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত ছিলাম ও আমার কর্মী কক্ষটি সাফ করছিল, তখন একজন পালক ঘরে ফিরে এলেন| তিনি ও তার স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে এসেছিলেন ও তারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন| সেই পালক আমাদের বলতে শুরু করলেন যে সেই সপ্তাহের শেষের মধ্যে তিনি যদি প্রায় ৬,৯০০ ডলার অর্থ জোগার না করতে পারেন তাহলে তার বাড়ি নিলাম হয়ে যাবে| তিনি খুলে বললেন যে তার নামে ১০০ ডলার ছাড়া আর কোনো অর্থ নেই, আর সেই টাকাটি তিনি তখন তার হাতে ধরে ছিলেন। তিনি বললেন, "আমাদের কাছে সম্বল বলতে এই টাকাটিই, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আপনি যেমনটি শিক্ষা দিয়েছেন, সেইভাবেই আমি এই টাকাটি বপন করতে চাই, এই সপ্তাহে আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন, সেই বিষয়ে আপনি ও আপনার স্ত্রী আমাদের সাথে সহমত পোষণ যদি করেন"| আমরা সকলে হাত ধরলাম ও প্রার্থনা ও সেই অর্থের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলাম|

প্রায় একমাস পর, আমি আরেকটি অনুষ্ঠানে সেই একই পালককে দেখতে পেলাম, এবং তিনি অতি উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলেন| তিনি বললেন, "কি ঘটেছিল সেটা আপনাকে বলতে হবে| আমরা আগে যখন কথা বলেছিলাম তখন আমি আপনাকে এই কথাটি বলি নি ঠিকই, কিন্তু আমার স্ত্রী ও আমার একটি পার্ট-টাইম বা আংশিক সময়ের ছোট সিল্কের পর্দা দেওয়া টি-শার্টের ব্যবসা আছে যেটা মাঝে সাঝে আমরা আমাদের গ্যারাজের বাইরে চালাই| সেখান থেকে বেশি রোজগার হয় না, কিন্তু কিছু দিন পর পর আমরা একটি করে অর্ডার পাই| যাইহোক, আপনাদের সাথে প্রার্থনা করবার পর, আমরা বেশকিছু অর্ডার পেয়েছিলাম যার মোট মূল্য ৮.৯০০ ডলার| ওই সপ্তাহে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু ওই সপ্তাহের শুক্রবারের মধ্যে, আমাদের বাড়িটিকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের যে ৬,৯০০ ডলারের প্রয়োজন ছিল, আমরা সেটি পেয়ে গিয়েছিলাম| আপনাকে ধন্যবাদ!"

আমি উত্তর ক্যারোলিনাতে অন্য প্রায় ৫০০ জন পালকের সাথে পালকদের একটি অধিবেশনে ছিলাম| আমি বক্তব্য রাখছিলাম না, শুধুমাত্র যোগদান করছিলাম| একজন ভদ্রলোক আমার কাছে এসে বললেন, "আপনার সাথে আমার কথা আছে"| তিনি জার্মানির একজন পালক, এবং তিনি আমাকে বললেন যে তিনি আমাকে একটি মজার ঘটনা বলবেন|

ওই ব্যক্তির কিশোর পুত্র, কোনভাবে আমার সিডিগুলি হাতে পায়| আমার সিডিগুলি শোনবার পর, সে নিশ্চিত ছিল যে সে বিশ্বাসের দ্বারা একটি প্লে স্টেশন ৩ পাবে, কারণ সেটি কেনবার মত অর্থ তার কাছে ছিল না| প্লে স্টেশন ৩ কাকে বলে, আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই সেটি জানে, কিন্তু যদি আপনি সেটি না জেনে থাকেন, তাহলে আপনাকে বলি যে ওটা হলো একটি কম্পিউটার গেম খেলার সরঞ্জাম| সেই পালক আমাকে বললেন যে একদিন কিভাবে তার ছেলে তার অফিসে এসেছিল, এবং তাকে প্রশ্ন করেছিল যে তিনি সেই প্লে স্টেশন ৩-এর বিষয়ে তার সাথে একমত কিনা| সেই ছেলেটি আমার সিডিগুলি থেকে যা জেনেছিল সেটি এবং সেই প্লে স্টেশনের সম্পর্কে কিভাবে সে একটি বীজ বপণ করতে ও তার বাবার সাথে প্রার্থনা করতে চায় সেই বিষয়ে তার বাবার কাছে কাছে খুলে বলেছিল| কাজেই সেই পালক আমাকে বললেন যে তিনি এই ব্যাপারে বেশি কিছু ভাবেন নি, কিন্তু মন্ডলীর পালকরূপে , তিনি তার পুত্রের নিকট হতে

একটি বীজ গ্রহণ করেছিলেন, যেটি মন্ডলীর প্রতি প্রদত্ত একটি আর্থিক দান| তিনি ও তার পুত্র একত্রে প্রার্থনা করেছিলেন ও এই বিষয়ে একমত হয়েছিলেন যে তার পুত্রের কাছে একটি প্লে স্টেশন ৩ রয়েছে, এবং তারা বিষয়টি মিটে গেছে বলে বিবেচনা করেছিলেন|

পরের দিন, তাদের মন্ডলীর একজন সভ্য পালক মশাইকে ফোন করে বলেন, যে তার একটি স্বল্প সময়ের প্রজেক্ট বা প্রকল্প রয়েছে ও সেই বিষয়ে তার সাহায্যের প্রয়োজন| তার ছেলে সেই কাজ করে অতিরিক্ত কিছু অর্থ উপার্জন করতে চায় কিনা সেটি তিনি জানতে চাইলেন| সেই ছেলেটি প্রফুল্লিত হয়েছিল ও সেই দু-দিনের প্রজেক্ট থেকে প্লে স্টেশন ৩ কেনবার জন্য যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিল|

পালকটি বললেন যে এই ঘটনা সেই ছেলেটির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এবং দু সপ্তাহ পর, সেই ছেলেটি তার অফিসে আবার এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে অন্য একটি বিষয়ের জন্য তিনি তার পুত্রের সাথে সহমত হতে পারবেন কিনা| এরপর পালক মশাই আমাকে বললেন যে তিনি বলেছিলেন, "নিশ্চয় পারব", কিন্তু তিনি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন যখন তার ছেলে তাকে প্রশ্ন করেছিল যে ঈশ্বর যেন তাকে আরো বড় মাংসপেশী দেন সেই বিষয়ে তিনি সহমত হতে পারবেন কিনা| পালক মশাই আমাকে বললেন যে সেই বিষয়ে তার ছেলেকে ঠিক কি জবাব দিতে হবে তা তিনি জানতেন না| কিন্তু শেষমেষ, তিনি তার পুত্রকে বলেছিলেন যে মাংসপেশীর জন্য প্রার্থনা করবার সাথে সাথে তার জন্য তার ছেলের যা যা করণীয় সেগুলি তাকে করতে হবে, এবং যতক্ষণ সে সেটা বুঝতে পারবে ততক্ষণ তিনি তার সাথে সহমত হবেন| তার ছেলে রাজি হলো| তাই পুনরায় তার ছেলে বড় পেশীর জন্য বপণ করেছিল, এবং তারা সেই বিষয়ের জন্য একমত হয়ে প্রার্থনা করেছিল|

পরের দিন, পালক মশাইয়ের বাড়ির রাস্তায় একটি গাড়ি থামলো| মন্ডলীর একটি পরিবার এসেছিল| পালক মশাই যখন তাদের সাথে কথা বলবার জন্য বাইরে গেলেন, তখন তারা বলল যে তারা তাদের গ্যারাজ পরিস্কার করছিল, এবং একটি বারবেল সেট (ভারোত্তলক লৌহদন্ড) খুঁজে পেয়েছিল, আর তারা ভেবেছিল যে সেটি পালকের ছেলের কাজে আসতে পারে| যদি সেটি না হয়, তাহলে কমপক্ষে পালক মশাই মন্ডলীর অন্য কারো কথা নিশ্চয় জানেন যার

ওটার প্রয়োজন রয়েছে| পালক মশাই আমাকে বললেন যে কেউই তার ছেলের মাংসপেশীর ইচ্ছাটির কথা ও তারা যে তার আগের রাতে এই বিষয়টি নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন সেটি জানত না| পালক বললেন যে তিনি হতচকিত হয়েছিলেন! তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন ও তার পুত্রকে বলেছিলেন, "ওই সিডিগুলি কোথায়?"

এই ধরনের কাহিনীগুলি সাধারণ| আমি সর্বদা এইগুলি শুনে থাকি, এবং আমি চাই আপনার জীবনেও এইগুলি সাধারণ বিষয় হোক| এই অবধি ঈশ্বরের রাজ্যে ধর্মগুলি কিভাবে কার্যকরী হয়, তার বেশ কয়েকটি মূল দিক আমরা প্রতিষ্ঠা ও আলোচনা করেছি, এবং তার সাথে সাথে পার্থিব জগতে স্বর্গের পক্ষে বৈধতা বা অধিকার লাভ করবার ক্ষেত্রে সহমত বা বিশ্বাস কিভাবে প্রয়োজন হয় সেটিও আলোচনা করেছি| এইবার আমাদের আর্থিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের এই সকল ধর্মগুলি সাহায্য করতে পারে সেই বিষয়ে আরেকটু গভীরতর স্থানে যাওয়া যাক|

সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদই ধনবান করে, এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না

- হিতোপদেশ ১০:২২

আমি প্রথমবার যখন এই পদটি দেখেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, "নিশ্চয়, এই পদ আসলে যা বলছে এর অর্থ সেটি নয়, তাই না?" কিন্তু আমি দেখেছিলাম যে এই পদটি ঠিক যে কথা বলছে পদটির অর্থও ঠিক সেটিই! এই পদটি যে বিষয়ে কথা বলছে সেটি বুঝতে গেলে আমাদের একেবারে সৃষ্টি কালে ফিরে যেতে হবে যখন মানুষকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল|

বরং কোন স্থানে কেহ সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন:

"মনুষ্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্যসন্তানই বা কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর? তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।"

বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না।

- ইব্রীয় ২:৬-৮

আমরা আগেও এই শাস্ত্রাংশটি পাঠ করেছি, কিন্তু এখন আমাদের আলোচনার পক্ষে এই অংশটি জরুরী| পূর্বের ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে যখন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন পৃথিবীর সকলকিছু তার কর্তৃত্বের অধীনে দেওয়া হয়েছিল| এমন একটি কিছুও ছিল না যেটি মানুষের অধীনস্ত নয়| সে তাকে প্রদত্ত একটি কর্তৃত্বের অবস্থান থেকে পার্থিব জগতের উপর প্রভুত্ব করেছিল, এবং সে যে কর্তৃত্বভারের প্রতিনিধিত্ব করত তার মুকুট সে পরিধান করেছিল| সে সেই রাজ্যের অভিষেকের দ্বারা ধন্য ও তাকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের স্থানের দ্বারা সমাদৃত ছিল| শয়তান, যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তাকে আদমের আবির্ভাবের পূর্বেই পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল| যেহেতু শয়তান দেখতে পেয়েছিল যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের মুকুট পরিহিত এই মানুষ তার উপর রাজত্ব করবে, তাই সে মানুষকে ঘৃণা করেছিল| এরপর শয়তানের সেই সৃষ্ট জীব মানুষের কাছে বশীভূত হওয়ার পালা এসেছিল, যে তার প্রাকৃতিক, সৃষ্টিকৃত দৈহিক অবস্থায় শয়তানের চাইতে অনেক বেশি দুর্বল| তবে, আত্মিকভাবে, আদম যে প্রতিটি কথা উচ্চারণ করেছিল সেই কথাগুলির মধ্যে সেই একই কর্তৃত্ব ছিল, যেন কথাগুলি স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন। ঈশ্বরের একজন পুত্র, আদম, কর্তৃত্বের ও রাজকীয়তার এই চমৎকার অবস্থান থেকে পৃথিবীর উপরে প্রভুত্ব করেছিল|

সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদই ধনবান করে, এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না

- হিতোপদেশ ১০:২২

কাজেই শয়তান এই মানুষটিকে ঘৃণা করত ও পৃথিবীর উপর তার অধিকারে যে কর্তৃত্ব ছিল সেটির প্রতি লালসা পোষণ করত| তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে কোনো উপায়ে সেই মুকুটটিকে, অর্থাৎ মানুষের কাছে যে পদ-মর্যাদাটি ছিল সেটি তার নিকট থেকে হাতিয়ে নেওয়া| শুধুমাত্র একটি সামান্য সমস্যা ছিল| আদমের কাছ থেকে মুকুটটি কেড়ে নেওয়ার মত কোনো ক্ষমতা শয়তানের ছিল না; তার একমাত্র আশা ছিল এই যে কোনো প্রকারে সে আদমকে প্রবঞ্চিত করে তাকে

দিয়েই যদি সেই মুকুটটি যদি খুলিয়ে নিতে পারে| ঈশ্বরকে ভরসা করা যায় না এবং ঈশ্বর যা যা দেবেন তার তুলনায় জীবনের কাছ থেকে পাওয়ার মত অনেক কিছু অধিক রয়েছে, হবাকে এই কথা বিশ্বাস করাবার দ্বারা, আদম ও হবা ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তানকে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দ্রোহ করেছিল| শেষে, আদম ও হবা ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে তাদের কর্তৃত্বের বৈধ পদ-মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল, এবং শয়তান এই জগতের দেবতায় পরিণত হয়েছিল, যেমনটি আমরা এখানে ২ করিন্থীয়তে পৌলকে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলতে দেখি|

> *তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচারদীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়*
>
> - ২ করিন্থীয় ৪:৪

বিদ্রোহ করবার পূর্বে আদম, একজন পুত্র হওয়ার সুবিধাগুলি ভোগ করত| ঈশ্বরের নিকট যা কিছু ছিল সেগুলি সে উপভোগ করতে পারতো, এবং তার জীবনে অভাবের দিন কাকে বলে তা সে জানত না, বা একটি দিনেও ভীতির ভাবনা তার কাছে আসে নি| পৃথিবী নামক এক গ্রহটিতে বাস করবার জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন ছিল, সেগুলি তাকে সৃষ্টি করবার পূর্বেই পৃথিবীতে দেওয়া হয়েছিল|

আমরা যদি আদিপুস্তকে বর্ণিত সৃষ্টি বিবরণের ছয় দিনের দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে আমরা দেখি যে সৃষ্টিকালের ছয় দিনের শেষে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃজনশীল পরিকল্পনার শেষ ভাগে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল| ঈশ্বর যে সপ্তম দিনকে বিশ্রাম দিন বলে ঘোষণা করেছিলেন, মানুষের নিয়তিতে সেই দিনে জীবিত থাকা নির্ধারিত ছিল| এর কারণ এটি নয় যে ঈশ্বর ক্লান্ত ছিলেন, বরং কারণটি ছিল এই যে তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল ও সবকিছু সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল| ঈশ্বর যা কিছু সমাপ্ত করেছিলেন ও মানুষের নিমিত্ত তাঁর যে উজ্বল পরিকল্পনা ছিল এক মুহুর্তের জন্য সেটি চিন্তা করুন। পরিতাপের কথা, আদম সেই সকল কিছু ত্যাগ করেছিল, এবং সেটি করতে গিয়ে, ঈশ্বরের রাজ্যে সে তার বৈধ অবস্থা হারিয়ে ফেলেছিল|

আদমের ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ঈশ্বর যখন তার নিকট এসেছিলেন, তখন তিনি আদমকে বলেছিলেন:

> *এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে। '*
>
> - আদিপুস্তক ৩:১৭খ-১৯

প্রথম যে বিষয়টি, আমি চাই যে আপনি দেখুন সেটি হলো ঈশ্বর নন, বরং আদম পৃথিবীকে অভিশপ্ত করেছিল| পৃথিবীর উপর আদমের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল| সে পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক ছিল| পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণ ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রাপ্ত করে, আদম, ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরকে বাইরে ফেলে দিয়েছিল| এই সিদ্ধান্তটির একটি মারাত্মক প্রভাব শুধুমাত্র আদমের উপরেই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর উপরে ও সেই দিনের পর থেকে যে প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষ পৃথিবীতে বাস করবে তাদের উপরেও পড়েছিল| যদিও এর পরেও ঈশ্বর তাকে পার্থিব জগতের উপর যে অধিকার দিয়েছিলেন সে সেটিকে ধরে রেখেছিল, কিন্তু এক সময় সে যে মুকুট ও কর্তৃত্বভারের প্রতিনিধিত্ব করত, ও যেটি তার প্রভুত্বকে সাহায্য করত, সেই তুলনায় এইবার সে কর্তৃত্ব করবার পক্ষে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল| যে মৃত্যু এক সময় আদমের কাছে অজানা ছিল, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে, সেই মৃত্যুই প্রভুত্ব করা শুরু করে দিল|

আদম যা করেছিল সেই সম্পর্কে ঈশ্বর তাকে মুখের উপর সবকিছু বলেন, এবং তাকে এও বলেন যে এখন, তার পাপের কারণে, সে ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারের মধ্যে তার বৈধ মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে| এবং যেহেতু আদম পৃথিবীতে সেই কর্তৃত্বভারের প্রতিনিধি ছিল, তাই স্বর্গ যার মাধ্যমে পার্থিব জগতে অধিকার প্রাপ্ত করেছিল, সেই বৈধ প্রতিনিধিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল| দ্বিতীয়ত, পৃথিবী নিজেও এখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং পূর্বে এদোন উদ্যানে যেভাবে শস্য উৎপাদন করত,

সেইভাবে আর কখনই উৎপাদন করতে পারবে না| এখন আদমের যা প্রয়োজন ও তার বেঁচে থাকবার জন্য যা কিছু দরকার পৃথিবীতে সেই সকল উৎপাদন করবার জন্য তার নিজের যন্ত্রণাপূর্ণ পরিশ্রম ও ঘামের প্রয়োজন| কন্টক ও শেয়ালকাঁটাতে ভূমি পরিপূর্ণ হয়ে যায় ও জীবন কঠোর হয়ে যায়; টিঁকে থাকাই জীবনের এক পথে পরিণত হয়|

জীবনের এই কঠিন পথ ও বেঁচে থাকবার এই মানসিকতা, যা ভয় ও মৃত্যুর ঘ্রাণ দ্বারা দুষিত, যা আদমের পরবর্তী প্রতিটি মানুষের উপরে চেপে যায়, আমি একে পৃথিবীর অভিশাপ প্রক্রিয়া বলে থাকি| আপনি ও আমি এখানেই বড় হয়েছি, ও বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা সকলে খুব ভালোভাবে জানি| ২৩ তম গীতে দায়ুদ এটিকে মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা বলেন|

যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ

-গীতসংহিতা ২৩:৪

এটি এমন এক জগত যেখানে আকাশে বাতাস মৃত্যুভয়ে পরিপূর্ণ| কিন্তু আরো একটি নেতিবাচক পরিণতি রয়েছে| মানুষ ঈশ্বরের সাথে আপন সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে, এবং সেইরূপে, সে নিজেকে চেনে না- সে তার সৃষ্টির পেছনের উদ্দেশ্য ও তার পরিচিতিকে আর দেখতে পায় না| যখন মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন তাকে একটি উদ্দেশ্য দেওয়া হয়েছিল, যা একটি কার্য| ঈশ্বরের পক্ষে তাকে পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করতে হতো| অন্য কথায়, তার কাছে একটি ঈশ-প্রদত্ত কর্ম ও তার জীবনের প্রতি একটি উদ্দেশ্য ছিল| কিন্তু ওই ঘটনার পর মানুষের সমগ্র চিন্তাধারা বেঁচে থাকবার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল| বেঁচে থাকাই তার উদ্দেশ্যে ও তার বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন কার্যাদিতে পরিণত হয়েছে|

পৃথিবীর টিঁকে থাকার অভিশপ্ত প্রক্রিয়াতে, প্রত্যেকে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত

এখন মানুষ যে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলি এই টিঁকে থাকবার অভিশাপের মধ্য দিয়ে যাবে, তার যা প্রয়োজন হয় সেটি সে প্রাপ্ত করবে অথবা সেগুলিকে সঞ্চয় করে রাখবে| কোনো শান্তি নেই; প্রতিটা দিন যন্ত্রণা কাতর পরিশ্রম ও মাথার ঘামে

পরিপূর্ণ| বেঁচে থাকবার সংগ্রামের এই জীবন, যাকে আজ আমরা ইঁদুর দৌড় বলে থাকি, সেখান থেকে সম্ভাব্য একমাত্র মুক্তির পথ হলো, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যথেষ্ট মজুদ করে রাখা, যাতে পরিশেষে আমরা দৌড়ানো থামাতে পারি| মানুষের পতনের পর থেকে এটিই হলো প্রতিটি পুরুষ ও নারীর স্বপ্ন| তাদের এক নম্বর লক্ষ্য হলো দৌড় থামানো|

এখন যে ব্যক্তির অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী রয়েছে, সেই যথেষ্ট ভাগ্যবান ব্যক্তিটি অতি যত্ন ও সুরক্ষা সহকারে সেই সামগ্রী সঞ্চয় করে| তারা সেই সামগ্রী হারিয়ে ফেলবার চরম ভীতি সহকারে সেটিকে বুকে জড়িয়ে রাখে, কারণ তারা যদি হারিয়ে ফেলে, তাহলে পুনরায় তারা যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম সহকারে দৌড়াতে বাধ্য বা বদ্ধ হবে|

যে কথা আমি বললাম যে মানুষের স্বপ্ন, তার বেঁচে থাকার লক্ষ্য হলো, যাতে সে টিঁকে থাকবার দাসরূপে দৌড় থামাতে ও বিশ্রাম পেতে পারে, তাই যে কোনো উপায়ে যথেষ্ট সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া| এই বাস্তবতার সম্পর্কে আপনার একটি সুস্পষ্ট ধারণা যাতে থাকে, আমি সেটা সুনিশ্চিত করতে চাই: পৃথিবীর টিঁকে থাকার অভিশপ্ত প্রক্রিয়াতে, প্রত্যেকে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত|

আমার মনে আছে একদিন সকালে আমি একজন পালকের সাথে বসে ছিলাম| তিনি আমাকে বলছিলেন যে প্রতিদিন সকালে তিনি যখন ঘুম থেকে উঠেন, তখন থেকে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার আর্থিক অবস্থার, ঋণ, ও অর্থের অভাবের কথা স্মরণ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার পরিচর্যাকে ভালবাসেন। তিনি বলেছিলেন যে তার আর্থিক সমস্যাটি এমন একটি সিক্ত কম্বলের ন্যায় যা তার নিজের জীবনকেই শ্বাসরোধ করবার চেষ্টা করে, এবং তিনি যা যা করেছিলেন, সেই সকল কিছুর আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করে| শুধুমাত্র পালকেরাই এই প্রকার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন না| যেহেতু সিংহভাগ পরিবারগুলি ঋণে ডুবে থাকে, তাই এটিই তাদের জীবনধারা, নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা|

প্রত্যেকে এর একটি সমাধানের সন্ধান করছে, এবং একমাত্র সমাধান হলো সম্পদ, প্রয়োজনের অধিক সম্পদ থাকা| ভূমির অভিশাপের প্রক্রিয়ার অধীনে, আপনার কাছে যা রয়েছে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারেন, তার দ্বারা আপনার পরিচয় নির্ধারিত হয়| প্রথমে, মানুষ মরিয়াভাবে তার নগ্নতাকে

ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পরিচিতির ক্ষতি, এবং নকল এক পরিচয় ধারণ করে| একদা ঈশ্বরের যে অভিষেক তাকে ওই প্রকার প্রতাপে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, এখন সে সম্পদের দ্বারা সেটিকে প্রতিস্থাপিত করবার চেষ্টা করে| দ্বিতীয়ত, সে যে সমাদরের স্ব-মহিমার অবস্থান থেকে ঈশ্বরের রাজ্যে রাজত্ব করত, সে সেটিকেও জীবনের দর্প ও অন্য মানুষের উপর প্রভুত্ব করবার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবার চেষ্টা করে| মানুষ এখন একটি বিষয়ের দ্বারা গ্রস্ত – সম্পদের সন্ধান ও সঞ্চয়| মানুষের কাছে কত পরিমাণ সম্পদ রয়েছে এবং কতটা ক্ষমতা থেকে সে অন্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেখান থেকে প্রাপ্ত হয় তার পরিচিতি| পতিত মানুষের আত্ম-মর্যাদার পক্ষে এখন মর্যাদা ও সমাজে তার অবস্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ|

এই বিষয়ে চিন্তা করুন। সাধারণত একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে প্রথমে কোন প্রশ্ন করে থাকে? “আপনি কি করেন?” কেন? আমরা কি সত্যিই অতটা চিন্তিত বা আগ্রহী? না মোটেই নয়, কিন্তু এই প্রশ্নটিই সেই ব্যক্তির প্রতি আমাদের সম্মানের লেভেল বা স্তরটিকে স্থির করে দেয়| অন্য কথায়, আমরা নিজেদের এই প্রশ্ন করছি, “এই লোকটি কে? জগতে তার অবস্থান না মর্যাদা কি? তাকে কতটা সম্মান দিয়ে সমাদর করতে হবে?” নারীগণ, এখানে আমি শুধুমাত্র পুরুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছি| আমি বুঝি আপনারা যারা মহিলা তারা মানুষের পরিচয় বিষয়ক এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারা পোষণ করেন|

আজও এই ভূমির অভিশাপের প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে! মানুষ তাদের সকল সিদ্ধান্ত অর্থের সন্ধান ও সঞ্চয়ের এই জালিকার মধ্য দিয়ে চালনা করে থাকে| মানুষের উদ্দেশ্য কি এই বিষয়ে পুনরায় না ভেবেই তারা একটি উচ্চ বেতনের চাকরীর জন্য দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে| প্রত্যেকে একজন রক গানের শিল্পী হতে চায়| কেন? কারণ হলো পরিচিতি (মর্যাদা) ও সম্পদ|

হাজার হাজার মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল| সমীক্ষার প্রশ্নটি ছিল এই যে তারা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখন তারা কোন পেশায় নিয়োজিত হতে চাইবে| তাদের মধ্যে পয়ষট্টি শতাংশ বলেছিল যে তাদের পেশাগত লক্ষ্য হলো বিখ্যাত হওয়া| বিখ্যাত? শেষবার আমি যখন পরীক্ষা করেছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে বিখ্যাত হওয়াটি কোনো পেশা নয়|

আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩০ শতাংশ কর্মীরা তাদের কাজকে ঘৃণা করে, এবং আরেকটিতে দেখা গেছে ৪০ শতাংশ মানুষ তাদের কাজকে পছন্দ করে না| সুতরাং আমাদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭০ শতাংশ কর্মী রয়েছে, যারা যে কাজ করছে সেটা পছন্দ করে না! তাহলে কেন তারা সেই পেশায় নিযুক্ত রয়েছে? এর কারণ তারা টিঁকে থাকার দাস, যারা শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে ছুটে চলেছে| এই কর্মীদের অধিকাংশের হিসাবের মধ্যে উদ্দেশ্য ও অনুরাগের কোনো স্থান নেই; বিলের অর্থ প্রদান করাই হলো তাদের চালিকাশক্তি| অর্থের সংস্থান করবার প্রয়োজনের দাসে পরিণত হওয়ার ফলে তাদের নিকট বিকল্পের সুযোগ খুবই কম থাকে| যে প্রতিবার সর্বাধিক অর্থ প্রদান করে সেই বিজয়ী হয়| একে ইঁদুর দৌড় বলা হয়! এখানেই আপনি ও আমি বাস করি| একটি ধেড়ে ইঁদুর প্রানপন ছুটছে, এমন একটি দৃশ্যের কথা চিন্তা করুন, সেই ইঁদুরটি একটি চাকার মধ্যে ছুটে চলেছে কিন্তু সে কোথাও যেতে পারছে না| আমরা হাসি ও ভাবি যে কতই না সুন্দর লাগছে| কিন্তু বাস্তব জগতে সেটি সুন্দর নয়, একেবারেই সুন্দর নয়| মানুষ সেই চাকাতেই মরে যায়, এবং যেখানে তারা যেতে পারবে বলে আশা করে কখনই সেখানে তারা পৌঁছাতে পারে না|

> *'আর কী খাবার খাবে বা কী পান করবে, তা নিয়ে তোমাদের হৃদয়কে ব্যাকুল কোরো না; এজন্য তোমরা দুশ্চিন্তা কোরো না। কারণ জগতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা <u>এসব জিনিসের পিছনে ছুটে বেড়ায়;</u> কিন্তু তোমাদের পিতা জানেন, তোমাদের এগুলির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ করো, তাহলে এই সমস্ত বিষয়ও তোমাদের দেওয়া হবে।'*
>
> - লুক ১২:২৯-৩১

যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানো হলো আমাদের জানা একমাত্র প্রক্রিয়া| আমি যদি আপনাকে বলতাম যে আপনাকে ঋণ মুক্ত হতে হবে, আমি বলতে চাই যে আপনাকে ১২ মাসের মধ্যে ঋণমুক্ত হতে হতো, নচেৎ আপনার গোটা পরিবারকে চিরকালের জন্য উত্তর মেরুতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে (আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা দেখাবার জন্য একটি চরম উদাহরণ ব্যবহার করছি), তাহলে আপনি

কি করবেন? আপনি কি করবেন আমি আপনাকে তা বলব| আপনি সঙ্গে সঙ্গে ঘাম ঝরাবার ও দ্রুততরভাবে দৌড়াবার একটি ছক কষতে শুরু করে দেবেন| আপনি বলবেন. " বেশ, আমি আর দুটি পার্ট টাইম কাজ করতে করতাম| আমার স্ত্রী আরো কয়েকটি পার্ট টাইম কাজ করতে পারতো, আর সন্তানেরাও সেই কাজে সাহায্য করতে পারতো"| তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনি এই একমাত্র রোজগারের পন্থাটি জেনেছেন, যা হলো যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানো প্রক্রিয়া| আমি আপনাকে এই প্রক্রিয়ার আরেকটি চিত্র দিচ্ছি|

মনে করুন আপনার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছি, আর আমি আপনার বাড়ির রাস্তাটির উল্টো দিকে একটি বাদামী রঙের কাগজের খামের মধ্যে ১ কোটি ডলার অর্থ পেলাম| আমি খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি এও জানতাম যে আমাকে এই বিষয়টি রিপোর্ট করতে বা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে| যেহেতু আমি আপনাকে চিনি, তাই আমি দৌড়ে গিয়ে আপনার বাড়িতে ঢুকলাম ও আপনার বাড়ির টেলিফোনটি ব্যবহার করবার অনুমতি চাইলাম| আমি প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ফোন করলাম ও তখন আপনি আমার পাশে দাড়িয়েছিলেন ও আমাদের কথপোকথন শুনছিলেন| আমি কি ঘটেছিল ও আমি কী কুড়িয়ে পেয়েছি তা তাদেরকে বললাম| তারা তাদের রেকর্ড চেক করবার জন্য একটু সময় নেওয়াই ক্ষনিকের নীরবতার পর, তারা আমাকে জানালো যে ওই টাকা খোয়া যাওয়ার কোনো রিপোর্ট তাদের কাছে নেই, আর আমি সেই টাকাটি নিজের কাছে রেখে দিতে পারি (আমার মনে হয় না যে তারা এই কথা বলবে, কিন্তু আমার উদাহরণের ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগবে|) যখন তারা আমাকে ওই কথা বলল, আমি লাফিয়ে উঠলাম ও আনন্দে চিৎকার করলাম| তারপর তারা আমাকে যা বলেছিল সেটি আপনাকে বললাম, আর আমি আহ্লাদে আটখানা হচ্ছিলাম|

আমি যখন আনন্দ করছিলাম আপনাকে সবকিছু বলছিলাম তখন আপনি মৃদুভাবে মুচকি হাসলেন| কিন্তু সেই রাতে আপনি রাতের খাবারের টেবিলে বসে যখন আপনার জীবনসঙ্গীকে সেই ঘটনাটি বলবেন তখন আপনি কি করবেন বলে আপনি মনে করেন? হাসবেন? আমার তো মনে হয় না| আপনি বলবেন, "এটি – নয়!" আপনি শূণ্যস্থানটি পূরণ করে দিয়েছেন। তাই না? আপনি কি করে জানলেন যে এই শূন্যস্থানে "সঠিক" এই শব্দটি বসবে? আমি আপনাকে সেটা

বলছি, কারণ এইভাবে আপনি বড় হয়ে উঠেছেন| আপনি এই প্রক্রিয়ায় বড় হয়ে উঠেছেন| যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানো প্রক্রিয়ায় উপার্জন করবার প্রক্রিয়া|

আমার উদাহরনটিতে, আমি কোনো রকম পরিশ্রম করা ছাড়াই অর্থের সন্ধান পেয়েছিলাম, আর সেটি হলো চলমান প্রক্রিয়ার সাথে ধোঁকাবাজি করা| সেটি ন্যায্য বা সঠিক নয়| যেহেতু আমি সেই অর্থের জন্য পরিশ্রম করি নি তাই সেটি ন্যায্য নয়; আমি কেবলমাত্র সেই অর্থটি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম| আপনি জানেন যে সম্ভবত আপনার কখনই এই ধরণের সৌভাগ্য হবে না, এরপরেও আপনার জীবনের বাকি দিনগুলি বেঁচে থাকবার জন্য বাধ্যতামূলক দাসত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে, আর সেই কারণেই আপনি ঈর্ষা ও তিক্ততায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন|

অপরপক্ষে, আমি যদি আমার সমস্ত জামা কাপড় ছেঁড়া ও মলিন অবস্থায় একদিন গীর্জায় আসি ও উঠে দাঁড়িয়ে মানুষকে বলি যে "আমরা পেরেছি! ড্রেনডা ও আমি বিগত দশ বছর ধরে প্রতিদিন ২২ ঘন্টা কাজ করেছিলাম, আর শেষমেষ আমরা আমাদের বাড়ির ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি", তাহলে সেই স্থানটি হাততালি ও প্রশংসাতে ভরে উঠবে| কেন? এর কারণ কোনো একজন ব্যক্তি এই কাজটি করেছিল, আর আপনার সেটিকে উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হয়েছিল| কোনো একজন এই কাজ করেছিল; একটি সমাধানের পথ আছে! আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারি, ও এই পরিস্থিতি সহ্য করতে পারি, ত্যাগস্বীকার করতে পারি এবং মুক্তও হতে পারি| কিন্তু আমি যখন রাস্তায় বসে থাকতে থাকতে সেই টাকাটি খুঁজে পেয়েছিলাম তখন কেন সকলে হর্ষধ্বনি করে না ও হাততালি দেয় নি? আর কেনই বা আপনার জন্য সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করা এতটা সহজ ছিল? এর কারণ আপনি এইভাবেই চিন্তা করেন; আর আপনি এটির স্বপ্নও দেখেন| ন্যায্য বা সঠিক হওয়ার অর্থ হলো সেই যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রক্রিয়া যা আমরা সকলে জেনেছি| কোনো পরিশ্রম ছাড়া উপার্জিত অর্থ ন্যায্য নয়|

কিন্তু প্রত্যেকের স্বপ্ন হলো এই যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রক্রিয়া থেকে মুক্তিলাভ| সম্পদশালী হওয়া, একজন কোটিপতি হওয়া বেশিরভাগ লোকের জন্য একটি প্রলোভন সৃষ্টিকারী ভাবনা| দশ লক্ষ ডলার, সেটি যদি বাস্তবে নাও থাকে, যদি শুধুমাত্র সেটিকে একটি সংখ্যারূপেও বলা হয়, তাহলেও সেই সংখ্যাটি সম্পদের কথা বলে| বেশিরভাগ মানুষ যে প্রতিদিনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়, তার বিপরীতে সম্পদ স্বাধীনতা প্রদান করে| প্রত্যেকেই ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত

হয়ে পড়েছে, এবং দশ লক্ষ ডলার থাকবার অর্থ হলো তারা থামতে পারবে ও তারা যা করতে চেয়েছিল অবশেষে তারা সেটি করতে পারবে| এই বিষয়ে চিন্তা করুন: লটারি কেন মানুষের অন্তরকে নাড়া দেয়? স্বাধীনতার জন্য! ইচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা বিলের অর্থ মেটানো বা জীবনোপায় করা কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না|

কৌন বনেগা ক্রোড়পতি, নামক টেলিভিশন অনুষ্ঠান অতি জনপ্রিয়| অনুষ্ঠানটি এই কারণেই মনকে নাড়া দেয় কারণ প্রত্যেকে সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন লালন করে| যখন লোকে অনুষ্ঠানটি দেখে, তখন তারা প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিয়ে, তারা যে সফল হবে এই আশা করে, মানসিকভাবে সেই অনুষ্ঠানের সাথে বিজরিত হয়ে পড়ে|

প্রসঙ্গটির সাময়িক পরিবর্তন করে বলা যায় যে, চুরি করা বলতে সরলভাবে যা বোঝানো হয়, সেটিকেও বিনা পরিশ্রমে উপার্জন করা বলা যায়| বিকৃত অর্থে, চুরি করাও ভূমির অভিশাপের প্রক্রিয়া থেকে স্বাধীনতা প্রদান করে| তাহলে ধরে নেওয়া যাক যে প্রত্যেকে দৌড়ানো থামাতে চায়! কিন্তু সেটি করবার কোনো উপায় কি রয়েছে? টাকার স্কিম বা পরিকল্পনাগুলি এখন সেকেলে হয়ে গেছে| প্রতিদিন আমি কমপক্ষে দশটি বিদেশ থেকে প্রেরিত ইমেইল পাই, যাতে তারা আমাকে তাদের দুঃখের কাহিনী বলে| তারা বলে যে কিভাবে তারা দুই কোটি ডলার অর্থ উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল এবং তাদের এমন কোনো একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজন যে তাদের সেই অর্থকে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখতে সাহায্য করবে| আমি যদি শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় তাদের অর্থ গ্রহণ করি ও সেটিকে সুরক্ষিত করি, তাহলেই তারা সেই অর্থের অর্ধেক আমাকে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়| অবশ্যই, তারপর তারা আমার ইমেইল আইডি চায় ও খুব নগন্য প্রসেসিং ফি বা প্রক্রিয়াকরণ শুল্ক, অর্থ প্রেরণ করবার শুল্ক, বীমার শুল্ক, এবং অমুক শুল্ক, তমুক শুল্ক ইত্যাদি প্রদান করতে বলে, কারণ সেটি প্রদান করলে নাকি তাদের সেই অর্থ আমার কাছে চলে আসবে| তাই বুঝি? আমাকে কি মাথামোটা বলে মনে হয়?

আমার কাছে একজন মক্কেল ফোন করেছিলেন, এবং তিনি অর্থ বিনিয়োগের পরামর্শ চাইছিলেন| আমি তাকে আমার নিয়মমাফিক প্রশ্নগুলি করেছিলাম, এবং দেখলাম যে তার কাছে বিনিয়োগ করবার মত প্রায় পাঁচ কোটি ডলার অর্থ রয়েছে| তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সেই মুহুর্তে তার কাছে সেই অর্থ নেই, কিন্তু একটি

উত্তারধিকার সুত্রে তার কাছে সেই পরিমাণ অর্থ আসতে চলেছে| আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে কত তাড়াতাড়ি সেই বিষয় সম্পত্তির মীমাংসা হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করছেন, এবং তিনি বলেছিলেন দুই সপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে| কাজেই আমি তাকে প্রায় দু সপ্তাহ পর ফোন করেছিলাম, এবং তিনি বলেছিলেন যে আর কিছুটা অধিক সময় লাগবে| যে ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্কে তার অর্থ জমা ছিল সেখান থেকে তার অর্থ পেতে তার সমস্যা হচ্ছিল| বেশ, সেই কথাটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, কাজেই আমি তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলাম। ঘটনাটি হলো ফ্রান্সে তার একজন কাল্পনিক কাকার মৃত্যু ঘটেছিল| সেই কাকা তার নামে পাঁচ কোটি ডলার অর্থ রেখে গিয়েছিলেন| তবে, সেই উত্তরধিকার সুত্রে প্রাপ্ত অর্থ তার কাছে এসে পৌঁছাতে গেলে তার আগে সেই সম্পত্তির উপরে অনাদায়ী ৫০,০০০ ডলারের একটি ট্যাক্সের টাকা প্রদান করতে হবে| তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তখনও সেই টাকা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ও তিনি একটি বাড়ি বন্দকী ঋণের জন্য আবেদন করেছেন।

তার কোনো উকিল আছে কিনা আমি সেটি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এবং তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, যে উকিল আমাকে ফ্রান্স থেকে ফোন করেছিলেন, তিনি এই কেসটার তদারকি করছেন"| "তার মানে আপনার এমন কোনো আমেরিকান উকিল নেই যিনি এই বিষয়টির উপর কাজ করছেন?" তিনি বলেছিলেন, "না, আমার কেবলমাত্র সেই উকিলটিই আছেন যিনি ফ্রান্স থেকে আমাকে ফোন করেছিলেন"| এরপর তিনি আমাকে আরো বলেন যে যেহেতু তার পক্ষে ৫০,০০০ ডলার অর্থ জোগার করা কঠিন হয়ে পড়ছিল, তাই ফ্রান্সের সেই উকিল তাকে বলেছেন যে তিনি এই অর্থের অর্ধেকটা দেবেন, এবং যখন টাকাটি ব্যাঙ্ক থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন তিনি তাকে সেই অর্থ পরিশোধ করে দিতে পারবেন| আমি বলেছিলাম, "না, এটি একটি ফাঁদ!" যদিও এই ভদ্রলোক আগে কখনই তার এই কাল্পনিক কাকার কথা শোনেন নি, তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ঘটনাটি সত্য| আমি তাকে দু সপ্তাহ পর ফোন করেছিলাম, এবং তিনি বলেছিলেন যে সেই ব্যাঙ্কের কাছে যে পরিমাণ অর্থ পাঠাতে হবে তিনি তার প্রায় সবটাই জোগার করে ফেলেছেন| আবারও, আমি তাকে বলেছিলাম, "তাদের কাছে এখনই পাঁচ কোটি ডলার অর্থ রয়েছে| তারা যদি সত্যিই সেই ট্যাক্সের অর্থ চেয়ে থাকে, তাহলে তারা সরাসরি আপনাকে একটি ইমেইল পাঠাতো অথবা

তখনই আপনাকে একটি ফর্ম পাঠাতে পারতো, যেটিতে আপনি সই করে আপনি তাদেরকে তাদের কাছে ইতিমধ্যেই যে অর্থ রয়েছে, সেখান থেকে ৫০,০০০ ডলার নেওয়ার অধিকার দিতেন ও তাদেরকে সেই ফর্মটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিতেন| কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তারা তাকে সত্যি কথা বলছে|

এই গত রবিবারেই গীর্জাতে আমি ঠিক এই ধরনের আরেকটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলাম| একজন যুবক ব্যক্তি আমার কাছে কিছু অর্থ বিনিয়োগের পরামর্শ চেয়েছিলেন| তিনি নাকি বিদেশের একটি উত্তরাধিকার সুত্রে সেই টাকা পাবেন। আমি তাকে তার কথাটি শেষ করতে দিই নি| আমি বলেছিলাম, “আমি জানি, আমি জানি যে তারা আপনাকে কোনো এক রকমের ফি প্রদান করতে বলেছে, তারপর তারা সেই অর্থ ছাড়বে, তাই তো?” “হ্যাঁ, সেটা ঠিক, কিন্তু আপনি কি ভাবে জানলেন?” আমি তাকেও সেই একই কথা বলেছিলাম যে এইগুলো সব ধোঁকাবাজি| যদিও যে ব্যক্তির কাল্পনিক মৃত্যু ঘটেছিল, এই লোকটি তাকে চিনত না, এবং আমেরিকাতে এই ব্যক্তিটির কোনো উকিল ছিল না, তা সত্ত্বেও এই ব্যক্তিটি সেই অর্থের সত্যতা নিয়ে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক করেছিল| এই লোকগুলি কেন এইসব ফাঁদে পড়ে?

কারণ তারা মুক্ত হতে চায়! তারা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না, কারণ, তাদের মনের ভেতরে এই ভাবনা ঘুরপাক খায় যে, ঘটনাটির যদি একশ কোটির এক-দশমাংশ সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে থাকে, তাহলেও তারা সেটিকে চায়|

আমি আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই| ব্রেনডা ও আমার আর্থিক পরিষেবার যে ব্যবসাটি রয়েছে সেটি সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়েই রয়েছে| এটি একটি দারুন কারবার! আমার সংস্থার সুযোগগুলি আসল; আমার কাছে এমন মানুষ রয়েছে যারা প্রতি বছরে হাজার হাজার ডলার অর্থ উপার্জন করে| কিন্তু আমার ব্যবসাতে বহু কিছু জানবার মতও রয়েছে| আপনি মানুষের টাকা নাড়াচাড়া করছেন। বেশ কিছু আইনকানুন আছে যা আপনাকে জানতেই হবে ও সম্পত্তির পরিকল্পনার পন্থা শিখতে হবে|

আমি ওহাইও রাজ্যের, কলম্বাস এলাকার একটি স্থানীয় খ্রীষ্টীয় বেতার কেন্দ্রে চাকরি করবার জন্য জীবনপঞ্জি চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, কারণ আমি কয়েকজন ভালো সম্ভাব্য চাকরি প্রার্থীর খোঁজ করছিলাম| প্রায় ৫০ জনের মতো চাকরী প্রার্থী

পেয়েছিলাম| সরাসরি ইন্টারভিউ বা সাক্ষাতকারের আয়োজন করবার পরিবর্তে, আমি কাছাকাছির একটি হোটেলে একটি ওরিয়েন্টেশন বা পরিচয় পর্ব সেরে নেব বলে স্থির করলাম| যেটি আমাকে চাকরী প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করতে সাহায্য করবে| সেই মিটিং বা সভার মধ্যে বাজারে আমাদের সংস্থার যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, যেভাবে অর্থ কাজ করে শুধুমাত্র আমরা সেই বিষয়টিকেই বলে মানুষকে প্রলোভিত করি না বরং খ্রীষ্টীয় জগতের এক দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক পরামর্শগুলি কিভাবে দিয়ে থাকি এইসব বিষয়গুলিকে আলোচনা করেছিলাম। কিভাবে আমাদের কোম্পানি প্রক্রিয়াকরণ, বেতন প্রদান, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা ছাড়পত্রের বিষয়ে কাজ করে সেটিও আলোচনা করেছিলাম। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা জানতাম যে আমার প্রার্থীরা যখন দেখবে যে এক বছরে ২ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে কতটা কাজ করতে হতে পারে, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই পিছিয়ে আসবে|

মিটিংটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আমি হোটেলটির হল ঘরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম, আর আমি দেখলাম যে প্রধান বড় নাচের ঘরটিতে প্রায় ১০০০ এর বেশি মানুষের ভিড়ে ঠাসা| তারা সকলেই একই কারণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল| একটি জনপ্রিয় বহুস্তরীয় সংস্থা তাদের কোম্পানিতে যোগদান করবার বিষয়ক একটি বর্ণনা দিচ্ছিল| কিন্তু আমার ঘরে মাত্র ৫০ জন প্রার্থী আর তাদের কাছে এত অধিক লোক থাকবার কারণ কী? সহজ উত্তরটি হলো – অর্থ! দুর্ভাগ্যবশত, বাস্তবে সেই বহুস্তরীয় সংস্থাটি কিন্তু এই কথাটি বলছিল না, কিন্তু ধারণাটি ছিল এই রকম, "আমি যদি ঢুকতে পারি, তারপর আমি তিনজন লোককে ঢোকাতে পারব, ব্যাস, তারপর আমি কোটিপতি হয়ে যাব"| এতদিন আমি বহু ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে এটি জেনে গিয়েছিলাম যে একটি বহু-স্তরীয় ব্যবসাতে যদি কোনো একজন ব্যক্তিকে বড় অঙ্কের অর্থ উপার্জন করতে হয়, তাহলে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়! হ্যাঁ, সম্ভাবনা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের কল্পনা হলো সহজে উপার্জিত অর্থ, এবং "আমি যদি এই সুযোগকে হেলায় হারাই, তাহলে এখানে যত লোক রয়েছে তাদের দিকে তাকাই, আমি সারা জীবনের মত এই সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলব!" আমাকে প্লিজ ভুল বুঝবেন না| আমার এমন অনেক ভালো বন্ধু রয়েছে, যারা এই ধরনের সংস্থাগুলি থেকে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছে, এবং বাজারে অনেক দারুন বহু-স্তরীয় মার্কেটিং সংস্থা

রয়েছে। কিন্তু আমি কেবলমাত্র ওই সব সংস্থার সাধারণ নতুন কর্মীদের চিন্তাধারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি। পৃথিবীতে টিঁকে থাকবার অভিশপ্ত প্রণালীতে সহজে উপার্জিত অর্থ বিক্রি করা হলো বড় অঙ্কের অর্থ।

আপনি যদি এক মুহুর্তের জন্য থামেন ও নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আপনি অর্থের সম্পর্কে কতটা চিন্তা করেন, হয় সেই অর্থ উপার্জন করা অথবা আপনার যা কিছু রয়েছে সেটিকে রক্ষা করা, তাহলে আপনি অবাক হবেন। আমি পুনরায় এই কথা বলব যাতে আপনি বিষয়টি বুঝতে পারেন: প্রত্যেকেই দৌড় থামাতে চায়, এবং তারা শুধুমাত্র টিঁকে থাকবার জন্য জীবিত থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে! সপ্তাহান্তের প্রলোভনটি সেই দৌড় থামাবার জন্যই। ছুটির প্রলোভনটি হলো আমরা যেন থামতে পারি। অবসর গ্রহণের প্রলোভনটি হলো এই যাতে অবশেষে আমরা থামতে পারি ও আমরা যা করতে চাই সেটি করতে পারি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। বেশিরভাগ মানুষের জীবনের দর্শন এই নয় যে তারা কেবলমাত্র বসে থাকতে ও কোনো কিছু না করতে চায়। আর আমি এও বলছি না যে আপনার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সেটিই। না, আমাদেরকে নিজেদের প্রতি প্রদত্ত কর্মভারে সক্রিয় থাকবার নিমিত্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেটি আমাদের অদ্বিতীয় সৃষ্ট উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশত, বেশিরভাগ মানুষ শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার লড়াইয়ে এতই ব্যস্ত যে বহু বছর আগেই তারা তাদের স্বপ্নকে পরিত্যাগ করেছে।

যদি অর্থের সমস্যার সমাধান না করেন, তাহলে আপনি আপনার অবশিষ্ট জীবন ব্যাপী পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রণালীর টিঁকে থাকবার মানসিকতার অধীনে চলতে বাধ্য হবেন

আমি নিশ্চিত যে আপনি কাউকে এই কথা বলতে শুনেছেন, অথবা আপনি নিজেই হয়তো এই কথা বলেছেন: "আমাকে আজ কাজে যেতে হবে।" বেশ, যেহেতু এর মধ্যেই সম্ভবত আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মানুষকে যখন "কাজে যেতে হয়" তখন তারা মনের দিক থেকে ততটা প্রফুল্লিত থাকে না। তবে, তারা যে কাজ করছে যখন তারা সেটি করতে চায় ও ভালোবেসে ও আগ্রহের সাথে করে তখন তারা সমৃদ্ধ হয়। সাধারনত, সিংহভাগ মানুষের জীবনে তেমনটি ঘটে না। তার পরিবর্তে এখনও তারা বলে থাকে, "আমাকে আজ কাজে যেতে হবে।" শুধুমাত্র বেতনের জন্য, নিয়মমাফিক কাজ করবার জন্য, জীবন সংগ্রামের

একটি দিন অতিবাহিত করবার জন্য ও কোনো রকম জীবনোপায় করবার জন্য| বেশিরভাগ মানুষ উচ্ছ্বাস সহকারে জীবনের শুরুটা ভালোভাবে করে থাকে| খরচ মেটাবার জন্য তারা যে পেশা গ্রহণ করে থাকে সেটা সাময়িক কাজ, কেবলমাত্র যতক্ষণ না তারা উত্তম কোনো কিছু না পায়| কিন্তু অবশেষে তারা যেটি খুঁজে পায় সেটি হলো এই যে জীবন ঝাপসা হয়ে গেছে, আর তাদের বয়স যখন চল্লিশের কোঠায় গিয়ে পৌছায়, তখন তারা উপলব্ধি করে যে আর কোনো পথ খোলা নেই। এটিকে মধ্য-জীবনের সংকট বলা হয়, এবং প্রথমবারের মত তারা উপলব্ধি করে যে তারা আবদ্ধ হয়ে গেছে|

বন্ধু আমার, ঈশ্বর এই ধরণের জীবনযাপন করবার মত জীবন তৈরী করেন নি| আপনি আগে থেকেই সেটি জানেন| কিন্তু এই প্রকার জঘন্য ভবিষ্যতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই অনেক বছর ধরে ড্রেনডা ও আমি বলে আসছি যে আপনি যদি অর্থের সমস্যার সমাধান না করেন, তাহলে আপনি আপনার অবশিষ্ট জীবন ব্যাপী পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রণালীর টিঁকে থাকবার মানসিকতার অধীনে চলতে বাধ্য হবেন|

আপনি যদি আপনার অর্থের সমস্যার সমাধান না করেন তাহলে আপনি কখনই আপনার সৃষ্ট উদ্দেশ্যকে খুঁজে পাবেন না!

অপরদিকে, আপনার জীবনের অবয়বটি কেমন হতে পারে আসুন সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক| আপনার শখের কথা বিবেচনা করি| ধরা যাক আপনার শখ ছিল গল্ফ খেলা| আপনি কি কখনও এমন কথা বলতে শুনেছেন, “ধুর, আজ আমাকে মাঠে যেতে হবে আর গল্ফ খেলতে হবে”? অথবা আপনি কি কাউকে এই কথা বলতে শুনেছেন, “ধুর, আজ তো শুক্রবার রাত; আমি এই শুক্রবার রাতগুলোকে মোটেই সহ্য করতে পারি না| যদি আজ সোমবার সকাল হত, কতই না ভালো হতো, তাহলে আমি কাজে যেতে পারতাম|” অথবা ধরা যাক, আপনার শখ টি ছিল মাছ ধরা| তাহলে কি আমি কখনও আপনার মুখ থেকে এই কথা শুনতে পাবো, “ধুর, আজ আমাকে মাছ ধরতে যেতে হবে”? না, আমার মনে হয় না আপনার মুখে অমন কথা আমি শুনতে পাবো, কারণ মাছ ধরবার বিষয়ে আপনার একটি তীব্র ইচ্ছা রয়েছে| আপনি যে কাজ করছেন সেই কাজের প্রতি যদি ওই একই রকম ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে আপনি আপনার জীবনযাপন

করতেন, এবং যদি আপনি আপনার ভালোলাগার কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে পারতেন ও আপনার ঘাম ঝরানোর স্থান নয়, বরং সুমিষ্ট স্থানটি খুঁজে পেতেন তাহলে কি ঘটত? আপনার কাছে যদি আপনার পরিবারের ভরণপোষণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকতো এবং আপনি আর্থিক চাপমুক্ত একটি জীবনযাপন করতে পারতেন তাহলে কেমন হত? সত্যিই তেমন করবার মত কোনো পথ কি আছে? ড্রেনডা ও আমি দেখেছিলাম যে হ্যাঁ উপায় আছে!

> *সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদই ধনবান করে, এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না।*
>
> - হিতোপদেশ ১০:২২

এই পদটিকে ধীরে ধীরে ও সময় নিয়ে দেখুন| ইব্রীয় ভাষায় এর আক্ষরিক অর্থ হলো কোনো কঠোর পরিশ্রম না করেই সম্পদ প্রাপ্তি| আপনি কি এটি দেখেন? আদম আমাদের জন্য যে যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রক্রিয়া রেখে গেছেন, ঈশ্বরের রাজ্য সেখান থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার একটি পথ দেয়| এই পদ যে কথা বলে প্রকৃতপক্ষে এই পদটির অর্থ কি সেটাই? যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি এই বিষয়ে একমত হবেন যে আপনি বহুদিন যাবৎ যে সেরা শুভ সংবাদের বিষয় শুনে আসছিলেন, এইমাত্র সেই সুসংবাদটি পাঠ করলেন। ঠিক এই কারণেই যিশাইয় ৬১ অধ্যায়, যীশুর সম্পর্কে ও তিনি তাঁর পরিচর্যায় কী কী করবেন সেই সম্পর্কে ভাববাণী করে বলে, পদটি বলে:

> *প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা অধিষ্ঠিত আমার উপরে, তিনি অভিষিক্ত করেছেন আমায়, প্রেরণ করেছেন, দীনদরিদ্রের কাছে শুভসংবাদ পৌঁছে দিতে*
>
> - যিশাইয় ৬১:১

যে ব্যক্তিটি পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ার টিঁকে থাকবার জীবনশৈলীর পাশে আবদ্ধ তার কাছে শুভসংবাদ কী? অবশ্যই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! যীশু আক্ষরিক অর্থে বলছেন যে ঈশ্বরের রাজ্য, যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে ছুটে চলবার পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ার সীমা অতিক্রম করে, যোগান দেয়| আসুন সেটির

সম্মুখীন হই| আপনি শুধুমাত্র অতি দ্রুত দৌড়াতে পারেন, আর বেশিরভাগ লোক, খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছে, কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছে যে মুক্ত হওয়ার জন্য আরো দ্রুত দৌড়াতে হবে| ড্রেনডা ও আমি যে নয়টি বছর পীড়নকারী ঋণের অধীনে ছিলাম, তখন আমি যত দ্রুত পারি দৌড়াচ্ছিলাম| বিগত ২৭ বছর ধরে আমাদের কোম্পানিতে আমরা যে হাজার হাজার অসংখ্য মক্কেলদের দেখেছি তারাও যত দ্রুত পারে ছুটে চলেছে| কিন্তু তাদের এই কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও, তারা একটি অর্থনৈতিক দাসত্বের জীবনের মধ্যে এখনও আবদ্ধ রয়েছে| তাদের সকলে আমাদের এই কারণে ফোন করে কারণ তাদের সকলেই এই ভয়াল সত্যটি উপলব্ধি করেছে যে তারা আর্থিকভাবে হতভাগ্য, তাদের আর্থিক স্বাধীনতার স্বপ্নটি অর্জন করা ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে চলেছে, এবং তাদের দর্শনের পরিবর্তে টিঁকে থাকাই দায় হয়ে গেছে| এক মুহুর্তের জন্য আমার সাথে যোগান (provision) এই শব্দটির পরীক্ষা করে দেখুন|

যোগান (Provision) দেওয়া হলো দর্শনের-সপক্ষ (pro-vision)

যোগান ছাড়া কোনো দর্শন থাকতে পারে না কারণ যোগান ব্যতীত, যোগান প্রাপ্ত করাই আপনার দর্শনে পরিণত হয় ও সেটিই আপনার দর্শন হয়ে যায়| কিন্তু, এইভাবেই অধিকাংশ মানুষ জীবিত থাকে – দর্শনহীন জীবন| এটি হলো দাসত্বের সর্বাধিক প্রবঞ্চনাময় রূপ|

অধ্যায় ৭
দ্বার

ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আমরা যা যা জেনেছি এক মুহুর্তের জন্য সেগুলি একটু ঝালিয়ে নিই। প্রথমে, আমরা জেনেছি যে মানুষকে পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করবার একটি অধিকার সহ পৃথিবীতে স্থাপন করা হয়েছিল। ইব্রীয় ২:৭-৮ পদে আমরা দেখেছি যে পৃথিবীতে এমন কিছুই ছিল না যা মানুষের অধীনস্ত নয়। আমরা দেখেছি যে এই কারণের জন্য মানুষ পার্থিব জগতের চাবিকাঠি বা দ্বার ছিল। শয়তান এই কথা জানত, আর সেই কারণেই সে পৃথিবীর উপর স্বীয় কর্তৃত্ব লাভ করবার জন্য তার ফন্দিতে আদম ও হবাকে লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছিল। যখন আদম ও হবা শয়তানের এই প্রবঞ্চনামূলক ফাঁদে পা দিলো, তখন তারা পাপ করল ও এবং তাদের জীবনের উপর ঈশ্বরের বৈধ অধিকারের কর্তৃত্বভার বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। সৃষ্টিকালে ঈশ্বরের যে আত্মা তাদের আবৃত করে রেখেছিলেন, তাঁকে পিছনে হটতে হলো। তারা শুধুমাত্র দৈহিকভাবে নয় আত্মিকভাবেও নগ্ন হয়ে গেল। ঈশ্বরের আত্মা যখন তাদের উপর থেকে সরে গেলেন তখন তারা যে আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল আমি তা কল্পনা করতে পারি। বাইবেল বলে যে, যেহেতু তারা টের পেয়েছিল যে তারা নগ্ন, তাই তারা নিজেদের নগ্নতা ঢাকবার জন্য ডুমুর বৃক্ষের পাতা সেলাই করতে শুরু করেছিল।

যদিও এর পরেও মানুষের নিকট পৃথিবীকে শাসন করবার অধিকারটি অক্ষুন্ন ছিল, কারণ সৃষ্টিকালে তাকে সেই অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে আত্মিকভাবে পার্থিব জগতের উপরে কর্তৃত্ব করবার স্বীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার ও ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তানকে বিশ্বাস করবার ও তার সাথে মিত্রতা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই মানুষ শয়তানের, এবং শয়তানকে (লুসিফার) স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত করবার সময়ে

যে দন্ড ভোগ করতে হয়েছিল, পরিশেষে, মানুষ সেই একই দন্ডের অধীনস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই দন্ডটিকে নরক নামক একটি স্থান বলা হয়, সেটি একটি যাতনার ও অনন্তকালের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থান। এই কথা অবশ্যই লক্ষ্যনীয়, যে নরক কখনই মানুষের জন্য বা মানুষের কথা মাথায় রেখে নির্মিত হয় নি। সেখানে কোনদিন কোনো মানুষ যাবে এমন অভিপ্রায় ঈশ্বরের কখনই ছিল না।

> *পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও*
>
> - মথি ২৫:৪১

মানুষকে এহেন পরিনতি থেকে উদ্ধার করবার জন্য, ঈশ্বরকে পৃথিবীতে তাঁর কর্তৃত্বভারের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হত। শয়তানের নিকট যে অধিকার ছিল, সেটিকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে একটি উপায় খুঁজে বার করতে হত। সেটি হওয়ার কেবলমাত্র একটি পথ ছিল। এমন একজন ব্যক্তি যে পাপের দোষে দোষী নয়, তাকে স্বেচ্ছায় আদমের পরিবর্তে মৃত্যুর দন্ড গ্রহণ করতে হত। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে সামান্য একটি সমস্যা ছিল। সেই সময় এই পৃথিবীতে যে প্রতিটি মানুষ ছিল, তাদের প্রত্যেকে আদমের একজন বংশধর হওয়ায়, পাপের দ্বারা কালিমালিপ্ত ছিল, এবং সেই কারণে ঈশ্বরের আত্মা ও তাঁর কর্তৃত্ব বহন করবার ক্ষেত্রে অক্ষম ছিল। কিন্তু এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ঈশ্বরের নিকট একটি পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের ধার্মিক শর্তাবলী, অর্থাৎ তাঁর ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত ও পার্থিব জগতে লিখিত হওয়া, যার দ্বারা, যদি সম্ভব হয়, তাহলে একজন মানুষ নির্দোষ বলে গণ্য হতে পারে। কেবলমাত্র সেটি হলেই এবং তারপরেই সেই মানুষটি তার নিজের উপর আদমের আবশ্যকীয় পরিনতি ও শাস্তি গ্রহণ করে, তার স্থলে বৈধভাবে স্বেচ্ছায় দাঁড়াতে পারবে।

কিন্তু যেহেতু আদমের বংশ কালিমালিপ্ত হয়ে পড়েছিল ও ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাই যে মানুষটি এই বলিদানের পরিকল্পনাটি

বাস্তবায়িত করতে পারে, সে আদমের একজন বংশধর হলে হবে না। তাই এই পরিকল্পনাটির সাথে একটি প্রকৃত সমস্যা জড়িত ছিল। তাহলে উদ্ধার পাওয়ার পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত কিভাবে হবে? সেটিকে সম্ভবপর করে তোলবার জন্য ঈশ্বরকে পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ প্রেরণ করতে হতো, যে আদমের বংশজাত নয়, এবং যে মানুষের পক্ষে নিজেকে বলিদান করতে ইচ্ছুক থাকবে। কিন্তু পার্থিব জগত আদম ও তার বংশধরদের দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই আইনি অবস্থার অধীনে, এই কাজ করাও অবৈধ। কেবলমাত্র একটি উপায়ে সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল, কিন্তু উপায়টি কেবলমাত্র একটিই। সেই ব্যক্তিকে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে ঠিকই, কিন্তু আদমের বংশধর হলে চলবে না।

প্রথম দৃষ্টিতে, আপনি হয়ত এই বিষয়ে একমত হবেন যে, এই পরিকল্পনাটিও অসম্ভব। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে, একটি পথ খোলা ছিল। ঈশ্বর পৃথিবীতে একজন স্ত্রীলোকের দেহে একটি পুরুষ বীর্য স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু সেটির জন্য তাঁকে এমন একজন মানুষকে পেতে হত, যে ঈশ্বরকে সেই কাজ করবার জন্য বিশ্বাস করবে, এইভাবে সেই মানুষটি ঈশ্বরকে সেই কাজ করবার বৈধ অধিকার প্রদান করবে। স্মরণ রাখবেন যে পার্থিব জগতের চাবিকাঠি মানুষের দখলে। শয়তান পার্থিব জগতের নাগাল পাওয়ার জন্য সেই একই চাবিটি ব্যবহার করেছিল ও পৃথিবীর উপরে আদমের কর্তৃত্বের আত্মিক বৈধ অধিকারটি চুরি করেছিল। যেহেতু ঈশ্বরের পরিকল্পনাটি ছিল শয়তানের কাছে পার্থিব জগতের সেই পরিকল্পনাটির বৈধতা প্রমাণ করা, যে শয়তান নিশ্চিতভাবেই প্রতিবাদ করবে, তাই ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল এমন একজন নারী ও পুরুষের সন্ধান করা, যারা তাঁকে একটি সন্তান পাওয়ার জন্য বিশ্বাস করবে, যদিও তাদের পক্ষে কোনো সন্তান ধারণ করা চিরকালের মত সম্পূর্ণ ও পাকাপাকিভাবে অসম্ভব ছিল। এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলবার জন্য তাদেরকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে।

সেই শিশুটির জন্ম তার জন্মের উদ্দেশ্যের সাথেও যুক্ত, সেই উদ্দেশ্যটি হলো যে তার বংশের দ্বারা সমস্ত দেশ আশীর্বাদযুক্ত হবে, কারণ তার বংশধরদের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে ঈশ্বর যীশুকে জগতে আনবার জন্য বৈধতা ও অধিকার প্রাপ্ত করবেন। যদি এমন এক দম্পতি থাকে যারা বিশ্বাস করতে পারে যে ঈশ্বর একটি বন্ধ্যা জঠরে একটি শিশু ধারণ করাবার সেই অসম্ভব কাজটি সম্ভব করতে পারেন, যদি তারা বিশ্বাস করতে পারে যে সেই শিশুটির মাধ্যমে প্রত্যেক জাতি

ধন্য হবে, এবং সেই শিশুর জন্ম তাদেরকে সমুদ্রের তীরের বালুকণার চাইতে অধিক বংশধর দেবে, তাহলে পরবর্তীকালে যীশুর মাতা, মরিয়মের জঠরে আপন বীজ স্থাপন করবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধতা ঈশ্বর প্রাপ্ত করবেন। কিন্তু ঈশ্বর কি সেই ধরনের মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন? সেই ব্যক্তির নাম অব্রাহম, আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা।

> *অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন। আর বিশ্বাসে দুর্ব্বল না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।*
>
> - রোমীয় ৪:১৮-২১

অব্রাহম ও সারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন ও যখন তারা অতি বৃদ্ধ ও সন্তান ধারণে অক্ষম ছিলেন তখন তারা ইসহাকের জন্ম দিয়েছিলেন। যেহেতু অব্রাহম সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন, তাই তিনি যে দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন কেবলমাত্র সেই দ্বারের মাধ্যমেই প্রতিজ্ঞার আগমন সম্ভব ছিল। যীশুর অব্রাহমের বংশধরদের মাধ্যমে জগতে আবির্ভুত হওয়ার কথা ছিল। আমি বিষয়টিকে অতি স্পষ্ট করে দিচ্ছি। ঈশ্বরের পক্ষে যীশুকে এই জগতে আনবার জন্য, তাঁকে অব্রাহমের বংশধরদের মাধ্যমে আসতে হতো। তাঁকে আসতে হত! অব্রাহমের মাধ্যমে আবির্ভুত হওয়াটিই ছিল একমাত্র বৈধ পথ। এই কারণেই আপনি যদি মথি প্রথম অধ্যায় দেখেন তাহলে আপনি একটি একঘেয়ে তালিকা দেখতে পাবেন। অমুক ব্যক্তি অমুকের জন্ম দিয়েছিল। এই অধ্যায়টি একটি কারণে প্রথম অধ্যায় হয়েছে। এই অধ্যায় প্রমাণ করে যে এই পার্থিব জগতে যীশু ছিলেন

তারা শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর অভিশাপের উর্দ্ধে উঠে গিয়েছিল

অব্রাহমের একজন বংশধর। এই পৃথিবী, যেখানে শয়তান তার বৈধ কর্তৃত্ব ও অধিকার জাহির করে, সেখানে এই তালিকাটিকে লিপিবদ্ধ থাকতে হত। যদি সেই তালিকাটি সঠিক না হত এবং বাস্তবে যীশু অব্রাহমের বংশধরদের মাধ্যমে না আসতেন, তাহলে শয়তান দাবি করতে পারতো যে যীশুর জন্ম ও জীবন প্রবঞ্চনাকর এবং আমাদের পাপের মূল্য প্রদান করবার যোগ্যতা তাঁর নেই।

আপনার যদি স্মরণ থাকে যে, ইস্রায়েলের লোকেদের তাদের জাতি বহির্ভূত বিবাহ নিষিদ্ধ করবার জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা বা নিয়ম ছিল। তাদের নিজেদের জাতির বাইরে বিবাহ করাটি ছিল মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ। এখন আপনি জেনেছেন যে কেন তাদের সেই বংশটিকে অতটা বিশুদ্ধ থাকতে হয়েছিল, এবং কেন তারা সেই বিষয়ে অত সতর্ক দৃষ্টি দিত। হ্যাঁ, আপনি রাহবের ন্যায় ইস্রায়েলের বাইরে থাকা সেইসব নারীদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন, যারা কোনো একজন ইস্রায়েলীয় পুরুষকে বিবাহ করেছিল। রাহব যিরিহো নগরীতে বাস করত, এবং সে সেই সকল চরদের লুকিয়ে রেখেছিল যাদেরকে দেশের মধ্যে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। হ্যাঁ, মথি প্রথম অধ্যায়ে তার নাম তালিকাটিতে রয়েছে কারণ সে একজন ইস্রায়েলীয়কে বিবাহ করেছিল। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে যিহুদী সংস্কৃতিতে পুরুষরাই বংশকে এগিয়ে নিয়ে যেত।

এক মুহুর্তের জন্য আমি তথাকথিত অযথা বাক্যব্যয় করা বন্ধ করি। মানুষ পৃথিবীতে কত কাল ধরে রয়েছে সেই বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সেই উত্তরটি জানবার কি সত্যিই কোনো উপায় রয়েছে? হ্যাঁ আছে! আমি আপনাকে এই একটি বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি। মথি প্রথম অধ্যায়ের সেই তালিকাটিকে সঠিক হতে হবে। সেই তালিকা থেকে একজনেরও বাদ পড়লে চলবে না, নতুবা আপনি ও আমি বর্তমানে যে পরিত্রাণ উপভোগ করছি সেটি করতে পারবো না। শয়তান প্রতিবাদ করবে। তালিকাটিকে নির্ভুল হতে হবে! তাই সেই তালিকাটির উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বুকে মানুষের সর্বমোট সময়কালের মোটামুটি আনুমানিক একটি হিসাব করতে পারেন। আমার মনে হলো আমি এই বিষয়টিকে এখানে যুক্ত করব।

আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের

আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং <u>তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে</u>

- আদিপুস্তক ১২:২-৩

এই পদগুলিতে আপনি যেমনটি দেখতে পান, পার্থিব জগতের এই যে দ্বার যা অব্রাহম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি সেই বৈধ পথ যার মাধ্যমে পরবর্তীকালে যীশু খ্রীষ্ট গমন করবেন ও পৃথিবীর সকল মানুষকে আশীর্বাদ করবেন। যদিও অব্রাহম ও তার বংশধরেরা ঈশ্বরকে প্রয়োজনীয় সেই বৈধতা ও অধিকার দিয়েছিলেন, যা পৃথিবীর মধ্যে পুনরায় তাঁর কর্তৃত্বভারের ক্ষমতা ও প্রভাবকে ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বর যতক্ষণ পর্যন্ত না যীশুকে সেই জগতের মধ্যে আবির্ভূত করাতে পেরেছিলেন, যেখানে তিনি আদমের পাপের মূল্য প্রদান করতে পারেন, ততক্ষণ মানুষ পাপের বোঝা ও আত্মিক মৃত্যুর অধীনে আটকে ছিল। কিন্তু সম্পদের দিক থেকে দেখতে গেলে, এখন আমরা দেখতে পাই যে অব্রাহম ও তার বংশধর, যারা ত্বকচ্ছেদের চিহ্ন ধারণ করেছিল, তারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তারা শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর অভিশাপের উর্দ্ধে উঠে গিয়েছিল।

অব্রাম পশুধনে ও স্বর্ণ রৌপ্যে অতিশয় ধনবান্ ছিলেন

- আদিপুস্তক ১৩:২

এই পদটিতে আমরা দেখি যে এই নিয়মটি সম্পদের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ঈশ্বর অব্রাহমকে যা বলেন তার সাথে আদিপুস্তক ৩:১৭ তে তিনি আদমকে যে কথা বলেছিলেন এই দুটির তুলনা করলে আপনি কি সেখানে কোনো পার্থক্য দেখেন? স্মরণ রাখবেন যে, আদম পাপ করবার পর, ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন যে এখন থেকে সে তার নিজের যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে সে বেঁচে থাকবে। কিন্তু এখন, অব্রাহমের বেলায় আমরা একটি পার্থক্য দেখতে পাই। ঈশ্বর বলেন, "আমি তোমায় করব!" বাক্য এই কথা বলে না যে ঈশ্বর অব্রাহমকে তার নিজের ক্ষমতায় ছুটে বেড়াতে ও যন্ত্রণাদায়ক

পরিশ্রম করে ঘর্মাক্ত হতে দিয়েছিলেন। বাক্য বলে যে ঈশ্বর তখন সাথে ছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন, "আমি তোমায় করব!" তাই এই ঘটনার পর আমরা কি অব্রাহমকে কোনো প্রকারে জীবন নির্বাহ করতে দেখতে পাই? না বললেই চলে!

অব্রাহম সম্পদশালী ছিলেন! তার সন্তানেরা ধনবান ছিল। অব্রাহম ভূমির অভিশাপের প্রক্রিয়ার উর্দ্ধের এক জীবনযাপন করেছিলেন। তার যথেষ্ট সম্পদ ছিল! অব্রাহমের মধ্যকার ফারাকটি দেখবার জন্য মানুষকে অধিক অপেক্ষা করতে হয় নি। সেই পার্থক্যটি তার বংশধরদের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল। এমনকি, অব্রাহমের কয়েকটি প্রজন্ম পরে তার নাতি যাকোব, নিজের শশুর লাবনের নিকট কাজ করত। লাবন যাকোবের মধ্যে আশীর্বাদটি দেখেছিল, এবং সে যাকোবের সমৃদ্ধির কারণে তাকে ঠকানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর লাবনের আশীর্বাদ চুরি করবার ফন্দিকে তার নিজের ক্ষতিতে পরিণত এবং যাকোবকে মহা সম্পদ দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমি যা বলছি সেটি হলো যদিও লোকেরা এই আশীর্বাদকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা তা পারে নি। যতদিন পর্যন্ত বংশধরেরা তাদের নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল ও ঈশ্বরের আরাধনা করেছিল, ততদিন ঈশ্বর তাদের সমৃদ্ধ করেছিলেন।

যথাকালে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন

-দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৮ক

আমি যা বলছি তার অর্থের বিষয়ে চিন্তা করুন! আমি মানুষের নিকট থেকে সব ধরনের ইমেইল ও চিঠি পাই যারা বলে যে আমি টাকা পয়সার বিষয়ে অতিরিক্ত কথা বলি। তারা বলে যে সমৃদ্ধশালী হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। তারা এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলে যে ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে হলে আমাদের সকলকে সারা জীবনব্যাপী চরম মূল্য দিয়ে যাতনা ভোগ করতে হবে। আমি তাদের উক্তির সাথে আংশিকভাবে একমত হতে পারি। মার্ক ১০:৩০ তে যীশু বলেছিলেন যে আমাদের সমৃদ্ধতা আমাদের তাড়না ভোগ করবার কারণ হবে। দুর্ভাগ্যবশত, বহু খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের একজন কঠোর কর্ম প্রদান কারী এবং আমাদেরকে দারিদ্রতার শপথ গ্রহণ করে, এবং অসুস্থতা ও রোগ ভোগ করবার মাধ্যমে, একটি টিঁকে থাকবার জীবন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। না, সেটি হলো

ভূমির অভিশাপ সেটা আশীর্বাদ নয়! ঈশ্বর আপনার আর্থিক অবস্থাকে দৃঢ় করতে চান।

ঈশ্বর আপনাকে সুস্থির করতে চান!

আপনার আর্থিক অবস্থা সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত না হলে, আপনি সারাটি জীবন ধরে টিঁকে থাকার অবস্থায় চলতে বাধ্য হবেন, আপনার আত্মিক কর্মভার পূর্ণ করতে অপারগ হবেন, এবং মূলত দাসত্বের জীবনযাপন করবেন। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৮-১৩ তে ঈশ্বর অব্রাহমের বংশধরদের যা বলেছিলেন সেটিকে একবার দেখুন।

> *সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তৎসম্বন্ধে আশীর্ব্বাদকে তোমার সহচর করিবেন; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র প্রজা বলিয়া স্থাপন করিবেন; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে গমন করিতে হইবে। আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবেন।*
>
> *যথাকালে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন; এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, এই সকলেতে কর্ণপাত করিতে হইবে;*

লক্ষ্য করুন, যে যদিও তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা ছিল, তবুও তারা নতুন এই দেশে তখনও স্থাপিত হয় নি। কিন্তু মোশি তাদের বলেন যে ঈশ্বর তাদের স্থাপন করবেন! সেটির স্বরূপ কেমন হতে পারে ও ঈশ্বর তাদেরকে যা বলবার চেষ্টা করছেন, সেটি বোঝবার জন্য একটি ওক বৃক্ষের কথা চিন্তা করুন। যখন সেই বৃক্ষটি চারাগাছ অবস্থায় থাকে, তখন সেটি স্থাপিত হয় না। যে যেখানে যখন খুশি সেই চারাগাছকে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখন সেই ওক গাছটি বৃদ্ধি পায় ও বড় হয়ে ওঠে, তখন কেউই সেই গাছটিকে সরিয়ে দিতে পারে না। সেটি স্থাপিত হয়ে যায়।

সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তৎসম্বন্ধে আশীর্ব্বাদকে তোমার সহচর করিবেন; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র প্রজা বলিয়া স্থাপন করিবেন...

- দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:৮-৯ক

কাজেই আর্থিকভাবে স্থাপিত হওয়া বিষয়টি কিরূপ? ১২ খ পদে ঈশ্বর আমাদের সেই কথা বলেন:

এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না

ঈশ্বর বলছিলেন যে তিনি তাদেরকে এতটাই আশীর্বাদ করবেন যে তারা মহাজন হবে, আর কখনই ঋণী হবে না। তারা মস্তক হবে, পুচ্ছ নয়। পুচ্ছ কোথায় যায় সেই বিষয়ে কিছুই বলতে পারে না; পুচ্ছ শুধুমাত্র সেখানেই যায় যেখানে তাকে মস্তক নিয়ে যায়।

ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে, আর ঋণী মহাজনের দাস হয়

- হিতোপদেশ ২২:৭

ঋণী স্থাপিত নয়। তারা মহাজনের কৃপার পাত্র, কোনো রকম স্বাধীনতা ছাড়াই দাসের ন্যায় কাজ করে যায়। কিন্তু ঈশ্বর বলেন, "না! আমি তোমায় স্থাপন করব! কেউ তোমায় বলতে পারবে না যে তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও কারণ সেটি দিয়ে ঋণ মেটানো হবে। কেউ তোমার গাড়ি এই বলে কেড়ে নিতে পারবে না যে সেটি দিয়ে ধার শোধ করা হবে। তোমার রান্নাঘর মুদিদ্রব্যে ভর্তি থাকবে, এবং তুমি তোমার নিজস্ব কেনা জমিতে হেঁটে চলে বেড়াবে, তুমি সম্পূর্ণ আর্থিক শান্তিতে তোমার ঈশ-প্রদত্ত কর্মভার পূর্ণ করবে। তুমি স্থপিত হবে!"

ঈশ্বর চান আপনি সমৃদ্ধ হোন!

অধ্যায় ৮

আজ্ঞাবহতার শক্তি

এইবার আপনি যেটি পাঠ করবেন সেটি হলো ঈশ্বরের রাজ্যের একটি শক্তিশালী নীতি বা ধর্ম, এটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আমার মনে হয়েছে যে এই বইটির যে উপ শিরোনাম সেটিই এই অধ্যায়ের নাম হওয়ার যোগ্য। আমরা অব্রাহমের বড় নাতি যোষেফের কাহিনী ও জীবনে এটিকে দেখতে পাই। আপনাকে কিছুটা গোঁড়ার কথা বলি। যোষেফের ভাইয়েরা তাকে ঘৃণা করত, এবং তারা তার কাছ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। আসলে, তারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ভাই অত বাড়াবাড়ি করতে চায় নি; কাজেই হত্যা করবার পরিবর্তে তারা তাকে কয়েকজন ভ্রাম্যমাণ বনিকদের নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিল, আর তারা তাকে নিয়ে মিশরে চলে গিয়েছিল, এবং ফরৌণের কর্ম্মচারী রক্ষক-সেনাপতি পোটীফরের নিকটে বিক্রয় করেছিল।

যোষেফ মিসর দেশে আনীত হইলে পর, যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে ফরৌণের কর্ম্মচারী পোটীফর তাঁহাকে ক্রয় করিলেন; ইনি রক্ষক-সেনাপতি, এক জন মিস্রীয় লোক। আর সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্ম্মা হইলেন, ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন, এবং তিনি যে কিছু করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু দেখিলেন। অতএব যোষেফ তাঁহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন, ও তাঁহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি যোষেফকে আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন।

যে অবধি তিনি যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না।

- আদিপুস্তক ৩৯:১-৭

২ক পদের দিকে নজর দিন, "সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্ম্মা হইলেন," এর অর্থ কী? ঈশ্বর কি প্রত্যেকের সাথে থাকেন না? পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বংশের বিষয়ে যে আলোচনা করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উত্তরটি হবে – না। স্মরণ রাখবেন, অব্রাহমের বিশ্বাস ও তার পরবর্তীতে যে নিয়ম এসেছিল সেটি শুধুমাত্র অব্রাহম ও তার বংশধরদের প্রতি পৌঁছাবার বৈধ অধিকার ঈশ্বরকে দিয়েছিল। কাজেই আমরা যখন প্রত্যেকের সাথে ঈশ্বরের থাকবার কথা বলছি, তখন সেটিকে এই বিষয়ের সাথে গুলিয়ে ফেললে হবে না ঈশ্বর প্রত্যেককে ভালবাসেন; তিনি ভালবাসেন। কিন্তু যারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে কোনোরূপ বৈধতা ছাড়া আসে, তাদের জন্য তাঁর কিছু করবার থাকে না।

তৎকালে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ।

- ইফিষীয় ২:১২-১৩

লক্ষ্য করুন, এই পদটি ঈশ্বরের নিয়মের বহির্ভূত হওয়ার কথা বলে, যার অর্থ ঈশ্বর ও তাঁর ক্ষমতা মানুষের থেকে বিধিবদ্ধভাবে বিচ্ছিন্ন। কেন? কারণ পৃথিবীতে

একজন নারী বা পুরুষের সাথে করা একটি বৈধ চুক্তি, স্থাপিত একটি নিয়ম ছাড়া, পার্থিব জগতে ঈশ্বরের কোনো বৈধতা বা অধিকার থাকে না। এই পদটি এই কথাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে বাক্য যখন কোনো নিয়ম ব্যতীত অবস্থার কথা বলে, তখন তা মানুষের প্রত্যাশাবিহীন ও জগতে ঈশ্বরবিহীন অবস্থার কথা তুলে ধরে। স্মরণ রাখবেন যেহেতু যীশু আমাদের নিমিত্ত একটি নতুন নিয়ম স্থির করেছেন, তাই এখন আমরা ঈশ্বরের আপন বাটির লোক ও তাঁর মহান রাজ্যের প্রজা (ইফিষীয় ২:১৯)। কাজেই এখন আদিপুস্তক ৩৯ অধ্যায়ের দিকে ফিরে তাকালে, আমরা বুঝতে পারি যে "সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন" এই বাক্যাংশটির অর্থ হলো এই যে যোষেফের ঠাকুরদা ঈশ্বরের সাথে যে নিয়ম স্থির করেছিলেন, সেটির মাধ্যমে যোষেফের জীবনে ঈশ্বরের বৈধ প্রভাব ছিল। এই বৈধ নিয়মটি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও প্রভাবকে, পার্থিব জগতের যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রক্রিয়াকে বাতিল করবার সুযোগ করে দিয়েছিল। ঈশ্বরের পক্ষে যোষেফকে আশীর্বাদ করা ছিল বৈধ।

পৃথিবীতে একজন নারী বা পুরুষের সাথে করা একটি বৈধ চুক্তি, স্থাপিত একটি নিয়ম ছাড়া, পার্থিব জগতে ঈশ্বরের কোনো বৈধতা বা অধিকার থাকে না

পূর্বে ঈশ্বর অব্রাহমকে যা বলেছিলেন সেটি স্মরণ করুন, "আমি তোমায় করব"। যেহেতু ঈশ্বর যোষেফের সাথে ছিলেন, তাকে তার জীবনে সাহায্য করছিলেন, তাই যোষেফ যা কিছু করতেন তাতেই সফলকাম হতেন, তিনি এতটাই সফল ছিলেন যে তার বিজাতীয় প্রভু, পোটীফর যে অন্য অনেক পুরুষ কর্মীদের দেখেছিলেন, তাদের তুলনায় যোষেফের কর্মদক্ষতার মধ্যে একটি বিস্তর পার্থক্য তার চোখে পড়েছিল। এখানে আমার উল্লেখ করা উচিত যে যে যখন আমরা ঈশ-সহায়তায় সমৃদ্ধ হই, তখন যে সকল লোকেরা পৃথিবীর টিঁকে থাকবার অভিশাপের প্রক্রিয়ার অধীনে বসবাস করছে, তারা পার্থক্যটি দেখতে পায়! পোটীফর এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি তার সকল রাজপাটের দায়িত্ব যোষেফকে দিয়েছিলেন।

শাস্ত্রের এই অংশে ঈশ্বরের রাজ্যের বিবিধ নীতি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এই পদটিতে প্রধান মূলমন্ত্রটি এই পদটিতে প্রকাশিত হয়েছে। আমি এটিকে

"আজ্ঞাবহতার শক্তি" বলে থাকি, বা আপনি এটিকে "পোটীফরের নীতি" বলতে পারেন"। এটি আদিপুস্তক ৩৯:৫ এ পাওয়া যায়:

> *যে অবধি তিনি যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল।*

সেখানে যা ঘটছিল আমি চাই আপনি সেই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট চিত্র লাভ করুন। একদিন যোষেফ কোনো দায়িত্বে ছিলেন না আর পরের দিনই তিনি সেই দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেই সময়টিতে সেই পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছিল, বাইবেল সেই মুহূর্তটির কথা উল্লেখ করে। পোটীফরের সকল কিছুর উপরে, তার সমস্ত সম্পত্তির প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্বাদ নেমে এসেছিল! কিন্তু তিনি যোষেফের ঈশ্বরকে জানতেন না ও তিনি ইস্রায়েল জাতির অংশ ছিলেন না। তাহলে এসব কিভাবে ঘটল এবং এর অর্থ কি? উত্তরটি এখানে রয়েছে। যখন পোটীফর তার সম্পত্তিকে যোষেফের অধীনস্ত করেছিলেন, তখন অজ্ঞাতসারেই, তার সেই ধন সম্পত্তি সেই নিয়মের অধীনে চলে গিয়েছিল যেটি ঈশ্বরের সাথে যোষেফের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

পোটীফরের ধন, তার সম্পত্তি সকলকিছু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল!!

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যে পোটীফরের সম্পত্তি যোষেফের দায়িত্বের অধীনে আসবার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। যখন পোটীফর যোষেফের কর্তৃত্বের অধিকারের অধীনে তার সম্পত্তি সমর্পণ করেছিলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন নি যে তিনি সেটিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রভাবের অধীনেও সমর্পণ করছিলেন। বাইবেল আরো বলে যে পোটীফর শুধুমাত্র যে খাদ্য ভোজন করতেন সেটি ব্যতিরেকে তার নিজের বিষয়ে বা অন্য কোনো বিষয়ে তাকে চিন্তা

সেই দিনটিকে বিশ্রামবার বলা হতো, সেটি হলো এমন একটি দিনের প্রতিচ্ছবি যেখানে মানুষকে কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নিজের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরাবার আর প্রয়োজন হবে না

করতে হত না। তার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না! কোনো দুঃশ্চিন্তা না থাকায়, পোটীফরকে কেবলমাত্র মিশরীয় রক্ষকদের সেনাপতিরূপে তার কর্মভার ও উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে হত। এখানে দেখবার মত অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে পোটীফর যা দেখেছিলেন, তাকেই ইব্রীয় ৪ অধ্যায়ে বিশ্রামকালের ভোগ বলা হয়, আর হ্যাঁ, সেটি নুতন নিয়মের বিশ্বাসীদের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য।

আপনি যদি বিশ্রামবারের সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে সেই দিনে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কোনো কাজ করবার অনুমতি দেন নি; সেই দিন কোনো ঘাম ঝরানো বা কষ্টসাধ্য পরিশ্রম হতো না। বিশ্রামবারটি ছিল অবশ্যই সপ্তাহের সপ্তম দিনটি, এবং সেটি সৃষ্টিকালের বিশ্রামবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আপনার হয়ত স্মরণ রয়েছে যে সৃষ্টির সময়ের সপ্তম দিনটিকে ঈশ্বর বিশ্রামবার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তার কারণটি এটা নয় যে ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, বরং, তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। সকলকিছু সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সপ্তম দিনটি ছিল সেই দিন যে দিন মানুষকে জীবিত থাকবার জন্য রচনা করা হয়েছিল, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সেই সবকিছুই তার দরকার পড়বার আগে থেকেই মজুদ করা ছিল। কিন্তু আমরা অবশ্যই সেই ঘটনাও জানি যে আদম যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তখন সে সেই বিশ্রাম হারিয়ে ফেলেছিল। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করবার দ্বারা আদম তার নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সরবরাহ করবার ঈশ্বরের সক্ষমতাকে থামিয়ে দিয়েছিল। এইভাবে, আদম সেই সম্পদের সেই স্থানটিকে হারিয়ে ফেলেছিল যেটি পূর্বে ঈশ্বর জুগিয়েছিলেন। এরপর আদম নিজের সমস্ত সময়টি কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নিজের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে ব্যয় করে, নিজের খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে বিনা প্রত্যাশায় ছেড়ে দেন নি। তিনি মানুষকে বিশ্রামের একটি চিত্র দিয়েছিলেন, যে বিশ্রামকে তিনি কোনো একদিন পুনরুদ্ধার করবেন। সেই দিনটিকে বিশ্রামবার বলা হতো, সেটি হলো এমন একটি দিনের প্রতিচ্ছবি যেখানে মানুষকে কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য নিজের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরাবার আর প্রয়োজন হবে না। যোষেফ সেই নিয়মের মাধ্যমে সদাপ্রভুর যে আশীর্বাদ বহন করেছিলেন, পোটীফর যখন সেই আশীর্বাদের ভাগী হয়েছিলেন, তখন তিনি যোষেফের মাধ্যমে সরবরাহ করবার ঈশ্বরীয় সক্ষমতার মধ্যে প্রবেশ

করেছিলেন ও বিশ্রাম পেয়েছিলেন। সকল কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল; তার কোনো দুঃশ্চিন্তা ছিল না।

> *অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না।*
>
> \- আদিপুস্তক ৩৯:৬

বিশ্রামবারের তাৎপর্য ও ঈশ্বর মানুষকে যা দেখাচ্ছিলেন তা বুঝতে গেলে, আপনাকে একটি সরল প্রশ্ন করতে হবে। বিশ্রামবার কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? আমার কথার অর্থ, পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার অধীনে, মানুষ শুধুমাত্র জীবিত থাকবার জন্যই প্রতিদিন ছুটে বেড়ায়। যদি সেটাই সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্রামবারেই বা কিভাবে মানুষ না ছুটে বেড়িয়ে থাকতে পারে? সে যদি বিশ্রামবারে কাজ করতে না পারতো, তাহলে কিভাবে সে সেদিনের খাদ্য সংগ্রহ করত? এটি উত্তম একটি প্রশ্ন ও এটির উত্তর দিতেই হবে, এবং সেই উত্তরের মধ্যেই যোষেফ যে "সদাপ্রভুর আশীর্বাদের" মধ্যে গমনাগমন করতেন তার সম্পূর্ণ রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে।

আমার মনে হয় লেবীয় ২৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর যখন ইস্রায়েল জাতির নিকট যোবেল বৎসরকে ব্যাখ্যা করছিলেন সেখানে এই নীতিটির একটি বড় উদাহরণ দেখা যায়। প্রতি ৫০ বছরে একবার যোবেল বৎসর আসে, এবং সেই বছরটির অনেক তাৎপর্য রয়েছে, আমি এখানে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। তবে, আমি চাই আপনি সেই বছরের এই অংশটি বুঝুন। তারা সেই বছরটিতে তাদের ফসল বুনতে পারতো না। বাস্তবে, তারা ৪৯ তম বছরটিতেও ফসল বুনতে পারতো না, কারণ সেটি ছিল একটি বিশ্রামের বছর। তাই যা ঘটছিল আমি চাই আপনি সেটির একটি সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পান: ইস্রায়েল জাতিকে বলা হয়েছিল যে তারা ৪৯ ও ৫০ তম বৎসরে তাদের ফসল বুনতে পারবে না। তাহলে তারা যখন ফসল বুনবে ও শস্য সংগ্রহ কালে শস্য যখন পাকবে, ততদিনে ৫১ তম বৎসরের শেষের দিক চলে আসবে। সুতরাং মূলত ঈশ্বর তাদের বলছিলেন যে তাদের প্রায় তিন বৎসর কাল শস্য সংগ্রহ না করেই কাটাতে হবে। আমি যদি আপনাকে বলতাম যে আপনি তিন বছর কোনো বেতন পাবেন না, তাহলে আপনি

হয়ত কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বাভাবিকভাবে, সেটি সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তাদের কোনো একটি বিষয় দেখাচ্ছিলেন।

> *'আর যদি তোমরা বল, দেখ, আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব? দেখ, আমরা ত ক্ষেত্রে বপন করিব না, ও উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করিব না; তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে তিন বৎসরের জন্য শস্য উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য ভোজন করিবে। '*
>
> - লেবীয়পুস্তক ২৫:২০-২২

বিশ্রামবার এই কারণেই সম্ভবপর ছিল, যেহেতু ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনকে দ্বিগুন উৎপাদন বা প্রয়োজনের অধিক সহকারে আশীর্বাদ করেছিলেন। আপনার মনের মধ্যে এই কথাটি কিছুটা ঘুরপাক খাক। প্রয়োজনের অধিক-প্রতিটি নারী ও পুরুষ কি এই বিষয়টিরই আকাঙ্খা করছে না? ঈশ্বর যখন মানুষকে ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুন পরিমাণ দিয়েছিলেন, তখন তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে তিনি তাদের যোগানদাতা, এবং তিনি সর্বদা তাদেরকে প্রয়োজনের অধিক যুগিয়ে এসেছেন। সত্যি কথা বলতে কি; প্রয়োজনের অধিক যোগান ইঁদুর দৌড় থেকে মুক্তি প্রদান করে। সেটি আমাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এমন অবস্থায় নিয়ে আসে যেখানে আমাদের কাছে বিকল্প থাকে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেটি আমাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা সন্ধান করতে ও তাতে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য মুক্ত করে। ড্রেনডা ও আমি যেমন বলেছিলাম, "যতক্ষণ না আপনি আপনার আর্থিক বিষয়গুলির সমাধান করবেন, ততক্ষণ কখনই আপনি আপনার উদ্দেশ্য খুঁজে পাবেন না"। কিন্তু একটি দারুন সংবাদ রয়েছে! বিশ্রামকালের ভোগ আজও পাওয়া যায়, আর সেটি এমন একটি স্থান প্রদান করে যেখানে আমাদের প্রয়োজন মিটে যায় ও আমরা শুধু টিঁকে থাকা নয় বরং সমৃদ্ধ হতে পারি।

> *তাহলে, এর অর্থ হলো ঈশ্বরের লোকেদের জন্য একটি বিশ্রামকালের ভোগ রয়েছে; যেহেতু যে কেউ ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করে সে নিজের*

কাজ হতেও বিশ্রাম করে (কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানো প্রক্রিয়া, টিঁকে থাকা), ঠিক যেভাবে ঈশ্বরও তাঁর কর্ম থেকে বিশ্রাম করেছিলেন।

ঈশ্বরের রাজ্য পোটীফরের ক্ষেত্রে পার্থিব জগতের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর নীতি বা ধর্মকে রহিত করেছিল, এবং আপনার জন্যও সেই একই কাজ করবে। কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের নাগাল পেতে হয় যখন আমরা সেটি জানব, তখন আমরা সমৃদ্ধ হতে ও আমাদের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে পারি। সত্যিই জীবন মজার, ভালবাসা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে!

সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদই ধনবান করে, এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না

- হিতোপদেশ ১০:২২

সদাপ্রভুর আশীর্বাদ সম্পদ নিয়ে আসে, এবং প্রভু তার সাথে কোনো কঠোর পরিশ্রম যুক্ত করেন না!!! আমরা আদিপুস্তক ৩:১৭ এর কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর উর্দ্ধে জীবিত থাকতে পারি। যতদিন না আমি জানতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কার্য করে, ততদিন পর্যন্ত বহু বছর ধরে আমি টিঁকে থাকবার সেই পুরাতন প্রক্রিয়ার অধীনে বাস করেছিলাম। আপনিও সেটি জানতে পারেন। ঈশ্বর আপনার সাথে রয়েছেন! আমি সমৃদ্ধ হতে পারেন। না, আমি কথাটিকে আবার গুছিয়ে বলি: আপনাকে সমৃদ্ধ হতে হবে। জগতের সেই সকল পোটীফরেরা, যারা ঈশ্বরকে জানে না আর যারা টিঁকে থাকবার চেষ্টায় আশাহীনতা, কঠোর পরিশ্রমের অধীনে পিষ্ট হয়ে আছে তারা দেখছে। তারা আপনার ধর্ম, আপনার গির্জার ভবন অথবা আপনার শাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় না কারণ তারা আপনার উত্তরের অভাবের অতিরিক্ত কিছু দেখতে পায় না। যখন অন্যদের মত আপনিও সেই একই শোচনীয় আর্থিক চাপ ও অভাব ও টিঁকে থাকবার সংগ্রামের মধ্যে থাকেন, তখন আপনি এটি আশা করতে পারেন না যে আপনি বলবেন যে ঈশ্বর কতই না মহান ও লোকেরা আপনার কথায় কর্ণপাত করবে। না, ঠিক যোষেফের মত আপনাকেও

আপনার চারিপাশের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সাথে আপনারা যোগসূত্রতা ছিন্ন করুন আপনার সম্পৃক্ততার পরিবর্তন করুন ও ঈশ্বরের রাজ্য উপভোগ করুন!

তুলে ধরতে হবে যে ঈশ্বরের রাজ্য কিরূপ। মানুষ বোকা নয়। তারা উত্তরের সন্ধান করছে।

বহু বছর ধরে আমার কাছে প্রভাবিত করবার মত কোনো কথা ছিল না। কেউ আমাকে টিভিতে অনুষ্ঠান করবার কথা বলে নি; আমি এক হাজার সদস্যের মন্ডলী চালনা করছিলাম না। কেন? কারণ বলবার মত আমার কাছে কিছু ছিল না, কোনো সমাধান ছিল না, কোনো উত্তর ছিল না, ঈশ্বর জীবন্ত ও তিনি আমার সাথে আছেন এমন কোনো প্রমাণ আমার কাছে ছিল না। আমি শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য আমার পরিজনদের নিকট অর্থ ধার করছিলাম। আমার গাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, আমার বাড়ির ভগ্ন দশা হয়ে যাচ্ছিল। সেই দশায় আমার ঈশ্বর কত মহান কেনই বা সে কথা কেউ শুনতে চাইবে? হ্যাঁ, আমি স্বর্গের পথে ছিলাম এবং স্বর্গ মহানতম স্থান, কিন্তু আপনি যদি এই পার্থিব জগতে স্বর্গকে তুলে ধরতে না পারেন, তাহলে স্বর্গ কত মহান মানুষ সেই ব্যাপারে মানুষ শুনবে না। দেখুন, আমি যে কথা বলছি সেটি হলো যদি ঈশ্বর ঈশ্বর হয়ে থাকেন ও তাঁর বাক্য যদি সত্য হয়, তাহলে সেটি কার্যকরী হওয়া উচিত। আমাদের জীবনের রূপটি ভিন্ন হওয়া ও সেই জীবনটিই ভিন্ন হওয়া উচিত! আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যের সত্য নিয়ে এই প্রজন্মের নিকট পৌঁছাতে হবে। পোটীফররা দেখছে।

তাহলে কেন আমি এই বইটির উপ শিরোনামটি *আজ্ঞাবহতার শক্তি করেছি?* এর কারণ পোটীফর ঈশ্বরের রাজ্যের নাগাল পেয়েছিলেন ও বিশ্রামকালের সেই ভোগ উপভোগ করেছিলেন যেখানে কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানো জীবনের পথ নয়, যেখানে কোনো ভয় নেই ও শান্তি বিরাজমান থাকে। এটি সেই স্থান যেখানে টিঁকে থাকবার স্থলে উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা থাকে ও দারিদ্রতা সম্পদের দ্বারা অন্তর্হিত হয়। কিভাবে তিনি তা করেছিলেন? তিনি তার সমস্যা ও দুঃচিন্তাগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের আওতার অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। যদিও তিনি যা করছিলেন মূলত সেটি তিনি উপলব্ধি করেন নি, তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ও তাঁর রাজ্যের আওতাধীন হয়েছিলেন। পোটীফর উত্তর দেখেছিলেন, তাই তিনি তার সকল ভার যোষেফের অধীনে দেওয়ার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেখিয়েছিলেন। আপনিও সেটা করতে পারেন; ড্রেনডা ও আমি সেটাই করেছিলাম। সেইভাবেই হরিণের আগমন ঘটেছিল, অর্থের দেখা মিলেছিল, আমাদের প্রয়োজনের গাড়ি ও বাড়ি

এসেছিল। তাই আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিই। আপনার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট যা কিছু রয়েছে, আপনি যদি সেই সব কিছু উপভোগ করতে চান, তাহলে আপনার সম্পৃক্ততার পরিবর্তন করুন। আপনার চারিপাশের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সাথে আপনারা যোগসূত্রতা ছিন্ন করুন। আপনার সম্পৃক্ততার পরিবর্তন করুন ও ঈশ্বরের রাজ্য উপভোগ করুন!

অধ্যায় ৯

তোমরা তাদের আহার দাও!

ডনের সাথে আমার যখন প্রথম সাক্ষাত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত নিরাশ ও ঋণগ্রস্ত হয়ে আমার অফিসে এসেছিলেন। তার জীবনে কোনো কিছুই ঠিক চলছিল বলে মনে হয় নি। আমি যখন বসে তার সাথে কথা বলছিলাম, তখন আমি দেখলাম যে তার তিন থেকে চার মাসের ভাড়া দেওয়া ও তার কাছে থাকা বাকি প্রায় সব কটি বিলের অর্থ প্রদান করা বাকি ছিল। তাদের বৈবাহিক জীবনেও সমস্যা ছিল – তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তার স্ত্রী হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন এবং যেহেতু ডন তার এবং তাদের পাঁচ সন্তানের খরচ চালাতে পারছিলেন না তাই তিনি তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। বাস্তব ঘটনা হলো ডন নিজের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এবং তার মধ্যে প্রশ্নেরা ভিড় করে ছিল।

তার কাজের মধ্যে সমগ্র ওহাইও রাজ্যে সাস্থ্য বীমা বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তার সাফল্যের অভাব তাকে খুব দ্রুত একটি শোচনীয় অর্থনৈতিক পথের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

যদিও সকল কিছু ডনের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল, তবুও আমি তার মধ্যে সম্ভবনা দেখেছিলাম। তিনি শিখতে ও কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই শক্তিশালী সমন্বয়টি তাকে কাজে নিয়োগ করতে ও তার ভবিষ্যতের কল্যানের ক্ষেত্রে আমার নিজেকে বিনিয়োগ করতে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত, সেটি এমন একটি বিনিয়োগ হয়ে দাঁড়ালো যা আমাদের উভয়কেই বৃহৎ লভ্যাংশ প্রদান করেছিল।

আমার নতুন কোম্পানিটি আমাদের একজন বিক্রয়কারীর কাছ থেকে কদিন আগেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করবার একটি পুরস্কার জিতেছিল, এবং আমার মনে হয়েছিল যে সেই ভ্রমনটি ডনের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আলোচনা করবার একটি সুবর্ণ সুযোগ হয়ে উঠবে। যদিও ডন একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিলেন,

কিন্তু তার আমার মত জ্ঞান ছিল না। এবং যদিও আমি তার সাথে এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নীতিগুলি আলোচনা করবার চেষ্টা করে ছিলাম, কিন্তু আমি যা কিছু বলছিলাম তিনি তা বিশ্বাস করেছিলেন বলে মনে হয় নি।

আমি ডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সুযোগের সন্ধানে রইলাম যেটি তাকে এই কথা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করে সেটি জেনে তিনিও, সফলতা পেতে পারেন। তবে, ডন এতই নিরুৎসাহিত ছিলেন যে তার পক্ষে নিজেকেই বিশ্বাস করা এবং এই কথা বিশ্বাস দুস্কর ছিল যে সত্যিই পরিবর্তন ঘটতে পারে। আমি জানতাম হাওয়াই এর এই ভ্রমনটি আমার সুযোগ।

যে সপ্তাহে ডন ও আমার হাওয়াই যাওয়ার কথা তার কয়েক সপ্তাহ আগে, আমরা ওখানে কি দেখব ও করব সেই ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। একটি বিশেষ কাজ বিশেষভাবে ডনকে আগ্রহী করে তুলেছিল। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের সুন্দর জলে একটি নীল মার্লিন ধরতে চেয়েছিলেন। ডন আমাকে উত্তেজিতভাবে বলেছিলেন, "হাওয়াই হলো বিশ্বের নীল মার্লিনদের স্বর্গ। আমি একটা নীল মার্লিন ধরব বলে আজীবন ভেবে এসেছি। এটাই আমার সারাজীবনের স্বপ্ন।" বেশ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম আমি ডনের চোখ উজ্বল হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। আসলে কোনো একটি কাজ তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, আর আমি জানতাম তার এই উত্তেজনা একটি শক্তিশালী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

আমি বললাম, "ডন, আপনি কি জানেন যে হাওয়াই তে আপনি যে একটি নীল মার্লিন ধরবেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নাগাল পাওয়ার দ্বারা, সেই বিষয়ে আশা করা নয় বরং সুনিশ্চিত হওয়া সম্ভব? আমার এই কথায় বিভ্রান্ত অথচ আগ্রহী হয়ে, ডন আরো বেশি জানতে চাইলেন, এবং আমি তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আমার বিবরণ দিতে থাকলাম। আমি মার্ক ১১:২৪ কে উদ্ধৃত করলাম যা বলে, "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।" ডনের পক্ষে এই কথা বিশ্বাস করা প্রায় খুব কঠিন ছিল। আমি তাকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও কিভাবে তার বিশ্বাস মুক্ত করতে হয় সেই বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করবার জন্য কিছুটা সময় নিলাম। এবং কাজেই, আমি আমার হরিণের জন্য যেমন করেছিলাম, আমরা বেড়াতে যাওয়ার আগে, ডন ও তার স্ত্রীও ঠিক

তেমন ভাবেই বপন করেছিলেন, একমত হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা একটি নীল মার্লিন পেয়েছেন।

এর মধ্যে শিকার করবার জন্য ডনের যা যা করণীয় ছিল, সে বিষয়ে তিনি যেটুকু জানতেন, তিনি তার সবকিছু করেছিলেন। যে সকল নৌকাগুলি পাওয়া যায় ও তাদের খরচের বিষয়ে তিনি কিছুটা খোঁজ খবর নিয়েছিলেন, এবং পরিশেষে তিনি যাকে ভালো বুঝেছিলেন তেমন একজন ক্যাপ্টেনকে তিনি আগে থেকেই বুক করে রেখেছিলেন। সবকিছু প্রস্তুত, আর আমরা সকলে হাওয়াই এর নীল জলে যাওয়ার জন্য পুলকিত ছিলাম।

নৌযাত্রার দিন চলে এলো, আর আমরা যখন নৌকায় উঠলাম, তখন আমরা ক্যাপ্টেনকে বুক ফুলিয়ে বললাম যে আজ আমরা একটি নীল মার্লিন ধরব। তিনি আশা করেছিলেন যে আমরা ছিপ দিয়ে ধরা যায় এমন অন্যান্য মাছ সফলভাবে ধরতে পারব, এবং তিনি আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ওই দিনটি আমাদের পক্ষে নীল মার্লিন ধরার জন্য অনুকুল নয়। বিগত চার মাসে প্রতিদিন দুটি করে ভাড়া ভ্রমন তরী চালিয়েও, তার সঙ্গীরা মাত্র একটি নীল মার্লিন পেয়ে ছিলেন। এর একটি বড় কারণ হলো মার্লিনরা পরিযায়ী মৎস, এবং তখনও তাদের ওই স্থানে আসবার সময় হয় নি। আমরা নিরুৎসাহিত হতে রাজি ছিলাম না। আমরা তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে বললাম যে আমরা একটি মার্লিন পাবো, আর আমরা আমাদের মাছ ধরবার যন্ত্রপাতি রেডি বা প্রস্তুত করতে থাকলাম। ছয় ঘন্টার মাছ ধরবার চেষ্টা করবার পরেও, আমাদের ছিপে একবারের জন্যও কিছু স্পর্শ করলো না, আর কোনো কিছু না ঘটা ডনের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিতে পারে, এই কথা চিন্তা করে আমি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম। আমার দুঃশ্চিন্তার কারণে আমি ডনকে চিৎকার করে একটি প্রশ্ন করলাম, আমি তার মাথার উপরের উঁচু মঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে বললাম, "ডন, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। আপনি কখন সেই নীল মার্লিনকে পেয়েছিলেন, যখন আমরা প্রার্থনা করেছিলাম তখন নাকি যখন সেই মাছ আমাদের সামনে আসে তখন? বিশ্বাস সহকারে, ডন বেশ

"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে"

- মার্ক ১১:২৪

জোর গলায় উত্তর দিলেন, “গ্যারি, এত খুব সহজ কথা, আমি যখন প্রার্থনা করেছিলাম তখনই সেটা পেয়ে গিয়েছিলাম।” আমি তার উত্তরটি শুনে আনন্দিত ও সাহসী হয়ে উঠেছিলাম। তার ওই কথা শোনার পর আমি জেনেছিলাম যে ডন আমার নির্দেশাবলীগুলি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন ও তিনি সেই মার্লিনটিকে পাওয়ার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

কয়েক মিনিট পরেই, ডনের সুতোর গুটিটি ঘুরতে শুরু করল ও সেটি জলের দিকে বেঁকে গেল আর সঙ্গীরা চিৎকার করে বলল, “মাছ পড়েছে!”

ক্যাপ্টেন বা পোতাধ্যক্ষ সাবধান করে বললেন, “অত উত্তেজিত হবেন না। বড় মাছ পড়েছে সেটা ঠিক, কিন্তু এটি নীল মার্লিন নয়। মার্লিন জলের ঠিক উপরে চলে আসে ও বাতাসের মধ্যে ভয়ঙ্কর লম্ফঝম্ফ করে, আর এই মাছটি জলের গভীরেই রয়েছে।” সময় এগোতে থাকলো। ডন সেই মাছটির সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাছটিকে দৃশ্যমান হওয়ার জন্য জলের উপরিতলের যতটা কাছাকাছি সেটিকে আসতে হতো, তখনও সেই পর্যন্ত সেই মাছ আসে নি। ডন যতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেই মাছটি তার থেকেও অধিক ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর অচিরেই সেই মাছটি হাল ছেড়ে দিল। ডন যখন ছিপের সুতো গুটিয়ে সেই বিরাট, সুন্দর নীল মার্লিনটিকে উপরে তুলেছিলেন, তখন তিনি ও আমি বিস্মিত না হলেও নৌকায় থাকা বাকি লোকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আজও আমার অফিসে ডন ও তার মাছের ছবিটি অন্যদের নিকট সাক্ষ্যস্বরূপ ও ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবতা সম্পর্কে আমার নিকট অবিরাম একটি স্মারকরূপে রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে, সেটি একটি মাছ মাত্র। কিন্তু ডনের নিকট সেই মার্লিনের মূল্য অনেক। যদি ঈশ্বরের রাজ্য সেই মার্লিনটির বেলায় কাজ করে থাকে, তাহলে তার জীবনে তার আর যা কিছু প্রয়োজন হবে সেই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেও সেই রাজ্য নিশ্চিতভাবে কার্যকর হবে। ডনের ক্ষেত্রে, তার জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রভাব কি হতে পারে সেটি ছিল সেই উপলব্ধির সূচনা মাত্র।

ঠিক যেভাবে বাতাসকে দেখা সম্ভব হয় না কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে তার একটি প্রভাব থাকে, সেইভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য বাস্তব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে তার প্রভাব রয়েছে

কয়েক হাজার বছর পিছনে ফিরে যান, আপনি নীকদীম নামক এক ব্যক্তির কথা জানতে পারবেন, যিনি যীশুকে ঈশ্বরের

রাজ্যের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। যোহনের সুসমাচার ৩ অধ্যায়ে প্রভুর উত্তরটি লিপিবদ্ধ রয়েছে, "বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ" (৮ পদ)। ডনের সাথে নৌকার উপরে থাকা সেই সুন্দর দিনটি এই বিষয়ের সর্বকালের সেরা একটি উদাহরণ।

ডন বা আমি কেউই স্বচক্ষে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাই নি ঠিকই, কিন্তু যখন সেইদিন বড় সেই মার্লিনটি এসেছিল, তখন আমরা নিশ্চিতভাবেই সেই রাজ্যকে দেখেছিলাম ও তার প্রভাব অনুভব করেছিলাম। ঠিক যেভাবে বাতাসকে দেখা সম্ভব হয় না কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে তার একটি প্রভাব থাকে, সেইভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য বাস্তব ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে তার প্রভাব রয়েছে। যে সকল ধর্ম ঈশ্বরের রাজ্যকে পরিচালিত করে সেইগুলিকে জানবার দ্বারা, ঠিক যেভাবে সেইদিন ডন করেছিলেন, আমরাও সেইভাবে আমাদের জীবনে পরিবর্তন সাধন করে থাকি।

বেশ, একটি প্রশ্ন রয়েছে। কিভাবে সেই মার্লিনটি আবির্ভুত হয়েছিল? এই প্রশ্নের একটি উত্তর রয়েছে। আপনি নিছক বলতে পারেন না যে ঈশ্বর সেই কাজ করেছিলেন। সেই মাছ যে সেখানে আসবে আমরা সেটি কিভাবে জেনেছিলাম সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। আপনার সত্যিই এটি জানবার দরকার কারণ কবে আপনার একটি নীল মার্লিন বা একটি নীল গাড়ি বা আর কিছু না হোক কিছু মুদি দ্রব্যের দরকার হয়ে পড়বে তা কে বলতে পারে? আসল কথা হলো এই কাহিনীর মূল কথাটি মাছ ধরা নয়, যেমন আমার শিকারের কাহিনীগুলির মূল কথা হরিণ নয়। ঈশ্বরের রাজ্য ও সেই রাজ্য যেভাবে কার্যকর হয় এই কাহিনীগুলি সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। মার্লিনের আগমনের একটি কারণ ছিল! ঈশ্বরের রাজ্য যেভাবে কার্যকর হয়, সেই বিষয়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলা ছাড়াও, তিনি সেই রাজ্যকে প্রকাশ করেছিলেন।

দয়া করে মনোযোগ দিন। আপনি যে পৃথিবীতে বড় হয়ে উঠেছেন, ঈশ্বরের রাজ্য সেই জগতের ন্যায় কার্য করে না। আপনি আপনার ভাবনার দ্বারা এটিকে পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না। সেই রাজ্য ধর্ম বা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

সেই সব ধর্মগুলি এই পার্থিব জগতে আমরা যে সকল নীতি বা ধর্মের সাথে পরিচিত তার তুলনায় ভিন্ন। কিন্তু আমরা সেই সকল নীতিগুলি জানতে পারি। যীশু যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের এই সকল নীতিগুলি দেখানোর ও শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা সময় ব্যয় করেছিলেন। আমার প্রিয় কাহিনীগুলির একটি হলো মার্ক ৬ অধ্যায় যেখানে যীশু ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রদর্শন করে ছিলেন। এটি হলো পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছের দ্বারা যীশুর ৫,০০০ লোককে ভোজন করাবার বিখ্যাত সেই কাহিনীটি। যদিও আমি মন্ডলীতে বৃদ্ধি পাওয়ার সময় লক্ষ লক্ষ বার এই কাহিনীটি শুনেছি, কিন্তু কেউ কখনই আমাকে বলে নি যে যীশু কিভাবে সেই পরাক্রম কার্যটি করেছিলেন।

পরে দিবা প্রায় অবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এ নির্জ্জন স্থান, এবং দিবাও অবসান-প্রায়; ইহাদিগকে বিদায় করুন, যেন ইহারা চারিদিকে পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য কিনিতে পারে।

কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও।

তাঁহারা কহিলেন, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটী কিনিয়া লইয়া উহাদিগকে খাইতে দিব?

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটী আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া কহিলেন, পাঁচখানি রুটী এবং দুইটী মাছ আছে।

তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা শত শত জন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি বসিয়া গেল। পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সেই রুটী কয়খানি ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন; আর সেই দুইটী মাছও সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও

কিছু তুলিয়া লইলেন। যাহারা সেই রুটী ভোজন করিয়াছিল, তাহারা পাঁচ হাজার পুরুষ।

- মার্ক ৬:৩৫-৪৪

"যীশু, আমরা একটা মুশকিলে পড়েছি। লোকগুলি ক্ষুধার্ত আর তারা যদি এখন চলে না যায়, তাহলে তাদের বাড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরী হয়ে যাবে; আর আমাদের দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে"। তাহলে যীশু তাদের কি বলেছিলেন, " এই সেরেছে, ঠিকই তো বলছ। আমার সত্যিই সময়ের ব্যাপারে খেয়াল ছিল না; এখনই সভা শেষ করে দিই"। না, তিনি শুধু বলেছিলেন, "তোমরা তাদের আহার দাও"। কী? বাইবেল বলে সেখানে ৫,০০০ পুরুষ ছিল, কিন্তু নারী ও শিশুদের গণনা করলে, সেখানে ২০,০০০ মানুষ থাকা মোটেই কঠিন কিছু নয়। যদি আপনার কাছে আগে থেকেই অত লোকের খাবারের বন্দোবস্ত করবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু থাকত, তাহলেও অত সংখ্যক মানুষকে খেতে দেওয়া একটি বিরাট বড় কাজ, একটি অসম্ভব কাজ হয়ে যেত। যীশু যা বলছিলেন, শিষ্যরা যে সেই কথা বিশ্বাস করতে পারে নি, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যীশুর দেওয়া সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে তারা যে উত্তর দিয়েছিল, সেটি পার্থিব জগতের বৈশিষ্ট্যমূলক চিন্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। "কিন্তু, যীশু, সেটির জন্য আট মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজন! আমরা কি রুটি কেনবার জন্য অত অর্থ ব্যয় করব?" সর্বপ্রথম, লক্ষ্য করুন, কিভাবে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্যাটিকে অর্থনীতি, কষ্টকর পরিশ্রম ও ঘাম ঝরাবার পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে বদলে ফেলেছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আট মাসের সমস্যা।

একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম ও ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন যে আমার অন্তঃকরণটি মাংসিক। আমি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এসবের মানে কি? আমার কি কামের বিষয়ে কোনো সমস্যা রয়েছে? না, তিনি আমার চিন্তা ভাবনার কথা বলছিলেন, এবং কিভাবে আমি পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছি, এবং আমি কত জোরে ছুটতে পারি এই ধরণের মানসিকতার মধ্য দিয়ে আমার ভবিষ্যত প্রবাহিত হচ্ছিল। আমরা সকলে এটি করি। আমাদের যদি একটি নতুন গৃহের দরকার হয়, তাহলে সেই বাড়ির দাম কত আমরা সেটি খোঁজ নিই, তারপর সেই বাড়ি কেনবার সামর্থ্য আমাদের আছে কিনা সঙ্গে

সঙ্গে সেই হিসাব কষতে শুরু করে দিই। কিভাবে আমরা সেটা হিসাব করি? আমরা কত জোরে ছুটতে পারি পৃথিবীর এই অভিশপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে। চলুন দেখা যাক, আমি এক ঘন্টায় ১৫ ডলার কামাই করি, তাহলে এক সপ্তাহের ৪০ ঘন্টায় আমার রোজগার হলো.... "না না, এই বাড়ি কেনবার মত মোটেই আমার সামর্থ্য নেই"। তাই সেটিকে অসম্ভব মনে করে আপনি সেই চিন্তাটিকে একদিকে সরিয়ে রাখেন। আমরা যদি আমি কতটা দ্রুত ছুটতে পারি এই ছাকনির মাধ্যমে প্রতিটি ধারণাকে পরিশ্রুত করি, তাহলে আমরা কখনই ঈশ্বরের রাজ্যের পথের জীবনযাপনের নাগাল পাবো না, কারণ ঈশ্বর সেই প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ নন। ঈশ্বর আমাকে বলছিলেন যে আমি যদি ঈশ্বরের রাজ্যকে আমার জীবনের সাথে যুক্ত করতে চাই, তাহলে আমাকে সেই রাজ্যের ভাবনা ভাবা আরম্ভ করতে হবে- সকল কিছু সম্ভব!

শিষ্যরা যখন বলেছিল, "এর জন্য আট মাসের বেতন লেগে যাবে", তখন তারা এই জায়গাটিতেই ছিল। মূলত তারা যেটা বলছিল তা হলো বিপুল এই সংখ্যক মানুষকে খাওয়ানো অসম্ভব একটি কাজ।

"তোমরাই এদের আহারের ব্যবস্থা কর" তাদের কানে যীশুর এই কথাটি কেমন বেজেছিল সেটি আমি ব্যাখ্যা করছি। মনে করুন আমি আপনার মন্ডলীর পালক, আর আপনি কিছুটা মন্দ সময় কাটিয়ে ও আপনার বন্ধকী সম্পত্তির পাওনা মেটাতে না পেরে আমার কাছে এসেছেন। গত তিন মাস আপনি দেনা মেটাতে পারেন নি আর আপনার বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার অবস্থায় চলে গেছে। কাজেই আপনি আমার কাছে এসেছেন ও জানতে চাইছেন যে মন্ডলী আপনাকে বকেয়া দেনার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য সাহায্য করতে পারে কিনা। তারপর আমি খুব শান্তভাবে আপনাকে বললাম, "আমার কাছে একটা ভালো বুদ্ধি রয়েছে। আপনি পাওনা শোধ করে দিচ্ছেন না কেন? তেমন করলে তো আপনার আর কোনো ঋণ বাকি থাকবে না। তারপর আপনি মনে মনে এই কথা চিন্তা করে আমার দিকে তাকাবেন, "আমি কি বলছি এই লোকটি কোনভাবেই সেটি বুঝতে পারছে না"। "না, আসলে, পাদ্রী বাবু, আমার মনে হচ্ছে আপনি সবটাই ভুল বুঝলেন। আমাদের কাছে মোটেই কোনো টাকা নেই; সেই জন্যই তো আমরা আপনার কাছে এসেছি। যেহেতু আমরা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছি, তাই আমাদের মন্ডলীর সাহায্যের প্রয়োজন"। এর পরেও, আমি

আপনার দিকে খুব শান্তভাবে তাকালাম ও বললাম, "না, আপনি যা বলছেন আমি তা বুঝতে পারছি, আর আমি আপনাকে একটা দারুন সমাধান দিয়েছি। আপনি কেবলমাত্র বাড়ির ঋণটা মিটিয়ে দিন, তাহলেই আপনার আর কোনো দেনা বাকি থাকবে না"। যে পিনবল মেশিনে ঢালু থাকে তার মতই আমিও যে মাথামোটা আপনি সেটাই ভাববেন।

বেশ, শিষ্যরাও নিশ্চয় এমনই মনে করেছিল। "যীশু, এই ২০,০০০ লোককে খাওয়ানোর ব্যাপারে আপনি সত্যিই সিরিয়াস নন, তাই নয় কি? কোনো ভাবেই এটি সম্ভব নয়। এত লোকের আয়োজন করবার মত সামগ্রী আমাদের কাছে নেই। আর আমরা যদি বাইরে গিয়ে ওই পরিমাণ অর্থ রোজগার করবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করব বলে স্থির করি, রুটি নিয়ে আসবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা ও একটি কমিটি গঠন করি, তাহলে যতক্ষণে আমরা রুটি নিয়ে ফিরে আসবো, ততক্ষণে প্রত্যেকে মারা যাবে। আমাদের কাছে টাকা থাকলেও এই কাজ সম্পন্ন করবার মত সময় আমাদের নেই"। এইভাবে সাধারণভাবে যে সকল কাজগুলি অসম্ভব, যখন সেইগুলি ঘটবার কোনো সম্ভবনা আমরা দেখতে পাই না, তখন সেগুলির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া এইরূপ হয়। যখন আমাদের কাছে যোগান থাকে না, তখন আমাদের দর্শনের মৃত্যু ঘটে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের সেই স্থানে কোনো সমাধান সুত্র না দিয়ে ওই অবস্থায় ছেড়ে দেন নি, এবং যদি লোকদের আহার করানোর কোনো উপায় না থাকতো তাহলে তিনি তাঁর শিষ্যদের তেমন কাজ করতে বলতেন না। বাস্তবে, তিনি তাদেরকে অন্য প্রক্রিয়াটি দেখাতে উদ্যত ছিলেন- ঈশ্বরের রাজ্যকে সক্রিয় হতে দেখা। তারপর শিষ্যরা যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, তখন যীশু এগিয়ে এলেন।

যীশু বললেন, "তোমাদের কাছে কী আছে? গিয়ে দেখ দেখি"। শিষ্যরা ফিরে এসে বলল, "আমরা পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ পেয়েছি"। যখন সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছের সন্ধান মিলল, তখন যীশু শিষ্যদেরকে সেগুলি তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি রুটি ও মাছ হাতে নিলেন, সেগুলিকে আশীর্বাদ করলেন ও তাদেরকে সেগুলি ফেরৎ দিয়ে দিলেন। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে, কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটে নি, কিন্তু আত্মিক জগতে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল, এমনকিছু ঘটেছিল যেটি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আমাদের ধারণার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যীশু তাঁর শিষ্যদের সেই রুটি ও মাছ বিতরণ করবার

নির্দেশ দিলেন, এবং তারা বিস্ফারিত চক্ষে দেখলো যে তাদের চোখের সামনেই সেই খাদ্য বস্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০,০০০ লোকের সকলে সে খাদ্য গ্রহণ করল। কি ঘটেছিল? কিভাবে ঘটেছিল?

সেটির উত্তর পেতে হলে, আমাদের একটু পেছনে হাঁটতে হবে এবং এই ঘটনার বিবরণগুলির দিকে ভালোভাবে নজর দিতে হবে। "আশীর্বাদ করা" এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো পৃথক করা বা শুচিকৃত করা। কাজেই আমরা বলতে পারি যে যখন যীশু সেই খাদ্যের উদ্দেশ্যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন ও তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তখন সেই রুটি ও মাছ একটি রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে পৃথকীকৃত হয়ে গিয়েছিল। পার্থিব জগতে, পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে ২০,০০০ মানুষকে খাওয়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে সকলকিছু সম্ভব। বাস্তবে, এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। ঘটনার শেষ হওয়ার পূর্বে, শিষ্যরা অবশিষ্ট থাকা খাদ্যগুলি ১২ টি ঝুড়িতে পূর্ণ করে নিয়েছিল। পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ, ২০,০০০ মানুষের ক্ষুধা নিবারণের পক্ষে অপর্যাপ্ত হওয়ার অবস্থা থেকে শুরু করে সেই সংখ্যক মানুষকে পরিতৃপ্ত করবার মত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল, আর তারপর যে পরিমাণ দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন শেষে দেখা গেল তার থেকে অধিক বাকি পড়ে রয়েছে! এটাই হলো ঈশ্বরের রাজ্যের পথ, যথেষ্টর চাইতে অধিক!

একজন আত্মিক বিজ্ঞানীরূপে, আমি যখন কাহিনীটির প্রতি মনোযোগের দৃষ্টি দিয়েছিলাম, তখন আমি সেই একই ফর্মুলা বা সুত্র দেখেছিলাম যেটি আমার হরিণের বেলায় ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন। আমার হরিন শিকারের মাধ্যমে, ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছিলেন যে আমার যা কিছু প্রয়োজন প্রথমে সেটির একটি অংশ আমি যেন ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে বপন করি। যে ছেলেটির কাছে রুটি ও মাছ ছিল সে ঠিক এই কাজটিই করেছিল। সে সেই খাদ্যবস্তুকে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্বের অধীনে রেখেছিল, এবং সেটি বৃদ্ধি পেয়েছিল, ২০,০০০ মানুষের আহার যোগানোর পরেও ১২ ঝুড়ি অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, রুটি বৃদ্ধি পেয়ে রুটিতে ও মাছ বৃদ্ধি পেয়ে মাছে রূপান্তরিত হয়েছিল। এইভাবেই এটি কাজ করে। আমি ঈশ্বরের রাজ্যে মাছ বপন করতে পারি, এবং সেটি বৃদ্ধি পেয়ে মাছে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু আমার যদি মাছের প্রয়োজন থাকে কিন্তু

ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছিলেন যে আমার যা কিছু প্রয়োজন প্রথমে সেটির একটি অংশ আমি যেন ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে বপন করি

বপন করবার জন্য মাছ না থাকে তাহলে কী হবে? উত্তরটি হলো- অর্থ! স্মরণ রাখবেন, অর্থ হলো একটি বিনিময় প্রথার ব্যবস্থা। আপনি ও আমি প্রতিদিন টাকার "নাম" দিয়ে থাকি। আমরা টাকাকে দুধ, বাড়ি, বস্ত্র, ও প্রতিদিন আমাদের যা কিছু প্রয়োজন হয় সেগুলি বলে ডাকি। কাজেই যখন আমরা বপন করি; তখন আমরা কেবল টাকার নাম উল্লেখ করতে পারি। সেটি আপনার দানের সাহায্যে করা যেতে পারে, কিন্তু দশমাংশ দিয়ে নয়, কারণ ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সেটির একটি নাম দিয়ে রেখেছেন। আমরা লুক ৫ অধ্যায়ে বৃদ্ধির এই ধর্মকে কার্যকরী হতে দেখি।

> *একদা যখন লোকসমূহ তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইখান নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু দূরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি গভীর জলে নৌকা লইয়া চল, আর তোমরা মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।*
>
> *শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব। তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুখানি ডুবিতে লাগিল।*
>
> - লুক ৫:১-৭

একজন আত্মিক বিজ্ঞানীরূপে, কাহিনীটির প্রতি মনোযোগের দৃষ্টি দেওয়া যাক। সেই মাছগুলি কিভাবে আবির্ভূত হয়েছিল? আপনি কি সেটি দেখতে পান? যীশু একাকী সমুদ্র তীরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ও তিনি একটি নৌকা দেখতে পেলেন, যে নৌকাটি থেকে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেটিকে ব্যবহার করতে চান। তিনি সেই নৌকাটিকে ব্যবহার করতে পারেন কিনা সেটি নৌকাটির মালিক পিতরকে জিজ্ঞাসা করেন ও পিতর বলেন "নিশ্চয়"। কারণ তারা সেই নৌকাটি দিয়ে কাজ করা শেষ করে ফেলেছিল; তারা সারারাত ধরে মাছ ধরবার চেষ্টা করেছিল ও কিছুই ধরতে পারে নি। যীশু সেই নৌকাটিকে ব্যবহার করবার পর, তিনি পিতরকে আবার সমুদ্রে যেতে ও মাছ ধরবার জন্য গভীর জলে জাল ফেলতে বলেন। আমি নিশ্চিত যে যীশুর এহেন অনুরোধ পিতরকে অপ্রস্তুত করে তুলে ছিল, কারণ তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "যীশু আমরা সারারাত ধরে মাছ ধরার চেষ্টা করেও কিছুই পাই নি"। পিতর পেশায় একজন ধীবর ছিলেন, এবং কিভাবে মাছ ধরতে হয় তা তিনি জানতেন। তার অভিজ্ঞতা অনুসারে সেই স্থানে কোনভাবেই মাছ থাকা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবনা চিন্তা অনুযায়ী আবার মাছ ধরতে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। তারা এরই মধ্যে তাদের যন্ত্রপাতি গুছিয়ে ফেলেছিল ও একটু আগেই তাদের জাল ধুয়ে ফেলবার কাজ শেষ করেছিল।

যীশুর এই কথার কিছুক্ষণ আগেই সম্ভবত পিতর যীশুর এক ঘন্টা দীর্ঘ উপদেশ শুনেছিলেন, যা তার অন্তরকে এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যেভাবে এর পূর্বে তাকে কোনো কিছু স্পর্শ করে নি। আর আমার বিশ্বাস পিতর সেই কারণেই যীশুর কথায় রাজি হয়েছিলেন। কাজেই তিনি বলেন, "কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব"। পিতর পুনরায় সমুদ্রে ফিরে গেলেন ও এত বিপুল সংখ্যক মাছ ধরলেন যে তার জাল ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ও তাদের নৌকাও ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে তড়িঘড়ি তার অংশীদারদের সংকেত পাঠালেন, যারা তখনও তীরেই ছিল। বাইবেলে পিতরের প্রতিক্রিয়ার কথা লেখা রয়েছে, তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন!

কিভাবে সেটি ঘটেছিল? কোনো ক্লু বা সুত্র আছে কি? আমরা কি তা জানতে পারি? সংক্ষেপে বলতে হলে, পূর্বে আমরা যে আজ্ঞাবহতার নীতির কথা আলোচনা করেছিলাম, এ হলো তারই ক্ষমতা। যখন পিতর যীশুকে মাছ ধরবার নৌকাটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন, তখন সেই নৌকা ও কারবারটির রাজ্য পরিবর্তিত

হয়েছিল। সেই কারবারটি পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ার অধীন থেকে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের অন্তর্গত হয়েছিল। ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের অন্তর্গত হওয়ায়, ঈশ্বরের পক্ষে জ্ঞানের একটি বাক্য গ্রহণ করবার ও যীশুকে মাছের নির্ভুল অবস্থান প্রদান করবার বৈধ অধিকার থাকা সম্ভবপর হয়েছিল; " গভীর জলে মাছ রয়েছে"।

কাজেই এই ঘটনাটির বিশ্লেষণ করা যাক। যীশু সেই পিতরের থেকে মাছ ধরবার নৌকাটি ধার নেন, যিনি কিছুক্ষণ আগেই দীর্ঘ এক রাতব্যাপী মাছ ধরবার চেষ্টা করেও কোনো কিছু না পেয়ে ফিরে এসেছেন। এই কথোপকথনের মধ্যে, নৌকাটি ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের অন্তর্গত হয়ে গেলো। মাছের সঠিক অবস্থান কোনটি সেটি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এইবার যীশু জানতে পারলেন। তারপর যীশু পিতরের নৌকাটিকে নির্ভুল সেই স্থানের দিকে পথনির্দেশ করেন। তারপর পিতরের নৌকাটি মাছের দ্বারা প্রায় ডুবুডুবু অবস্থায় পৌঁছে যায়। তার অংশীদারের নৌকাটিরও ধৃত মাছের ভারে সেই একই অবস্থা হয়ে গেল। তাহলে কিভাবে মাছ ধরা পড়েছিল? সহজ কথায়, স্বর্গ থেকে আগত সরাসরি নির্দেশের একটি বাক্যের মাধ্যমে। একথা তো মানতেই হবে যে, মাছ কোথায় আছে সেই কথা যদি জানা থাকে তাহলে যে কেউ মাছ ধরতে পারে। এইমাত্র আমরা যে কথা বললাম সেই বিষয়ে চিন্তা করুন। ঈশ্বর সবকিছু জানেন; তিনি আপনাকে সাহায্য করতে ও কি করতে হবে তা বলতে পারেন।

যখন ড্রেনডা ও আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম ও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে জানতে শুরু করেছিলাম, তখন রাতের বেলা ঈশ্বর আমাকে এমন একটি ব্যবসা শুরু করবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যেটি কিভাবে আমি শুরু করব আমার সত্যিই তা জানা ছিল না। আজ ২৮ বছর পর এখনও সেই ব্যবসাটি চালু রয়েছে, প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ আয় হচ্ছে। বিগত ২৮ বছরে এই ব্যবসাটি আমাকে লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ পরিচর্যা কার্যে ও মানুষকে সাহায্য করবার ক্ষেত্রে বপন করবার সুযোগ দিয়েছে। কিভাবে? আমি স্বর্গ থেকে বাণী শ্রবণ করেছিলাম, এবং কাজেই আপনিও সেটি শুনতে পারেন! আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই।

কয়েক বছর আগে আমি ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক একটি পাঁচ রাত্রি ব্যাপী অধিবেশন আয়োজন করছিলাম। দ্বিতীয় রাতের অধিবেশনের পর ক্রিস নামের একজন ব্যক্তি আমার কাছে এলেন ও আমাকে তার জন্য প্রার্থনা করতে বললেন।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে কোন বিষয়ে তার প্রার্থনার প্রয়োজন। তারপর তিনি আমাকে তার ঘটনা বললেন। তিনি একজন লোকের সাথে ব্যবসা করেছিলেন। সেই লোকটি ব্যবসা থেকে অর্থ আত্মসাৎ করে নেওয়ায় ব্যবসাটি দেওলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের চতুর্থ বিবাহ চলছিল, বৈবাহিক জীবন ভালো যাচ্ছিল না, এবং তার মাত্র ৪০ বছর বয়স। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি এতই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি একটি গুলি ভর্তি পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছিলেন, এবং কিছু সময় গাড়ি চালিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন, এবং আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে একটি বন্ধ পেট্রল পাম্পের কাছে গাড়ি থামিয়ে ছিলেন।

তখন প্রায় ভোর ৩ টে, এবং তিনি যখন সেখানে গুলি ভর্তি পিস্তলটি হাতে নিয়ে বসে ছিলেন, তার মোবাইল ফোনটি বেজে উঠেছিল। তখনই সে সেই নম্বরটি চিনতে পেরে গিয়েছিলেন। তার প্রাক্তন-অংশীদারের ফোন কল। তিনি মোটেই তার সাথে কথা বলতে চাইছিলেন না, তাই তিনি সেই কলটি গ্রহণ করেন নি। বারবার সেই ফোন বাজতেই থাকলো। অবশেষে যখন ক্রিস সেই ফোনটি রিসিভ করবেন বলে স্থির করলেন, তার আগে ১১ বার সেই ফোন বেজেছিল। তার প্রাক্তন-সঙ্গীর মুখ থেকে বেড়িয়ে আসা প্রথম কথাটি ছিল, “তুমি কোথায় আছ আর কি করছ?” যখন ক্রিস তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, তখন তার প্রাক্তন-সঙ্গী বলেছিলেন, “কোথাও যাবে না; আমি এখনই ওখানে এসে আসছি!” আপাত দৃষ্টিতে, কিছুদিন আগেই সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেই কথা তিনি ক্রিসকে বলতে চাইছিলেন। অদ্ভুতভাবে, ভোর ৩ টের সময় ক্রিসের সাথে কথা বলবার একটি তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন, এবং ক্রিস তার ফোনের উত্তর না দেওয়া সত্ত্বেও, তিনি বারংবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

যখন ক্রিসের সঙ্গীটি এলেন, তিনি ক্রিসকে প্রভুর দিকে চালনা করলেন, এবং ক্রিসের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রত্যেকটি বিষয় উত্তম হতে শুরু করেছিল। তিনি একটি ভালো মন্ডলী পেয়েছিলেন, তার বৈবাহিক জীবন উন্নত হতে শুরু করেছিল। সবকিছুই ভালোভাবে চলছিল শুধুমাত্র তার আয় ছাড়া। ক্রিসের কোনো চাকরি ছিল না, এবং তিনি আমাকে সেই কারণেই প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি আপনাকে এই বইয়ের মাধ্যমে যে কথা বলছি, অধিবেশনের মাধ্যমে, সেই একই বিষয় আমি শিক্ষা দিতাম, আমাদের নিজেদের সক্ষমতার বাইরে ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে বিস্ময়কর বিষয় সাধন করতে পারে।

পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের চালনা করতে ও পথনির্দেশ ও আইডিয়া বা ধ্যানধারণা প্রদান করে সাহায্য করতে পারেন, ক্রিস যখন এই ব্যাপারে চিন্তা করেছিলেন, তখন সহসাই তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল। আর্থিকভাবে তার কাছে অনেক বিকল্প পথ খোলা ছিল না। কিন্তু তিনি সুস্বাদু পনিরের পুর দেওয়া পিঠে তৈরী করতেন। তার বিশেষত্ব ছিল এই যে তার পনিরের পিঠেগুলি ছিল সাস্থ্যসম্মত, তিনি জানতেন যে তিনি সারাজীবনে যত পিঠে দেখেছেন, তাদের তুলনায় তারটাই সেরা। বাস্তবে, ক্রিস তার বন্ধুমহলে এই কারণে পরিচিত ছিলেন যেহেতু তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি সেরা পনিরের পিঠে বানাতে পারেন। স্থানীয় সাস্থ্যকর খাবারের দোকানগুলিতে তিনি বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই দোকানগুলিতে যে সেঁকা খাদ্য পাওয়া যায় সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কিন্তু সেগুলির সবগুলোর মধ্যেই ঘাটতি ছিল। ক্রিসের কাছে বেশি বিকল্প ছিল না, কিন্তু তার মনে হয়েছিল এই একটি বিকল্প তার কাছে রয়েছে, পনিরের পিঠে বিক্রি করা। তিনি এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি যদি তার বানানো পনিরের পিঠেগুলির একটি স্থানীয় সাস্থ্যকর খাবারের দোকানটিতে নিয়ে যান, আর তারা যদি সেটি পরীক্ষা করে দেখে, তাহলে তারা সেটি বিক্রি করতে চাইবে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তার পিঠে গুলি তাদের পিঠের চাইতে অধিক বিক্রি হবে। তাই যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি আগে থেকে কিছু না বলেই একটি পনিরের পিঠে রান্না করলেন ও সেটিকে সাস্থ্যকর খাবারের দোকানটিতে নিয়ে গেলেন। আর ক্রিস যখন সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তখন সবকটি সাস্থ্যকর খাবারের দোকানগুলির CEO ওই একই সময়ে ওই দোকানটি পরিদর্শনে সেখানে ছিলেন। সেই CEO তার পিঠে খেয়ে দেখতে ও পরে তাকে খবর দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

সেই রাতেও আমার সাথে কথা বলবার জন্য সভার শেষে ক্রিস পুনরায় আমার কাছে এলেন। তিনি যা করেছেন তা তিনি আমাকে বললেন ও তার সাথে সেই সাস্থ্যকর খাবারের দোকানটির সাথে তার চুক্তির সম্পর্কে একত্রে পুনরায় প্রার্থনা করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। বেশ, পরের দিন আবার সেই সভায় ক্রিসকে দেখলাম, আর তিনি পুলকিত ছিলেন! তিনি আমাকে বললেন যে, যে দোকানটিতে CEO তার তৈরী পনিরের পিঠে পরীক্ষা করেছিলেন, শুধুমাত্র সেই দোকানটির জন্যই নয়, বরং তাদের অন্যান্য সকল শাখাগুলির জন্যও তাকে

পনিরের পিঠে সেঁকতে বলেছেন। তিনি ক্রিসের কাছে এও জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি আর কি কি তৈরী করতে পারেন। ক্রিস হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন! আশ্চর্যজনক ভাবে, অধিবেশনের শেষ দিনে সেই CEO সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন এবং প্রভুকে তার হৃদয় দিয়েছিলেন ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন। দুই সপ্তাহ পর আমি তার একটি চিঠি পেয়েছিলাম, সেই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে বপন করতে চান। তিনি তার কোম্পানির শেয়ারের দশ শতাংশ আমাদের ফেইত লাইফ নাউ পরিচর্যা কাজে দিচ্ছিলেন। অবিশ্বাস্য! ঈশ্বর একটি বুদ্ধি নিয়ে শূন্য থেকে বিরাট বড় কিছু তৈরী করতে পারেন।

অধ্যায় ১০

সংগ্রহ করুন, ঘর্মাক্ত হবেন না!

আপনি কি গ্রীষ্মকালে এক দীর্ঘ দৌড়ের পর কোনো একটি ঘোড়াকে দেখেছেন? তারা ঘামে ভিজে যায়; ওদের এক ধরনের ফেনার মত ঘাম হয়, যেটিকে ল্যাদার বলা হয়। আপনি বলতে পারেন যে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে। আমাকে সব সময় এই প্রশ্ন করা হয়, “গ্যারি, আপনি কি এই কথা বলছেন যে আমার কাজ করা উচিত নয়?” না, আমি তা বলি নি বা ঈশ্বরের বাক্যও সেই কথা বলে না। কিন্তু আপনি যেভাবে কাজ করেন তার মধ্যে একটি বিস্তর ফারাক রয়েছে। যেমন ধরুন, পিতর ও তার অংশীদারদের সম্পর্কে আমরা যে কাহিনীটি পাঠ করেছি। তারা দুই নৌকা ভর্তি এত মাছ ধরেছিল যে নৌকাগুলি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারা মাছ ধরবার কাজে সারা রাত পরিশ্রম করেও সাফল্য পায় নি। তারপর অবশ্য যীশু এগিয়ে এসেছিলেন ও একটি জ্ঞানের বাক্যের সাহায্যে মাছ কোথায় আছে সেটি তাদের দেখিয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রেও, তারা পরিশ্রম করেছিল, কিন্তু সেটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পরিশ্রম। তারা যখন নিশ্চিত হয়ে মাছগুলিকে টেনে নৌকায় তুলছিল তখন তারা পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু তারা কি মাছ ধরছিল?

আমি জানি যে আমি এখানে কথার জাল বুনছি। ইংরেজি ভাষায় আমরা অনেক কিছুর জন্য মাছ ধরা (fishing) কথাটিকে ব্যবহার করে থাকি। একজন নারী বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা (fishing) করছিল। লোকটি তার পকেটে তার চাবিগুলিকে খুঁজে পাওয়ার (fishing) জন্য হাতড়াচ্ছিল। আমরা যখন কোনো কিছুর সন্ধান করা বোঝাই তখন আমরা ইংরেজিতে fishing কথাটি ব্যবহার করি। তাহলে পিতর কি মাছ ধরছিলেন? আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যে আমি যখন শিকারে যাই, আমি তখন প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যেই আমার হরিণ

পেয়ে যাই। আমি কি শিকার করছি? অন্য কথায়, আপনি যদি জেনেই যান যে মাছ কোথায় আছে, তাহলে কি আপনি মাছ ধরছেন? আমি যদি জানি যে আমি হরিন পাচ্ছি, তাহলে সেটি কি শিকার করা হলো? আমি এই কথা কেবলমাত্র এই কারণেই বলছি যাতে আপনি পার্থক্যটি ধরতে পারেন। হ্যাঁ, আমি পরিশ্রম করছি ঠিকই, কিন্তু আমি সারারাত পরিশ্রম করে কিছুই ধরছি না, এমন নয়। আমার জীবনে যা প্রয়োজন, প্রথমেই, সেটি প্রাপ্ত করবার দ্বারা, তারপর আমি ঈশ্বরের রাজ্যে পরিশ্রম করতে সক্ষম হই। সেটি আমার পিতার ব্যবসা ও আমার উদ্দেশ্য।

আমি এটিকে সংগ্রহ করা বলব!

মথি ১৭:২৭খ এ পিতর যখন যীশুর নিকট এসে কিভাবে তাদের কর প্রদান করতে হবে সেটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন যীশু এই কথাগুলি বলেছিলেন:

> *তুমি সমুদ্রে গিয়া বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথমে যে মাছটী উঠিবে, সেইটী ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে একটী টাকা পাইবে; সেইটী লইয়া আমার এবং তোমার নিমিত্ত উহাদিগকে দেও*

লক্ষ্য করুন যীশু এই কথা বলেন নি, "বেশ, পিতর, আমাদের কর দিতে হবে। আমি তোমায় বলি কি, তুমি বরং তিন মাসের জন্য নগরে চলে যাও, একটা কাজ জোগার কর, তারপর তোমার হাতে আমাদের কর প্রদান করবার মত অর্থ যখন চলে আসবে, তখন না হয় দলের সাথে যোগ দিও"। না, যীশু তা বলেন নি। কেন? কারণ পিতরকে যদি চিন্তাভাবনা করবার পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ায় ফিরে যেতে হয়, তাহলে তাকে তার মূল কাজ ছেড়ে দিতে হবে ও পয়সার পেছনে ছোটা শুরু করতে হবে। তার পরিবর্তে, কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কার্য করে ও পার্থিব জগতে থাকাকালীন কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে, যীশু আমাদের সেটি দেখান। পিতরের উত্তরটি আপনারও উত্তর। যীশু পিতরকে কেবল এই কথাই বলেছিলেন যে যেখানে যোগান রয়েছে, সেখানে তার যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করা প্রয়োজন সেটি হলো শস্যচ্ছেদন করা, এবং তার সেটিই অন্বেষণ করা উচিত। পিতরকে শুধুমাত্র সংগ্রহ করতে হত।

আমরা যখন যীশুকে তাঁর শিষ্যদের সাথে থাকতে দেখি, তখন তারা যখন ঈশ্বরের রাজ্যকে কার্য করতে দেখত, তখন তারা সাধারনত বিস্মিত হয়ে যেত। বাইবেল বলে যে মার্ক ১১ অধ্যায়ে যীশু যখন তাঁর মুখের কথাতেই ডুমুর বৃক্ষটিকে শুকিয়ে দিয়েছিলেন, তখন পিতর অভিভুত হয়ে পড়েছিলেন। যখন লাসার তার মৃত্যুর চারদিন পর কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তখন তারা চমৎকৃত হয়েছিল। যখন পিতর, যাকোব ও যোহন সেই সকল মাছগুলি ধরেছিল, তখন তারা চমৎকৃত হয়েছিল। ড্রেনডা ও আমি বছরের পর বছর ধরে যখন ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কার্যকরী হয় সেটি অবিরাম অধিক থেকে অধিকতর জেনে চলেছিলাম, তখন, "তুমি কি এটি দেখেছিলে?" এই কথা বলে, আমাদের মুখ হা করা অবস্থায় বিস্মিত হয়েছি। যেহেতু আমরা পবিত্র আত্মার সাহায্যের সাহচর্যে সংগ্রহ করবার বিষয়ে কথা বলছি, তাই আমাকে আপনাকে মথি ৬ অধ্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার বাইবেলে এই অনুচ্ছেদটির উপরের দিকে, "দুঃখ করবে না!" এমন একটি উপ শিরোনাম রয়েছে, আমি এটা ভালোবাসি।

> *কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না।*
>
> *এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, 'কি ভোজন করিব, কি পান করিব' বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা 'কি পরিব' বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে?*
>
> *আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে; সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত*

প্রতাপে ইহার একটীর ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন না?

অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, 'কি ভোজন করিব?' বা 'কি পান করিব?' বা 'কি পরিব?' কেননা পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।'

- মথি ৬:২৪-৩৪

যীশু বলেন আপনি দুই প্রভুর সেবা করতে পারেন না। আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি দুই প্রভুর সেবা করতে পারেন, কিন্তু তা আপনি পারেন না। আপনি একজনকে আর কেবলমাত্র একজনকেই প্রেম করবেন। সেটি কে আমি সেটি বলে দিতে পারি। যে আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারবে বলে আপনি ভরসা করেন তাকে। কিভাবে প্রভুর রাজ্য কাজ করে সেই বিষয়ে জানবার জন্য আমি যে কখনই সময় ব্যয় করি নি এই বিষয়ে যখন সেই পুরনো খামারবাড়িটিতে প্রভু আমার সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি বলছিলেন যে আদতে তিনি আমার প্রভু নন। যার উপরে আমার পূর্ণ আস্থা ছিল ও যাকে আমি সেবা ও ভরসা করছিলাম, প্রভু সেই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন না। হ্যাঁ, আমি গীর্জায় যেতাম, উদার ছিলাম, ঈশ্বরকে প্রেম করতাম ও আমি জানতাম যে আমি স্বর্গে চলেছি। কিন্তু আর্থিক বিষয়ে ঈশ্বরের প্রক্রিয়া কী ও কিভাবে তাঁর রাজ্য কার্য করে সেই বিষয়ে জানবার জন্য আমি কখনই সময় ব্যয় করি নি।

কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের মনও থাকিবে

- লুক ১২:৩৪

"কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের মনও থাকিবে" ধীরে ধীরে এটি পাঠ করুন। অনেকেই এটিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে থাকে, "যেখানে আপনার মন, সেখানেই আপনার ধন থাকবে।" কিন্তু এই বাক্যটি এই কথা বলে না, এবং এইভাবে এটি কার্যও করে না। লোকেরা মনে করে এর অর্থ হলো যে তারা রবিবার সকালে ঈশ্বরকে প্রেম করতে পারে, এবং সেখানেই তাদের ধন থাকবে। ভুল! যে প্রক্রিয়া আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন, সেখানেই আপনার ধন থাকে।

যীশু বলেন আমরা সবাই উল্টো বুঝেছি!

আমাদের জীবনে অর্থ নয়, ঈশ্বর চান প্রথম স্থান তিনি নেবেন। যদি অর্থ আমাদের ধন হয়, তাহলে সেটি আমাদের সময়, আমাদের অগ্রাধিকার ও ভালবাসা দাবি করে প্রথম স্থান নেবে। সেই কারণেই যখন কর প্রদানের সময় এসেছিল, তখন টাকা রোজগারের জন্য পিতরকে তার প্রকৃত কর্মভার ছেড়ে যেতে হয় নি। সেই কারণেই আমাদেরকে ঘর্মাক্ত না হয়ে বরং সংগ্রহ করবার জন্য ঈশ্বরকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। যীশুকে আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের পথ শিক্ষা দিতে হয়, কিভাবে আমাদের প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হয়, আমরা যেন সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে প্রেম করতে পারি সেই জন্য, সেইরূপে তিনি আমাদের হৃদয়কে মুক্ত করেন! যীশু বলেছিলেন, "ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়?" তিনি বলছিলেন জীবন মানে বিষয় সম্পত্তি থাকা নয়। জীবনের উদ্দেশ্য হলো সেই সকল বস্তু আপনাকে ও পৃথিবীতে আপনার কর্মভারকে সাহায্য করে।

তা সত্ত্বেও আমরা কী দেখি? অধিকাংশ মানুষ ওই সকল বস্তুর সেবা করবার জন্য বিরামহীন ছুটোছুটি করছে। লোকেরা বন্ধকী সম্পত্তির টাকা মেটাবার, গাড়ির ঋণ মেটাবার, বিলগুলি শোধ করবার জন্য ছুটে চলেছে। যীশু বলেন এটি জীবন নয়! এখন, আমার সাথে তর্ক জুড়ে দেবেন না ও আমাকে এই কথা বলতে শুরু করবেন না যে, "এখানে দেখুন, যীশু নিজেই তো বলেন যে বিষয় সম্পত্তি থাকা খারাপ।" না, তিনি সেই কথা বলেন নি। তিনি ৩৩ তম পদে বলেছেন যে আপনি যদি

যদি অর্থ আমাদের ধন হয়, তাহলে সেটি আমাদের সময়, আমাদের অগ্রাধিকার ও ভালবাসা দাবি করবে

প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার চেষ্টা করেন, তাহলে ওই সকল বস্তু আপনার জীবনে যুক্ত করা হবে। আমরা সমস্যা যেখানে পাই সেটি বিষয় নয়; হৃদয়ে আমরা সমস্যা পাই। আমাদের কাছে বিষয় সম্পত্তি না থাকুক, ঈশ্বর যদি এমনটা চাইতেন, তাহলে যীশু আমাদের সেই কথা বলতেন। তার পরিবর্তে তিনি বলেন যে আমরা যদি ঈশ্বরের পথে জীবনযাপন করি, তাহলে জগত সেই সকল বিষয়ের পেছনে ছুটে বেড়ায়, সেগুলিকে আমাদের জীবনে যুক্ত করা হবে।

অন্য কথায়, জীবন মানে বস্তুর সেবা করা নয়, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ মানুষ শুধুমাত্র সেই কাজটিই করছে। তাদের কোনো পছন্দ নেই; তারা দাস। দুই প্রভুর সেবা করা অসম্ভব এবং বিষয় সম্পদের সেবা করা জীবন নয়। এরপর যীশু আরো খুলে বলেন যে আরেকটি প্রক্রিয়া রয়েছে, আর্থিক প্রশান্তি ও সম্পদের একটি স্থান যা আপনাকে জীবনযাপন করবার জন্য মুক্ত করে। সেটিকে রাজ্য বলা হয়।

এখানে মথি ৬ অধ্যায়ে যীশু তাঁর শিক্ষায় ঈশ্বরের রাজ্যের স্বরূপের বিষয়ে আমাদের দুটি উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, "আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন" (২৬ পদ)

পাখিদের পোকামাকড়ের গোলাবাড়ি থাকে না!

তাদের যে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সেটি মেটাবার দায়িত্ব তারা নিজেরা নেয় না।

না, পিতা তাদের আহার দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন তাদের যা প্রয়োজন, তাদের শুধুমাত্র সেটুকু সংগ্রহ করতে হয়। আপনি কি সেটি দেখতে পান? তারা তাদের জীবনের জন্য কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করে ঘর্মাক্ত হয় না। তারা সংগ্রহ করে!

ফুলেরা শ্রম করে না বা সূতা কাটে না!

> *"আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে; সে সকল শ্রম করে না, সূতাও কাটে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটীর ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না"। (২৮ পদ)*

ফুলেরা কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরিয়ে বস্ত্র তৈরী করে নিজেদের সুসজ্জিত করে না। না, স্বর্গীয় পিতা তাদের বস্ত্র পরিহিত করেন। যীশু এরপর আপনাকে ও আমাকে আমাদের উত্তরগুলি দিতে থাকেন। জীবনযাপনের আরেকটি পথ রয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্যের পথ! যীশু বলেন, "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে" (৩৩ পদ)। "ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে চেষ্টা" এর অর্থ কি? এর অর্থ সেই রাজ্য কিভাবে কাজ করে সেটি আবিস্কার করা! যে সকল ধর্ম সেই রাজ্যকে পরিচালিত করে সেগুলিকে অধ্যয়ন করুন। ঈশ্বরের প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা জানুন!

আমি যদি আপনাকে একটি বিমানে চাপিয়ে নিয়ে এমন একটি দেশে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসি, যে দেশে আপনি পূর্বে কখনও যান নি, তাহলে আপনার প্রথম অবশ্যকরণীয় কাজটি হবে সেই দেশ কিভাবে পরিচালিত হয় সেটি জানা: তারা কিভাবে ভোজন করে, কিভাবে তারা বেচা-কেনা করে, তাদের দেশ যে সকল আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই একই কথা ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষেত্রেও সত্য। আপনাকে যদি ঈশ্বরের রাজ্যের একটি অংশ হয়ে সেই রাজ্যের সুবিধাগুলি ভোগ করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কাজ করে আপনাকে তা জানতে হবে। আমি আমার সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে ঈশ্বরের রাজ্য যেভাবে কার্য করে আমি যখন সেটি জানতাম না, তখন আমি কতটা সুযোগ হারিয়ে ছিলাম। আপনার উত্তরটি সরল। আপনার একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব প্রয়োজন। একটি বিপ্লবে মানুষ তাদের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও আরেকটি নতুন সরকারকে ক্ষমতায় আনে। আপনার সেই একই কাজ করবার প্রয়োজন। আপনাকে পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ার সেই পুরাতন সরকারকে তার সকল অভাব ও হতাশা সহ উৎখাত করতে ও জীবনযাপনের একটি নতুন ধারাকে উপভোগ করতে হবে – অর্থাৎ নতুন আইন সহ, কোনো অভাব ব্যতীত, এবং মহান আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করতে হবে!

অধ্যায় ১১
হাঁটার চাইতে উড়ে যাওয়া সহজ!

আপনি যদি ইতিহাসে ফিরে যান এবং সেই সময় নিউ ইয়র্ক শহর থেকে সান ফ্রান্সিস্কো শহরে যেতে হলে, আপনাকে নৌকায় চড়ে যেতে হত। পানামা খাল উন্মুক্ত হওয়ার পূর্বে দক্ষিন আমেরিকা ভ্রমন করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যেত। পরবর্তীকালে, যখন ওরেগন পথ চালু হলো, সেই সময় সেই যাত্রাটি প্রায় চার মাসের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। আজ, আপনি চার ঘন্টার মধ্যে সেই স্থানে পৌঁছাতে পারেন। কিভাবে? একটি নতুন ধর্মের নাগাল পাওয়ার দ্বারা, উড্ডয়নের ধর্ম। উড্ডয়নের এই ধর্মটি এই পৃথিবীতে সবসময় ছিল- পাখিরা প্রতিদিন সেই ধর্ম ব্যবহার করত- কিন্তু মানুষ সেটা বুঝতে পারে নি। উড়বার প্রাকৃতিক ধর্মের মতই, অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণই তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়কাল ব্যাপী ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির বিষয়ে পাঠ করলেও, সেগুলির সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। ঈশ্বরের রাজ্য এখানেই রয়েছে, আপনার মধ্যেই রয়েছে, আর এই রাজ্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবার একটি বৈধ অধিকার আপনার রয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে, উড্ডয়নের ধর্ম অভিকর্ষ-এর ধর্মকে বাতিল করে না, সেটিকে ফাঁকি দেয় মাত্র। অন্য কথায়, যে ধর্মগুলি উড্ডয়নকে পরিচালিত করে, যতক্ষণ আপনি সেই সকল ধর্মের অধীনে কার্য করবেন, যদিও সেই সময়েও মাধ্যাকর্ষণ বল কার্যকর থাকবে, তা সত্ত্বেও ততক্ষণ আপনি উড়তে পারবেন। আপনাকে একমত হতেই হবে যে এক বছর ধরে নৌকাবিহার করবার তুলনায় চার ঘন্টার উড়ান সহজতর! বেশ, তাহলে আপনার পুরাতন ধীর গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়াকে পিছনে ফেলে দিয়ে দ্রুত কাজ করবার পন্থায় কাজ করা শুরু করুন।

আপনি কি কখনও রাজা প্রজাপতি (Monarch butterfly) দেখেছেন? এখানে ওহাইও তে শরৎ কালে, আপনি হাজার হাজার রাজা প্রজাপতিকে শীতের

সন্ধানে দক্ষিন দিকে উড়ে যেতে দেখতে পাবেন। তারা প্রায় ২,০০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে মক্সিকোতে যাত্রা করে। কিন্তু এখানেই হলো মুশকিল। তারা পূর্বে কখনই সেখানে যায় নি! তাহলে কিভাবে ও কখন সেই দেশে পাড়ি জমাতে হবে তারা সেটি কিভাবে জানতে পারে? যদি ঈশ্বর রাজা প্রজাপতিদের জীবিত থাকবার জন্য একটি পথ প্রস্তুত করতে পারেন, তাহলে আপনার জন্যও তাঁর নিকট একটি উপায় রয়েছে। প্রজাপতি কিভাবে এই কাজ করে?

সেই পরিভাষাটিকে বলা হয় metamorphosis বা রূপান্তর। এখানে মূল শব্দটি হলো "morph" এই শব্দটি, যার অর্থ পরিবর্তন। অধিকাংশ লোক জানে যে রাজা প্রজাতির প্রজাপতিগুলি একটি প্রজাপতির আকারে তাদের জীবনযাত্রা শুরু করে না। তার পরিবর্তে, তারা একটি শুঁয়োপোকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুঁয়োপোকা পর্যায়ে, যতদিন পর্যন্ত না শেষমেষ তারা একটি বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়, ততদিন তারা একটি আকন্দ জাতীয় উদ্ভিদের উপর বাস করে ও আকারে বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট একটি আকার বিশিষ্ট হওয়ার পর, তারা একটি গুটিপোকা নির্মাণ করে, সেটি এমন একটি খোলস যার মধ্যে শুঁয়োপোকাটি ৭ থেকে ১৫ দিনের জন্য নিজেকে বন্দি করে রাখে। এরপর, সেই গুটিপোকা থেকে প্রজাপতির প্রকাশ ঘটে এবং শুঁয়োপোকা থাকা অবস্থায় সে যেটি করে নি, তেমন আচরণ করবে ও নবরূপ প্রাপ্ত হবে। সে একটি সম্পূর্ণ নতুন স্তরের অস্তিত্বে জীবনযাপন করে ও জীবিত থাকে। সে উড়ে! একটি আকন্দ গাছে পড়ে থাকবার পরিবর্তে, এখন তার যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াতে পারে। সে সুন্দর এবং তার মধ্যে এমন চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য রয়েছে, প্রকৃতিতে যার জুরি মেলা ভার।

কিন্তু প্রজাপতি যে সর্বাধিক বিস্ময়কর কাজটি করে দেখায়, তা হলো বিপদ থেকে দুরে উড়ে যাওয়া। আপনি দেখবেন, রাজ প্রজাপতিরা হাড় হিম করা শীতের মাসগুলিতে কিছুতেই জীবিত থাকতে পারে না। উত্তরাঞ্চলের পক্ষে সেই ধরনের জলবায়ু স্বাভাবিক। সেই জলবায়ুতে এই প্রজাপতিগুলি মারা যাবে। কিন্তু ঈশ্বর এই প্রাণীটিকে বিপদ থেকে উড়ে গিয়ে দুরে চলে যাওয়ার জন্য একটি উপায় করে রেখেছেন। সেই উপায় হলো ২০০০ মাইল দুরের এমন একটি স্থানে উড়ে চলে যাওয়া যেখানে আগে তারা কখনই যায় নি। প্রজাপতিগুলি সেখানে যাওয়ার রাস্তাই বা কিভাবে জানতে পারে? তারা কিভাবে এতকিছু করে? রূপান্তরের দ্বারা। আর বাইবেল বলে যে, ঠিক ওই রাজ প্রজাপতির মত, এই একই পদ্ধতির মাধ্যমে

আপনিও আপনার সমস্যাগুলির উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারেন। এমনকি সেই সকল পরিস্থিতিতেও, যেগুলির মোকাবিলা কিভাবে করতে হয় সে বিষয়ে আপনার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

স্টিভ নামের আমার একজন বন্ধু, এক রাতে তার গাড়িটিকে চালিয়ে বাড়ির পথে ফেরবার সময়ে একটি হরিণকে ধাক্কা মারেন। তার গাড়ির প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, এক সপ্তাহ পর, তাদের বাকি থাকা একমাত্র গাড়ি, অর্থাৎ তাদের পারিবারিক গাড়ির ইঞ্জিনটি পুড়ে যায়। স্টিভের বীমা কোম্পানিটি তার গাড়ির ক্ষতির জন্য তাকে বিনামূল্যে দু সপ্তাহের জন্য গাড়ি দিচ্ছিল, কিন্তু তাদের পারিবারিক গাড়িটি এমন কোনো বীমা সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না যেটি সেই গাড়িটিকে বদল করবার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। স্টিভ ও খারেন কি করবেন তা জানতেন না। স্টিভের ব্যবসার জন্য তার গাড়ি থাকাটি অত্যাবশ্যকীয় ছিল, কারণ তিনি সেলসের কাজ করতেন এবং প্রতিদিন রাতে সেলস বা বিক্রয়ের কাজের ফোন আসত ও তাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে হত।

তারা যতদিন ধরে ঈশ্বরের রাজ্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেটি তাদের পক্ষে এই কথা জানবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে ঈশ্বর তাদের সমস্যার সমাধান। সেই সময়, তাদের কাছে বাস্তবে এমন অতিরিক্ত কোনো অর্থ ছিল না, যার দ্বারা তারা তাদের গাড়িগুলি বদল করে নিতে পারেন। কাজেই তারা জানতেন যে তাদের একমাত্র আশা ঈশ্বর ও তাঁর রাজ্য। বিনামূল্যে গাড়ি ব্যবহার করবার দুই সপ্তাহের সময়সীমা অতি দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল, এবং তারপরেও কোনো সমাধান সূত্র মিলছিল না। আশ্চর্যজনকভাবে, যে দিন থেকে স্টিভের পুনরায় ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করবার কথা ছিল, তার ঠিক আগের রাতে স্টিভের কাছে এমন একজন ব্যক্তির ফোন কল আসে যিনি তাকে বলেন যে তিনি তার গাড়িটি দান করে দিতে চান, আর যেহেতু তিনি জানতেন যে স্টিভ আমার মন্ডলীতে আসেন, তাই তিনি এই কথা জানবার জন্য স্টিভকে ফোন করেছিলেন যে স্টিভ আমাদের মন্ডলীর এমন কোনো পরিবারের কথা জানেন কিনা যাদের গাড়িটির প্রয়োজন থাকতে পারে। স্টিভ তৎক্ষনাত তার নিজের অবস্থার কথা খুলে বলেন ও বলেন তিনি নিজের ও তার পরিবারের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে গাড়িটিকে নিতে চান। সে তো ভালো কথা, কিন্তু স্টিভের ছয়টি ছোট সন্তান ছিল, এবং একটি ছোট গাড়িতে কিছুই হবে না। তবে, তাদের মনে ভরসা যোগাবার জন্য এই গাড়িটির দেখা মিলেছিল।

পরের রবিবারে তিনি সস্ত্রীক গীর্জার সামনে এলেন ও তাদের পরবর্তী গাড়ির জন্য আমাকে তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন। খারেন বললেন, "পাদ্রীবাবু, আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা, বিশ্বাসের দ্বারা একটি হোন্ডা ওডিসি গাড়ি পেয়েছি, এবং যেহেতু আমরা সেই লক্ষ্যে একটি বীজ বপন করেছি, তাই আমরা চাই আপনি আমাদের সাথে সহমত হোন"। আমি বললাম, "আমি নিশ্চয় একমত হব"। কাজেই আমরা প্রার্থনা করলাম। আমার ঠিক মনে নেই, যে ঠিক কত সপ্তাহ পর আমরা একদিন তাদের বাড়িতে ঢুকেছিলাম, তবে মনে হয়, তিন বা চার সপ্তাহের বেশি নয়। যখন আমরা তাদের বাড়ি গেলাম, তখন আমরা তাদের রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম, আর তাদের রেফ্রিজারেটরের দরজায় একটি হোন্ডা ওডিসির ছবি লাগানো ছিল। খারেন বললেন, প্রতিদিন তিনি যখন ওই রেফ্রিজারেটরটির দরজাটি খোলেন, তখন তিনি সেই ছবিটির উপর তার হাত রাখেন ও সেই গাড়িটির জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পর, আমার সচিব আমাকে ফোন করলেন ও জানালেন, "পাদ্রীবাবু, আজ আমাদের কাছে একটা বেশ ইন্টারেস্টিং ফোন কল এসেছিল"। এক ভদ্রলোক মন্ডলীকে একটি গাড়ি দিতে চাইছিলেন। তখন. সেই সময়ে, স্টিভ ও খারেন কিভাবে একটি নতুন গাড়ির জন্য তাদের বিশ্বাস মুক্ত করেছিলেন বা কোন ধরনের গাড়ি তারা চাইছিলেন, সেই ব্যাপারে কেউই কিছু জানত না। তাই আমি আমার সচিবকে বললাম, "গাড়িটি কী ধরনের?" তিনি উত্তর দিলেন, "এটি একটি হোন্ডা ওডিসি"। "গাড়িটির অবস্থাটি কেমন?" তিনি জানালেন যে ওই ভদ্রলোক বলেছেন যে গাড়িটির মধ্যে একটি আচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই ও গাড়িটি সুন্দর অবস্থায় রয়েছে এবং কেবলমাত্র ৭০,০০০ মাইল ছুটেছে। আমি তাকে বললাম যে গাড়িটির যেখানে যাওয়ার কথা সেটি আমার জানা আছে। আমি ড্রেনডাকে এই সম্পর্কে বললাম ও তাকে খারেনকে ফোন করতে বললাম। ড্রেনডা যখন ফোন করলেন, তখন তিনি খারেনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কেমন আছেন এবং তাদের গাড়ির প্রয়োজনের বিষয়ে তারা কি কোনো অগ্রগতি দেখেছেন। এই কথা শোনামাত্র খারেনের প্রথম জবাবটি ছিল, "হ্যাঁ, গাড়িটি পাওয়ার পথে আমরা আরেকটি দিন এগিয়ে গেছি!" ড্রেনডা বললেন, "আচ্ছা, আপনারা যতটা কাছাকাছি আছেন বলে মনে করছেন, তার থেকেও বেশি কাছে রয়েছেন। এসে গাড়িটি নিয়ে যান"।

আমি এই রকম কাহিনী পছন্দ করি, আপনিও নিশ্চয় পছন্দ করেন? এর পরেও কাহিনী এগিয়ে চলল, যেহেতু ঈশ্বরের রাজ্য যে প্রয়োজন মেটায়, এই বিষয়ে স্টিভ ও খারেন আরো অধিক বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন।

সেই সময়টিতে স্টিভ ও খারেন একটি বাড়ি চাইছিলেন। তারা বেশ কয়েকবছর ভাড়াবাড়িতে বাস করছিলেন, এবং তারা চিন্তা করেছিলেন যে তাদের নিজেদের বাড়ি নেওয়ার সময় এসে গেছে; কিন্তু বাড়ির জন্য প্রথমেই যে মোটা অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন থাকে তাদের কাছে সেই পরিমান অতিরিক্ত অর্থ ছিল না। তারা জমি কেনবার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য অসংখ্য ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন, এবং সেই সকল ব্যাঙ্কের সেই একই শর্ত ছিল, মোট মূল্যের ৫০ শতাংশ অগ্রিম প্রদান। সেই সময়ে, তাদের নতুন সাংসারিক জীবনে, সেই শর্ত পূরণ করবার জন্য ওই পরিমাণ অর্থ মোটেই তাদের হাতে ছিল না। খারেন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। আমরা এই বিষয়ে একমত হলাম যে ঈশ্বর কোনো একটি পথ করে দেবেন। তাই তারা বিভিন্ন সম্পত্তি ও বাড়ির সন্ধান করতে শুরু করে দিলেন।

অনেক সময়, আমরা যেটিকে সম্ভবপর বলে মনে করি সেগুলির দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতকে পরিমাপ করে থাকি কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের ভাবনার পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ মাত্র করে দিই, তাহলে ঈশ্বরের পক্ষে সকল কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠবে

তারা সে সকল জায়গা দেখেছিল তাদের মধ্যে একটি তাদের মনে ধরেছিল। তারা যে অঞ্চলে গৃহ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, সেটি সেই এলাকাতে ছিল, এবং ৫৫ একর জমি মাত্র ৫৫,০০০ ডলারে বিক্রি ছিল। এইবারেও, তাদের কাছে অগ্রিম অর্থ প্রদান করবার মত নগদ তাদের ছিল না। তবে, আমি একটি গ্রামীন ব্যাঙ্কের কথা শুনেছিলাম, যে ব্যাঙ্কটি সেই এলাকায় ছিল না, ব্যাঙ্কটি প্রায় দু ঘন্টা পথ দুরে ছিল, সেই ব্যাঙ্কটি জমির নগদের একটি অংশরূপে ইকুইটি শেয়ারের কাগজ গ্রহণ করে। সেটি অব্যবহৃত জমির জন্য বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমি তাদেরকে এই বিষয়ে বলেছিলাম, আর তারা সেই ব্যাঙ্কের সাথে কথা বলবার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করেছিলেন। সেই জমিটির সরকার নির্ধারিত মূল্য

ছিল ১ লক্ষ ডলারের উপরে, আর সেই ব্যাঙ্ক বলেছিল যে তাদের কোনো নগদ অর্থের প্রয়োজন নেই। কাজেই তারা কোনো নগদ অর্থ ছাড়াই সেই জমিটি ক্রয় করেছিলেন ও সেই সুন্দর গ্রাম্য জমিতে একটি সুদৃশ্য গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কোনো কিছুর জন্যই নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় নি। আজ পর্যন্ত স্টিভ ও খারেন অবিরত সমৃদ্ধশালী হয়ে চলেছেন, কারণ ড্রেনডা ও আমার মত তারাও, ঈশ্বরের রাজ্যের পথ অনুযায়ী কার্য করেন।

আমার মন্ডলী জুড়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, আর আমি এই একই ধরণের ঘটনাগুলি আপনার জীবনেও প্রত্যাশা করি। আমাদের প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর বিস্ময়কর ও সময় ক্ষেত্রে অদ্ভুত কাজ করতে পারেন। অনেক সময়, আমরা যেটিকে সম্ভবপর বলে মনে করি সেগুলির দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতকে পরিমাপ করে থাকি। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের ভাবনার পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ মাত্র করে দিই, তাহলে ঈশ্বরের পক্ষে সকল কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

> *আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ*
>
> - রোমীয় ১২:২

বিশ্বাসীরূপে আমাদের এই জগতের অনুরূপ হলে চলবে না। পৌল পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার ও জাগতিক জীবন ধারার, এবং আমরা যেভাবে চিন্তা করি, বিশেষভাবে সেটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিলেন। আপনি কি কখনও একটি নকশা দেখে কোনো একটি পোশাক তৈরী বা কোনকিছু বানিয়েছেন? যদি সেটি করে থাকেন, এবং যদি নির্মিত সেই বস্তুটিকে দেখে আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে যদি সেই একই নকশা দেখে পুনরায় আপনি সেটা বানাবার চেষ্টা করেন, তাহলে কী ঘটবে? আপনি সেই একই ফল পাবেন। কাজেই পৌল বলছেন যে মনের নুতনীকরণ দ্বারা আমাদের রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন; আমরা যার অনুরূপে জীবনযাপন করি আমাদের সেটি পরিবর্তিত করতে হবে। জগত যেভাবে চিন্তা করে আমাদের সেটি থেকে ভিন্নভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজন।

“স্বরূপান্তরিত” এই শব্দটির অর্থ কিছুক্ষণ আগে আমরা যে “morph” শব্দটির সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তার অর্থের অনুরূপ। এর অর্থ পরিবর্তন। আমাদের একটি metamorphosis বা পরিবর্তন প্রয়োজন! আমাদের ঈশ্বরের ন্যায় চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যের ভাবনার ন্যায় চিন্তা করা প্রয়োজন। একটি কদর্য, বন্দি, ঠান্ডায় নিশ্চিত মৃত্যুমুখী শুয়োপোকার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করবার পরিবর্তে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ এক নব পথ সহযোগে ঈশ্বরে ভরসা রাখা প্রয়োজন। তারপরে এবং কেবল তারপরেই আমরা আমাদের সমস্যার উর্দ্ধে উড়তে পারব এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ত্রুটিহীন ও প্রীতিজনক ইচ্ছা কি সেটি জানবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারব। আমরা যদি ভাবনাচিন্তার সেই পরিবর্তনকে স্বীকার করে না নিই, তাহলে আমাদের পুরনো মানসিকতা ক্রমাগত এই কথা বলতে থাকবে, “না,না, আমি এটা করতে পারব না। না, এটি যেভাবে ঘটে আমি তা দেখতে পাই না”।

কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে ওই কুদৃশ্য শুয়োপোকা কখনও অত সুন্দর ও অত নিঁখুতভাবে উড়তে পারবে? শুয়োপোকার দিকে তাকিয়ে ও তাকে যে ২০০০ মাইল পথ অবশ্যই যেতে হবে, সেই কথা ভাবলে, আপনি মাথা নাড়িয়ে বলবেন, “অসম্ভব!” কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে সকলকিছু সম্ভব। আমার দিকেই দেখুন। যখন আমার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান হয়, তখন সেটিতে আমাকে একজন আর্থিক বিশেষজ্ঞরূপে দেখিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। কখনও আমি আমার শুয়োপোকার দিনগুলির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলি, “বিস্ময়কর ব্যাপার!”

উড়বার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, ঈশ্বরের রাজ্য যেভাবে কাজ করে ড্রেনডা ও আমি যখন সেটি জানতে শুরু করেছিলাম, তখন আমি মনস্থির করেছিলাম যে আমার একটি উড়োজাহাজ প্রয়োজন। আমার বয়স যখন ১৯ তখন থেকেই আমি উড়োজাহাজ চালিয়ে এসেছি, আর সবসময় আমি ভাড়া করা বিমান উড়াতাম, কিন্তু কখনই আমার নিজের কোনো বিমান ছিল না। আর তার কারণ আপনি অবশ্যই জানেন; বিমান ক্রয় করবার মত অর্থ আমার ছিল না। কাজেই একদিন আমি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হলাম যে এর কোনো যুক্তি নেই; ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে একটি বিমান কঠিন কিছু নয়। আমার কাছে যেটি সম্ভব বলে মনে হয়, ঈশ্বরের রাজ্যকে আমি সেইটুকুতেই বা কেন সীমাবদ্ধ করছি? কাজেই আমি একটি ব্যাঙ্ক চেক লিখলাম, সেই চেকটির মেমোতে “আমার বিমানের জন্য”

(এবং সেই বিমানের বিবরণগুলির তালিকা করলাম) লিখলাম। আমি সেই চেকের উপর আমার হাত রেখেছিলাম ও মার্ক ১১:২৪ অনুসারে যখন আমি প্রার্থনা করেছি, তখনই সেই বিমান আমি গ্রহণ করেছি, এই বিশ্বাস সহকারে সেই চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করেছিলাম।

> *"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে"*

এই ঘটনার পর এক মাসও পূর্ণ হয় নি, আমি নিয়মমাফিক শারীরিক পরীক্ষার জন্য একজন ডাক্তারের নিকট গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তারবাবু যখন বললেন, "আপনি এমন কাউকে চেনেন কি যিনি একটি বিমান কিনতে চান?" আমি তখন চমকে উঠলাম। আমার মনে হয়েছিল যে সেটি অদ্ভুত একটি কথা। আমি প্রশ্ন করলাম, "কি ধরনের বিমান?" আমি বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছিলাম কারণ প্রার্থনা করবার সময় আমি যে ধরনের বিমানের কথা বিশ্বাস করেছিলাম সেই ধরনের বিমানের কথাই তিনি আমাকে বলেছিলেন। তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কোথায় গেলে সেই বিমানটিকে দেখা যাবে, আর তিনি বললেন আমার বাড়ির পাশে যে আঞ্চলিক বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানে সেই বিমানটি রয়েছে। আমি খুলে বলি। আমার বাড়িটি আঞ্চলিক বিমানবন্দরের একটি প্রান্তের নিকট অবস্থিত। যে বিমানগুলি ওখানে অবতরণ করে সেগুলিকে সরাসরি আমার বাড়ির উপর দিয়েই উড়ে আসতে হয়। সারাদিন বিমানগুলিকে আসতে ও যেতে দেখা, আর বিমানের রানওয়ে বা দৌড়াবার পথটি আমার সদর দরজা থেকে মাত্র এক মাইল দুরে হওয়ার অর্থ আমার নিজের একটি বিমান থাকতেই হবে!

কাজেই আমি আমার একজন বন্ধুকে আমার সাথে সেখানে যাওয়ার ও সেই বিমানটিকে দেখবার জন্য তলব করলাম, যিনি তার সারা জীবন ধরে বিমান চালিয়েছেন ও তিনি বিমান চালকদের একজন প্রশিক্ষকও ছিলেন বটে। আমরা যখন বিমানটির উপরে চোখ বোলালাম, তখনই আমি জানতাম যে এটি আমার বিমান; বিমানটি একদম নিঁখুত ছিল! আমি যা চেয়েছিলাম এই বিমানটি ঠিক

সেটিই ছিল। তবে, আমার সমস্যা বলতে কেবল একটিই ছিল, যখনই আমি একটি বিমান ক্রয় করতে চেয়েছি, বছরের পর বছর ধরে আমি সেই একই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে এসেছিলাম – সেই বিমান ক্রয় করবার মত অর্থ আমার ছিল না। আপনার কখনও সেই সমস্যা হয়েছিল? কিন্তু এইবার আমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে পড়বার পাত্র ছিলাম না। আমি জানতাম যে এই বিমানটি আমার; ঈশ্বর কিভাবে সেই অর্থের জোগার করে দেবেন তখনও সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না।

দুই মাস আগে ড্রেনডা ও আমি আমাদের কোম্পানির অফিসের জন্য স্থান খুঁজছিলাম। আমরা যে জায়গায় আমাদের ব্যবসা করতে চেয়েছিলাম সেটি আমাদের জানা ছিল, কিন্তু সেই এলাকায় কোনো জায়গা বিক্রি ছিল না; কাজেই আমরা অন্য এলাকায় জায়গার সন্ধান করা শুরু করে দিয়েছিলাম। আমরা এমন দুটি ভবন খুঁজে পেয়েছিলাম যেগুলিকে বলা যায় আমরা কিনেই ফেলেছিলাম, কিন্তু সেই বিল্ডিং গুলি ক্রয় করবার বিষয়ে আমরা আমাদের আত্মায় বাধা অনুভব করেছিলাম। যে এলাকাতে আমাদের অফিস হওয়ার কথা ছিল বলে পূর্বে আমরা জানতাম, আমরা বারবার সেই এলাকাটিতেই কোনো একটি স্থান প্রাপ্ত করবার আশায় ফিরে যেতে থাকলাম। আমরা যখন আমাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রার্থনা করছিলাম, তখন একদিন আমার বাবা আমাকে ফোন করলেন ও এই কথাগুলি বললেন, "আমি জানি যে তুমি বলবে যে এটি ঈশ্বরের কাজ, কিন্তু তোমার মা ও আমি আলোচনা করেছি, আর আমাদের অফিসের জন্য যে ভবনটি রয়েছে, আমরা সেটি তোমায় তোমার অফিসের জন্য দিতে চাই"। তাদের যে ভবনটি ছিল সেটি সেই এলাকাতেই ছিল যেখানে আমি আমার অফিসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান খুঁজে পাবো বলে আশা করেছিলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম!

যা ঘটেছিল সেটি বুঝতে হলে আপনার জানা প্রয়োজন যে সেই সময় আমার বাবা বিশ্বাসী ছিলেন না। যখনই আপনি তার কাছে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করবেন তিনি সেটি নিয়ে অতিশয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেন। বাস্তবে, ব্যাপারটি এতই মন্দ ছিল যে আমি তার সাথে ঈশ্বর বিষয়ক কোনো কথা মোটেই বলতে পারতাম না। আমি এই প্রার্থনাও করতাম যে তার নিকট খ্রীষ্টকে প্রচার করবার জন্য ঈশ্বর যেন তার জীবনের চলার পথে অন্য কাউকে প্রেরণ করেন। আমি জানতাম আমি

আমার জীবন, যা একসময় টিঁকে থাকা ও ভীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি এখন ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে সেই রাজ্যের ধর্মগুলির নাগাল পাওয়ার দ্বারা, আমি অপরিসীম সম্ভাবনার জীবন খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছি

তার কাছে পৌঁছাতে পারব না; তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করবেন না। কিন্তু আমার বাবা তার ৮০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার কয়েক বছর পর পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি আমাদের টিভির অনুষ্ঠান দেখে এবং ঈশ্বর যে সকল আশ্চর্য কার্য করছিলেন সেগুলি দেখে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। তিনি তার জীবনের শেষ সাড়ে তিন বছর একজন পরিবর্তিত মানুষরূপে ও প্রতিটি সপ্তাহান্তে মন্ডলীতে উপস্থিত হয়ে কাটিয়েছিলেন। একদিন মন্ডলী শেষ হওয়ার ঠিক একটু পরেই, আমি হলঘরে হেঁটে গিয়েছিলাম। আমি আমার বাবাকে, আমার মন্ডলীর একজন সদস্য ও তার বেশ কয়েক বছরের পরিচিত একজন ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে দেখতে পেলাম। আমি যখন তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন আমি সেই ভদ্রলোককে আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে শুনতে পেলাম যে তিনি কেন মন্ডলীতে আসা শুরু করলেন। আমার বাবা উত্তর দিলেন যে তিনি এমন অনেক কিছু দেখেছেন যা তিনি বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক! এইভাবেই এইগুলি হওয়া উচিত।

কিন্তু আমার বাবা পরিত্রাণ গ্রহণ করবার পূর্বে যে ফোন কলটি করেছিলেন, আমাদের সেটির কথায় ফিরে যেতে হবে। তিনি আমাদের সেই ভবনটি দিয়েছিলেন, সেটা জেনে ড্রেনডা ও আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা নিঃসন্দেহে জানতাম যে সেটি ঈশ্বরের কাজ; এবং বাবা যখন ফোন করেছিলেন তখন তাকে আমরা বলতে পারতাম, "হ্যাঁ, বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ; এটি ঈশ্বরের কাজ!"

সেই ভবনটি যাতে আমাদের অফিসের কাজকর্মের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে সেই কারণে সেটিকে বানিজ্যিক ব্যবহারের রীতির উপযোগী করে তোলবার জন্য কিছু বড় ধরণের সংস্কার করতে হতো। আমার বাবা ডিসেম্বর মাসে সেই ভবনটি আমাদের দিয়েছিলেন, এবং সংস্কারের কাজ করবার জন্য আমি বসন্তকাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হতো। ভবনটি কারো দ্বারা ব্যবহৃত না হওয়া অবস্থায় শীতকালে বন্ধ অবস্থায় ছিল, এবং আমার বাবা বলেছিলেন যে তিনি জলের

সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সুতরাং, আমি সেই বিমানটি দেখতে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত শীতের মাসগুলিতে ঘটনা প্রবাহ ওই অবস্থায় আটকে ছিল। আমার ভাই আমাকে ফোন করেন ও বলেন যে আমি যদি আমার সেই ভবনটিতে যাই সেটা ভালো হবে, সেই ভবন থেকে জলের ধারা বেরিয়ে এসে রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং আপাতভাবে আমার বাবা ভুল বলেছিলেন; শীতকালে জল বন্ধ করা হয় নি। আমি তড়িঘড়ি গাড়ি নিয়ে সেই ভবনে গিয়ে পৌঁছালাম, এবং দেখলাম যে উপরের তলার একটি বাথরুম থেকে বেশ কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে জল গড়িয়ে পড়ছিল। নিচের তলার সবকটি প্লাস্টারের তৈরী দেওয়ালগুলি মূল দেওয়াল থেকে খসে পড়েছিল।

আমি জানি আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে একটি খারাপ ঘটনা বলেই মনে হবে, কিন্তু আপনি যা জানেন না এবং আমার ভাই যেটি জানতেন না, সেটি হলো, আমি ইতিপূর্বেই গোটা ভবনের সমস্ত প্লাস্টারের বোর্ডগুলিকে এবং ভবনটির বাইরের দিকের সকল আবরণগুলিকে সরিয়ে ফেলবার ও ভবনটিকে সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে গড়ে তোলবার একটি চুক্তিতে সাক্ষর করেছিলাম। আর দু সপ্তাহের মধ্যেই সেই কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কাজেই জলের দ্বারা সাধিত সেই ক্ষতিটি মোটেই কোনো সমস্যা ছিল না, কারণ ক্ষতি হওয়া সবকিছুকেই সরিয়ে ফেলতেই হতো। কিন্তু এরপর – আমার বীমা সংস্থাটি ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার জন্য আমার কাছে একটি চেক পাঠিয়েছিল, সেই চেকটিতে আমার বিমান কেনবার জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল!

আমি কি এটি দেখেছিলাম? আমি আমার বিমান ও আমার অফিসের ভবন পেয়েছিলাম, সবগুলোই কি কোনো ঋণ এবং আমি কত জোরে ছুটতে পারি প্রথাগত এই নাটকটি ছাড়াই হয়েছিল? হ্যাঁ, সেটাই ঘটেছিল! এখন যখন আমি সেই বিমানটিকে উড়াই, আমি কৃষিজমির উপর দিয়ে উড়ে যাই, তখন আমার স্মরণে আসে যে সেই বিমানটিকে উড়ানো ঈশ্বরের রাজ্যের ন্যায়। সেই রাজ্যের কার্যকারিতা ও ধর্মগুলি আমাদেরকে একটি ভিন্ন মাত্রায় জীবনযাপন করবার সুযোগ করে দেয়। শুয়োপোকা ও প্রজাপতির ন্যায়, সেই শুয়োপোকাগুলি তাদের পায়ের সাহায্যে দৌড়ে কখনই মক্সিকোতে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। আমার জীবন, যা একসময় টিঁকে থাকা ও ভীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি এখন

ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছে। সেই রাজ্যের ধর্মগুলির নাগাল পাওয়ার দ্বারা, আমি অপরিসীম সম্ভাবনার জীবন খুঁজে পেতে সমর্থ হয়েছি।

আমি এই বইটির ইতি টানছি। আমি আপনাকে একটি পদ দিয়ে যেতে চাই। আমি জানি যে আপনি আপনার সারা জীবন ধরে এই পদটি শুনেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এখন এই পদটি আপনার কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটি অর্থ বহন করবে।

> *হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।*
>
> - মথি ১১:২৮-৩০

যীশু আমাদের নিকট থেকে আমাদের যোঁয়ালি অর্থাৎ, পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার কষ্টসাধ্য পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করবার জন্য এসেছিলেন। এখন আমাদের তাঁর যোঁয়ালি তুলে নিতে হবে (সেটি সমাপ্ত হয়েছে) এবং আমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম খুঁজে নিতে হবে (সপ্তম দিন, প্রকৃত বিশ্রামবার)।

পোটীফর যা করেছিলেন, আপনিও যখন সেটিই করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যের মত করে জীবন পরিচালনা করা, তখন আপনি নিজের জীবনে বিস্ময়কর ঘটনা পরিচয় পেতে পারেন। আজই নিজেকে ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির সাথে সারিবদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং আজ্ঞাবহতার ক্ষমতা উপভোগ করতে শুরু করুন। আজই আপনার আর্থিক বিপ্লবের সূচনা করুন, জীবনযাপনের পুরাতন পথ, পুরাতন কর্তৃত্বভার, পৃথিবীর দারিদ্রতার, অসুস্থতার, ও নিরাশার অভিশপ্ত প্রক্রিয়াকে জলাঞ্জলি দিন। আপনার পুরাতন শুয়োপোকার পথকে পরিত্যাগ করুন এবং যীশু আপনাকে যে ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলিকে স্পর্শ করবার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলিকে ব্যবহার করে উড়তে শুরু করে দিন। আপনি সেই রাজ্যের একজন প্রজা।

আপনার বৈধ অধিকার আছে!

যদি এই বইটি আপনার মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে থাকে, এবং আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের একজন শিক্ষার্থী হবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে GaryKeesee.com এই ওয়েবসাইটটি দেখতে বলব। সেই ওয়েবসাইটে আপনি তথ্যের একটি সম্ভার পাবেন যা আপনাকে ঈশ্বরের রাজ্যে সাহায্য করবে ও পথনির্দেশ প্রদান করবে। আমি আপনাকে একজন Team Revolution Partner বা দলগত বিপ্লবের অংশীদার হওয়ার জন্য উৎসাহিত করব যেখানে আপনি বিশেষ কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণ সেশন বা সত্র পাবেন।

আর্থিক বিষয়ে জয়লাভ করবার জন্য আত্মিক ও পার্থিব, স্বাভাবিক এই উভয় ধরণের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ঋণমুক্ত হওয়ার বিষয়ে, এবং আপনার জন্য আমার Forward Financial Group কোম্পানির দ্বারা প্রস্তুত একটি বিনামূল্যের ঋণ-মুক্তি প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য পেতে, 1-800-815-0818 নম্বরে ফোন করুন।

অর্থ উপার্জন করতে জানা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কষ্টার্জিত অবসরকালীন অর্থের সুরক্ষা করাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময়ে। আমার কোম্পানি মানুষকে সুরক্ষিতভাবে অর্থ বিনিয়োগ করবার ক্ষেত্রে সাহায্য করবার বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে থাকে। আমাদের মক্কেলদের জন্য একশ মিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ বিনিয়োগ করবার পরেও, আমাদের দেশে বিগত ১৫ বছরের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও, তাদের একজনেরও এক পয়সার ক্ষতি হয় নি। আবারও বলছি, ফোন করা ও পরামর্শ নেওয়া ফ্রী বা বিনামূল্যে। তথ্যের জন্য 1-800-815-0818 এ ফোন করুন।

ড্রেনডা ও আমি ব্যক্তি বিশেষ ও পরিবারগুলিকে জীবনে জয়লাভ করবার জন্য সাহায্য করতে সমর্পিত। সেই কারণেই ড্রেনডা তার Drenda নামক টেলিভিশন সম্প্রচার প্রযোজনা করে থাকেন। এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যা পারিবারিক জীবন ও সকল বয়সের মহিলাদের উৎসাহিত করবার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। অধিক তথ্যের জন্য দয়া করে Drenda.com ওয়েবসাইট দেখুন।

সবশেষে, ড্রেনডা ও আমি চাইব যে আপনি সমগ্র জগতের মন্ডলী ও পালকদেরকে সাহায্য করবার বিষয়টিকে বিবেচনা করুন। আমাদের H-3 অভিযান প্রকল্প হলো মানুষকে জীবনের ব্যবহারিক দিক নিয়ে মানুষকে সাহয্য করবার বিষয়ে আমাদের অন্তরের একটি বহিঃপ্রকাশ। H-3 প্রতি বছর সারা বিশ্বের পালকদেরকে হাজার হাজার শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করে থাকে। আমরা ক্ষুধার্তদের

আহার যোগাই, বিভিন্ন দেশে সে সকল পরিচর্যা যৌন পাচার চক্রকে থামাবার লক্ষ্যে কাজ করছে তাদের সাহায্য করি, অনাথ আশ্রমগুলিকে সাহায্য করি, অনেক দেশে পালকদের আর্থিক সহয়তা দিয়ে থাকি, এবং এখানে ওহাইও তে মহিলাদের একটি নিবাস স্থলকেও পরিচালনা করি। আমাদের লক্ষ্য হলো পৃথিবীর সর্বত্র মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের এবং যে স্বাধীনতা ও সন্তুষ্টি আমাদের সকলের থাকুক বলে ঈশ্বর চান, সেই বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলবার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

আপনাকে আমাদের বিস্ময়কর কাহিনী বলবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এইবার ঈশ্বরের রাজ্যের সাহায্যে নিজের একটি বিস্ময়কর কাহিনী তৈরী করুন।

পাওয়ার অফ অ্যালিজেন্স (আজ্ঞাবহতার ক্ষমতা)
পাওয়ার অফ রেস্ট
পাওয়ার অফ জেনেরোসিটি
পাওয়ার অফ স্ট্র্যাটেজি
পাওয়ার অফ প্রভিশন

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

আজ্ঞাবহতার ক্ষমতা

এই বইটি পড়ুন যদি আপনি...

আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে হতাশ হয়ে গিয়ে থাকেন

ঋণ মুক্ত হতে চান

কোথা থেকে শুরু করবেন যদি তা না জেনে থাকেন

নিরাশ

গ্যারি কেসির এই একই দশা হয়েছিল। কারণ দীর্ঘ নয় বছর ধরে, তার ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে, তার জীবন এক মারাত্মক মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ছিল। পাওনাদারদের ফোন কল, IRS সম্পত্তি বন্ধক, বিচার ও লজ্জা তার জীবনের পথ ছিল। কিন্তু একদিন ঈশ্বর যখন গ্যারির সাথে তার আর্থিক বিষয়ের ব্যাপারে কথা বললেন, ও তাকে কিছু গোপন রহস্যের কথা জানালেন, তখন সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল, তার জীবনে এলো এক আমূল পরিবর্তন! তিনি ঋণ মুক্ত হলেন, বহু মিলিয়ন ডলার মূল্যের কোম্পানি শুরু করলেন,এবং বর্তমানে তার Fixing the Money Thing নামক টেলিভিশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে, যে সমস্ত মূল বিষয় তার জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল, সেগুলি তিনি জানাচ্ছেন, সেই অনুষ্ঠানটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি সময় অঞ্চল এর মধ্যে নিয়মিতভাবে সম্প্রচারিত হয় গ্যারি সমগ্র বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের কাছে অধিবেশন এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে, এই ধারণা গুলি শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি এই বিষয়ে একমত হবেন যে যে এমন অনেক নীতিসমূহ আছে যা একটি সাফল্যমন্ডিত জীবনযাপনের অংশ। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন একটি যদি তাকে প্রচার করতে হয়, তাহলে সেটি হবে এই নীতিটি। গ্যারি আপনাকে আজ্ঞাবহতার ক্ষমতার মাধ্যমে বিপ্লব এ যোগদান করবার এবং আপনার জীবনের আমূল পরিবর্তন করার আমন্ত্রণ জানান।

গ্যারি কেসি হলেন একজন লেখক, বক্তা, উদ্যোগী, অর্থনৈতিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং একজন পালক যার মধ্যে মানুষকে জীবনে জয়লাভ করবার জন্য সাহায্য করবার একটি তীব্র বাসনা রয়েছে, বিশেষভাবে বিশ্বাস, পরিবার ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। গ্যারি ও তার স্ত্রী ড্রেনডা, বেশ কিছু সফল ব্যবসা তৈরি করেছেন, এবং তারা Faith Life Now-এর স্থপতি, যে সংস্থা Fixing the Money Thing এবং ড্রেনডা নামের দুটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার, বিশ্বব্যাপী অধিবেশন, ব্যবহারিক পুস্তক প্রস্তুত করে থাকে। গ্যারি কেসি দম্পতি কলম্বাস, ওহাইও,- এর নিকট Faith Life Church মন্ডলীর পালক।

GKM GARY KEESEE MINISTRIES

garykeesee.com